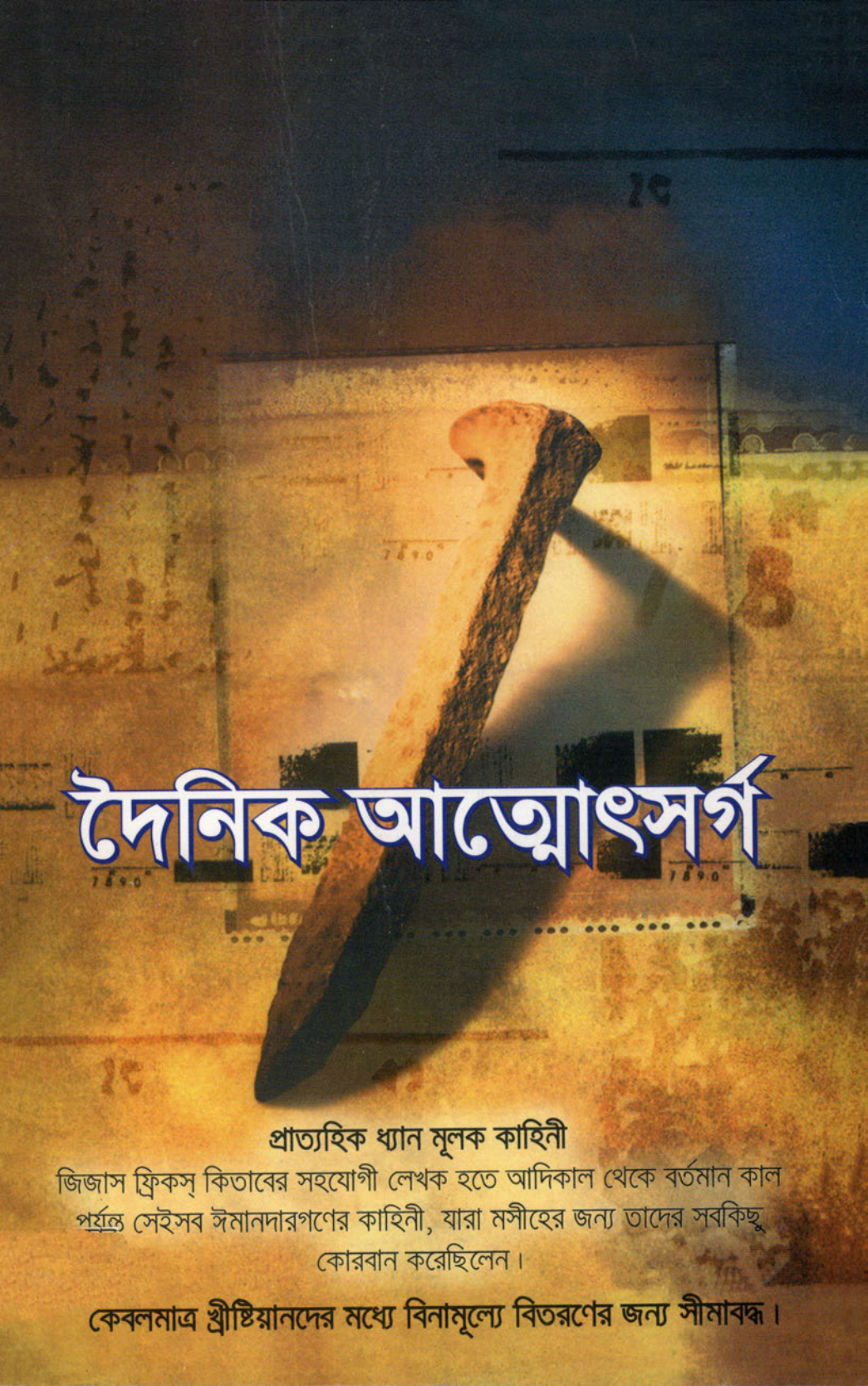

# দৈনিক আত্মোৎসর্গ

**প্রাত্যহিক ধ্যান মূলক কাহিনী**

জিজাস ফ্রিকস্ কিতাবের সহযোগী লেখক হতে আদিকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সেইসব ঈমানদারগণের কাহিনী, যারা মসীহের জন্য তাদের সবকিছু কোরবান করেছিলেন।

**কেবলমাত্র খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য সীমাবদ্ধ।**

জন হাস
যিরোমিয়া লগেরা
সিস্টার অং
জর্জ ঝেলটনস্কো
গুয়েঁ ল্যাপ ম্যা

এই সকল পুরুষ এবং মহিলাদের বিষয়ে আপনি কখনো শুনেননি? কাহিনীগুলো পড়ার পর আপনি কখনো এদের ভুলতে পারবেন না। এই বইটিতে শ'খানেক অন্যান্য ঈমানদার ভ্রাতা-ভগ্নির কাহিনীর সাথে আপনি এই পাঁচ জনেরও সাক্ষাৎ পাবেন, যারা ঈসা মসীহের জন্য তাদের যা কিছু ছিল সব কোরবান করে মসীহের প্রতি তাদের চরম আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন।

ইহা এমন একটা কিতাব, যা আদিকাল থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বিস্তৃত আপনার প্রতিদিনের ধ্যানের বিষয় এই কাহিনীগুলো আপনার জীবনের ত্যাগস্বীকারের প্রকৃত নমুনাকে পাল্টে দিবে- বিশেষ ভাবে প্রতিদিনের ঈমানদারগণের কাহিনী থেকে তাদের কাহিনীগুলো, অনেকগুলোর মধ্যে যাদের কাহিনী এখানে প্রথম বারের মত প্রকাশিত হয়েছে। আপনার নিজস্ব বীরোচিত ঈমানে জীবন যাপন করতে আপনার প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারতে প্রত্যেকটি সত্য ঘটনার সাথে জীবনের বাস্তব প্রয়োগ এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াত অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

400 -0044

EXTREME DEVOTION

# দৈনিক আত্মোৎসর্গ

(Bengali)

# উৎসর্গ

এই কিতাবটি উৎসর্গ করা হ'ল
তাদের জন্য-

যারা অস্বীকারের পরিবর্তে
মৃত্যুকে পছন্দ করেছেন.....
যারা ভয়ের পরিবর্তে ঈমানকে
পছন্দ করেছেন.....
এবং এড়িয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তবলিগী
সাক্ষ্য দিতে পছন্দ করেছেন.....
এবং তাদের সকলের জন্য.....
'এই দুনিয়া যাদের যোগ্য ছিল না।'
(ইবরানী ১১ঃ৩৮ আয়াত)

# শোক্‌রিয়া জ্ঞাপন

এই কিতাবের কাহিনীগুলো সংগ্রহ করে একত্র করণের কর্ম পরিকল্পনাটি ছিল একটি সত্যিকার আন্তরিক দলগত প্রচেষ্ঠা এবং এজন্য অনেক লোকই ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।

সর্বপ্রথম আমি রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্ পাকের প্রতি শোক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি তাঁর বিরাট মহব্বত এবং হেদায়েতের জন্য। আমাদের লেখা এ শোক্‌রিয়া সেই আল্লাহ্‌কেই, আমরা যার এবাদত করি এবং ইহা তাঁর গৌরবের জন্যই।

আমি অতীত এবং বর্তমানের সকল শহীদগণের প্রতি শোক্‌রিয়া জ্ঞাপন করছি, যাদের জীবন আমাদের প্রভাবিত করেছে তাদের ঈমান ও কুরবাণীর মধ্যদিয়ে। যাদের আদর্শ ব্যতিরেকে বর্তমানের ঈসায়ী জামাত ব্যাপকভাবে স্থবির হয়ে পড়ত।

আমি বিশেষভাবে শোক্‌রিয়া জানাচ্ছি ডব্লিউ পাবলিশিং (কোং)কে এই সংকলন প্রকাশনার দায়িত্ব নেয়ার জন্য এবং তাদের দুরদর্শিতার জন্য। তাদের অবদান ব্যতিত কিতাবটি আরো অনেক কম পাঠকের আয়ত্বে আসত। তাদের আকুল আকাংখা বুঝে এই ধরণের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে সহজলভ্য করে তুলতে ইহা উৎসাহ ব্যঞ্জক তাদের জন্য, যারা ঈসায়ী সালামতীর পরিমণ্ডলকে অতিক্রম করে যেতে আকাংখা করে।

আমি আরো শোক্‌রিয়া জানাতে চাই, গবেষক এবং লেখক দলকে, যারা কিতাবের কাহিনীগুলো সম্পূর্ণ করতে অধ্যাবসায়ের সাথে কাজ করেছেন। যিনি ক্লেয়ারী, রিক কিলিয়ান, টড নেটলিটন, চেরিল ওডেন এবং হেনরী বাডি ভন- উনারা সবাই কিতাবটি সম্পূর্ণ করতে কাহিনী সংগ্রহকারী দলের দলনেতা স্টিভ ক্লেয়ারীর সাথে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

শেষ শোক্‌রিয়া মেরি এ্যান, ল্যাকল্যান্ড, ডেভভিয়ারম্যান, এস্‌লে টেইলর, পেজিড্রাইগাস এবং লিভিং স্টোন কর্পোরেশনের গ্রেগ লংবোন্‌স্‌কেও যারা কিতাবটি চুড়ান্তভাবে প্রণয়নের ক্ষেত্রে ডব্লিউ টীমের সাথে ঘনিষ্টভাবে কাজ করে মূল্যবান অবদান রেখেছেন।

বিনীত-
টম ওয়াইট
পরিচালক,
VOM
USA.

# ভূমিকা

প্রিয় পাঠক,

এই কিতাবের কাহিনীর ঈমানদারগণকে নিপীড়নের শিকার হিসাবে দেখতে পাওয়া যাবে না, বরং তাদের দেখা যাবে নিপীড়নের উপর বিজয়ী হিসাবে। ঈসা মসীহের নিজ সাহাবী থেকে শুরু করে বর্তমান যুগের শহীদগণ পর্যন্ত ইতিহাসের পরিমন্ডলকে ছাপিয়ে তাদের কাহিনীগুলোর বিস্তৃতি ঘটেছে। রোমানিয়ানদের থেকে উৎপন্ন রোমিও উৎপীড়ক মুসলিমদের মধ্য হতে সন্ত্রাসী, কনফুসীয়ানদের মধ্য হতে কমিউনিষ্ট উৎপীড়ক, এই সকল প্রকার উৎপীড়কগণের ধরণ এই কিতাবের কাহিনীগুলোতে সন্নিবেশিত হয়েছে। কিন্তু এই সব ঈমানদারগণের প্রত্যেকেই আমাদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। তারা ঈসা মসীহের প্রতি চরম পর্যায়ের আরাধনার দৃষ্টান্ত। এই কিতাবের ভেতরের পাতায় সেইসব ঈসায়ী ঈমানদারগণকে দেখতে পাবেন, যাদের কাহিনীতে আপনি খুঁজে পাবেন একটি আকুল আকাংখা। এমনকি আত্মরক্ষা ও স্বার্থ রক্ষার মত মৌলিক মানবিক ইচ্ছার চেয়েও গভীরতম এ আকাংখা। আকাংখাটা হল ঈসা মসীহের সেবা করা এবং তাঁর জন্য দায়ী-ঈলাল্লাহ্ হওয়া।

**********

যখন আমরা এই বইটি সংকলন করি, তখন আমরা আমেরিকায় এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছি। ২০০১ সালের ১১ই অক্টোবরের ঘটনাটি মুক্ত দুনিয়ার মুখোশ পাল্টে দিয়েছে এবং আমাদের সবাইকে নিক্ষেপ করেছে এক চরম জটিল জিজ্ঞাসার সময়ের দিকে---- একটা চরম জিজ্ঞাসার লগ্নের দিকে, যখন সবাই তার উত্তরের জন্য খোদা তা'য়ালার জামাতের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে----- একটা চরম প্রশ্নের জিজ্ঞাসার লগ্নে, যখন জামাত প্রতিরোধ শক্তি লাভের জন্য তাকিয়ে থাকে আল্লাহ্ তা'য়ালার নিরংকুশ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দিকে।

আমাদের চুড়ান্ত লক্ষ্য এটাই যে, যে সময় আমরা চরম সমস্যা ও প্রতিকুলতার মুখোমুখি- সে সময় কিতাবটি আমাদের চিন্তা ধারার প্রসার ঘটাতে এবং আমাদের কার্যক্রমের প্রভাব বিস্তার করতে ব্যবহৃত হোক। উদাহরণ স্বরূপ, আমাদের প্রতি যে মন্দ আচরণ করে, আমরা কিভাবে তার জবাব দেব? ঈসা মসীহ্ কিভাবে এমন ব্যক্তির জবাব দিয়েছিলেন? অতীত যুগের ঈসায়ীগণ কিভাবে এর জবাব দিয়েছিলেন? অন্য ধর্মমতের বিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিৎ যদি তারা প্রচন্ডভাবে আমাদের বিরোধিতা করে? যারা আমাদেরকে মেরে ফেলতে পারে তাদের সাথে খোদার মহব্বত শেয়ার করতে এরকম কিছু করার জন্য কি সবকিছুতে ঝুকি নেয়াটা আমাদের পক্ষে সঠিক হবে?

এই কিতাবটি এই সকল জিজ্ঞাসার জবাব দেবে না। কিন্তু ইহা আপনার ঈমানী চ্যালেঞ্জের নিশ্চয়তা দিবে। যখন আপনি ঈসা (আঃ) এর প্রতি ঈমানদারদের কাহিনীগুলো পড়বেন, যারা ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান আনার কারণে অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নৃশংস অত্যাচার ভোগ করেছিলেন, তখন আপনি এই নিদারুন দুঃখ যন্ত্রনার কষ্টের কাহিনীগুলোর উপর দৃষ্টিপাত করে রত্ন সমূহ খুঁজে পাবেন যা এর বাহ্যিক অবস্থার অন্তরালে অবস্থান করছে।

এইসব উদ্যমী ও সাহসী ভাই-বোনদের তবলিগী সাক্ষ্য সমন্বিত ঈমানের উপর দৃষ্টিপাত করুন, সনাক্ত করে নিন যে, একই আত্মা তাদের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে বাস করে, অথবা বাস করেছিল এবং আপনি বিশ্বাস করে নিন যে, যে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনার অন্তরেও একই পরিমান ঈমানী জৌলুস সহজ প্রাপ্য।

যখন আপনি কাহিনীগুলো জানবেন, তখন একটা নিদারুন কষ্টভোগরত ধর্মতত্বের বোধশক্তি অর্জন করার দ্বারা আপনি ঈমানের একটা মৌলিক অর্ন্তনিহিত বাস্তব উপলব্ধি করেন যে, কাহিনীগুলো (ধর্মের খাতিরে) নিদারুন যন্ত্রনাভোগের নিরাশ বিবরণ নয়। এবং এই উপলব্ধি করণ যে, কাহিনীগুলোর ঈমানদার ভ্রাতা-ভগ্নিগণ অতিমানব খ্রীষ্টিয়ান নহেন। মানবীয় ভিত্তিকে ছাড়িয়ে তাদের বীরত্বে এবং অনমনীয়তায় নিশ্চয় তারা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। এবং তারা ঈসা মসীহের প্রতি এমন পন্থায় একান্তভাবে উৎসর্গীকৃত যে, তা কোন কোন সময় বুঝে উঠা মুশকিল। কিন্তু বাস্তবতা এটাই যে, যারা ঈমানী-জিন্দেগীতে অতি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, তারা আমাদের মতই স্বাভাবিক খ্রীষ্টিয়ান।

তাই তাদের মধ্যে আপাতঃ দৃষ্টিতে গুপ্ত রহস্যের উপাদান বলে মনে হয়, সেটাই কি তাদের ঈসা মসীহের প্রতি এমন চরম আত্মোৎসর্গের দিকে পরিচালিত করে?

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায়, ঈসা মসীহের প্রতি মাবুদ হিসাবে তাদের যে ঈমান তা উদ্ভব হয়েছে তাদের দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্যেই।

ঈমান একাই যথেষ্ট। মানুষের হাতে নির্যাতন ভোগ অসহনীয় হয়ে উঠতে পারে, কিন্তু যখন তা ঈমানের দ্বারা ঈসা মসীহের কাছ থেকে আরো বেশী লাভ করতে নিজের সবকিছু উজার করে দেয়, এই নির্যাতন ভোগ সেইসব ঈসায়ী অন্তঃকরণকে শক্তিশালী করে।

এই কিতাবে যে শহীদগণের উল্লেখ রয়েছে, তারা সকলেই খোদার জন্য একটা সাধারণ প্রচন্ড আবেগের সহভাগিতা করেছিলেন। এই প্রচন্ড আবেগ তাই, যা খোদার মহব্বত অন্যদের সাথে সহভাগিতা করে আক্রান্ত হওয়ার ফল স্বরূপ তাদের দুঃসহ ভয়কে পরাভূত করেছিল।

সম্ভবতঃ (খোদার জন্য নির্যাতন ভোগ করে) তারা যে বিষয়ের অধিকারী হয়েছেন, তার উচ্চমূল্যের কথা জানা থেকেই তাদের মধ্যে এই প্রচন্ড আবেগের অংশটা উৎপন্ন হয়েছে। যখন ঈমান আমাদের কাছে কিছু মূল্য দাবী করে তখন ইহা আরো অসীম মূল্যবান হয়ে উঠে। ইহাই মানব প্রকৃতির সত্যিকার বৈশিষ্ট, যা সেইসব শক্তিশালী ঈসায়ীদের পরিচর্যা করে। ধর্মীয় স্বাধীনতা অনুমোদন করে না এমন অত্যাচারী শাসকদের অধীনে যারা বাস করে।

সুফী সাধক আগষ্টিন একদিন বলেছিলেনঃ 'নিপীড়ন প্রকৃত শহীদ বানানোর মূল কারণ নয়।' গ্রীক ভাষায় 'শহীদ' কথাটার প্রকৃত অর্থ হল সত্যের জন্য সাক্ষী হওয়া। এই বই-য়ে যে শহীদগণের বর্ণনা রয়েছে, তারা সত্যের জন্য এবং ঈসা মসীহের শক্তিতে ব্যক্তিগতভাবে পরীক্ষিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং বিশ্বাস করা হয় যে, তারা বিনামূল্যে অন্যদের নিকট তবলিগী সাক্ষ্য নিয়ে যেতেন।

টি, এস, এলিয়ট তার 'মার্টার ইন দি ক্যথিড্রাল' নাটকে একজন শহীদের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি খোদার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিলেন এবং খোদার ইচ্ছা পূরণের জন্য নিজের ইচ্ছাকে পরিহার করেছিলেন। এতে তিনি তার নিজের ইচ্ছাগুলোকে হারান নি, বরং পেয়েছেন। কারণ তিনি খোদার ফয়সালার মধ্যে নিজের স্বাধীনতা খুঁজে পেয়েছেন। উক্ত শহীদ তার নিজের জন্য কোন আকাংখাই করেননি, এমনকি শহীদ হওয়ার গৌরবের আকাংখাটুকুও নয়।

ঈসা মসীহের সাক্ষ্য হওয়ায় আপনাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হতে পারে। ইমাম হীল একদা একজন মহিলার গল্প বলেছিলেন। মহিলাটি তার কাছে আসলেন এবং বললেনঃ "ইমাম হীল, আমার জন্য দোয়া করুন। ইবলিশ আমার পশ্চাতে রয়েছে।' ইমাম হীল বললেনঃ "ইবলিশ আপনার পশ্চাতে নাই। ইবলিশ আপনার পশ্চাতে থাকবে এমন কাজ আপনি করেননি।"

প্রত্যেক ঈমানদারের লক্ষ্য হওয়া উচিত, ঈসা মসীহের আত্মিক রাজত্বের জন্য "পর্যাপ্ত পরিমান" কিছু করা।

যখন আপনার ঈসায়ী তবলিগী সাক্ষ্যের কারণে নির্যাতনের কিছু নমুনা আপনার জীবনে আসে, তখন আপনার প্রতি আমাদের প্রত্যাশা এটাই যে, এই বই-এ উল্লেখিত শহীদগণের মত আপনিও মহিমা ঈসা মসীহের প্রতি চরম ভক্তির সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা লাভ করুন।

'দৈনিক আত্মোৎসর্গ' লেখক সংঘ

VOM

# তুর্কীঃ ইরকান সেনগাল

১ম দিন

"আমার জন্যও মুনাজাত কর যেন আমি যখন কথা বলি তখন আল্লাহ্ আমাকে এমন ভাষা যুগিয়ে দেন যাতে আমি সাহসের সঙ্গে তাঁর দেওয়া সুসংবাদের গোপন সত্য তবলিগ করতে পারি। এই সুসংবাদ তবলিগের জন্য আমি শিকলে বাঁধা পড়েও মসীহের দূতের কাজ করছি। মুনাজাত কর যেন জেলের মধ্যে থেকে যেভাবে সেই সুসংবাদ আমার তবলিগ করা উচিত সেইভাবে সাহসের সঙ্গে তা করতে পারি।" (ইফিষীয় ৬ঃ১৯-২০ আয়াত)

**যখন মুসলিম দেশ তুরস্কে ইরকান সেনগাল তার জীবনকে ঈসা মসীহের জন্য নিবদ্ধ করলেন, তখন কেহ কেহ এটাকে তার জাতি এবং তার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হিসাবে দেখল। যখন তিনি বলেছিলেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র জন্য কিছু একটা করবেন তারপর তিনি এর কর্ম পরিকল্পনা ঠিক করেছিলেন। কিন্তু তখন কি ঘটেছিল।**

ইরকান তার জেলের সঙ্গীদের দ্বারা বেষ্টিত অন্ধকার, সেঁত-সেঁতে জেলখানার একটি কক্ষে বসেছিলেন- স্থানীয় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল। তারা বলত একজন ঈসায়ী প্রকাশকের প্রকাশিত বইপুস্তক বিতরণ করে ইরকান 'ইসলামের অবমাননা' করেছেন।

ইরকান মুক্ত হওয়ার জন্য চিৎকার করে খোদার নিকট মুনাজাত করলেন। তিনি জানতেন যে, তিনি ভুল কিছু করেন নি। আল্লাহ্ তার দিলে ফিসফিস করে বললেন, "তুমি বলেছিলে তুমি আমার জন্য যে কোন কিছু করবে। তুমি কি তা করতে পেরেছ?"

খোদার সম্মুখে ইরকান কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে মুনাজাত করতেন। তিনি তার অন্তর থেকে বলতেনঃ "মাবুদ গো! আমি সত্যিকার ভাবেই তা করার অভিপ্রায় করতাম"। তারপর ইরকান জেলখানায় প্রতিদিন তিন ঘন্টা ধরে তবলিগ করা শুরু করলেন। তিনি জানলেন যে, তাকে তবলিগ এর একটা নতুন ক্ষেত্র দিতেই খোদা তা'য়ালা তার জেলে বন্দী হওয়ার বিষয়টা অনুমোদন করেছেন। পুলিশের চাপে দোষ স্বীকার পত্রে স্বাক্ষর করা পর্যন্ত ইরকান জেলখানায় ত্রিশ দিন ছিলেন। তারপর বিচারক তার মধ্যে অপরাধের কোন আলামত খুঁজে পেলেন না।

গ্রেফতার ইরকানের তবলিগী সাক্ষ্যের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর মুক্তি পাওয়ার পর থেকে অনেক সংখ্যক লোক তার জামাতে আসতে থাকল যারা জেলখানায় তার কক্ষে তবলিগী সাক্ষ্যের সহভাগিতা করেছিল। তারা ইরকানের কাছে সেই খোদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন, যিনি জেলখানায় তালাবদ্ধ অবস্থায়ও তাকে শান্তি দান করেছিলেন। গ্রেফতার হতে পারে জেনেও ইরকান এখনও ঈসায়ী কিতাবাদি বিতরণ করেন।

*যখন আমরা খোদার জন্য ব্যবহৃত হতে চাই, অধিকাংশ ঈসায়ীগণ স্বীকার করেন যে, নির্যাতন ভোগ করাটা আসলে সে রকম নয়, যে রকম আমরা মনে করি। অবশ্যই, আমরা ঈমানে বেঁচে থাকতে চাই- কিন্তু দুঃখ কষ্ট ভোগের মধ্যে পড়তে চাই না। আমরা কার্যক্ষেত্রে, পদোন্নতিতে উপেক্ষিত হয়ে এবং সামাজিক কার্যক্রম থেকে বাদ পড়ে অসন্তোষ্ট হয়ে পড়ি। আমরা নিজেদেরকে গুরুত্বহীন অনুভব করি। প্রতারিত ভাবি, অনুপযুক্ত ভাবি। যাহোক, আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের ব্যর্থতার মাঝে দোয়া সহকারে খোদার অনুসন্ধান করতে হবে। যে মুহূর্তে আমরা তা করি, আমরা দেখতে পাই, দোয়া আমাদের প্রেক্ষাপট পাল্টে দিয়েছে। তখন (রূহানী) বৃদ্ধির জন্য সুযোগ দেখতে শুরু করি। তখন আমরা প্রত্যাশা পাই। যন্ত্রনার মধ্যে আমরা খোদার প্রতিশ্রুতি খুঁজে পাই। ফলতঃ আমরা আমাদের চলমান পরিস্থিতির উদঘাটন করতে শুরু করি। যাহোক, সর্বোপরি আমাদের জীবনে অনুপযুক্ত, অপ্রত্যাশিত ও অসুন্দর বিষয়গুলোও খোদার পরিকল্পনার একটা অংশ। যখন আমরা কষ্টভোগের উপর খোদার দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য দোয়া করি তখন আমরা,যে কোন মূল্যে খোদার প্রতি বাধ্য হওয়ার উৎসাহ খুঁজে পাই।*

# মৌরিতানিয়াঃ তীমথি

২য় দিন

"আমি চাই যেন তারা দিলে উৎসাহ পায় এবং মহব্বতে এক হয়, আর মসীহের বিষয় বুঝবার ফলে যে নিশ্চয়তা পাওয়া যায় সেই পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রচুর পরিমাণে লাভ করে। তার ফলে আল্লাহ্‌র গোপন সত্যকে, অর্থাৎ মসীহকে তারা জানতে পারবে।" (কলসীয় ২ঃ২ আয়াত)

মাওরা তার স্বামীর পক্ষে সুপারিশ করে চিৎকার করে বলঃ "প্লিজ, তীমথি তাকে বলে দাও----- সরকারকে বলে দাও কোথায় কিতাবুল মোকাদ্দসগুলো লুকানো আছে এবং মুক্ত হও। আমি এরকম দেখাটা আর সহ্য করতে পারি না।" তীমথি এবং মাওরা রোমানিয়ার মৌরিতানিয়া প্রদেশের বাসিন্দা। গ্রেফতার হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তাদের বিয়ে হয়েছিল।

যখন সৈন্যরা তার স্বামীর জিদ ভাঙ্গার চেষ্ঠায় গরম লোহার দন্ড দিয়ে তার চোখ দুটি উপড়ে ফেলেছিল তখন মাওরা আতঙ্কের মধ্যে সেদিকে তাকিয়েছিল। তারপর রোমান বাদশাহ্ আরিয়ানাসের হুকুমে গলার চারপাশে ভারি দ্রব্য পেঁচিয়ে ঝুলিয়ে রাখল। তীমথি অপেক্ষা করেছিল, যেন তার কণ্ঠ রোধ করার জন্য মুখের মধ্যে যে দ্রব্য দেয়া হয়েছে তা দূরিভূত হয়। গ্রেফতারের প্রথম অবস্থায় তার যে ভয়টা ছিল তা জান্নাতি শান্তির অনুভূতি দ্বারা দূরিভূত হল।

সৈন্যরা যেরকম আশা করেছিল, তার ঈমান পরিত্যাগ এবং জামাতের জন্য আসমানী কিতাবের লুকানো কপিগুলোর স্থান প্রকাশ করার পরিবর্তে তীমথি তার যুবতী স্ত্রীকে তিরস্কার করে বললেনঃ "আমার প্রতি মহব্বতকে ঈসা মসীহের প্রতি তোমার মহব্বতের উপরে স্থান দিও না।" তীমথি তার নাজাতদাতা মাবুদের জন্য মৃত্যুবরণ করার সিদ্ধান্ত এবং তার ইচ্ছার দৃঢ়তা জানিয়ে মাওরাকে অনুপ্রাণিত করল। তার স্বামীর সাহস দেখে মাওরার নিজের স্থির সংকল্পে আরো শক্তিশালী হল।

আরিয়ানাস ইতোমধ্যেই তীমথির অস্বীকারে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তার উপর মাওরার মাঝে নতুন সাহস দেখতে পেয়ে তা ভাঙ্গতে প্রবৃত্ত হলেন। সম্রাট তাকে রোমান বিশ্বের সবচেয়ে নির্মম অত্যাচারের দন্ড প্রদান করলেন। তথাপি সে ভেঙ্গে পড়ল না। সে ঈসা মসীহ্‌কে অস্বীকার করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করল। তীমথি এবং মাওরা প্রত্যেকেই অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ করার পর পাশাপাশি ক্রুশে বিদ্ধ হল।

*ঈসা মসীহ্ তার জামাতী কার্যভার স্বতন্ত্র ঈমানদারদের প্রতি অর্পণ করেন নি। তিনি একটি রূহানী জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি 'ভ্রাতা' এবং 'ভগ্নী'র মত শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি আশা করেন নি যে, তাঁর উম্মত একাকী আলাদা হয়ে যাক। এই ধারণাকে বহমান রাখতেই তিনি এই শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন। যৌথ ইবাদত এবং ঈমানের সহভাগিতার জন্য জামাতের ঈমানদারগণকে একত্রে জমায়েত করণের শিক্ষা দ্বারা পৌল ঈসা মসীহের তবলিগী কার্যক্রম চালু রেখেছিলেন। ঈসায়ীদের একজনের কাছে অন্যজনের প্রয়োজন রয়েছে----- বিশেষভাবে ঈমানের পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে। যদি একজন ঈমানদার ভ্রাতা-ভগ্নি হোঁচট খায় অনুগামী যৌথ ঈমানদারগণের সমর্থনে এবং উৎসাহ দানে যৌথ প্রচেষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে। এই কারণেই ইঞ্জিল শরীফ ঈসায়ী ঈমানে আবশ্যকতা হিসাবে দৃষ্টান্ত দ্বারা সক্রিয় কর্তব্যকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে। একজন ব্যক্তির ঈমান ও সাহসের দৃষ্টান্ত অন্যদেরকে সঠিকভাবে চলতে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে এবং একতাবদ্ধ করতে পারে। পক্ষান্তরে, কষ্টভোগের চাপে যখন একজন ভেঙ্গে পড়ে তখন এটা অন্যদের জন্য পরিস্থিতির কাছে পরাজিত হওয়াটা অধিকতর সহজ হয়ে পড়ে। ইতিহাস ঈসায়ী সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি সহমর্মীতা আন্তরিকতা ও আস্থার অনেক উচ্চ দৃষ্টান্ত ধারণ করে আছে। বিশেষ করে ধর্মীয় নির্যাতন ভোগকালীন সময়ে।*

# চীনঃ ইমাম লি ডেকিয়ান

৩য় দিন

"প্রিয়েরা, তোমাদের পরীক্ষার্থে যে আগুন তোমাদের মধ্যে জ্বলিতেছে, ইহা বিজাতীয় ঘটনা বলিয়া আশ্চর্য জ্ঞান করিও না;" (১ম পিতর ৪ঃ১২ আয়াত)

যেই মাত্র ইমাম তার খুতবা শুরু করলেন, অমনি হঠাৎ সশব্দে জামাত গৃহের দরজাটা খুলে গেল। সশস্ত্র চীনা পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো অফিসারগণ কক্ষের ভিতর প্রবেশ করলেন। ইমাম লি-কে কয়েদ করার জন্য তাকে উপস্থিত করতে এবং ধরিয়ে দিতে প্রত্যেককে হুমকি দিতে থাকলেন।

তৎক্ষনাৎ অফিসারগণের প্রতি ইমাম লি- র ভদ্র অথচ দৃঢ় একটা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলঃ

"প্লিজ অপেক্ষা করুন, আমার ব্যাগটা নিতে দিন।" এই অনুরোধে অফিসারগণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ইমাম লি-র হাতে ধরা কালো চেইনে আটকানো ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে এবং চেইন খুলে তারা জানতে চাইলেনঃ 'কি আছে এর ভিতরে ?"

ইমাম লি তাদের জানালেনঃ "ব্যাগে আছে একটা কম্বল এবং আমার পরনের কাপড় বদলীয়ে পরার জন্য সামান্য কাপড়। এসব আমার কাছে রাখার কারণ হল, আমি আমার গ্রেফতার হওয়ার দিনের প্রতিক্ষা করে আসতে ছিলাম।'

ইমাম লি অনেকবার গ্রেফতার হয়েছিলেন। দুইবার পুলিশ তাকে তার গলা দিয়ে রক্ত বমি না হওয়া পর্যন্ত পিটিয়েছিল। একবার তাকে তার নিজ কিতাবুল মোকাদ্দস দিয়ে মুখের উপর মারা হয়েছিল। ইমাম লিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, যে গ্রামে বুধবার তিনি তার সভার আয়োজন করেছিলেন পুলিশ সে গ্রামে টহল দিতেছিল। তিনি জানতেন, যদি তিনি তবলিগী কাজ করেন, তাহলে তাকে কয়েদখানায় পাঠানো হতে পারে। বর্তমানে চীনা নাগরিকগণকে এ রকম কাজের জন্য আনুষ্ঠানিক বিচার ছাড়াই তিন বছরের জন্য শ্রমিক শিবিরে পাঠাতে পারে।

ঝুকিটা ছিল বিরাট, কিন্তু লির ব্যাগটা গুছিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল। যদিও তিনি তার মন ও আত্মাকে প্রস্তুত করেছিলেন তবু এই ব্যাগ গুছিয়ে নেয়াটা আরো বেশী কিছু ছিল। তিনি ঈসা মসীহের সুসমাচার তবলিগ করতে যে কোনো মূল্য পরিশোধ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি এই রকম ঈমানে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, খোদা তা'য়ালা হয়ত তার দেখাশুনা করবেন- এমনকি জেল খানাতেও।

প্রস্তুতি হচ্ছে অঙ্গীকারের একটা চিহ্ন। কুরবানী স্বীকার করতে অপ্রস্তুত অঙ্গীকার প্রায়ই প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করে কপটতার সাথে আপোষ করে। উদাহরণ স্বরূপ বিবাহের অঙ্গীকারের কথা ধরা যাক। ইহা কারো স্বার্থপরতা হীনতায় এবং কারো আত্ম-স্বাধীনতার অনুভূতিতে শক্ত আঘাত দেওয়ার মত ব্যবহার করতে পারে। যা হোক শক্তিশালী বিবাহে ভাল ফল হয়। অঙ্গীকারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত নয় যে সম্পর্ক, তা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে না।

*আপোষ দৃঢ় মনোবলের মাসুল নিয়ে নেয় এবং দূর্বল করে দেয় আমাদের কোন কাজ করার প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হওয়ার আকাংখা ও সক্ষমতাকে। একইভাবে ঈসা মসীহের প্রতি তার ইমানদারগণের অঙ্গীকারও অবশ্যই একটা মূল্য দাবী করে এই অঙ্গীকারের তাৎপর্য বজায় রাখার জন্য। ঈসায়ীত্ব যে নৈতিক গুণ ও যোগ্যতা দেয়, তার প্রত্যাহিক অনুমোদন ও নিশ্চয়তা দ্বারা আমাদের অঙ্গীকার পরীক্ষা করার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। আমাদের প্রাত্যহিক মুনাজাতের মধ্যে সময় ব্যয় করায় এই প্রস্তুতিটা ঘটে। ইহা ঘটে জামাতে মুনাজাতের জন্য লোকদের একত্রিত করায়। ইহার মূল্য কঠিন অবস্থা, বিচার, গালাগলি সহ্য করার মধ্যে। এমনকি কোন আপোষ করা ছাড়া আমাদের অঙ্গীকার বজায় রাখার সুবিধার জন্য গ্রেফতার বরণ করার মধ্যে।*

# কলরোডাঃ রাচেল স্কট

৪র্থ দিন

"তদ্রুপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে।" (মথি ৫ঃ১৬ আয়াত)

**"আমি স্কুলে আমার সকল বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলাম। যখন আমি আমার কথা বলা চালিয়ে যেতাম, তারা আমাকে নিয়ে হাসি তামাসা করত।" রাচেল এর ডায়েরী খাতায় লেখা বর্ণনা আমাদের দেখায় তার হতাশাকে। যে হতাশা সেই লোকেরা তাকে দিয়েছিল তাদের কাছ থেকে রাচেলকে তাড়িয়ে দিয়ে, যাদেরকে তিনি ঈসা মসীহ্ এর মহব্বত দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হাল ছেড়ে দিয়ে পরাজয় বরন করে নেননি।**

ঃ "আমি ঈসা মসীহের নামে কথা বলার জন্য ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি না। আমি ইহা গ্রহণ করব। আমার সর্বোত্তম বন্ধু ঈসা মসীহের সাথে আমার সম্পর্কের জন্য যদি আমার বন্ধুদেরকে আমার শত্রু হতে হয় তাও ভাল। আমি সবসময় জানতাম, ঈসায়ী হওয়ার অর্থ হল কারো শত্রু হওয়া। কিন্তু আমি কখনো ভাবিনি যে, আমার বন্ধুরাই ঐ শত্রু হতে যাচ্ছে।"

ছেলে-মেয়েদের একত্রে শিক্ষা দেয়া হয় রাচেল এমন একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তেন। ঘটনার দিন দু জন ছাত্র স্কুলে গুলি চালাল। একজন বন্ধুকধারী ছাত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলঃ "তুমি কি এখনো আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান রাখ"? রাচেল তার বন্ধু ছাত্রটির চোখের দিকে তাকালেন এবং বললেনঃ "হ্যাঁ। এখনো ঈমান রাখি।" তারপর বন্ধুকধারী ছাত্রটি জিজ্ঞেস করলঃ "কেন?" কিন্তু হত্যা করার পরে সে রাচেলকে এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার সুযোগ দিল না। কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তার একটা গুলি বেরিয়ে এল এবং রাচেল মারা গেলেন।

রাচেল তার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং তার এই ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে তার ঈমানের নূর তার স্কুলের সীমানা পেরিয়ে দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে গেল। এই পরীক্ষা আসার অনেক পূর্বে রাচেল তার সমস্ত কিছু ঈসা মসীহের জন্য দিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তার মৃত্যুর ঠিক এক বছর পূর্বে লিখিত তার ডায়েরী খাতায় লিখিত বিবরন তার অঙ্গিকার সমন্ধে বলেঃ "যদি আমার ইচ্ছার সবকিছু আমাকে কুরবান করতে হয়, তবু যে নূর খোদা আমার মধ্যে স্থাপন করেছেন তা গোপন করব না।"

*ঈমান হচ্ছে ঈসা মসীহের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অদৃশ্য অভিব্যক্তি। বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দস এ বর্নিত ব্যক্তিদের ঈমান একটা নূরের মত, একটা আশার বিস্তারণ যা তাদের চারপাশের প্রত্যেককে প্রভাবিত করেছিল। ঈসা (আঃ) এই উপমা পছন্দ করেছিলেন, কারণ নুরের অক্ষমতার কারণে ঈমান বাধাগ্রস্থ হয়। নূর সাধারণত এর স্বভাবজ বৈশিষ্টে আলো দান করে----- ঘৃণা আমাদের মধ্যে এই নূরের উদ্যমকে ব্যাহত করে। ইহা ঈমানদারের জীবনে টেনশন উঠার মত। তখন কোন ভাবে ইহাকে চাপা দিতে তাদের ঈমান অথবা প্রলোভনের মধ্যে যে কোনটা বেছে নিয়ে পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হয়। প্রতিদিনের সূর্য উদয়ের বিশ্বস্থতায় যারা একবার তাদের স্বভারের দৃঢ়তা স্থির করে নেয়। তারা অন্য আলোদানকারী বিষয়ের মত হয়ে উঠে এবং আলো বিতরণটা তাদের দ্বিতীয় স্বভাব হয়ে যায়।*

# চীনঃ সিস্টার অং

৫ম দিন

"প্রভু তাঁহাকে দর্শন যোগে কহিলেন, অননিয়। তিনি বলিলেন প্রভু, দেখুন এই আমি। তখন প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া সরল নামক পথে গিয়া যিহুদার বাটীতে তার্ষ নগরীয় শৌল নামক ব্যক্তির অন্বেষণ কর; কেননা দেখ, সে প্রার্থনা করিতেছে;" (প্রেরিত ৯ঃ১১ আয়াত)

যখন পাবলিক সিকিউরিটি বুরোর অফিসার চীনা কয়েদখানার কক্ষে প্রবেশ করল, তখন সিস্টার অং বিচলিত হলেন। এই হৃদয়হীন লোকটা অনেক ঈসায়ী ইমানদারকে গ্রেফতার করেছিল এবং নির্যাতন করেছিল। মাত্র দিন কয়েক আগে সে সিস্টার অং-কে জেরা করার সময় পিটিয়ে ছিল।

"সিস্টার অং। আমার বোন খুব অসুস্থ। সে তার পায়ের সকল অনুভূতি হারিয়েছে। দয়াকরে আপনি কি আমার সাথে আসবেন এবং তার জন্য মুনাজাত করবেন?" অফিসারের এই কথা শুনে অং আর্শ্চয হয়ে গেলেন। এই কি সেই ব্যক্তি যে তার কাছ থেকে শত শত বাইবেল (কিতাবুল মোকাদ্দস) এবং ইসায়ী তবলিগী বই নিয়ে বাজেয়াপ্ত করেছিল? এখন সে মুনাজাত করার অনুরোধ করতেছে। সত্যি খোদা অবশ্যই মুনাজাতের প্রতি মনোযোগ দেন।

দিন কয়েক আগে অফিসারটি যখন সিস্টার অং- কে জেরা করছিল এবং গালাগালি করছিল তখন সে একটা ফোন কল পায়, তার একটি গাড়ির ধাক্কায় তার আম্মা আহত হয়েছেন। যখন অফিসার তার আম্মাকে বলল যে সে কি কাজ করে চলতেছে তখন তার আম্মা তাকে বলেছিলেন, ঈসায়ী ঈমানদারগণকে হয়রানী করাটাই তার এক্সিডেন্টের কারণ। তার মায়ের এই সতর্ক সূচক কথাটিকে অফিসার কেবল কুসংস্কার হিসাবে বিবেচনা করল।

পরের দিন উক্ত অফিসার সিস্টার অং- কে বিরতির পর পুনরায় জেরা করতে থাকল। কিন্তু সে সময় অন্য আর একটা সংবাদ পেল যে, তার ভাই একটা এক্সিডেন্টে মারাত্মক যখম হয়েছে। তার ভাইটিও তাদের পরিবারে দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার জন্য ঈসায়ী ইমানদার ভাইদের উপর তার আক্রমনকে দায়ী করে তাকে নিন্দা করল। কিন্তু যখন তার বোনও অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন সে সিস্টার অং-কে মুনাজাত করার জন্য অনুরোধ করল।

নির্যাতনকারীর কাছে ঈসা মসীহের সাক্ষ্য তুলে ধরার যে সুযোগের জন্য এত দিন মুনাজাত করে আসতেছিলেন, সিস্টার অং সেই সুযোগটা পেয়ে গেলেন। খোদা অফিসারের বোনকে সুস্থ করলেন এবং সিস্টার অং- এর মুনাজাতের মধ্যে দিয়ে অফিসারের হৃদয়ও পরিবর্তন করে দিলেন। সে যে সমস্ত কিতাবুল মোকাদ্দস এবং তবলিগী কিতাব বাজেয়াপ্ত করেছিল, সেগুলোও সিস্টার অং- কে ফেরত দিয়ে দিল। এবং তারপর ঈসায়ী জামাতের একজন সমর্থক হল।

অধিকাংশ মানুষই অদ্ভুতভাবে মুনাজাতের প্রতি ঝুঁকে পড়ে----- বিশেষভাবে আঘাত এবং কষ্টের সময়ে। যখন কেহ মুনাজাতের জন্য অনুরোধ করে অথবা প্রার্থনার উত্তর পায়, তখন ধার্মিকতার বিরুদ্ধে যে কোন পরোক্ষ প্রতিবন্ধকতাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়। 'আমি আপনার জন্য মুনাজাত করব' কোন ঈমানদারের এই বাক্যটি সবচেয়ে শক্তিশালী কালাম হতে পারে একজন অবিশ্বাসী লোকের কাছে। কেন? কারন মুনাজাত হচ্ছে খোদাতায়ালার এস্‌লাহী এজেন্ট। ইহা ফল প্রদান করে। অনেক সময় মুনাজাত পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। মাঝে মাঝে ইহা সিদ্ধান্ত রদ করে দেয়। প্রায়ই ইহা তাদের এসলাহ বা আত্মশুদ্ধি এনে দেয় যারা মুনাজাতের ছোঁয়া পায়।

*কিতাবুল মোকাদ্দস বলে যে তার্যনগরের পৌল, যে পূর্বে ঈসায়ী ঈমানদারগণের নির্যাতনকারী ছিল, ধর্মান্তরিত হওয়ার পর তার প্রথম যে কাজ বাইবেলে (কিতাবুল মোকাদ্দসে) লিপিবদ্ধ হয়েছে তাহল মুনাজাত।*

## মাদাগাস্কার ঃ রানা ভ্যালেনা

৬ষ্ঠ দিন

"যে কেহ তোমাদের অন্তরস্থ প্রত্যাশার হেতু জিজ্ঞাসা করে, তাহাকে উত্তর দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাক।" (১ম পিতর ৩ঃ১৫ আয়াত)

মাদাগাস্কারের রাণী 'প্রথম রানাভ্যালেনা' তার রাজ্যের ঈসায়ী ঈমানদারগণকে ঘৃনা করতেন। ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ ছিল অনেকঃ ঈসায়ীরা তার রাজ্যের মূর্তিদের অবজ্ঞা করে, তারা সবসময় আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করে, তারা সর্বদা জামাতে যায় এবং তাদের মহিলাগণ পুত পবিত্র, সতী। রাণী তার অফিসারগণকে পাঠালেন সন্দেহ ভাজন সকল ঈসায়ীদের একত্র করে বিচারের জন্য নিয়ে আসতে।

অভিযোগনামা পড়া হল। ১৬০০ জন ঈসায়ী ঈমানদারকে সুনিশ্চিতভাবে অপরাধী ঘোষনা করা হল। তারা অভিযোগ অস্বীকার করতে পারত না, কারণ তা করতে হলে তাদেরকে ঈসা মসীহকে অস্বীকার করতে হতো। রাণী দ্বিতীয়বের মত তাদের প্রস্তাব দিলেন ঈসা মসীহকে অস্বীকার করতে এবং রাণীর উপাস্য মূর্তিদের নিকট মাথা নোয়াতে। কিন্তু প্রত্যেকেই প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করল। তারপর তাদেরকে মাটির নীচের অন্ধকার সেঁত-সেঁতে কয়েদখানায় বন্দী রাখার জন্য পাঠানো হল এবং অনেককেই মৃত্যুদন্ড দেয়া হল।

রাণী আরো রাগান্বিত হলেন। কারণ, যতজন ঈসায়ীকে তিনি হত্যা করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের জন্য বিশ জনেরও বেশী নতুন ঈসায়ী বৃদ্ধি পেল। তারপর রাণী হুকুম দিলেন পনের জন ঈসায়ীকে মৃত্যুদন্ড দিতে। তাদেরকে খাঁড়া উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে ১৫০ ফুট নিচে গিরি খাদে ফেলে হত্যা করা হল। রাণীর উপাস্য মূর্তিটা পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সৈনিকেরা খাঁড়া পাহাড়ের উপর প্রত্যেককে ঝুলিয়ে জিজ্ঞেস করলঃ "তোমরা কি তোমাদের ঈসার এবাদত করবে? না রাণীর দেবতার এবাদত করবে?"

প্রত্যেক ঈসায়ী ঈমানদার সহজভাবে জবাব দিলঃ "ঈসা মসীহের"। তারপর দড়ি কেটে ফেলা হল। এবং তারা ধপ করে গিরি খাদে পড়ে গেল। যখন তারা তাদের মৃত্যুতে পতিত হতেছিল, তখন কয়েকজন গান গাচ্ছিল। একজন অল্প বয়সী মেয়েকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল এবং তাকে অবিবেচক ঘোষনা দেয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সে একটা বৃহৎ জামাত পেয়েছিল।

*অনেক দেশেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ ধরা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অপরাধ প্রমানিত হয়। মৌলিক নীতিমালা ইহাই যে, অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করতে পর্যাপ্ত পরিমান সাক্ষ্য প্রমান অবশ্যই লাগবে। ঈসা মসীহের প্রতি কারো ঈমান ব্যক্ত করন অনেক দেশে প্রায়ই একটি রাষ্ট্রীয় অপরাধ হিসাবে ধরা হয়। সেখানে ন্যায় বিচারের আইনগুলো বিপরীতমুখী হয়ে পড়েছে। ইহাতে ঈমানদারগণ অপরাধী গণ্য হয়, যে পর্যন্ত না তারা অন্য কিছু প্রমানিত হয়। মানবীয় এই দুনিয়ার আদালতে নির্দোষ প্রমানিত হওয়ার জন্য কাউকে হয়ত অবশ্যই ঈসা মসীহকে ত্যাগ করতে হয়। যা হোক দুনিয়ার আদালতে সাব্যস্ত এই দোষী ব্যক্তিটি আখেরাতের আদালতে বিজয়ী হিসাবে রায় পাবে। চরম অপরাধ বলতে (এ অধ্যায়ে) বুঝানো হয়েছে, কারো মধ্যে ঈসা মসীহের প্রতি ঈমানী সাক্ষ্যের এত বেশী সমাহার ঘটেছে যে, তাকে তার অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস দেয়ার আর কোন উপায় নাই।*

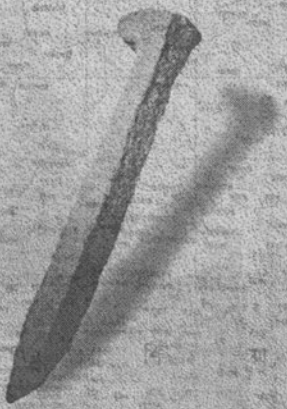

আমরা শিখেছি যে, দুঃখভোগ পৃথিবীতে সবচেয়ে খারাপ জিনিস নয়—খোদার অবাধ্যতাই সবচেয়ে খারাপ বিষয়।

উক্ত কথাটি ভিয়েতনামের একজন ঈসায়ী জামাতের ইমামের। তিনি তার ঈমানের জন্য কয়েদ হয়েছিলেন।

## জেরুজালেম ঃ থোমা

৮ম দিন

"কিন্তু তুমি আমার শিক্ষা, আচার ব্যবহার, সঙ্কল্প, বিশ্বাস, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা, প্রেম, ধৈর্য নানাবিধ তাড়না ও দুঃখভোগের অনুসরণ করিয়াছ;" (২য় তীমথিয় ৩ঃ১০ পদ)

তিনি গুজবটি শুনেছিলেন। থোমা গুজবটি সরাসরি শুনেছিলেন অনান্য সাহাবীদের কাছ থেকে, যারা তাদের প্রভুকে জীবিত দেখেছিলেন। অবশেষে তাই হল, যা তারা বলেছিলেন। থোমা বললেন ঃ "যখন আমি তাঁর হাত দেখব এবং তাঁর হাতে পেরেক বিদ্ধ হওয়ার গর্তে আমার আঙ্গুল রাখব, তাঁর শরীরের যে জায়গায় রোমান সৈন্যরা বর্শা বিদ্ধ করেছিল, সেখানে যখন আমার হাত রাখব, তারপর আমি বিশ্বাস করব তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন।"

ইহা থোমার একটা মুনাজাতের বিষয় ছিল না। ইহা বিরাট কোন নিদর্শন, অথবা আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল না। তিনি ঈসা মসীহের শরীরের ক্ষত চিহ্ন, অত্যাচার, ভোগের চিহ্ন দেখতে চেয়েছিলেন। যদিও ঈসা মৃত্যুকে জয় করেছিলেন এবং জীবিত হয়ে উঠেছিলেন এক গৌরবান্বিত দেহে, তবুও তার দেহে তখনও ক্ষত চিহ্ন ছিল- তিনি যে মুল্য পরিশোধ করেছেন তার স্মারক বহন করার জন্য।

আট দিন পর ঈসা আবার দেখা দিলেন। কেমন বোকা বনতে হয়েছিল যখন তিনি প্রভুর মুখোমুখী হতে আসলেন। যখন অনান্য সাহাবীগণ তাকে তার পূর্বের কথা মনে করিয়ে দিলেন, তখন তার দাম্ভিকতাপূর্ণ কথাগুলোকে কেমন বোকামী হিসাবে ভাবতে হয়েছিল। যা হোক, ঈসা তাকে কঠোরভাবে ধমকান নি। থোমার চোখের মাঝে তাকিয়ে ঈসা তার হাতদুটি থোমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন এবং তার শরীরের ক্ষত চিহ্নগুলো ছুঁয়ে দেখতে এবং বিশ্বাস করে নিতে উৎসাহিত করলেন।

ঈসার শরীরের ক্ষতচিহ্নগুলো তাঁর পুনঃরুত্থানের পরও বিদ্যমান ছিল তার নির্যাতিত শরীরের স্মারক চিহ্ন হিসাবে। কারণ যদিও তিনি মৃত্যুকে পরাভূত করেছিলেন, তবুও তার দুনিয়াবী দেহটা তখনো ছিল কষ্টের। এবং তিনি সারা দুনিয়ার ঐসব লোকদের সনাক্ত করতে পারেন, যারা ঈসা মসীহ্‌তে ঈমানের কারণে অমন ক্ষতচিহ্ন বহন করতে পারে।

*এমন ক্ষতচিহ্নগুলো আমাদের শিক্ষক----- যন্ত্রনাদায়ক শিক্ষার দৃশ্যমান স্মারক চিহ্ন। এগুলো দেখতে প্রায়ই কুৎসিত দেখায়। অন্যদের দেখানোর জন্য ইহা প্রায়ই নির্দেশিত হয় না। ঠিক তেমনি, জামাতের নির্যাতনের ঘটনাগুলো প্রায়ই অনেক ঈসায়ী মাহ্‌ফিলের আলোচনায় প্রাধান বিষয়বস্তু হয় না। আমরা ইহাকে উদ্যমহীনতা হিসাবে বিবেচনা করি। যা হোক ইহার উদ্দেশ্য হল আমাদের শিক্ষা দেয়া। ইঞ্জিল শরীফ শুনতে এবং তবলিগ করতে সারা দুনিয়ার লোকদের নির্যাতন খোদার আশ্চর্যজনক পরিকল্পনার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঈসা তার ক্ষত চিহ্ন সর্বসমক্ষে বহন করেছিলেন। আসলে ঈসা তাঁর ক্ষত স্পর্শ করতে থোমাকে উৎসাহিত করেছিলেন তাকে শিক্ষা দেবার জন্য। তাঁর ক্ষত গুলি হল আমাদের শিক্ষক আমাদের নাজাতের জন্য যে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে, তা মনে করিয়ে দেবার জন্য। নির্যাতিত জামাত যে মূল্য পরিশোধ করেছে ঈসা মসীহের নামের জন্য আমরা অবশ্যই তা থেকে অনবরত শিক্ষা গ্রহণ করব। আমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেব না।*

# ইংল্যান্ডঃ জন ল্যাম্বার্ট

৯ম দিন

"যদি সদাপ্রভুর সেবা করা তোমাদের মন্দ বোধ হয়, তবে যাহার সেবা করিবে, তাহাকে অদ্য মনোনীত কর। নদীর ওপারস্থ তোমাদের পিতৃপুরুষদের সেবিত দেবগণ হয় হউক, কিম্বা যাহাদের দেশে তোমরা বাস করিতেছ, সেই ইমোরীয়দের দেবগণ হয় হউক; কিন্তু আমি ও আমার পরিজন আমরা সদাপ্রভুর সেবা করিব।" (যিহোশূয় ২৪ঃ১৫ আয়াত)

**"তুমি কি বেঁচে থাকা পছন্দ করে নিবে অথবা মরে যাওয়া? তুমি কি বল?"**

প্রশ্নটা ছিল ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর, যিনি সেচ্ছাচারী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগে যে ক্রিমিনাল(!)কে তার সামনে দাঁড় করানো হয়েছিল, তিনি হলেন গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষার শিক্ষক জন ল্যাম্বার্ট।

ল্যাম্বার্ট তার জামাতের ইমামকে এক ধর্মীয় মতবাদের জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ল্যাম্বার্টের মতে উক্ত ধর্মনেতার মতবাদটি পবিত্র শাস্ত্র আসমানী কিতাবের সাথে একমত নয়। এ জন্য ল্যাম্বার্ট-কে আর্চ বিশপের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং পরে রাজা অষ্টম হেনারীর সামনে। বিশপ, আইনজ্ঞ, বিচারক এবং ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টর লর্ড সভার অভিজাত সদস্যদের এক মাহ্ফিলে ল্যাম্বার্ট ইঞ্জিল শরীফের মুল পান্ডুলিপি থেকে তার মতের সপক্ষে উদ্বৃতি দিতেছিলেন এবং ব্যাখ্যা করতেছিলেন। উভয় পক্ষের তেজস্বি যুক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকল, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজা অষ্টম হেনরী স্বয়ং বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তারপর ল্যাম্বার্টের সামনে একটা চরম পছন্দ নির্বাচনের জন্য উপস্থিত করা হল। "এই সকল জ্ঞানী লোকদের সকল যুক্তি এবং শিক্ষায় কি তুমি সন্তুষ্ট? না হলে তুমি কি বেঁচে থাকা পছন্দ করে নিবে, না মরে যাওয়া? তুমি কি বল?"

ল্যাম্বার্ট একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলেন, তারপর আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর করলেনঃ "আমার আত্মা আমি খোদার হাতে সঁপে দিচ্ছি, কিন্তু আমার দেহটা দিলাম আপনাদের সহানুভূতির কাছে।"

চরম ক্রোধ ও ঘৃনার সাথে হেনরী জবাব দিলেনঃ "তুমি অবশ্যই মরবে। কারণ, আমি কোন ধর্মদ্রোহীর পৃষ্টপোষকতা করব না।"

ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত ল্যাম্বার্ট-কে খুঁটিতে বেঁধে জীবন্ত দগ্ধ করা হল। জন ল্যাম্বার্ট তার আস্তে আস্তে পুড়ে মরার মাঝে ছিলেন অনমনীয়। তিনি তার হাত উঁচু করে খোদার আরাধনা করতেছিলেন। আর ঘোষনা করতেছিলেন ঃ **"None but christ! None but christ! "**

বর্তমানের এই সম্ভাবনার যুগে আমাদের পছন্দ করার অধিকার বেড়ে উঠেছে ঘনিষ্টভাবে অতৃপ্তিতে। দুইশত টেলিভিশন চ্যানেলে।

*আমরা চাই পছন্দ করার ক্ষমতা, বৈচিত্র, পাঁচমিশালী বিষয়ের সমাহার। দুনিয়াবী বিষয়ের সিদ্ধান্তগুলো প্রতিদিন আমাদের দ্বারে এসে হানা দেয় কি পড়তে হবে----- কি খেতে হবে,----- কোন্ গাড়ি চালাতে হবে----- এবং এরকম আরো অনেক কিছু। এগুলো বেশীক্ষণ চাহিদা মেটায় না----- ফলতঃ এগুলো অসীম চাহিদা। অপর পক্ষে পছন্দ করে নেয়ার ব্যাপারে জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যদি আমাদের নিকট আসে, আমাদের তখন কেবল দেয়ার মত একটাই উত্তরঃ "**None but Christ**" ( ঈসা মসীহ্ ব্যতীত কেহ নয়) বেহেস্তের অন্য কোন পথ কি আছে? **ঈসা মসীহ্ ব্যতীত কেহ নয়,** তিনিই একমাত্র পথ। ভক্তি পাবার যোগ্য হিসাবে জীবনে অন্য কারো কি বেশী অগ্রাধিকার রয়েছে? ঈসা মসীহ্ ব্যতীত কেহ নন। তিনিই সবার উপরে। মানব দিলের আকাংখাগুলোর পরিতৃপ্তি কেহ কি দিতে পারে? ঈসা মসীহ্ ব্যতীত কেহ পরিতৃপ্তি দিতে পারে না। আপনি উপলব্ধি করতে পারেন এই সত্যের কোন বিকল্প নেই। জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন যখন আপনার কাছে আসবে তখন কি আপনি অন্য সকল সম্ভবনাকে পরখ করে দেখবেন, নাকি "**None but Christ**" কথাটা পরখ করে দেখবেন?*

# রোমানীয়াঃ ব্রাদার ভ্যাসাইল

১০ম দিন

"আর আমাদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অপরাধীকে ক্ষমা করিয়াছি;" (মথি ৬ঃ১২ আয়াত)

**কমিউনিষ্ট রোমানিয়াতে 'জাতিকে সকল প্রকার কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে , সাত বছরের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসাবে জামাতগৃহগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল এবং ইমামগণকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।**

তাই যখন ব্রাদার ভ্যাসাইল এবং তাদের ছোট বাসায় আরো বেশী মুনাজাত সভার আয়োজন করা শুরু করলেন, তারা জানতেন কমিউনিষ্ট সরকারের মনোযোগ থেকে সবসময়ের জন্য এই বিষয়টা এড়ানো যাবে না। প্রত্যেক সন্ধ্যায় ভ্যাসাইল মুনাজাত করতেনঃ "মাবুদ তুমি যদি জেনে থাক জেলখানায় বন্দী কয়েদীদের কারো সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে তাহলে আমাকে জেলখানায় ফিরিয়ে নাও।" এই মুনাজাত শুনে তার স্ত্রী ভয়ে কাঁপতেন এবং মুনাজাত শেষে বিড় বিড় করে অনিচ্ছা সত্বেও " আমীন" বলতেন।

তারপর তারা জানতে পারলেন যে, ওদের জামাতের একজন সদস্যের বাড়ি আক্রমন করা হয়েছে এবং তার কাছে ভ্যাসাইলের যে ভাষনের কপি ছিল সেগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তারা আরো জানতে পারলেন যে, তাদের জামাতের সহকারী ইমাম তাদের বন্ধু এবং সহকর্মী ভ্যাসাইলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলকারী এবং কমিউনিষ্ট সরকারের গোপন সংবাদ দাতা হয়েছে।

তখন ছিল রাত ১টা। পুলিশ ভ্যাসাইলের ক্ষুদ্র এ্যাপার্টমেন্টে হামলা করল এবং তাকে গ্রেফতার করল। যখন পুলিশ তাকে হাতকড়া পড়াতে চাইল, তখন ভ্যাসাইল বললেনঃ "আমি শান্তিপূর্ন ভাবে এইস্থান ত্যাগ করব না, যদি আপনারা আমার স্ত্রীকে আলিংঙ্গন করার জন্য আমাকে কয়েক মিনিট সময় না দেন।" অনিচ্ছা সত্বেও পুলিশ সম্মত হল।

দম্পতিটি পরস্পরকে জড়িয়ে ধরলেন, মুনাজাত করলেন এবং এমন আবেগ দিয়ে গান ধরলেন যে, পুলিশের ক্যাপ্টেন বিচলিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে তারা ভ্যাসাইলকে বাইরে দাঁড় করানো পুলিশ ভ্যান পর্যন্ত পাহারা ব্যষ্টিত অবস্থায় নিয়ে গেল এবং গাড়িতে উঠাল। তার স্ত্রী অশ্রু সজল চোখে তাদের পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকল। ভ্যাসাইল তার মুখ ঘুরালেন এবং অনেক বৎসরের জন্য তার স্ত্রীর কাছ থেকে হারিয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রীর উদ্দেশে চিৎকার করে বললেনঃ **"আমার সকল মহব্বত আমার সকল সন্তানদেরকে এবং যে ইমাম বেঈমানী করে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে আমাকে ধরিয়ে দিল, তাকে পৌঁছে দিও।"**

*চরম বেঈমানী চরম ক্ষমা দাবী করে। যদি আমাদের শত্রুগণ এই রকম বর্বরতায় আমাদের সাথে বেঈমানী করে, তাহলে কি আমাদের উচিৎ এমন ন্যায়নিষ্ট হয়ে উদারতার কাজ করে তাদের ক্ষমা করা? যখন আমাদের শত্রুগণ আমাদের প্রকাশ্যে ভীতি প্রদর্শন করতে এমন অধর্মের নীচু স্তরে নেমে যায়, তখন আমাদের কি উচিৎ হবে না ধার্মিকতার উঁচুস্থানে পৌঁছানোর জন্য আমাদের অন্তর থেকে তাদেরকে ক্ষমা করার ইচ্ছাটাকে খুঁজে নেয়া? ঈসা মসীহ্ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, "মন্দতাকে ক্ষমা করা হল আমাদের নিজেদের মঙ্গল।" গভীর বেঈমানী আমাদের নিজস্ব ক্ষমাশীলতার অভিজ্ঞতার দিকে আমাদের হৃদয়কে বন্ধ করে দেয়ার কারণ ঘটাতে পারে। যদি আপনি ক্ষমাশীলতার এ্যাপার্টমেন্টে আপনার কৃপন হওয়ার রূপটা খুঁজে পান, তাহলে আপনি আপনার নিজস্ব পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষীন অনুভূতির অভিজ্ঞতাও আপনার মাঝে টের পাবেন না। বেঈমান হওয়া খুব খারাপ। তিক্ত বা কর্কশ স্বভাবের হওয়া একটা পরাজয়। আপনি এই গ্লানি বয়ে বেড়াতে পারবেন না। আজকের দিনে তাদেরকে আপনার হৃদয় উজার করা ক্ষমা বিলিয়ে দেয়া কি প্রয়োজন রয়েছে?*

# রাশিয়াঃ ক্যাপ্টেন মারকু

১১তম দিন

"কিন্তু তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, তাহাদের ভাল করিও....." (লূক ৬ঃ৩৫ আয়াত)

তরুণ বালকটির প্রতি সোভিয়েতে ক্যাপ্টেন মারকু খেক খেক করে উঠলঃ "ইহা কি? তুমি কি চাও?"

বালকটির বয়স মাত্র বার বছর। যখন সে কমিউনিষ্ট অফিসারের সামনে দাঁড়াল তখন সে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে পড়ল। কাতর কণ্ঠে অফিসারকে বলল ঃ "ক্যাপ্টেন, আপনিই আমার আম্মাকে জেলে পুরেছেন। আজ আমার আম্মুর জন্মদিন। আমি প্রতিবারই আমার আম্মুর জন্মদিনে আম্মুকে ফুলের তোড়া উপহার দেই। যেহেতু আমার আম্মু আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, আমার শত্রুদেরকেও মহব্বত করতে এবং মন্দের পুরস্কারে ভাল কিছু দিতে তাই আমি আমার এই ফুলের তোড়াটি আম্মুর জন্মদিনে আম্মুকে দেবার বদলে আপনার সন্তানদের মাকে দেয়ার জন্য নিয়ে এসেছি। প্লিজ, ইহা নিয়ে গিয়ে আজ রাতে আপনার স্ত্রীকে দিবেন এবং তাকে আমার মহব্বত এবং ঈসা মসীহের মহব্বত জানাবেন।"

যে ক্যাপ্টেন মারকু ঈসায়ী ঈমানদারগণকে নির্যাতন করার সময় নির্দয়ভাবে প্রহার করার সময় অবিচলিত থাকত, সেই ক্যাপ্টেন মারকুকে এই ছোট বালকটির ভালবাসার একটা কাজ অভিভূত করে ফেলেছিল। তার ডেস্কের চারপাশের পায়চারী করার সময় তার দু চোখ বেয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝরছিল। এবং সে বালকটিকে পিতৃসুলভ মহব্বতে জড়িয়ে ধরল। ঈসা মসীহের ভালবাসা পেয়ে মারকুর হৃদয়টা বদলে গেল। তারপর থেকে সে আর কোন ঈসায়ীকে গ্রেফতার করেনি, অত্যাচারও করেননি। এর ফল হল এই যে, শীঘ্রই সে নিজেও গ্রেফতার হল।

বালকটি তার অফিসে দেখা করতে আসার কেবল মাস খানেক পরেই ক্যাপ্টেন মারকু পূর্বে যে সব ঈসায়ীদের গ্রেফতার করেছিল ও নির্যাতন করেছিল, তাদের দ্বারা বেষ্টিত কয়েদখানার একটা নোংরা কক্ষে নিক্ষিপ্ত হল। সে অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে তার জেলখানার সাথীদেরকে বালকটির সামান্য ফুলের তোড়া উপহার দেয়ার ঘটনাটা বলত। এটাকে তাঁদের সাথে একটা সম্মানজনক সহভাগিতা হিসাবে বিবেচনা করত, যাদেরকে পূর্বে সে শিকার করেছিল এবং আক্রমন করেছিল।

*উদারতা হল ঈমানদারগণের দ্বিতীয় স্বভাব। ঈসা মসীহ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, অন্যদের কাছে প্রকৃত ঈমানদারগণ সনাক্ত হবেন তাদের ভালবাসা প্রর্দশনের দ্বারা। এই ভালবাসা শুধু তাদের ভালবাসার প্রতিদানের জন্য নয়, যারা আমাদেরকে ভালবাসা দিয়াছেন। পুনঃ পুনঃ অপরিচিতের প্রতি এমন কি শত্রুদেরও প্রতি উদরতা প্রদর্শণে। ঈসা মসীহের শিক্ষার সর্বোত্তম প্রয়োগ হয়। মনে করুন একজন আহত ঈসায়ী কর্মী যে তার বসের জন্য মুনাজাত করে, যে বস তাকে বে-আইনীভাবে গুলি করেছিল। সেই দৃশ্যটার প্রতি দৃষ্টিপাত করুণ বিলাপকারী পিতা-মাতা .....।*

# পাকিস্তানঃ সালীমা এবং রাহেলা

১২তম দিন

"আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়ের জ্ঞানে যেন তোমার বিশ্বাসের সহভাগিতা খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে কার্যসাধক হয়, এই প্রার্থনা করিতেছি।" (ফিলীমন ৬ আয়াত)

**পাকিস্তানী কিশোরী মেয়েটি দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিল ঃ 'যদি তুমি তোমার ক্রুশ বহন করতে প্রতিজ্ঞা কর তাহলে ইহার যন্ত্রনা পর্বত-সম বাঁধা এবং কষ্টকর অবস্থায়পূর্ন একটা জীবন হয়ে যাবে।' সালীমা নামের ধর্মান্তরিত মেয়েটি মুসলমান শাসিত পাকিস্তানে বাস করে। সে তার স্কুলের সহপাঠি রাহেলার সাথে ঈসায়ী ঈমান সহভাগিতা করত, অর্থাৎ ঈসায়ী মতবাদ সমন্ধে তবলিগ করত। পরে রাহেলা নামের মেয়েটি ঈসা মসীহকে গ্রহণ করে।'**

রাহেলার উত্তেজিত পরিবার সালীমার বিরুদ্ধে "একজন মুসলিমকে ধর্মান্তরিত করণের" অভিযোগ তুলল। এই অভিযোগটি এতই মারাত্নক যে, পাকিস্তানে এ জন্য মৃত্যুদন্ড হতে পারে। সালীমা এবং তার জামাতের ইমাম গ্রেফতার হলেন। এবং তার আব্বা-আম্মাকে পুলিশ জেরা করল। পুলিশের জিম্মায় থাকাকালীন সময়ে তাকে তিরস্কার করা হল, কিন্তু সে কোমল কণ্ঠে ঈসায়ী গজল গাইত।

রাহেলা তার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার পরিবার তাকে খুঁজে ফিরত। যখন তাকে শেষ বারের মত প্রস্তাব দেয়া হল, তওবা করে ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান পরিত্যাগ করতে এবং মুহাম্মদী ঈমানে ফিরে আসতে, তখন সে এই প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করল। তার এই অপরাধের কারণে তার নিজ পরিবার তাকে মৃত্যুদন্ড দিল।

সালীমা কোর্টের সুদীর্ঘ শুনানী সম্পূর্ণ করেছিল। রাহেলার পরিবার তাদের কন্যার মৃত্যুর জন্য সালীমাকে দায়ী করল। অবশেষে অভিযোগগুলো শেষ হল। কিন্তু সালীমার জীবন কখনো সেরকম হবে না। চরমপন্থী মুসলিমগণ তাকে হত্যা করতে পারে এই কারণে তাকে পাকিস্তানের অন্য অংশে চলে যেতে বাধ্য করা হল। তথাপি যন্ত্রনা, পর্বত সম বাঁধা, কষ্টকর অবস্থা, তার ঈমানের নূরকে অনুজ্জল করেনি। আসলে একজন মোবাল্লিগ হিসাবে দ্বীনের সেবা করার জন্য সে প্রস্তুত হতে ছিল। সে বলেঃ "এমন কোন বিষয় নেই, যা অতিক্রম করতে ঈসা মসীহ সাহায্য না করবেন। হোক না তা পর্বতের সমান!"

মোবাল্লিগগণ মাঝে মাঝে একটা বিশেষ রকম শক্তি হিসাবে চিহ্নিত হন----- শক্তিটা হল ঈমানের খোদায়ী সৈন্যের একটি অতুলনীয় দল যা আমাদের পক্ষে কাজ করে। সত্য কথা হল, প্রত্যেক প্রকৃত ঈসায়ী ঈমানদারকে একজন মোবাল্লিগ বলা যেতে পারে। খোদা তা'য়ালার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের কিছু সংগঠিত হয় প্রতিবেশির খাবার টেবিলে কফি খেতে খেতে। আমাদের তবলিগী অন্তর যেখানে থাকে, তবলিগী কাজ আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারে। আমরা মসীহের মহব্বতের সহভাগিতায় আবদ্ধ আছি। কারো কারো জন্য আমাদের ঘনিষ্টবন্ধুদের সাথে ঈমানের কিছু সহভাগিতা তবলিগী বীরোচিত অংশের একটা অসাধারণ কাজ হবে হয়ত।

*তমুদ্দীনের ভিন্নতার সাথে পূর্ব পরিচয় তাদের তবলিগের ক্ষেত্র তৈরী করে দেবে। যা গুরুত্বপূর্ন তাই আমাদের তবলিগের পরিব্যাপ্তির সর্বশেষ সীমা নয়। ইহা আমাদের উদ্বুদ্ধকরণ কাজ। আপনি কোন্ চরম সীমা পর্যন্ত ঈসা মসীহের শুভসংবাদ তবলিগ করতে যেতে ইচ্ছুক হতেছেন?*

# ভারতঃ ডঃ পি. পি. জব

১৩তম দিন

".....কেননা এখন আমি বুঝিলাম, তুমি ঈশ্বরকে ভয় কর, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত নও।" (আদিপুস্তক ২২ঃ১২ আয়াত)

**ডঃ পি, পি, জব বললেন, "আমার মনে হচ্ছে যেন আমার একটি বাহু কেটে ফেলা হয়েছে।" ইহা ছিল তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন ভাষণ। তার নিজ পুত্রের জন্য দাফন কাফনের মাহ্ফিলে প্রদত্ত ভাষন। তার কথাটা ছিল আবেগে ভারাক্রান্ত। তিনি বললেনঃ "কিন্তু আমি যাহা কিছু হারিয়েছি তা সত্বেও আমি খোদার রাজ্যের কাজ চালিয়ে যাব।"**

ডঃ জব ভারতে "শহীদী কণ্ঠস্বর" এর পরিচালক। তিনি মাঝে মাঝে ঈসায়ী ঈমানদারগণকে উৎসাহিত করতে প্রাদেশিক রাজ্যসমূহে ভ্রমণ করেন। এবং হাজার হাজার জনকে ঈসা মসীহের কাছে আসতে দেখেছেন।

তার এই কাজ তার স্বদেশের উগ্রপন্থী হিন্দুদের উত্তেজিত করেছে। ১৯৯৯ সালের জুন মাসে তার গাড়ির জানালা দিয়ে নিক্ষিপ্ত একটি পাথর ডঃ জবের কপালে আঘাত করে একটি রক্তাক্ত ক্ষত সৃষ্টি করে। এর এক সপ্তাহ পর ডঃ জবের পুত্র মাইকেল ডাক্তার হওয়ার জন্য যে মেডিকেল স্কুলে অধ্যয়নরত সেই স্কুলের কাছে হাঁটতেছিল। হঠাৎ একজন উগ্রপন্থী দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে মাইকেলকে চাপা দিল এবং তার পর পালিয়ে গেল। অপরাধীদিগকে খুঁজে পাওয়া গেল না। মাইকেলের শরীরের অনেক জায়গা কেটে গিয়েছিল। মারাত্মক আহত অবস্থায় অজ্ঞান হয়ে থেকে দিন কয়েক পরে সে মারা গেল।

যেহেতু তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার পুত্র হারানোর মত ক্ষতিতেও ডঃ জবের তবলিগী কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়নি। মাইকেলের মৃত্যুর পর থেকে ডঃ জব আরো অনেক জেহাদী কাফেলায় তগলিগ করেছেন এবং মসীহের জন্য হাজার হাজার জনকে জয় করেছেন। ডঃ জব এর তবলিগী কার্যক্রমের জন্য তার উচ্চ মুল্য (বা খেসারত) টা হল তার নিজ পুত্রকে হারানো। কিন্তু পুত্র হারানোর মুল্যটা তিনি একাই পরিশোধ করেননি। স্বয়ং খোদাও জানেন, অনেক লোক যাতে নাজাত দেখতে পারে এজন্য এক পুত্রকে হারানো কেমন!

*নির্যাতিত জামাতের জন্য সম্মুখে অগ্রসরমান রাস্তাটা হল কষ্টসাধ্য খাড়া পাহাড়ী রাস্তার মত এবং দীর্ঘ। কারণ দুই হাজার বছর ধরে ঈসা মসীহের ইঞ্জিলের পথের বিপরীতে তাদের মন্দতার দ্বারা অনেক লোক উদ্বুদ্ধ হয়েছে। একজন ঈসায়ী ঈমানদার হিসাবে একটা মূল্য পরিশোধ করতে আমাদের ইচ্ছুক থাকতে হবে। এমনকি যদি কখনো আমরা তা করতে আবশ্যক বোধ না করি তবুও ইহা ইব্রাহীম (আঃ) এর জীবনের শিক্ষা। তিনি তার পুত্র ইসহাককে কুরবানী করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন যার মধ্য দিয়ে তার উপর আশীর্বাদ আসতেছিল। আমাদের ওয়াদাকে ঈসা মসীহের জন্য কুরবানী করতে ইচ্ছুক হওয়াটা আমাদেরকে শক্তিশালী করে। ঈসা মসীহের জন্য সব কিছু কুরবানী করার ধারণা আমাদের রূহানী অভিষ্ট লক্ষ্যকে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট করে দেয়। কুরবানী আমাদের চরিত্রকে দৃঢ় করে। অঙ্গীকার যা আমাদের কাছে কিছু মূল দাবী করে, তা ঈসা মসীহের জন্য পরিবর্তীত করতে পারে আমাদের পরিবারকে, আমাদের প্রতিবেশী সকলকে, আমাদের পৃথিবীকে। ঈসা মসীহের জন্য আমাদের কোন কিছু কুরবান করার মধ্য দিয়ে আমরা শিখি সত্যিকারভাবে আমরা কতটা শক্তিশালী হতে পারি। যদিও, যা আমাদের খুব প্রিয় তা আমরা হারাতে চাই না----- আমরা চেষ্টা করি যে কোন পরিস্থিতি সত্বেও খোদা ভক্তির অবাধ অবস্থা আমাদের মধ্যে জারি রাখতে।*

১৪তম দিন

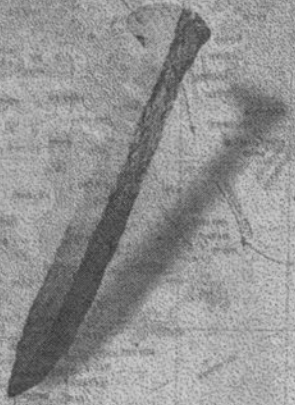

হে মাবুদ! আমাকে তোমার সালামতীর উমিলা
বানায়ে দাও। যেখানে ঘৃণা সেখানে মহব্বত
প্রদর্শনের তাওফিক আমাকে দান কর।

যেখানে আঘাত, সেখানে ক্ষমা যেখানে সন্দেহ,
সেখানে ঈমান যেখানে হতাশা, সেখানে প্রত্যাশা,
যেখানে আঁধার, সেখানে নূরের ঝলকানী
যেখানে বিষাদ, সেখানে আনন্দ।

অসিসির সাধু ফ্রান্সিস।

# সাইবেরিয়াঃ পৌলুস

১৫তম দিন

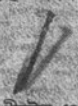

"খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে আমাদিগকে পৃথক করিবে? কি ক্লেশ? কি সঙ্কট? কি তাড়না? কি দুর্ভিক্ষ? কি উলঙ্গতা? কি প্রাণ সংশয়? কি খড়্গ?" (রোমীয় ৮ঃ৩৫ আয়াত)

দেরী হয়ে গেছে। সোভিয়েত অফিসার পৌলুসকে কয়েক ঘন্টা ধরে পিটিয়েছে এবং নির্যাতন করেছে। ঈসায়ীদের লকআপে নেয়ার সময় সে পৈশাচিক হাসি হেসে বলেছিল, "আমরা আর তোমাকে নির্যাতন করতে যাচ্ছিনা। আমরা এর পরিবর্তে তোমাকে সাইবেরীয়ায় পাঠাবো, যেখানে বরফ কখনো গলেনা। ইহা দুঃখ কষ্ট ভোগের জায়গা। তোমার পরিবার এবং তুমি সেখানে মানিয়ে নিবে।"

পৌলুস এতে বিষন্ন হওয়ার পরিবর্তে প্রসন্নতার হাসি হেসে বললেনঃ "ক্যাপ্টেন, পৃথিবীর সমস্ত জায়গার মালিক আমার আব্বা। আপনি আমাকে যেখানেই পাঠান, আমি আমার পিতার পৃথিবীতেই থাকব।"

ক্যাপ্টেন তীক্ষ্ণভাবে তার প্রতি নজর দিল। এবং বলল "তোমার নিজের যা আছে, সবকিছু তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব।"

পৌলুস তখনো একটা মনোরম প্রসন্নতার রেশ ধরে রেখে রসিকতা করে জবাব দিলেনঃ "ক্যাপ্টেন তাহলে আপনার একটা উটু মই এর দরকার পড়বে। কারণ আমার সব ধনসম্পদ আসমানে মজুদ রয়েছে।"

ক্যাপ্টেন তখন ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে বললঃ "তোমার দুইচোখের মাঝখানে একটা বুলেট মারব। পৌলুস জবাব দিলেনঃ "আমি মোটেও মরার ভয়ে ভীত নই। আপনি যদি এই দুনিয়া থেকে আমার প্রাণ বের করে দেন, তাহলে আনন্দ ও সৌন্দর্য্যে পুর্ণ আমার প্রকৃত জীবন শুরু হবে।"

ক্যাপ্টেন পৌলুসের ছেড়াঁ কয়েদী পোষাক খাঁমচে ধরল এবং তার মুখে ঘুসি মেরে বজ্র কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললঃ "আমরা তোমাকে মারব না। আমরা তোমাকে একাকী এক নির্জন কক্ষে বন্দী করে রাখবো। যেখানে তোমার সাথে দেখা করতে কাউকে অনুমতি দেব না।"

পৌলুস তখনো প্রসন্ন বদনে জবাব দিলেনঃ "ক্যাপ্টেন, আপনি কখনো তা করতে পারবেন না। আমার একজন বন্ধু আছেন, যিনি তালাবন্ধ দরজা ভেদ করে, লৌহ অর্গল ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেন। তিনি হলেন ঈসা মসীহ্। কেহই তার পবিত্র মহব্বত থেকে আমাকে পৃথক করতে পারবে না"।

*অনিশ্চিত ভবিষৎ সত্বেও আমরা একটা বিষয় নিশ্চিত হতে পারি। তাহল, আমাদের সাথে ঈসা এটা মোকাবেলা করবেন। আমরা ব্যক্তিগত জেরার মধ্য দিয়েই যাই কিংবা গণশোকের মধ্য দিয়েই যাই না কেন ঈসা মসীহ্ কখনো আমাদের একাকী ছেড়ে যাবেন না। অপর পক্ষে প্রত্যেক মানব সঙ্গীই আমাদেরকে কোন অস্বস্থিকর পরিস্থিতিতে ফেলবে। জীবনের ভ্রমনের পথে এমন জায়গা থাকবে যেখানে তারা আমাদের সাথে হাঁটতে পারবে না----- তাদের কাছে সেই পানির গভীরতা খুব বেশী হবে এবং তাদের বোধগম্যতার স্তর ও হবে অস্পস্ট। কেবলমাত্র ঈসা মসীহ্ এর আমাদের দুঃখকষ্ট ভোগরত হৃদয়ের অর্গল অতিক্রম করে যাওয়ার এবং কষ্টকর সময়ের সহভাগিতা করার সামর্থ রয়েছে। যদিও তাঁর প্রজ্ঞায় আমাদের কঠিন পরিস্থিতি থেকে আমাদেরকে মুক্ত নাও করতে পারেন, তবুও তার উপস্থিতি এসবের মধ্য দিয়ে দেখা যাবে। প্রসন্নতায় আপনি এমন একজন বন্ধু পাবেন যে কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না।*

# ইন্দোনেশিয়াঃ ইমাম হেনরিখ প্যাটিওয়াল

১৬তম দিন

"অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুনার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত সঙ্গত আরাধনা।" (রোমীয় ১২ঃ১ আয়াত)

ওদের সাথী ঈসায়ী ঈমানদার ভাই-বোনদের বাইরে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার সময় তাদের আর্তচিৎকার শুনে ওরা ঘরের ভেতর ভয়ে ঠাসাঠাসি অবস্থায় অবস্থান করেছিল। ইমাম হেনরিখ প্যাটিওয়াল এবং তার স্ত্রী ইন্দোনেশিয়ান ইউথ ক্যাম্পের পরিচালনা করার জন্য সাহায্য করতেছিলেন। এবং তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা অল্প বয়সী ঈমানদারদের প্রতি দায়িত্ব অনুভব করতেন।

সেই মুহূর্তে ক্যাম্পটি রূহানী বৃদ্ধি এবং ইবাদতে আনন্দঘন হয়ে উঠেছিল। তারপরই ওরা আক্রান্ত হল। যেখানে তারা লুকিয়ে ছিল, উগ্রপন্থী মুসলিম জনতা যখন সেই দালানটার চারিপাশ ঘিরে ফেলল, তখন ইমাম প্যাটিওয়াল বাইরে বেরিয়ে এলেন। রক্ত পিপাসু সেই উন্মত্ত জনতা ইমামের স্ত্রী এবং তরুণ তরুণীদের থেকে মনোযোগ ফিরিয়ে ইমাম প্যাটিওয়াল এর উপর আক্রমনের সময় অন্যরা রেহাই পেল।

ঃ 'ইয়া ঈসা! আমাকে সাহায্য কর!' এ কথাগুলোই ছিল তার শেষ কথা।

পরবর্তীতে তার স্ত্রী তাকে দেখেছিলেন কফিনে শোয়ানো অবস্থায়। তিনি দেখলেন তার স্বামীর মস্তক বিহীন শরীরে এবং বাহুতে এলোপাতাড়ী কোপের বিভৎস ক্ষতগুলো। মর্মাহত হয়ে এবং ক্ষোভে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে চিৎকার করে ফরিয়াদ জানালেনঃ "হে খোদা! কিভাবে তুমি এই ঘটনা ঘটতে দিতে পারলে? কেন তুমি আমার স্বামীকে রক্ষা করলে না?"

কিন্তু রুহুল কুদ্দুস তাকে মনে করিয়ে দিল এই আক্রমনের মাত্র দিন কয়েক আগের তার স্বামীর কথাগুলো। তার স্বামী ইমাম হেনরিখ প্যাটিওয়াল বলেছিলেনঃ "যদি তুমি ঈসা মসীহকে মহব্বত কর, কিন্তু আমাকে এবং তোমার পরিবারকে তারচেয়ে বেশী মহব্বত কর, তাহলে তুমি খোদার রাজ্যের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। শুন, আমি তাঁর রাজ্যের জন্য মরতে প্রস্তুত।"

স্বামীর এই কথা মনে করে তিনি স্বামী হারানোর দুঃখে মুহ্যমান হওয়া থেকে বিরত হলেন। তিনি ইন্দোনেশিয়ায় এখনো তার জামাতে খোদার কাজ করে যাচ্ছেন। মুক্ত দুনিয়ার ঈসায়ী ঈমানদারগণের প্রতি তিনি যে নসীহত দেন, তা হলঃ "খোদাকে আরো বেশী আন্তরিকতার সাথে খোঁজ করুন যাতে, আরো বেশী সংকটের মধ্যে আপনারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন।"

*আমাদের সংকট খুঁজে বের করতে হবে না। এটা আপনা আপনি আমাদের ঠিকানা পেয়ে যাবে। ঈসা মসীহ্ মাঝে মাঝে তার সাহাবীদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে, জীবনের পরীক্ষা আসাটা প্রাত্যহিক জীবনে বেঁচে থাকার একটা অংশ। খোদার প্রতি আরো বেশী আন্তরিকতা অনুসন্ধান করার অর্থ আমাদের জীবনে আরো বেশী সংকট ও সমস্যা খোজা নয়। না। খোদার সাথে আরো গভীর সম্পর্ক অনুসন্ধানের উপকারিতা হল এই অপরিহার্যতার জন্য আমাদেরকে আরো ভালভাবে প্রস্তুত করা। আমাদের জীবনের পথে খোদার জন্য যে সমস্যাগুলো আসে, সে বিষয়গুলো থেকে আমরা নিজেদের জন্য পছন্দমত- বিষয়টা বেছে নিতে পারি না। যা হোক, আমরা খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপনটা বেছে নিতে পারি, যা আমাদেরকে সমস্যা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত করবে। আমাদের জীবনে কিছু পরীক্ষার অর্থ হতে পারে ঈসা মসীহের খাতিরে আমাদের জীবনের ক্ষতি। তথাপি ইহা প্রকৃত আত্মোৎসর্গ বা কুরবানী নয়। কিছু ক্ষতি অবশ্যই দীর্ঘ যাচাই বাছাইয়ের জন্য পেশ হয়। আমাদেরকে অবশ্যই প্রত্যেক স্তরের আত্ম স্বার্থ পরিত্যাগ করতে হবে অগ্রসরমান সময়ে খোদার সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য। খোদার সঙ্গে সর্বোত্তম সম্পর্ক স্থাপনে প্রবৃত্ত হতে যখন আমরা সবকিছু কুরবান করি তখন আমরা আমাদের সবচেয়ে কঠিনতম কাজটি করি।*

# সুদানঃ সুদানীয় বালকেরা

১৭তম দিন

"কিন্তু যদি কেহ খ্রীষ্টিয়ান বলিয়া দুঃখভোগ করে, তবে সে লজ্জিত না হউক; কিন্তু এই নামে ঈশ্বরের গৌরব করুক।" (১ম পিতর ৪ঃ১৬ আয়াত)

সৈনিকেরা বালকটির মুখে এবং পেটে কিল ঘুসি আর লাথি মেরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল ঃ "আমাদের সাথে বল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ----- আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রাসুল বা প্রেরিত দূত"।

চার জন সুদানীয় বালক তাদের মায়েদের জন্য কেঁদে ছিল এবং আর্তনাদ করেছিল, তবু সৈনিকদের চাপের মুখে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে বার বার অস্বীকার করেছিল, যা বললে তাদের জীবন রক্ষা পেত, কিন্তু ইসায়ীত্বের এর পরিচয় পরিত্যাগ করা হতো। সৈনিকদের মারের চোটে লাল রক্ত তাদের শরীরের কালো চামড়ার উপর দিয়ে বইতে শুরু করল, কিন্তু ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান তারা পরিত্যাগ করল না।

অল্প বয়সী বালকদের মধ্যে বড়রা আতংক ও বিভৎসতার নীরব দর্শক ছিল। তারা তাদের দক্ষিণ সুদানের পরিবার গুলোকে তলোয়ারধারী ইসলামী জঙ্গীদের দ্বারা খুন হতে দেখেছে।

এখন তারা সেরকমই তাদের চারজন ছোট বন্ধুকে এবং আত্মীয়কে দেখেছে এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট টার বয়স পাঁচ বছর তাকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পেটানো হয়েছিল।

ইতিমধ্যে সৈনিকেরা বড় বালকদের জ্বলন্ত কয়লার উপর শুয়ে পড়তে বাধ্য করেছে এবং তাদেরকে বার বার আদেশ করছে মুসলমানদের কালেমা পাঠ করে ইসলামী আকিদায় যুক্ত হতে। তীব্র যন্ত্রনা সত্ত্বেও বালকদের মধ্যে কেহই সে কলেমা পাঠ করেনি। সেদিনের সেই আক্রমনে চৌদ্দজন বালক এবং তেরজন বালিকাকে অপহরণ করা হল। বালিকারা সঠিক অবস্থানে যেতে পারল না। দক্ষিণ সুদানে তাদেরকে দাসী হিসাবে অথবা কারো উপপত্নী হিসাবে বিক্রয় করা হল। সকল বালককেই নির্মম অত্যাচার করা হল, কিন্তু কেহই তাদের দৃঢ়মনোভাব থেকে নরম হল না।

পরের রাতে বড় বালকদের মুক্ত করা হল। তখনো তারা গতরাতের আতংকের রেশ বহন করতেছিল। তাদের কোন একজনও তার ঈমান পরিত্যাগ করল না।

*যন্ত্রনা প্রায়ই খোদার পরিকল্পনার একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যের ভুমিকা পালন করে। দুভার্গবশতঃ অন্য কোন অভিজ্ঞতা নেই যা ইহা অনুধাবন করার এবং ইহাতে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করার সামর্থের সমান। দীর্ঘকাল স্থায়ী অসুস্থতা অথবা হঠাৎ জখমে শারীরিক যন্ত্রনা মানব শরীরের সমস্ত জায়গার অনুভূতি আকর্ষণ করে। ব্রেন থেকে পাঠানো সংকেত স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে যন্ত্রনার উৎসের দিকে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর অনুভূতি আকৃষ্ট করে। একই উপায়ে আবেগ তাড়িত যন্ত্রনা উপেক্ষা করা কঠিন। কাউকে হারানোর নিদারুন যন্ত্রনায় আমাদের নিষ্ঠুর পরিস্থিতির প্রতি ভালবাসা ক্যান্সার অথবা মারাত্মক রোগ, নির্যাতন, অবিচারের মত বিপর্যস্তকারী হতে পারে। পরিস্থিতি আমাদের কাছে যে রকম যন্ত্রনাই উপস্থাপন করুক না কেন দুইটি দিক বেছে নেয়ার ইচ্ছাশক্তি আমাদের আছেঃ আমরা ত্যাগ করতে পারি, অথবা বৃদ্ধি পেতে পারি। যারা এইরকম যন্ত্রনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, তারা খোদার অনুগ্রহের অতুলনীয় পরিচর্যাকারী হতে পারবে। ইহা প্রশিক্ষণকারী একজন এ্যাথলেটের মত। বলিষ্ট ও শক্তিশালী হওয়ার জন্য তাকে কসরৎ করতেই হবে এবং তার কোন জায়গা ভেঙ্গে যাবে অথবা মচকে যাবেই। আমাদের নতুনভাবে বৃদ্ধি পেতে যন্ত্রনা একটি সহায়ক পথ।*

# রোমানিয়া ঃ রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড

১৮তম দিন

"আমি কমিউনিষ্টের প্রশংসা করি" এই কথাটা একজন ইমামের মুখ থেকে শুনলে অদ্ভুদ মনে হয়, যিনি কমিউনিষ্টদের জেলখানায় চৌদ্দ বছর বন্দী ছিলেন। কিন্তু ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রান্ড তাদের কথা বলতে আন্তরিক ছিলেন।

"অনেক কমিউনিষ্ট তাদের কল্পিত 'সুখ সমৃদ্ধির রাজ্য' রক্ষায় মরতে ইচ্ছুক ছিল"। ঈসায়ী জামাতগুলোতে যাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাদের চেয়ে কমিউনিষ্টরা তাদের উদ্দেশ্যের প্রতি বেশী প্রতিশ্রুতিশীল ছিলেন।

প্রত্যেকটা শত্রুর মাঝেই ইমাম ওয়ার্মব্রাণ্ড একটা সম্ভাবনাময় বন্ধুকে দেখতেন এবং একজন সম্ভাবনাময় ঈসায়ীকে দেখতেন। বিরুদ্ধবাদীকে মহব্বতের দ্বারা তিনি কেবল অনেককে ঈসা মসীহের বিষয়ে জানাতেই পারতেন না বরং এই ক্ষেত্রে তিনি তবলিগ করার সুযোগ বৃদ্ধি হওয়াটাও দেখতে পেতেন।

"যখন তারা আমাকে নোংরা ইহুদী বলে ডাকত এবং সবাইকে আমার বই পড়তে মানা করত, তৎক্ষণাৎ লোকজন বেড়িয়ে আসত, 'নোংরা স্বভাবের' ইহুদীটিকে দেখতে এবং সে কি বলে তা শুনতে"। ওয়ার্মব্রাণ্ড এই অবস্থা দেখে মৃদু হাসতেন।

"আমি তাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই, যারা আমার বিরুদ্ধাচারণ করে অন্যায় করেছে। আপনি যা বলতে চান, তার প্রতি অন্যরা সবসময় আগ্রহী হয় না। আপনার প্রয়োজন আপনার কথার বিশ্বাসের পাত্র লোকদের সামনে যে সত্য আপনি সহভাগিতা করেন তার প্রতি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা। এই রকম করে আপনি নিশ্চিত করে বুঝতে পারবেন, তারা কোন্ অবস্থা থেকে আসতেছে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলতে সক্ষম হবেন। তাছাড়া সবসময় মহব্বতের মধ্যে কথা বলার বিষয়টা আমাদের মনে রাখতে হবে।"

ইমাম ওয়ার্মব্রাণ্ডের কথাগুলো কিছু উচ্চ-মনা ধারণা প্রসূত ছিল যা তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝাতেন না। তিনি এবং তার স্ত্রী সাবিনা তাদের বাড়িতে নাৎসী অফিসারকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, যে অফিসার বন্দী শিবিরের কর্মকর্তা ছিলেন। এই বন্দী শিবিরেই তার পরিবারের লোকজনকে হত্যা করা হয়েছিল।

যখন অফিসারটি দেখলেন যে, ওনাদের ভালবাসা এবং ক্ষমা তার উপর রয়েছে, তখন তার মন পরিবর্তন হল এবং তাকে খোদার রাজ্যের জন্য জয় করা গেল।

(নোটঃ ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তার মৃত্যুর পূর্বে ওয়ার্মব্রাণ্ডের শেষ সাক্ষাৎকারগুলোর একটি অনুসারে এই বিবরণী তৈরী করা হয়েছে।)

"তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, তোমার প্রতিবেশীকে প্রেম করিবে, এবং তোমার শত্রুকে দ্বেষ করিবে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিও।" (মথি ৫ঃ৪৩-৪৪ আয়াত)

*ঈসা মসীহ্ আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন যে, আমাদের মহব্বতের নিদর্শন দ্বারা যেন অন্যরা আমাদের সনাক্ত করতে পারে----- বিশেষভাবে যখন বিরোধীতার সময় এই মহব্বতপূর্ণ আচরণ হয়। যারা আমাদের শত্রু তাদের প্রতি আমাদের আচরণের গুরুত্ব, যারা আমাদের ঈমানদার পরিবারের অর্ন্তভুক্ত তাদের প্রতি। কিভাবে সমান গুরুত্ব পাবে? আসলে কটু সমালোচনার প্রতি আমাদের মহব্বত পুর্ন জবাব অন্যান্য দৃষ্টান্তের চেয়ে প্রায়ই ঈসায়ী মাযহাবের জন্য অধিকতর বড় তর্থ প্রমান হতে পারে। যখন একজন ঈমানদার ঈসায়ী তার শক্তিশালী ঈসায়ী-ঈমানের নীতি অভ্যাসে পরিণত করেন, তখন তিনি বাকি দুনিয়া থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করেন। বিরোধীতার স্বাভাবিক জবাব হয় ইহার যুক্তি খন্ডনে অথবা বিরোধীতার অনুরূপ ফিরিয়ে দিয়ে।*

# টাইটানিকঃ ডঃ রবার্ট ব্যাটম্যান

১৯তম দিন

"মানুষ মনে অনেক সঙ্কল্প হয়, কিন্তু সদাপ্রভুর মন্ত্রণা স্থির থাকিবে।" (হিতোপদেশ ১৯ঃ২১ আয়াত)

ডঃ রবার্ট ব্যাটম্যান শান্তভাবে তার শ্যালিকাকে লাইফ বোটের দিকে যেতে সাহায্য করেছিলেন। "এ্যানি, নার্ভাস হয়ো না। ইহা আমাদের ঈমানের পরীক্ষা নেবে। আমি অবশ্যই থাকব এবং আবার দেখা হবে। যদি দুনিয়ায় আমাদের পুনরায় দেখা না হয় বেহেস্তী উদ্যানে আমাদের আবার দেখা হবে। যখন লাইফ বোটটি অন্ধকার বরফাচ্ছন্ন পানির নিচে পড়ল তখন ব্যাটম্যান তার রুমালটি মহিলাটির দিকে ফেলে দিলেন। "এ্যানি এটা দিয়ে তোমার গলার চারপাশে পেচিয়ে নাও। তোমার ঠান্ডা লাগবে।"

ডঃ ব্যাটম্যান তারপর পঞ্চাশ জন মানুষকে জাহাজের পিছন ভাগে জড়ো করলেন এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলল। দিনের প্রথম ভাগে বৃহৎ জাহাজের মধ্যে তিনি কেবল ধর্মীয় সেবামূলক কাজ পরিচালনা করেছিলেন। তার এবাদত শেষ হয়েছিল **"প্রভু তুমি আছ মোর অতি নিকটে"/এ জীবনে যা কিছু ঘটে/ সপে দেই তোমারই প্রতি"** - প্রিয় এই গানের মাধ্যমে।

রবার্ট ব্যাটম্যান জ্যাক সনভাইল এ কেন্দ্রীয় সিটি মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এটা ছিল নিয়মিতভাবে মাতাল নাবিকে পূর্ণ একটা শহরে একটি আত্মাধিক লাইট হাউজ। তাকে ডাকা হত, *'একটা মানুষ যে জ্যাকসনভাইলে অন্যান্যদের চেয়ে বেশী মানবীয় সূর্যের আলো বিতরন করছেন'*। ব্যাটম্যান ইসায়ী সমাজকর্ম বিষয়ে পড়াশুনার জন্য ইংল্যান্ডে গমন করেছিলেন এবং তিনি যে বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে প্র্যাকটিস করতে তিনি আবার আমেরিকাতে ফিরে এসেছিলেন।

যা হোক ১৯১২ সালের ১৪ই এপ্রিল গভীর রাতে ব্যাটম্যানের বিশাল জাহাজটি একটা আইসবার্গ বা সাগরে ভাসমান বিশাল বরফের স্তুপে আঘাত হানে। ব্যাটম্যান লোকদের জাহাজের পশ্চাদভাগে নিয়ে এসে একটা মুনাজাতের আয়োজন করেন। যখন বাদকদল

"প্রভু তুমি আছ মোর অতি নিকটে
এ জীবনে যা কিছু ঘটে
সপে দেই তোমার প্রতি
বিপদের ক্ষণে মোর কাছে থেকো
শুধু এই মিনতি।
তোমারই প্রতি, প্রভু তোমারই প্রতি
জীবন বাঁচাতে যত মুনাজাত
যত নির্ভরতা, যত এবাদত
যত ক্ষমা চাওয়া আর যত কাকুতি
তোমারই প্রতি প্রভু তোমারই প্রতি।"

এই গানটির সুর বাজল। বিশাল টাইটানিক জাহাজটি তারপর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের নীচে তলিয়ে গেল।

বলা হয় যে, খোদাকে খুশি করার একটা নিশ্চিত উপায় হল আমাদের হৃদয়ের পরিকল্পনাটা তার নিকট বলা। যখন আমরা ঈসা মসীহকে গ্রহণ করি, তখন আমরা আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় রোমাঞ্চকর যাত্রা করতে প্রবৃত্ত হতেছি। ভ্রমনটা গুরুত্বহ করার জন্য যিনি আমাদের জীবন জাহাজের ক্যাপ্টেন। আমাদের জীবনের ভ্রমনে তিনি সেই বাদ্যযন্ত্র বাজান, যা তিনি আমাদের জন্য উপযুক্ত মনে করেন। আমাদের খেয়ালের মধ্য দিয়ে জাহাজ চালিয়ে তিনি চান আমাদেরকে মহত্বের অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিত করতে। মাঝে মাঝে বিশেষ করে সবচেয়ে খারাপ সময়ে আমাদের জীবনের জন্য তার মানচিত্র সেকেলে ধরণের সাধারণ মনে হতে পারে। এবং আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই যদি চন্দ্রহীন রাত আমাদেরকে ইহার অন্ধকারে মুড়িয়ে ফেলে।

*সমুদ্র যাত্রা হচ্ছে ঈমানের পথে দুঃসাহসিক অভিযান। খোদার পরিকল্পনা আমাদেরকে সেই দিকে পরিচালনা করে, যে দিকটা আমাদের জন্য কখনো হয়ত আমরা বেছে নিতাম না। যাহাকে তিনিই সবচেয়ে ভাল জানেন।*

# মিশরঃ একজন তরুণ ঈসায়ী নেতা

২০তম দিন

"আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণ প্রাপ্তি।" (ইব্রীয় ১১ঃ১ আয়াত)

ইয়ুথ গ্রুপের প্রতি তরুণ ঈসায়ী বললেনঃ "এই তো পরিকল্পনার খসড়া। সাড়ে আটটায় তোমাদেরকে ইউনির্ভাসিটিতে সভার নিমন্ত্রণ পত্র বিলি করতে হবে। গোয়েন্দা পুলিশ এসে পড়ার পূর্বেই তাড়াতাড়ি এই প্রচার পত্র তাদের সকলকে দিয়ে কেটে পড়তে হবে। যদি তোমরা কোন একজনকেও এগুলো দিতে না পার, তাহলে কিছু কিছু জায়গায় এগুলো রেখে দিও। এগুলো সঠিক লোকের হাতে পৌঁছে দিবেন।"

ঃ "আমরা অনুমতি দেবার পূর্বেই তোমরা সভার নিমন্ত্রন পত্র বিলি করতে চাচ্ছ?" মিশরীয় পুলিশের দ্বারা গ্রেফতার হওয়ার কথা কল্পনা করতেই হঠাৎ আতংকের ঝলকানী মনের উপর পতিত হওয়া উদ্বিগ্ন পুরুষ এবং মহিলাগণ তাদের নেতাদের চারপাশে জড়ো হল।

"এদিকে নজর দাও, আমাদেরকে ক্ষুদ্র ঈমানের পরীক্ষা দিতে হবে। আমরা ঈমানের পরীক্ষার প্রথম ধাপে উঠব তারপর বাকিটা থাকবে খোদার হাতে।"

মিশরে ঈসায়ী ঈমানদারদের জমায়েত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এই ধরনের কোন মাহ্‌ফিল সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হতে পারে না। সাড়ে আটটার কিছুক্ষণ পরে তরুণ নেতা ঈসায়ীদের একটি ধর্মীয় মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত করার অনুমতি দেয়ার অনুরোধ জানালেন

ঃ "আমাদেরকে অবশ্যই সঠিক নিয়ম পালন করতে হবে, আমরা তোমাদেরকে একমাস অথবা এইরকম সময়ের মধ্যেই অনুমোদনের ঘোষনাটা জানাব।" উদ্বিগ্নতার সাথে ঈসায়ী নেতা জবাব দিলেনঃ "সরি স্যার! কিন্তু আমরা তো ইতোমধ্যেই মাহ্‌ফিলের দাওয়াত পত্র বিতরণ করে ফেলেছি"

ঃ "আনুমোদন পাওয়ার পূর্বে তোমরা কেন তোমাদের মহ্‌ফিলের দাওয়াত দিয়েছ? তোমরা জান আমরা এরকম মিটিং এর অনুমোদন দেবই। ঠিক আছে যেহেতু দাওয়াত ইতিমধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে তাই আমরা মাহ্‌ফিলের অনুমোদন করলাম।"

আমাদের অনিশ্চিত সফরে প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে কার্যক্ষেত্রে আমাদের ঈমানকে স্থাপন করা। যখন অন্যরা সফরের আয়োজন করে আমাদেরকে সেই গল্প বলবে তখন ইহা আমাদেরকে কষ্টসাধ্য সফরের অভিজ্ঞতা এনে দেবে না।

*ইহা হচ্ছে অভিজ্ঞতা বিহীন রওনা হওয়া। ঈমানের সফরে কোন ম্যাপ নেই। আমরা ঈমানের নৌযান সফরে পরিচালিত হব খোদা তা'য়ালার পূর্ব পরিকল্পিত প্রতিরোধ ব্যবস্থার নূর দ্বারা। এটা আমাদের বে-রাস্তায় সফরের রোমাঞ্চকর বিষয় । ইহা আমাদেরকে এমন জায়গায় পরিচালিত করে যা আমাদের জীবনের প্রধান সড়ক থেকে আমরা দেখতে পারি না। এটা বিরাট প্রত্যয় ঈমানের যে মাহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হওয়ার অনুমোদন পাওয়াটা নিশ্চিত নয়, তার দাওয়াতের বাণী ঈমানদারগণের কাছে পাঠাতে এটা বিরাট বিশ্বাস এনে দেয়। খোদা তাদের ঈমানের এই পদক্ষেপকে সম্মানিত করেন তাদেরকে আশীর্বাদ করার দ্বারা। সেই রাতে তাদের মাহ্‌ফিলে তিনশত জন ঈসায়ী ধর্মমতে নতুন বিশ্বাসী হয়েছিল। আপনি কি ঈমানের পদক্ষেপে এগুতে প্রস্তুত?*

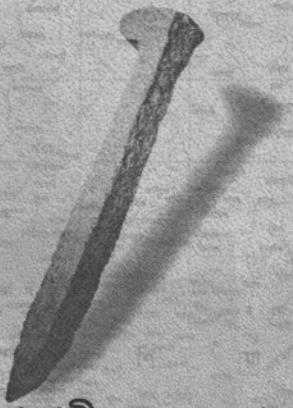

গত যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমাদের শিখানো হয়েছিল যে, লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমাদের মূল্য দিতে বা ত্যাগ স্বীকার করতে ইচ্ছুক হতে হবে। যখন আমাদের দেশ এই মূল্য দাবী করে তখন আমরা জানি যে, এর একটা মাত্র জবাব আছে---- তাহল, স্বাধীনতার মূল্য দেয়ার কাজে অংশ নেয়া। যাহোক, যখন আমাদের আকা-য়ে নামদার হযরত ঈসা মসীহ্ আমাদের কাছে সারা দুনিয়া ব্যাপী ইঞ্জিল শরীফের তবলিগের জন্য মুল্য পরিশোধ করতে আহ্বান করেন, তখন তার উত্তর দিতে আমরা প্রায়ই নীরব থাকি। আমরা তখন তবলিগের কাজে অগ্রসর হতে পারি না। আমরা বলিঃ 'মালিক! ইহার মূল্য খুব কঠিন!'

মোবল্লিগগণ প্রতিনিয়ত তবলিগের কাজে কুরবানীত্বের মুখোমুখি হন।

-নেট সেইন্ট

১৯৫৬ সালের এই মোবাল্লিগ ইকুয়েডরের জঙ্গলে শহীদ হন।

## লাউসঃ স্থানীয় ঈসায়ী ঈমানদারগণ

২২তম দিন

"কিন্তু পিতর ও অন্য প্রেরিতগণ উত্তর করিলেন, মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।" (প্রেরিত ৫ঃ২৯ আয়াত)

**অমঙ্গল সূচক লাল সীলমোহরটি দলিলটির মূল অংশে জেলা কমিউনিষ্ট অফিসারের পরিচয় বাহক চিহ্ন একে দিলেন। কারণ এলাকাটি লাওসের। স্থানীয় ঈসায়ীদের কাছে শব্দগুলো ছিল আরো বেশী অমঙ্গল সূচক।**

ঃ "যদি যে কোন ব্যক্তি যে কোন উপজাতি, যে কোন পরিবার অন্য ধর্মের প্রতি ঈমান আনতে প্রতারিত হয়, যেমন ঈসায়ী অথবা অন্যান্যদের মত, তাহলে সে আগে যে ধর্মে ছিল, সেই ধর্ম বিশ্বাসে তাকে ফিরে যেতে হবে। ঐ ধর্মটার প্রচারণা চালানো নিষিদ্ধ। অপর পক্ষে, ঐ সব ঈমানদারদের অন্যত্র চলে যেতে হবে এবং নতুন এলাকায় বাস করতে হবে। যদি সেখানে অন্য গ্রাম অথবা অন্য পরিবার হয় যারা অন্য ধর্ম বিশ্বাস করে ..... পার্টি কমিটির সদস্যগণ অবশ্যই তাদের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করবে এবং এই দলগুলোর একটি তালিকা তৈরী করবে। এবং এর ব্যাখ্যার সম্মুখীন হওয়ার জন্য ইহা সদর অফিসে প্রেরণ করবে। আমরা বিশেষভাবে জানতে চাইব জেলায় কতজন লোক ঈসার উপরে ঈমান আছে এবং কতজন ঈসায়ী এখানে রয়েছে। দলিলটির তারিখ হল ১৮ই জুলাই ১৯৯৬ সাল। এবং দলিলটি 'বাস্তবায়নের জন্য স্টানডিং কমিটি' কর্তৃক সত্যায়িত হয়।"

অতি সম্প্রতি লাওস এর ঈসায়ী ঈমানদারদের উপর বল প্রয়োগ করা হয়েছে। ঈসায়ী ধর্ম মতে ধর্মান্তরকে অস্বীকার করার দলিলে স্বাক্ষর করার জন্য। প্রায়ই গুলি করে মেরে ফেলার জন্য গান পয়েন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ নাস্তিক সরকারের কাছে তো মনে হয় যে, অন্যান্য ধর্মের চেয়ে ঈসা মসীহের এবাদতকারীদের ধর্ম অধিক গ্রহণযোগ্য।

যেহেতু ঈসায়ী ঈমানদারগণ সাহসীকতার সাথে অন্যদের সাথে তাদের ঈমানকে সহভাগিতা করে, তাই সরকারের সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও লাওসে জামাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

*যখন কোন মানবীয় কর্তৃপক্ষ খোদার আদেশের বিরোধীতা করে, তখন একটা পথ তৈরী হয়ে যায়। একটা পছন্দ রচনা করে নিতে হয়। হয় আমরা নিজেদেরকে মানব কর্তৃপক্ষের নিকট সমর্পন করব, অথবা খোদা তা'য়ালার আহকামের এতায়েত করব এবং এর ফলস্বরূপ যেকোন ঝুকি নেব। যখন শান্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য, তখন চারপাশের মানবীয় চাহিদাকে আমরা অগ্রাধিকার দিতে পারি না। উদাহরণ স্বরূপ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে স্কুল মাঠে মুনাজাত করাটা বে-আইনী ঘোষনা করা হয়েছে। যাহোক আসলে যারা খোদার সাথে যোগাযোগ সম্বন্ধ রেখে অনুশীলন চালাতে ইচ্ছুক, তারা ছাত্রদের কাছ থেকে এবং ফেকালটি থেকে মুনাজাত তুলে দিতে পারে না। অন্যরা হয়ত এই রকম অথবা এর চেয়ে বেশী খারাপ ধর্ম প্রতিরোধী রায় দিতে পারে। তথাপি, খোদা তা'য়ালা তাদের কর্তৃত্বের উপরেও কর্তৃত্ব করতে পারে। যেহেতু মানব দিলের উপর তিনিই একমাত্র বাদশাহ্। আমরা প্রত্যয়ের সাথে মানবীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ে বরং খোদা তা'য়ালার বাধ্যতাকে পছন্দ করে নিতে পারি।*

# চীনঃ ওয়াচ ম্যান নী

২৩তম দিন

"আর তাঁহার যে কার্যসাধক শক্তি আমাতে সপরাক্রমে নিজ কার্য সাধন করিতেছে, তদনুসারে প্রাণপন করিয়া আমি সেই অভিপ্রায় পরিশ্রমও করিতেছি।" (কলসীয় ১ঃ২৯ আয়াত)

**ওয়াচ ম্যান নী মাত্র ছয় ঘন্টা চায়নীজ ঈসায়ী জামাতের নেতা ছিলেন। ঈসা মসীহের জন্য কয়েদখানায় তার কক্ষের সামনে গার্ডদের পরিচালনা করতেন। যাতে তার লেখা উৎসাহদায়ক তবলিগি পত্রগুলো জেলখানার বাইরে খ্রীষ্টিয়ানদের মাঝে বিতরণ করা যেতে পারে।**

চীনে ঈসায়ী জামাতের বিস্তৃতিতে চেয়ারম্যান মাও এর সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ভিনদেশী সংস্কৃতির প্রসার রোধ করতে সরকার বল প্রয়োগ করেছিল এবং বিদেশী মোবাল্লিগদের হত্যা করেছিল। হাজার হাজার ঈসায়ী জামাতের নেতাদেরকে জেলখানায় পুরেছিল অথবা লেবার ক্যাম্পে পাঠিয়ে কমিউনিষ্টদের সংশোধনমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরও জামাত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

যখন পুলিশ আবিস্কার করল যে, নী- র সুন্দর শক্তিশালী তবলিগী পত্র জেলখানার বাইরে ঈসায়ী ঈমারদারগণের হাতে পৌঁছেছে এবং তাদের জন্য তবলিগী পথ তৈরী করতেছে, তখন তারা জেলখানার কিছু সংখ্যক গার্ডকে সন্দেহ করল। গার্ডকে ধর্মান্তরিত করার সুযোগ যেন না পায় এই আশায় সেলের কোন গার্ডকে একবারের বেশী থাকার অনুমোদন দিত না।

নী- গার্ডদের কাছে রূহানী পিতা বা খোদার মহব্বতের কথা বলতেন এবং গার্ড যাতে অনন্তকাল জান্নাতে বাস করতে পারে সে জন্য তিনি তার নিজ রক্ত এবং দেহ বিলিয়ে দিতেও ইচ্ছুক ছিল। তিনি গার্ডদের বলতেন ঃ "কমিউনিজম তোমাকে মৃত্যুর পর জান্নাত দিতে পারবে না। কেবলমাত্র ঈসা মসীহের রক্ত তোমাকে জান্নাতে পৌঁছাতে পারবে।"

নী-র পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী বয়ান শুনে গার্ডের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এবং গার্ড ঈসা মসীহকে গ্রহণ করল। এমনকি অন্য একজনও খোদার রাজ্যের জন্য বিজিত হয়েছিল। এবং এতে অন্ততঃ ওয়াচ ম্যান নীর অন্য আর একটি তবলিগী পত্র নিরাপদে বিলি হবে।

*যদি ইসায়ী শহীদগণ তাদের জীবন উৎসর্গ করা দ্বারা আমাদের কোন কিছু শিক্ষা দেয় তা আমাদের ইঞ্জিল শরীফের তবলিগী কার্যক্রমের উন্নতির জন্য সৃষ্টিশীল উদ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। ঈসা মসীহের নাজাতের শুভ সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সেই শহীদগণের তবলিগের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তি, সাহস এবং কর্ম কৌশল দ্বারা আমাদের নিজস্ব উদ্দীপনা জাগ্রত করা উচিত। যখন সংরক্ষিত এলাকাগুলিতে খোদার কালাম এবং তবলিগী কিতাব চোরাইভাবে পাচার করার সুযোগ প্রত্যেকের থাকে না, আমরা তখনও খোদার রাজ্যের জন্য এই কাজে সেবক হওয়ার ইচ্ছুক হতে পারি। তবলিগ করার নতুন পদ্ধতিতে সব সময় বিপজ্জনক ফল হতে পারে। কিন্তু আমাদের সব সময় মধ্যম অবস্থাটা গ্রহণ করার পরিবর্তে বিপদ বা ঝুকি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হওয়া উচিত। আজকের দিনে আপনার তবলিগী জীবনটা কোন্ ধরণের? পার্শ্বীব এবং মধ্যম পন্থী? নাকি ঈসা মসীহের জন্য সৃষ্টিশীল উদ্যমী?*

# পেরুঃ ইমাম জাপাতা

২৪তম দিন

".....কেননা উপচিয়া পড়িলেও মনুষ্যের সম্পত্তিতে তাহার জীবন হয় না।" (লূক ১২ঃ১৫ আয়াত)

**ইমাম জাপাতা বললেন ঃ "পেরুতে ঈসা মসীহের সেবা কাজের জন্য ঈসায়ীগণ কিছু পাওয়ার আশা করে না। তারা কিছু দেওয়ার আশা করে।" শান্ত পার্বত্য গ্রামের পাশে ইমাম জাপাতা তার মেহমানদের হাতে-তৈরী ক্রুশের একটা সারি দেখালেন। প্রত্যেকটা ক্রুশ একজন একজন করে সেই সব ঈসায়ীদের প্রতীকী উপস্থাপন করেছে, যারা বিপ্লবী কমিউনিষ্টদের দ্বারা নিহত হয়েছেন।**

তার গ্রামের বাড়ির উঠানে গেরিলাদের দ্বারা গত রাতে নিহত অন্যান্য ইমামগণের লাশ ইমাম জাপাতার সম্মুখে শুয়ে আছেন। তার দেহটি একটা সাধারণ কম্বল দ্বারা আবৃত ছিল। লাশের চারপাশে মোমবাতি জ্বালানো ছিল, আর ছিল বিলাপকারী তার পরিবারের লোকজন।

নিহত হওয়ার পূর্বে ইমামগণ বৃষ্টির মধ্যে সমস্বরে মুনাজাত সংগীত গাইতেছিল। তাদের জুতাগুলো কাদায় ঢাকা ছিল। গেরিলারা তাদের জামাত গৃহ ধ্বংস করেছিল এবং তাদের অনেক বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল। তবুও তারা খোদার শানে হাম্‌দ্‌ গাইতেছিল।

মসীহীগণ বিপদ মুক্ত ছিলেন না, কারণ গেরিলারা যে কোন সময়ে আসতে পারত। যেহেতু ইমামগণ মার্কসবাদী কমিউনিষ্টদের আকস্মিক আক্রমনের বিরুদ্ধে সমগ্র গ্রামবাসীদের শক্তিশালী করতেন। তাই ইমামগণ কিছু সময়ের জন্য বাইরে যেতেন।

ইমাম জাপাতা শ্রোতাবর্গকে মনে করিয়ে দিতেন যে, 'কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদেরকে আহ্বান করে খোদার খোঁজ করতে, খোদার কাছ থেকে যে পার্থিব আশীর্বাদ আসে তার জন্য নয়।' ইমাম বয়ান করার সময় শ্রোতাবর্গকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনারা কেন একটা শার্ট কিনেন? নিশ্চয় তা ব্যবহার করার জন্য। তাহলে বলুন, ঈসা মসীহ্‌ কেন আপনাদেরকে তাঁর রক্তের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন? -----এর উত্তর হল, "তাঁর রাজ্যের জন্য আমাদেরকে ব্যবহার করতে।"

নিঃস্ব করে দেয়া এই ঈমানদারগণ তাদেরকে খোদার জন্য ব্যবহার করতে প্রস্তুত ছিল।

*যখন আমরা আমাদের ঈমানের জন্য অত্যাচারিত হই, তখন আমাদের ক্ষতিটার দিকে দৃষ্টিপাত করে এটা কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়। আমরা সেইসব বিগত বন্ধুদের জন্য বিলাপ করতে পারি, যারা আমাদের ঈমানের জন্য আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছিল। আমরা হয়ত আমাদের অভ্যস্থ ব্যবসার সুযোগ সুবিধা থেকে বিফল হই। যখন আমরা আমাদের সামাজিক পরিমন্ডল থেকে বিতারিত হই, তখন নিজেদের জন্য দুঃখ অনুভব করি। যা হোক অন্যান্য আরো অনেকজনই আছে যারা পার্থিব সম্পত্তি অথবা ঠুনকু সম্পর্ক হারানোর চেয়ে আরা বেশী কিছু হারিয়েছে। এইসব দুর্দমনীয় ঈমাদারগণ আলোকপাত করেন ঈসা মসীহের আনুগ্যতের জন্য কি রয়ে গেল তার উপর---- কি ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছে বা ক্ষতি হয়েছে তার প্রতি নয়। তাদের অনেকেই ধর্মীয় নির্যাতনে তাদের জামাত গৃহ, বাড়ি ঘর, চাকুরী এবং তাদের পরিবারকে হারিয়েছে। তথাপি তারা ঈসা মসীহের জন্য আরো বেশী কিছু কোরবানী করতে ইচ্ছুক। তারা এটা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের পার্থিব ক্ষতিটা অন্য একজনের নাজাত লাভের সুযোগ এনে দিবে।*

## লাওসঃ লিও

২৫তম দিন

"সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমি কাহা হইতে ভীত হইব?" (জবুর ২৭ঃ১ আয়াত)

**পুলিশের অলিখিত কোডটি ছিল সুস্পষ্ট ঃ যদি তুমি খুসু অথবা অন্যান্য উপজাতীদের ঈসায়ী ধর্ম মতে ধর্মান্তরিত অবস্থায় পাও, তাদের গ্রেফতার করবে। যদি তুমি উপজাতিদের তবলিগ করতে কাউকে দেখ, তাকে হত্যা করবে।**

"লিও" এর হাতে পায়ে শিকল পরায়ে লজ্জাজনকভাবে গ্রামের উপর দিয়ে মার্চ করিয়ে নিয়ে কমিউনিষ্ট পুলিশ তাকে ধাক্কা মেরে একটি গর্তে ফেলে দিল। তারা বলল ঃ "আমরা তোমাকে যেতে দেব যখন তোমার গ্রামের একশত লোক তাদের ঈসায়ী ঈমান পরিত্যাগ করবে।" কিন্তু তারা গ্রামে এসে একজনকে খুঁজে পেতেও সক্ষম হয়নি, যে তার ইসায়ী ঈমান পরিত্যাগ করে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে ইচ্ছুক।

তারপর শোকাবহ ঘটনা পুলিশদের আঘাত হানল। একজন পুলিশের পুত্রের দুটো পা-ই ভেঙ্গে গেল এক দুর্ঘটনায়। তার অন্য পুত্র হয়ে পড়ল সংকটপূর্ণ অসুস্থ। যে অফিসার নতুন ঈসায়ীদের মারপিট করতেন এবং হয়রানী করতেন, তিনি হার্ট এ্যাটাকে মারা গেলেন।

অন্য পুলিশ অফিসারগণ ভীত হয়ে গর্ত থেকে লিওকে তুলল এবং তাকে তার বাড়িতে যেতে দিল। সরকারী কর্তৃপক্ষগণ তাদের নেতার প্রতি যা ঘটেছে তা দেখার পর এতই ভীত হয়ে পড়েছিল যে, গ্রামের ঈসায়ী ঈমানদারগণের প্রতি কোন এ্যাকশন নিতে পারেনি।

খোদার শক্তির নিদর্শন দেখে আরো খুমু উপজাতি লোক ঈসাতে ঈমান আনলেন। যেখানে পূর্বে একজন ঈসায়ী লোক ছিল না এখন সেখানে সাত শতের বেশী ঈমানদার হয়েছেন। এমনকি তারা অন্য গ্রামেও ঈসায়ী তবলিগের জন্য লোক পাঠান। যখন লাওসিয়ান কর্তৃপক্ষ তাদের ভয় দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল তখন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ঈসায়ী ঈমানদারগণ তাদের জয় করেছিল।

*ভয় হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন মৌলিক চালিকা শক্তির একটি। ইহা মানুষকে পরিচালিত করে স্টক মার্কেট এবং জ্বালানী যুদ্ধের প্রতি। ইহার অদম্য শক্তি ব্যবহৃত হতে পারে বিরাট ক্ষতির জন্য অথবা মহৎ নৈতিক গুনাবলীর জন্য পথ তৈরী করে দিতে। পেশাধারী মুষ্টিযোদ্ধারা প্রায়ই তাদের বন্ধুকে ভয় পাইয়ে দেয়ার কথা বলে। ভয় তাদের আরো ভালো যোদ্ধা বানায়। ইহা তাকে সতর্ক রাখে। এটা সংকল্পের দৃঢ়তাকে উদ্দীপ্ত করে। একই উপায়ে খোদা আমাদের ভয়কে ব্যবহার করতে পারেন এবং আমাদেরকে তার কাজে আরো ভালো যোদ্ধা বানাতে পারেন। যখনই আমরা ভীত হয়ে পড়ি, তখনই আমরা অসম্ভবকে সফল করতে পাবার সম্ভবনা পেয়ে যাই। ------- কেন এবং কিভাবে? যা আমাদের নিজ শক্তিতে অসম্ভব, তাই খোদার সাহায্যে সহজ হয়ে যাবে। ভয় আমাদের নিজস্ব সংগতিকে ভুলে গিয়ে তার পরিবর্তে খোদার উপর নির্ভর করতে আমাদেরকে আরো বেশী বিশ্বাসযোগ্য বানায়। এইভাবে চরম ভীতি আমাদেরকে পরিচালিত করতে পারে চরম ঈমানের দিকে।*

# সুদানঃ পিটার

২৬তম দিন

"অবিরত প্রার্থনা কর।" (১ম থিষলনীকিয় ৫ঃ১৭ আয়াত)

**পিতলের শিকলকে আরবী ভাষায় বক্‌লস্‌ বলা হয়। পিটার ইহাকে এমনভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন যেন ইহা একটি গুপ্ত ধন। ইহা ছিল তার পরিবারের অতীত অবস্থার স্মরণিকা এবং পিটারের বিরাট আশীর্বাদ।**

পিটারের দাদা পিতলের শিকলটি বানিয়েছিলেন, কিন্তু ইহা হস্ত শিল্পের পরিকল্পনা ছিল না। আসলে তার মুসলিম প্রভু তাকে এটা পরতে বাধ্য করতো। পিটারের দাদা দক্ষিণ সুদানে বন্দী হয়েছিলেন এবং তাকে উত্তর সুদানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সেখানে তাকে কৃতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হয়েছিল।

মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে পিটারের দাদার শিকলটি খুলে ফেলা হয়েছিল তারপর এটা পিটারের আব্বার পায়ে পরানো হয়। তিনি বলতেনঃ "আমাদের পরিবার চিরদিন দাস হয়ে থাকবে না, কিন্তু আমরা কখনো বন্দীত্বের বিষয় ভুলবনা।

তারপরে পিটারের আব্বা এটা পিটারকে দিয়েছিলেন। মুক্ত হওয়ার জন্য পিটার যখন তার মুসলিম প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে যান, তখন পিটার এটা তার সাথে বয়ে নিয়ে আসেন। আজ এটা আর তার উপর একটুও মালিকত্বের চিহ্ন নয়, বরং এটা খোদার পরাক্রমী শক্তির চিহ্ন করতে তিন পুরুষ ধরে কাজ করতে ছিলেন।

পিটার বিনীত অনুরোধ করেছিলেনঃ "আমার লোকদেরকে কখনো ভুলে যেয়ো না, সুদানে নির্যাতিত ঈসায়ী ঈমানদারগণের জন্য মুনাজাত কখনো থামিও না।"

আমেরিকা

*"অমনোযোগিতা"। ইহা মুনাজাতের প্রবনতার এক নম্বর শত্রু। আমরা আমাদের সাহায্যের মুনাজাত তুলে ধরতে তৎপর হই। যাদের জন্য মুনাজাত করা প্রয়োজন, তাদের জন্য মুনাজাত করে আমাদের কমিট্‌মেন্টটা সম্পূর্ণ করলে আমাদের শুভ সংকল্পগুলো অসাধারণভাবে যথেষ্ট পরিমান সাহায্যকারী হয়। সারা দুনিয়ায় যে সব ঈমানদারগণ নির্যাতিত হচ্ছে, তাদের জন্য প্রার্থনা করার কথাটি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে পারবে। সম্ভবত আপনার ঘড়ির উপর লাগানো একটি স্টিকার আপনাকে তা মনে করিয়ে দিতে পারবে। সারাদিন ধরে আপনি যতবারই ঘড়ির দিক তাকাবেন ততবারই স্টিকারটা সেইসব লোকদের কথা মনে করিয়ে দিয়ে আপনাকে মুনাজাত করার একটা সুযোগ করে দিতে পারে, যারা সারা দুনিয়া জুড়ে ঈসা মসীহের প্রতি তাদের ধর্মীয় ঈমানের জন্য নির্যাতিত হচ্ছে। মুনাজাত করতে ভুলে যাওয়া বা মুনাজাত করার সুযোগ হারিয়ে ফেলার কারনে আপনার ভুলো মনকে মনোযোগী করতে আপনি যে পদ্ধতিই বেছে নেন না কেন, এই দৃষ্টান্তটির মধ্য দিয়েই আপনি তা অনুসরণ করতে পারেন। শুধুমাত্র চরম ঈমানদারদের কাহিনীগুলো পড়ে কোন কিছুই পরিবর্তন হবে না, যারা বন্দীত্বের শিকলকে তাদের চরম অলংকার হিসাবে মেনে নিয়েছে, সেইসব চরম ঈমানদারগণের জন্য মুনাজাত সবকিছু পরিবর্তন করে দিতে পারে।*

২৮তম দিন

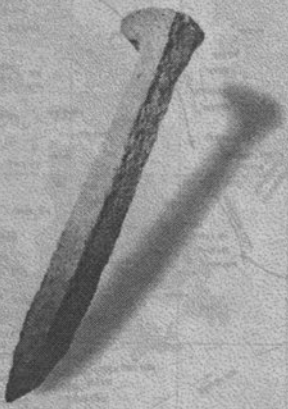

“আমাদের পার্থিব সীমানা উন্মুক্ত হোক
আমরা এই মুনাজাত করছি না,
জান্নাতের দরজা আমাদের জন্য খুলে যাক
আমরা এই মুনাজাত করছি।”

(ভিয়েতনামের একটি নির্যাতীত জামাতের মুনাজাত)

## রোমানিয়াঃ একজন রোমানিয়ান তরুণী

২৭তম দিন

"কেননা আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট এবং মরণ লাভ।" (ফিলিপীয় ১ঃ২১ আয়াত)

**তখন ছিল প্রায় মধ্যরাত। মহিলা কয়েদীগণ কমিউনিষ্ট গার্ডদের আগমনের শব্দ শুনল। তারা তাড়াতাড়ি দোষী সাব্যস্ত মেয়েটির চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল মেয়েটির বয়স প্রায় বিশ। ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান আনার কারণে তার বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের রায় দেয়া হয়েছে। তারা ফিসফিস করে মেয়েটিকে 'গুডবাই' বলে শেষ বিদায় জানালেন। মেয়েটির চোখে কোন অশ্রু দেখা গেল না। সে আর্তনাদ করে দয়া ভিক্ষাও চাইল না।**

সে দিন বিকেলে মহিলা কয়েদীরা তার কথা শুনেছিল। তখন তার চোখে মহব্বতের নূর চমকাতে ছিল। মেয়েটি ওদেরকে বললঃ "আমার জন্য কবরটাই হবে বেহেস্তের নগরীর প্রবেশ দ্বার। সেই নগরীর সৌন্দর্যের কথা কে বলতে পারে? দুঃখ সেখানে অজানা বিষয়। সেখানে রয়েছে কেবল আনন্দ, আর সুমধুর সঙ্গীত। সেখানে প্রত্যেকেই পবিত্রতার শুভ্র পোশাক পরিহিত। সেখানে আমরা খোদাকে মুখোমুখী দেখতে পাব। সেখানে এত বেশী আনন্দ বিদ্যমান রয়েছে যে, মানুষের কোন ভাষাই তা ব্যক্ত করতে পারে না। আমার মৃত্যুদন্ডের জন্য আমি কেন কাঁদব? কেন আমার দুঃখিত হওয়া উচিৎ।"

তার বিয়ের পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়েছিল এবং সে বাগদত্তা হয়েছিল, কিন্তু সে এই রাতে তাদেরকে বলেছিলঃ "এই পার্থিব বিবাহিত সম্পর্কের চেয়ে বরং আমি আমার আসমানী বরের সাথে মিলিত হব।"

দয়ামায়াহীন গার্ডেরা জেলখানায় মেয়েটির কক্ষে প্রবেশ করল। মেয়েটি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে তাদের দিকে পা বাড়াল। গার্ড পরিবেষ্টিত হয়ে যখন সে কক্ষটি ত্যাগ করতেছিল, তখন সে ঈসা মসীহের প্রেরিতদের কলেমা পাঠ করতেছিল। মিনিট কয়েক পরে রয়ে যাওয়া অন্যান্য মহিলা কয়েদীরা গুলির শব্দ শুনতে পেল। তাদের গাল বেয়ে অশ্রুর বন্যা গড়িয়ে পড়ল। ওর মৃত্যুদন্ডের রায় কার্যকারীরা ভেবেছিল, ওর জীবন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু তারা কেবল চিরদিনের জন্য তাকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পেরেছে মাত্র। যে জায়গাটা এই দুনিয়ার চেয়ে অনেক ভাল।

*উৎসাহ হল সেই ব্রীজ বা সেতু যা আমাদেরকে এই পার্থিব নাম মাত্র অস্থিত্ব থেকে বেহেস্তী ভবিষ্যতের জন্য দুর্বোধ্য একটি আকাংখায় পার করে নিয়ে যায়। যারা বেহেস্তি অস্থিত্ব নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে, তারা পার্থিব এই নগন্য জীবনের পরিবর্তে বেহেস্তি রাজ্যের নাগরিক হওয়ার সুযোগটা সহজভাবেই গ্রহণ করে নিতে পারে। উৎসাহ আমাদেরকে এই পার্থিব যা কিছুতে গভীর সম্পর্কের মাধ্যমে আটকা আছি তা পরিত্যাগ করতে সাহায্য করে। মোটের উপর পার্থিব জীবনের সবকিছুর মূল্যই আমরা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সত্যিকারভাবে জানতে পারি। যখন আমরা ঈমানের পথে যাত্রাকরি, তখন আমরা সাহসী হয়ে উঠি। ঈসা মসীহের প্রতি বিশ্বাস তার সাথে অনন্ত জীবনে পার হতে আমাদের জন্য সম্ভবপর করেছে। একবার আমরা এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে সাহস এবং উৎসাহের সাথে আমরা জীবনের উদ্দেশে এবং মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারি।*

# যুক্তরাষ্ট্রঃ একজন ডাক্তার

১৬২তম দিন

"কিন্তু যাঁর উপর তারা ঈমান আনে নি তাঁকে কেমন করে ডাকবে? যাঁর বিষয় তারা শোনে নি তাঁর উপর কেমন করে ঈমান আনবে? তবলিগকারী না থাকলে তারা কেমন করেই বা শুনবে?" (রোমীয় ১০ঃ১৪ আয়াত)

**দুর্ঘটনা কবলিত বিধ্বস্ত ট্রেন থেকে ঘন কালো ধোঁয়া নির্গত হল। ধ্বংস প্রাপ্ত বগীর ছিন্নভিন্ন লাশ এবং যাত্রীদের রক্তপাতের সমুদ্র হতে যন্ত্রণার চিৎকার ধ্বনিত হল। আহত এবং মৃতপ্রায় যাত্রীদের মধ্য থেকে একজন শল্য চিকিৎসক হেঁটে আসলেন। তিনি ট্রেনের সংঘর্ষের মধ্যে অক্ষত ছিলেন। তার লাগেজ গোলমালের মধ্যে হারিয়ে গেল এবং তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেনঃ "আমার অপারেশন করার যন্ত্রপাতিগুলো। আমার যন্ত্রপাতিগুলো। কেবল আমার যন্ত্রপাতিগুলো যদি থাকত।"**

ডাক্তারী যন্ত্রপাতি দ্বারা লোকটি অনেক লোকের জীবন রক্ষা করতে পারতেন তিনি অনেক লোকের মৃত্যু প্রত্যক্ষ করতেছিলেন অসহায় ভাবে।

বর্তমানের নির্যাতীত ঈসায়ী জামাত হল এই ডাক্তারের মত। কমিউনিজম ও ঈসা মসীহ্ বিহীন ইসলামের ধ্বংস যজ্ঞ থেকে ধরে এনে বাঁচাতে তাদের জ্ঞান আছে এবং ইচ্ছাও আছে। তাহলে তাদেরকি আর কোন যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে?

যখন ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড প্রথম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আসেন, তখন তিনি লিখেছিলেনঃ "বন্দী জাতিগুলোতে আপনাদের ভাই-বোনদের কান্না শুনুন তারা নির্যাতীত জীবনের বাস্তবতা থেকে পালিয়ে যেতে আকাঙ্খা করে না, তারা নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ জীবনের জন্য সাহায্য যাচঞা করছে না। তারা কেবল যৌবনের বিষাক্ততাকে বানচাল করার যন্ত্রপাতির আকাঙ্খা করে----- পরবর্তী প্রজন্মের লোকদেরকে- নাস্তিকতাবাদের বিষক্রিয়া থেকে বাঁচাতে।

তারা বাইবেল চায়। তারা কিভাবে খোদার বাক্যের বিস্তৃতি ঘটাবে? যদি তারা বাইবেল না পায়? ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপিত দেশগুলো নিজেদের জন্য এই সব যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে পারে না। তাদের সাহায্যের জন্য তারা ধর্মীয় বাধা নিষেধ মুক্ত দেশগুলোর ঈসায়ীদের স্মরণ করে। একজন ঈসায়ী আমাদের বলেছিলেনঃ "আমাদের যে যন্ত্রপাতি দরকার তা দান করুন এবং আমরা এগুলো কাজে লাগানোর জন্য মূল্য পরিশোধ করব।"

*সব পেশার লোকেরাই কোন না কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন- শিক্ষকের জন্য চক, নার্সের জন্য ইনজেকশানের সিরিঞ্জ, কৃষকের জন্য ট্রাকটর ইত্যাদি। প্রত্যেক ব্যক্তিই যন্ত্র ব্যবহার করার আহ্বান ছাড়াই কোন না কোন যন্ত্র ব্যবহার করে। আমাদের জীবন এসব যন্ত্র দ্বারা তীব্রভাবে পরিবর্তীত হয়। ঈসায়ী হিসাবে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক যন্ত্র চিনি। কারণ, ইহা সম্বন্ধে আমরা খোদার আসমানী কিতাব থেকে পড়েছি। কিন্তু তাদের কি হবে যারা খোদার দেয়া সহমর্মীতা, ক্ষমাশীলতা, ভালবাসা সহভাগিতা এবং সকল উপহার এবং কর্ম দক্ষতা সম্বন্ধে কখনো পড়েনি। আপনি এই রূহানী সত্যগুলো আপনার নিজের জন্য রাখতে পারবেন না। গুপ্ত ভান্ডারে রাখা কৃপন ব্যক্তির স্বর্ণের মত আপনি এগুলো লুকিয়ে রাখতে পারেন না, অন্যের প্রয়োজনে আপনি আপনার যন্ত্রগুলো অন্যদের সাথে মুক্তভাবে সহভাগিতা করুণ।*

১৬১তম দিন

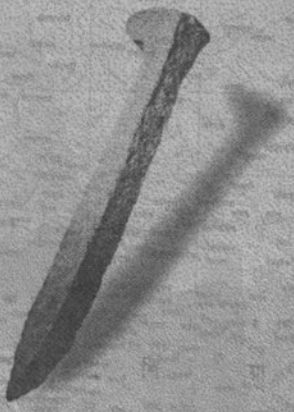

# “যে জামাত তার নির্যাতিত ভ্রাতা-ভগ্নীদের স্মরণ করে না, তা আদৌ কোন জামাত নয়”

কথাটি বলেছেন লুথারেন জামাতের একজন ইমাম, যিনি গোপন জামাতের সদস্যদের রক্ষা করতে গিয়ে লোমহর্ষক নির্যাতন সহ্য করেছিলেন।

## রোমানিয়া ঃ সাবিনা ও য়্যার্মব্রাণ্ড

১৬০তম দিন

"অনেক দাম দিয়ে তোমাদের কেনা হয়েছে; মানুষের গোলাম হয়ো না।" (১ম করিন্থীয় ৭ঃ২৩ আয়াত)

জেরার পুনরাবৃত্তিটা ছিল পাগল করে দেয়ার মত। এবং সাবিনার স্নায়ু ব্যবস্থাপনা ভেংগে পরার অবস্থায় গিয়ে পৌঁছাল। কিন্তু অফিসার অনমনীয় অবস্থায়ই রইলেনঃ "যে বিষয় তুমি পছন্দ কর না, তোমাকে দিয়ে সে বিষয়ে কথা বলিয়ে নেয়ার পদ্ধতিটা আমাদের জানা আছে। চালাক হওয়ার চেষ্টা কর না। তাহলে আমাদের সময় নষ্ট হবে।"

ওদের জেরা করার উদ্দেশ্য হল সাবিনার কাছ থেকে সেই ঈসায়ীদের নাম বের করা- যাদেরকে তিনি ঈমানের মধ্যে লালন পালন করেছিলেন এবং নির্যাতনের মুখে শক্তিশালী হতে উৎসাহিত করেছিলেন। এখন তারই শক্তিশালী হওয়ার পালা এসেছে, কিন্তু তিনি চিন্তা করতে পারে নি এই রকম অন্য আর একটি জেরার পর্যায় তিনি সহ্য করতে পারবেন।

জেরা করার পরবর্তী পর্যায়টা অধিকতর শান্ত এবং চাতুরীপূর্ণ ভাবে চলল। জেরাকারী একাই ছিলেন এবং মৃদু হাসতে ছিলেনঃ "হে প্রিয়তম নারী, তোমার বয়স তো কেবল তিরিশ বছর। তোমার সমগ্র জীবন তোমার সম্মুখে পরে রয়েছে। তুমি আমাদেরকে কেবল বেইমানদের নাম বলে দাও।" সাবিনা তখনো নীরবই থাকলেন। লোকটি তার জেরা চালিয়ে গেলঃ "আচ্ছা ব্যবহারিকভাবে সরাসরি কথা বলা যাক, প্রত্যেক ব্যক্তির তার নিজস্ব মূল্য রয়েছে। তোমার লোকদের নাম তুমি কেন বলছ না? আমাদেরকে বল, বিনিময়ে তুমি কি চাও? তোমার এবং তোমার স্বামীর মুক্তি? একটি সুন্দর বাড়ী এবং জামাত? আমরা তোমার পরিবারের উপর তত্বাবধান করব।"

সাবিনা উত্তেজিত ও দৃঢ় প্রত্যয়ে জবাব দিলেন- "ধন্যবাদ, কিন্তু আমি ইতোমধ্যেই আমার নিজ জীবনকে বিক্রি করে দিয়েছি।"

জেরাকারী কর্মকর্তা বাধা দিয়ে বললেন, "তুমি বিক্রি হয়ে গেছ? কত মূল্যের বিনিময়ে এবং কার কাছে?"

সাবিনা দৃঢ়ভাবে জবাব দিলেনঃ "খোদার পুত্র ঈসা মসীহ্ নির্যাতিত হয়েছিলেন এবং তার জীবন কুরবানী দিয়েছিলেন আমার জন্য। তার মধ্য দিয়ে আমি জান্নাতে পৌঁছাতে পারি। আপনি কি আমার জন্য এর চেয়ে উচ্চ মূল্য দিতে পারেন?"

*আমরা কিশোর বয়সের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে আশা করি। আমরা বলি, এই সময়টা একটা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার পথ। তথাপি আমরা প্রাপ্ত বয়স্ক হিসাবে কিশোর বয়সের জ্বালাতন আমাদের মধ্যে থাক তা কখনো চিন্তা করি না। বয়সের চাপ আমাদের মাঝে উঁকি মারে, আমরা সব সময় বাল্য এবং কিশোর জীবনে থাকতে পারি না। যখনই আমরা আমাদের মূল্যবোধের তুলনা করতে প্রলুব্ধ হই তখনই আমরা পরিচিত একটা অনুভূতি নিজের মধ্যে টের পাই, তাহল কারো দ্বারা অথবা কোন কিছুতে "বিক্রি হওয়া"। বিক্রিত হওয়ার কাজটা শেষ হওয়ার পরে আমরা নিজেদেরকে নিঃশেষিত অনুভব করি। বোকা মনে করি, আমাদের আত্ম মর্যাদা দ্বারা বেইমানির স্বীকার হওয়া অনুভব করি। নিজেদের মূল্য বোধকে সস্তা মনে করি। তথাপি ঈসা মসীহ্ আমাদের আবেগ-অনুভূতিকে জয় করতে সর্বোচ্চ মূল্য পরিশোধ করেছেন। যদি প্রত্যেকেরই একটা মূল্য থাকে, তাহলেও তিনি একা সকলের জন্য মূল্য দিয়েছেন। তাঁর রক্ত দিয়ে ক্রয় করে, আমাদেরকে তাঁর দৃষ্টিতে অমূল্য করে নিয়েছেন। আপনিও ইতোমধ্যে বিক্রিত হয়েছেন এবং আপনার মূল্য পরিশোধিত হয়েছে। এই জন্য অন্যকিছুতে নিজেকে কম মূল্যে বিক্রি করবেন না।*

# রাশিয়া ঃ ইমাম সেরি ব্রিনিকভ

১৫৯তম দিন

"তোমরা দুনিয়ার আলো। পাহাড়ের উপরের শহর লুকানো থাকতে পারে না। কেউ বাতি জ্বেলে ঝুড়ির নীচে রাখে না। কিন্তু বাতিদানের উপরেই রাখে।" (মথি ৫ঃ১৪-১৫ আয়াত)

**স্থানীয় সংবাদ পত্রগুলো দৃশ্যটাকে 'অসভ্যতা ও নৃশংসতা' হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। এটা একটা খুনের দৃশ্য অথবা গাড়ি দুর্ঘটনার দৃশ্য ছিল না, এটা ছিল একটা কিতাবুল মোকাদ্দস-এর পঠন।**

১৯৬০ সালে গল্পটা কমিউনিষ্ট রাশিয়ার একটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। "তরুণ ছেলে-মেয়েরা আধ্যাত্মিক গজল গায়। তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানিকতায় তরিকাবন্দী হয়, মন্দ থেকে বিরত থাকা এবং শত্রুর প্রতি ভালবাসার শিক্ষা গ্রহণ করে।" কাহিনীটা চলতে থাকে কমিউনিষ্টদের যুব সংগঠনের অনেক সদস্যের গোপনে ঈসায়ী হওয়ার রূঢ় বাস্তবতাকে উন্মোচিত করতে।

"প্রাথমিক যুগের ঈসায়ীগণ যেভাবে ঈমান রাখতেন আমাদেরও অবশ্যই নাজাতদাতা মসীহের প্রতি তেমন ঈমান রাখতে হবে।" ইমাম সেরি ব্রিনিকভ তার যুবদলকে বললেনঃ "আমাদের জন্য প্রধান আইন হল কিতাবুল মোকাদ্দস। আমরা অন্য আর কিছু সনাক্ত করি না। আমাদের অবশ্যই গুনাহের কবল থেকে মানুষদেরকে বাঁচাতে হবে। বিশেষভাবে যুব সমাজকে।"

একজন ঈসায়ী ধর্মমতে নব দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা ইমাম সেরি ব্রিনিকভ কে লেখা একটি চিঠি যখন কমিউনিষ্টরা আবিষ্কার করে, তখন তাকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তের-চৌদ্দ বছরের একটা বালিকা লিখেছিলঃ "আমি আমাদের প্রিয়তম মাবুদের আশীর্বাদ আপনাকে পাঠাচ্ছি আমাকে তিনি কতই না ভালবাসেন!"

সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছে, কিভাবে কমিউনিষ্ট ছাত্ররা ঈসা মসীহকে অনুসরণ করার পথ বেছে নিতে পারে এবং কমিউনিষ্ট স্কুলকে "শক্তিশালী" এবং "জ্ঞানের আলো বঞ্চিত" বলে অভিযুক্ত করতে পারে! তারা বললেন যে, "ঈসায়ীত্ব তার সাহাবীদেরকে কমিউনিষ্টদের প্রতি উদাসীন শিক্ষকদের নাকের ডগা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"

ইহা কমিউনিষ্ট শিক্ষকদের উদাসীনতার বিষয় ছিল না। ইহা ছিল ঈসা মসীহের ভালবাসার আহ্বান, যা ইমাম সেরি ব্রিনিকভ এবং তার যুবদলের সদস্যগণ উপস্থাপন করেছিলেন- ইহা ছিল ঈসায়ীদের আহ্বান, যারা অন্ধকার জমিনে তাদের ঈমানী নূরের কিরণ ছড়িয়েছিলেন।

*"ইহা আমার ক্ষুদ্র আলো, আমি গোন্না, আমার এই আলোকে বিকিরণ হতে দিন।" ..... এই বিখ্যাত শিশুতোষ গানটির একটা সাধারণ সুর বৈচিত্র রয়েছে। এতে মনে রাখার মত বেশি কথা নেই- ইহা গাওয়ার পরে কয়েকদিন ধরে কারো মনে অনুরনিত হতে পারে। কম বয়সী ছেলে-মেয়েরা শিখতে সহজ এমন গান খোঁজে। কিন্তু স্মরণ শক্তির মধ্যে ইহার বেঁচে থাকা আরো কঠিন, বিশেষভাবে যখন আমরা অধিকতর বয়স্ক হয়ে উঠি। একটি দিনের মধ্যে আমরা আমাদের নূরকে কিরণ দিতে এবং খোদা তা'য়ালাকে সম্মান দেখাতে কতগুলো সুযোগ পাই? দশ বার? বিশ বার? ঠিক কতবার সুযোগ পাই তা গুনে দেখাটা কোন অর্থ বহন করে না। কে তা জানে?*

## ফ্রান্সঃ ফ্র্যান্জ্ রেভারেনাজ এবং মারটিন গীলবার্ট

১৬৪তম দিন

"মৃত্যু দন্ডাদেশ শুনে আপনি গৌরবান্বিত খোদার নিমন্ত্রণ পত্র গ্রহণ করবেন যিনি আপনাকে বিবাহ ভোজে নিমন্ত্রণ করেছেন।"

"আমি এই কথা ভাল করেই জানি, মৃত্যু বা জীবন, ফেরেশতা বা শয়তানের দূত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু, এমন কি, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যাপারই আল্লাহ্‌র মহব্বত থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না। আল্লাহ্‌র এই মহব্বত আমাদের হযরত ঈসা মসীহের মধ্যে রয়েছে।" (রোমীয় ৮ঃ৩৮-৩৯ আয়াত)

শিক্ষাদানের কাজটা কঠিন কিন্তু সুস্পষ্ট। ফ্রান্সের লেখক ফ্র্যান্জ্ রেভারেনাজ এবং মারটিন গীলবার্ট মৃত্যুর মখোমুখি ঈসায়ীদের জন্য একটি শিক্ষামূলক নির্দেশিকা রচনা করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লব চলাকালীন সময়ে তাদের "প্রকাশনা অফিস" ছিল তাদের জেলখানার কক্ষ। তারা তাদের জেলখানার কক্ষকে দেখতে পেতেন "বেহেস্তের কক্ষ" হিসাবে।

যখন তারা তোমার দন্ড পড়া শেষ করবে, তখন যারা তোমার পূর্বে গত হয়েছে সেই সব অসংখ্য শহীদগণের সাথে তুমি বলবে, "হে খোদা তোমাকে শোকরিয়া জানাই।" যখন তারা তোমার হাত বেঁধে ফেলবে, তখন তুমি সাধু পৌলের কথা দ্বারা জবাব দেবে "ঈসা মসীহের জন্য আমি কেবল বন্দী হতে নয় মরতেও প্রস্তুত আছি।" গুলি করার মুহূর্তে পাক কালাম থেকে গার্ডকে বলবে, "এমন কি আছে যা মসীহের ভালবাসা থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবে? যন্ত্রণা? মনের কষ্ট? জুলুম? খিদে? কাপর-চোপড়ের অভাব?" (রোমীয় ৮ঃ৩৫ আয়াত)

যখন তুমি জল্লাদের সম্মুখীন হবে, তখন বিখ্যাত শহীদ ইগনেশিয়াস-এর বাণীটি স্মরণ করবঃ "কখন আমার কাছে আনন্দের ক্ষণটি আসবে? কখন আমি আমার নাজাতদাতা মাবুদের জন্য জবাই হব? কতক্ষণ আমাকে অপেক্ষা করতে হবে?" তোমার নির্যাতনকারীর জন্য দোয়া করার কথাটাও স্মরণ রাখব।

রেভারেনাজ এবং গীলবার্টের শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল। তাদের বাণীগুলো ধর্মীয় বাধা নিষেধ হীন মুক্ত দেশের অধিকাংশ ঈসায়ীর কাছে কাল্পনিক। কিন্তু আজকের দিনেও ধর্মীয় বাধা নিষেধ আরোপিত জাতিতে তাদেরকে অনুসরণ করা হয়।

*প্রতিদিন আমাদের একটা সতর্কতার সাথে জীবন যাপন করা উচিৎ। 'সজাগ থেকো, যে কোন সময়ে দুঃখদায়ক পরিণতি আসার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে।' যখন আমরা যানবাহনে চড়ে ভ্রমণ করতে থাকি, একটা রাস্তা পার হতে থাকি, অথবা আমাদের কাজে যোগদান করতে যেতে থাকি, তখন আমরা দুর্ঘটনা থেকে মুক্ত নই। অসুস্থতা, অথবা উদ্দেশ্য প্রনোদিত গভগোলের আশংকা থেকে মুক্ত নই। যদিও আমরা এই দুনিয়ার মন্দতা থেকে আমাদের সুরক্ষা দিতে পারি না, তবু আমরা খোদার দেয়া প্রতিশ্রুতির দ্বারা জীবন যাপন করতে পারি। যদিও আপনি আপনার ঈমানের জন্য কখনো মৃত্যু বরণ করবেন না তবু আপনাকে প্রত্যাখানের এবং অন্যান্য মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হবে। আপনার চলার পথে আজকে যা কিছুই আসুক না কেন খোদার মহব্বত আপনাকে তার সম্মুখীন হতে সাহায্য করবে।*

# ভিয়েতনাম ঃ একজন ঈসায়ী মহিলা

১৬৩তম দিন

"নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখ, যেন সবাই দেখতে পায় যে, তুমি এগিয়ে যাচ্ছ।" (১ম তীমথিয় ৪ঃ১৫ আয়াত)

প্রত্যেক ঝক্ ঝকাঝক শব্দে তালে তালে দূর্বল শরীর নিয়ে শক্ত কাঠের সীটে বসে ভিয়েতনামে ঈসায়ী মহিলাগণ ট্রেনে চড়ে যাত্রা করলেন। কিন্তু মহিলারা একজন ধর্মপ্রচারক দলে ছিলেন।

তিনি উত্তর ভিয়েতনামের যে ঈসায়ীদের পরিচালনা করেছিলেন তাদের জন্য তিনি আধ্যাত্মিক খাবারের অভাব বোধ করতেন। জামাতে নিয়মিত এবাদতকারীর তিনটি জামাত মুনাজাত করতেছিল যাতে কিতাবুল মোকাদ্দসের মূল্যবান কপি নিয়ে আসতে পারেন।

তার বাড়ি ফিরে আসার কাজটা ছিল ক্লান্তিকর। সে এলাকায় তিনিই ছিলেন একমাত্র পরিপক্ক ঈসায়ী এবং তার নিজের তবলিগী সাক্ষ্য দ্বারা একবারে একজন কে জয় করেছেন। তার কোন গাড়ি ছিল না। এমনকি একটা সাইকেলও ছিল না। হেঁটে-হেঁটে এবং জলপথে ক্ষুদ্র একটি নৌকায় দাঁড় বেয়ে তিনি ধর্মীয় মাহ্ফিলে যোগদান করতেন। তিনি পুলিশের হুমকি এবং হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এখন তিনি একজন ঈমানদারকে খুঁজতেন যে তাকে সাহায্য করতে পারবে, এই আশা নিয়ে একটানা তিন দিন আটশত মাইল রাস্তা ট্রেনে ভ্রমণ করেন। অবশেষে তিনি হো চি মিন শহরে পৌঁছালেন।

সেখানে তিনি পরিদর্শনকারী পাশ্চাত্যের ঈসায়ীদের সাথে সাক্ষাত করলেন। তারা তাকে উত্তর ভিয়েতনামের ঈসায়ীদের জন্য কিতাবুল মোকাদ্দস দিলেন। তারা তাকে একটা বাই সাইকেলও দিলেন, যাতে তিনি তার তিনটি জামাতে ভ্রমণ করে তা'লীম তরবীয়তি কাজ করতে পারেন। তারা চলে যাওয়ার পূর্বে তার ভ্রমণ এবং দ্বীনি খেদমতে খোদার আর্শীবাদ যাচঞা করে মুনাজাত করছিলেন। চলে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তাদের একজন তাকে জিজ্ঞাসা করলঃ "তোমার বয়স কত?"

মহিলাটি কোমল মসৃণ কালো চুল মুখমন্ডল থেকে সরিয়ে নিয়ে ফিসফিস করে বললেনঃ "বাইশ বছর।" (এত অল্প বয়সে তার এত বেশি তবলিগী সফর বিস্ময়কর বটে)।

*অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন শিশুদের তাদের বয়সের তুলনায় একটু বেশি বিশেষ যোগ্যতা ও গুনাবলী থাকে। আমরা হয়ত এমন কারো কথা জানি, যারা পনের বছর বয়সে কলেজের শিক্ষা সমাপন করেছে অথবা বার বছর বয়সের পূর্বে একটা ঐক্যতান সুর সৃষ্টি করেছে। ষোল বছর বয়সে ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রায়ই আমাদের প্রতিউত্তর হয় ঈর্ষা পরায়ণ। আমরা ইচ্ছা করি যদি আমরা আমাদের যৌবন কালেই মহৎ কোন কিছু করতে পারতাম এবং এর জন্য যদি আমরাও স্বীকৃত হতে পারতাম। ভিয়েনামের মহিলাটির এরকম ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু হয়তবা তার সমকক্ষ কাউকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মত কোন বিশেষ গুনাবলী ও যোগ্যতা তার ছিল না। যাহোক তিনি ঈসা মসীহের অনুসরণ করার আকাঙ্খা করেছিলেন। এবং তার দেশের লোকদেরকে ঈসা মসীহের কাছে এনেছিলেন। ঈসা মসীহ্ আপনাকে তার অনুসরণের জন্য অধ্যবসায়ী হতে আহ্বান করেছেন।*

## ইন্দোনেশিয়া ঃ ফ্রিট্‌জ্‌

১৫৮তম দিন

"বরং মসীহকে তোমাদের দিলে প্রভু হিসাবে স্থান দাও। তোমাদের আশা-ভরসা সম্বন্ধে যদি কেউ প্রশ্ন করে তবে তাকে উত্তর দেবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থেকো, কিন্তু এই উত্তর নম্রতা ও ভয়ের সঙ্গে দিয়ো।" (১ম পিতর ৩ঃ১৫ আয়াত)

ফ্রিট্‌জ্‌ অনুভব করতেন সমস্ত সংঘর্ষ তার মাথার দিকে ধেয়ে আসছে এবং তিনি মুনাজাত করতেন। মুসলিম আক্রমনকারীরা তাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে এবং তার মুখে আঘাত করতে উদ্যত হচ্ছে। মুসলিম হানাদারদের একজন একটা বৃহৎ ছুরি এদিক ওদিক ঘুরাতে থাকল এই ভেবে যে হয়ত তারা ঈসায়ী ইমামকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। যখন প্রথমবার ফ্রিট্‌জ্‌ যতটুকু জোরে পারল ততটুকু জোরে তীক্ষ্ন চিৎকার করে উঠলঃ "ইয়া ঈসা।" হানাদাররা ইমাম ফিট্‌জ্‌ এর প্রতি নিরাশ হয়ে উঠল, হয়ত সে মরেনি।

উগ্রপন্থী মুসলিমগণ জামাতের বেঞ্চ এবং খুতবা দেয়ার পুলপিট টেনে আনতে অগ্রসর হল এবং তাতে আগুন দিল। মুসলিমদের দুজন ফ্রিট্‌জ্‌কে খপ্‌ করে ধরল এবং জ্বলন্ত কাঠের উপর ফেলে দিল। তাদের আক্রমনে সন্তুষ্ট হয়ে তারা পালিয়ে গেল। এর পরের বেশী কিছু ফ্রিট্‌জ্‌ স্মরণ করতে পারেন না। তিনি কেবল একটা বিষয় জানেনঃ তার মাথায় চুলের একটা চিহ্নও নাই।

আক্রমনের অল্পকাল পরে ফ্রিট্‌জ্‌কে তার এলাকার সবচেয়ে বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু যখন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষগণ জানলেন যে ফ্রিট্‌জ্‌ একজন ঈসায়ী, তখন তারা চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তাকে অন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু সেখানের উপস্থিত ডাক্তার বললেন যে, 'যদি এই রাত টুকু তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, তবু স্থায়ীভাবে তার মস্তিষ্কটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর আরোগ্য হয়ে ফ্রিট্‌জ্‌ এখন আর একটি নতুন জামাতের তবলিগী কাজ করতেছেন। তাকে যারা আক্রমন করেছিল তাদের একজন মুসলিম হানাদার তার এই বিস্ময়কর আরোগ্যের জন্য ফ্রিট্‌জ্‌-এর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে শুরু করল কেবল একটা মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্যঃ "আপনার এই ঈসা কে?"

*কে "পারদর্শিতা"-র আসনে অধিষ্ঠান হওয়ার কথা চিন্তা করে আনন্দ উপভোগ করে না? এটা হতে পারে মেকানিক, গণিত, যন্ত্রপাতি, কার্পেন্টার, শিল্পকলা, স্ট্যাম্প সংগ্রহ করা অথবা খেলাধুলা,----- প্রত্যেকেই কমপক্ষে একটা আওতার মধ্যে একজন কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়ার কথা চিন্তা করতে পারে। আমরা যে বিষয় খুব পরিচিত তাতে আমরা আলোচনার সর্বোচ্চ প্রশ্নের ক্ষেত্র হতে ভালবাসি। কিন্তু কেহ যদি প্রশ্ন করে, "কে এই ঈসা" তাহলে আমরা কি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য একজন "অভিজ্ঞ" হওয়ার প্রস্তুতি নেব? প্রত্যেক ঈসায়ী-ই একজন ইঞ্জিল শরীফের তবলিগকারী নয় বরং প্রত্যেক ঈসায়ী-ই যখন সুযোগ আসে তখন নাজাতের পরিকল্পনার সহভাগিতার দ্বারা একজন ঈসায়ী মোবাল্লিগ হতে পারেন। যদি ঈসা মসীহের প্রতি বেঈমান একজন বন্ধুর কাছ থেকে এ প্রশ্ন আসে তাহলে আপনি কি জবাব দিবেন? যদি আপনি নিশ্চিত না হোন, তাহলে যারা জানে তাদের কাছে জেনে নিন।*

# রোমানিয়া ঃ সাবিনা ওয়ার্মব্রাণ্ড

১৫৭তম দিন

"তিনি মসীহের বিষয়ে সুসংবাদ জানাবার কাজে আল্লাহ্‌র সহকর্মী। আমরা তাঁকে পাঠিয়েছিলাম যেন তিনি তোমাদের ঈমানে স্থির রাখতে ও উৎসাহ দিতে পারেন।" (১ম থিষলনীকীয় ৩ঃ২ আয়াত)

একটা তীব্র বিরোধীতা বিদ্যমান ছিল রোমানিয়ার সুন্দর গ্রামাঞ্চল এবং নির্যাতন ভোগের মধ্যে। ইহুদী এবং ঈসায়ীগণ হানাদার নাৎসী বাহিনী এবং রাশিয়ান কমিউনিষ্ট বাহিনীর হাতে এই নির্যাতন ভোগের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। সাবিনা ওয়ার্মব্রান্ডের জন্য এই নির্যাতনটা তিনটি পর্যায়ে হয়েছিলঃ তিনি ইহুদী এবং ঈসায়ী উভয়টাই ছিলেন এজন্য তিনি ইহুদী এবং ঈসায়ী এই দুই পরিচয়ের জন্য দুবার নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি একজন ঈসায়ী ইমামের স্ত্রী ছিলেন। এজন্যও নির্যাতনে ভোগ করেছেন।

একদিন তিনি জানতে পারলেন যে, তার আব্বা, আম্মা, তার ছোট তিন বোন এবং নয় বছরের ভাই নাৎসীদের নির্যাতন ক্যাম্পে পাশবিক অত্যাচারে খুন হয়েছেন। সেই দিন তার ঈমান প্রানবন্ত এবং বাস্তব হয়ে উঠেছিল।

খোদা তা'য়ালার দয়ায় পূর্ণ হয়ে সাবিনা বলেছিলেনঃ "আমার মুখকে আমি বিষন্ন করে রাখব না। আমি বাধ্য খোদা তা'য়ালার কাছে একজন আনন্দিত ঈমানদার হিসাবে থাকতে, জামাতের কাছে একজন সাহসীও উদ্যমীর দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে এবং আমার স্বামীর কাছে শান্ত স্ত্রী হিসাবে থাকতে।" তার চারপাশের লোকজনের উৎসাহদাতা হওয়ার পথে সাবিনা ব্যক্তিগত দুর্দশা এবং যন্ত্রণা কখনো বাঁধা হতে দেননি। তার মনে তিনি কোন পছন্দের বিষয় রাখতেন না। মৃত্যু এবং যন্ত্রণা ভোগ বিশেষভাবে গোপন জামাতের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিদ্যমান ছিল। অনেক ব্যক্তির দৃষ্টিই সাবিনাকে একজন জামাত নেতার স্ত্রী হিসাবে দেখত। যদি তিনিই আশার আলো হারিয়ে ফেলেন, তাহলে তারা কি প্রত্যাশাকে ধরে রাখতে পারবে।

পরে সাবিনা তিন বছর জেলে বন্দী ছিলেন এবং জেলের শ্রমিক শিবিরে কাজ করেছেন। যেখানে মহিলারা সবচেয়ে বেশি অবমাননা এবং পাশবিক অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে। তথাপি জেলখানাতেও তিনি সকলের বন্ধু হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তার কাছে সব সময় দয়ার বাক্য থাকত।

রোমানিয়া ত্যাগের পূর্বে খোদা তা'য়ালা সাবিনাকে তার পুরস্কার দিয়েছিলেন। তিনি এবং তার স্বামী তার পরিবারের হত্যাকারীদের ঈসা মসীহের কাছে আনতে পেরেছিলেন। অর্থাৎ তাদেরকে তবলিগ করে ঈসায়ী ঈমানদার বানাতে পেরেছিলেন।

*জামাতের আমীরের কাজটা হলো জামাতের আমীর ও তার সংগীদের মধ্যে ঈমামতি করা। পরিচর্যা কাজ এবং অন্যদেরকে উৎসাহদান ব্যতিরেকে একজন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কাজ করতে এবং জীবন যাপন করতে খোদা তা'য়ালা কোন ঈসায়ীকে ডাকেন না----- তিনি আমাদেরকে সংঘবদ্ধ সমাজে কাজ করতে আহ্বান করেন। আমাদের পরিচর্যা কাজে আমাদের সাথে পাশাপাশি আসতে এবং আমাদেরকে মাঝে মাঝে প্রজ্ঞা এবং উৎসাহ প্রদান করতে, অন্যান্য বিশ্বাসীদের প্রয়োজন। আমরা একাকী কাজ সম্পন্ন করার আশা করি না, একাকী চেষ্টা করা উচিতও নয়। আপনার প্রভাবিত হওয়ার পরিধি নিয়ে চিন্তা করুন। জামাতী পরিচর্যার কাজে কে আপনার অংশীদার? আপনার কার্যক্ষেত্রে, বাড়িতে অথবা স্কুলে একজন কার্যকর সাক্ষ্য হতে কে আপনার জন্য মুনাজাত করতেছে? একজন ইসায়ী সঙ্গীর দিকে পরিচালিত করতে, যে আপনাকে উৎসাহ দিবে এবং যখন আপনার প্রয়োজন হবে তখন আপনাকে শক্তিশালী করবে, তার জন্য খোদার কাছে মুনাজাত করুন।*

# ইরান ঃ একজন ঈমানদার ভ্রাতা

১৬৫তম দিন

"সেই আগেকার কাল থেকে তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদের কথা কেউ কানেও শোনে নি চোখেও দেখে নি, যিনি তাঁর অপেক্ষাকারীর জন্য কাজ করে থাকেন।" (ইশাইয়া ৬৪ঃ৪ আয়াত)

**"আমরা মাটি তিনি কুমার"**

একজন ঈমানদার ভ্রাতা মধ্যরাতের রাস্তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন কারণ

ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের ঈসায়ীগণ গোপনে এবাদতখানায় মিলিত হতো। বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ বিপদকে আরো বাড়াত, কারণ ইরানী পুলিশ হিংস্র হয়ে উঠতে পারে, যদি তারা জানতে পারে যে, ঈসায়ীগণ বিদেশীদের সাথে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সহভাগিতা করতেছেন।

একজন ঈসায়ী ঈমানদার সম্প্রতি পুলিশি হেফাজত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তার শরীরের জখমগুলো দেখলেই বুঝা যায় পুলিশি হেফাজতে থেকে তিনি কেমন অত্যাচার ভোগ করেছেন। যদিও পুলিশ তাকে কাছে থেকে নজরদারী এবং তার ঈসায়ী ধর্মীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে জানত, তবু গ্রেফতারের অধীন না থাকার সময়ও তিনি যতটুকু পারতেন তবলিগী এবং তা'লিম তরবীয়তি কাজ চালিয়ে যেতেন।

তিনি আবেগের সাথে কথা বলতেন এবং ঈসা মসীহে আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে ঈমানদার ভ্রাতাদের একত্রিত হতে অনুপ্রাণিত করতেন। তাদের সকলেই জানতেন যে, একাজের জন্য তাদের উচ্চ মূল্যের খেসারত দিতে হবে, কারণ তাদের সকলেই জানতেন ঈসায়ীদেরকে গ্রেফতার করা হয়, প্রহারিত করা হয় এবং তাদের হত্যা করা হয়। অন্যরা গায়েব হয়ে যায়।

আশ্চর্যজনক দ্বীনি খেদমতটা ছিল দীর্ঘ এবং ভক্তিপূর্ণ। অভিভূত বিদেশী মেহমানগণ বক্তাকে তার জেলখানার অভিজ্ঞতার কথা বলতে অনুরোধ করতেন এবং যে নির্যাতন সহ্য করেছে তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতেন। "কিভাবে আপনি এরকম নির্যাতন সহ্য করেছেন? কিভাবে আপনি এইরকম কঠিন অবস্থার মধ্যেও আশার উদ্দীপনা এবং আনন্দকে ধরে রেখেছেন?" ইরানের ঈসায়ী ঈমানদার ভাইটি জবাব দিলেনঃ "এই কষ্টভোগ গুলো ছিল 'খোদার হাতের যন্ত্র'। যে যন্ত্রগুলো আমাকে আরো পবিত্র করতে খোদা স্বয়ং ব্যবহার করেছেন, এতে আমি কার সমালোচনা করব?"

*মানুষের ভবিষ্যত কল্পনার মাঝে একটা মোহ রয়েছে। শতশত বছর ধরে আমরা হস্তরেখা বিশারদ, গনক ও অন্যান্য ভবিষ্যত জানার দাবীকারকদের পরামর্শ নিয়ে আসছি। সময় পরিক্রমার ধারণার উপর ভিত্তি করে লিখিত পুস্তক এবং চলচ্চিত্র রয়েছে, আমরা জানিনা জীবনের এই ভ্রমণের পথে আমাদের সম্মুখে কি রয়েছে? যেমন কুমারের মাখানো কাদা কুমারকে বলতে পারে না তাকে দিয়ে কুমার কি বানাবে? এইভাবে আমরাও আমাদের নির্মাতা খোদা তা'য়ালাকে জিজ্ঞাসা করতে পারিনা আমাদের দ্বারা কি বানানো হবে- অর্থাৎ ভবিষ্যতে আমরা কি হব। কিন্তু আমরা খোদা তা'য়ালার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি যে, খোদা তা'য়ালা আমাদের জীবন দ্বারা সুন্দর এবং পবিত্র কিছু তৈরী করবেন। আমরা বিশ্বাস দ্বারা জানতে পারি যে, আমরা খোদা তা'য়ালার হাতের তৈরী দ্রব্য। কোন্ পন্থায় শ্রেষ্ঠ কুমার খোদা তা'য়ালার উপর নির্ভর করা আপনার প্রয়োজন- যিনি আপনাকে একটা শিল্প কর্ম হিসাবে নির্মাণ করতেছেন?*

## রোম ঃ আন্দ্রিয়

১৬৬তম দিন

"আর এস, আমাদের চোখ ঈসার উপর স্থির রাখি যিনি ঈমানের ভিত্তি ও পূর্ণতা। তাঁর সামনে যে আনন্দ রাখা হয়েছিল তারই জন্য তিনি অসম্মানের দিকে না তাকিয়ে ক্রুশীয় মৃত্যু সহ্য করলেন এবং এখন আল্লাহ্‌র সিংহাসনের ডান দিকে বসে আছেন।" (ইবরানী ১২ঃ২ আয়াত)

সম্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠলেনঃ "যদি তুমি প্রকাশ্যে এই ঈসার নিন্দা না কর এবং তাকে অস্বীকার না কর তাহলে তুমি ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মরবে।" গ্রীকের প্রাদেশিক গভর্ণর এবং তার নিজ শহরে ঈসায়ীত্বের বিস্তৃতিকরণ দ্বারা এই ঈসায়ী ব্যক্তিটি রোমবাসীদের দৃষ্টিতে তাকে ব্যক্তিগত বিস্ময়ের কারণ হয়েছিলেন।

আন্দ্রিয় জবাব দিলেনঃ "ক্রুশে মৃত্যুবরণে যদি আমার ভয় থাকত, তাহলে ঈসা মসীহের ক্রুশের গৌরব ও মহিমা প্রচার করা আমার উচিৎ হতো না।"

ঃ "তাহলে তুমি ক্রুশীয় মৃত্যু ভোগ করবে। ওকে ক্রুশে দাও।"

যখন আন্দ্রিয় "†" আকৃতির ক্রুশের নিকটবর্তী হল, তখন তিনি আনন্দ সহকারে ঘোষণা করলেনঃ "হে ভালবাসার ক্রুশ! তোমাকে এখানে খাড়া দেখে আমি আনন্দিত। আমি তোমার কাছে শান্তিপূর্ণ চেতনা নিয়ে এবং উল্লাস নিয়ে এসেছি এই আকাঙ্খা নিয়ে যে, ক্রুশে ঝুলে মৃত্যুবরণ করব ঈসা মসীহের শিষ্য হয়ে আমিও যেন ক্রুশে মরতে পারি। আমি ক্রুশের যত নিকটবর্তী হই, ততই খোদা তা'য়ালার নিকটবর্তী হই।

আন্দ্রিয়কে ক্রুশে ঝুলিয়ে রাখা হল। তার সম্মুখের লোকদেরকে তিনি তিন ঘন্টা ধরে তবলিগ করতে লাগলেন এবং অনুপ্রাণিত করতে লাগলেন, "তোমরা যে কালাম এবং মতাদর্শ পেয়েছ তাতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। একজন আর একজনকে শিক্ষাদান কর যে তোমরা খোদা তা'য়ালার সাথে অনন্তকাল ধরে বাস করবে এবং তাঁর ওয়াদাকৃত ফল প্রাপ্ত হবে।"

আন্দ্রিয় ঘোষণা করলেনঃ "হে মাবুদ ঈসা মসীহ্! তোমার যে দাস তোমার নামের খাতিরে এই ক্রুশে ঝুলছে, সে এখান থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের মাঝে আবার জীবিত ফিরে না যাক। তুমি আমাকে তোমার রাজ্যে গ্রহণ কর।" তারপর খোদার নিকট তাঁর অনুরোধ শেষ হওয়ার পর খোদার নিকট তাঁর আত্মাকে সমর্পণ করলেন।

*চিনামাটি, স্টারলিং, রূপা, চব্বিশ ক্যারেট স্বর্ণ এমনকি প্লাটিনামের তৈরী ক্রুশও আছে। বর্তমানকালে ক্রুশের কিছু সংখ্যক ডিজাইনও হয়েছে। অলংকারে, দেয়ালে ঝুলানোর জন্য এমনকি রিয়ারভিউ আয়নাতে সাজসজ্জা হিসাবেও আজকাল ক্রুশ শোভা পাচ্ছে। ক্রুশ অত্যাচারের একট যন্ত্র হিসাবে উপস্থাপন হয়। ক্রুশ আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, ঈসা মসীহ্ যন্ত্রনাপূর্ণ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাছাড়া ইহা একটা সেতুর প্রতীককে উপস্থাপন করে যা পাপের উপর দিয়ে প্রসারিত হয়ে পাপের ফলে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া খোদা এবং পাপী মানুষের মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছে। এখন এই মুহূর্তে আপনি চিন্তা করুণ আপনার জন্য ক্রুশ কি তাৎপর্য ধারণ করেছে।*

# নেদারল্যান্ড ঃ ডার্ক উইলেমস্

১৬৭তম দিন

"তোমার সমস্ত দিল দিয়ে মাবুদের উপর ভরসা কর; তোমার নিজের বিচারবুদ্ধির উপর ভরসা কোরো না।" (মেসাল ৩ঃ৫ আয়াত)

**ষোড়শ শতাব্দীতে নেদারল্যান্ডে ডার্ক উইলেমস্ স্পেনিশ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের শাসনামলে "এ্যানা ব্যাপ্টিষ্ট" আখ্যা পেয়েছিলেন এবং কারাবন্দী হয়েছিলেন।**

তিনি একটা ছোট জানালা দিয়ে বের হয়ে পুরাতন কাপড় দিয়ে পাকানো দড়ি বেয়ে নীচে নেমে পালিয়েছিলেন। জেলখানার দেয়াল বরাবর বরফাচ্ছন্ন পুকুরে নামলেন। যদি ব্যর্থ হন এ সন্দেহ নিয়ে বরফের উপর দিয়ে সাবধানে পা ফেলে এগুতে থাকলেন।

পুকুরের অন্য পারে পৌঁছানোর পূর্বে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার রাতের নীরবতা ভঙ্গ করল। কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যে জানালা দিয়ে ডার্ক বেরিয়ে এসেছে সেই জানালা থেকেই গার্ডের গর্জনের শব্দ আসল, "এক্ষুনি থাম।" ডার্ক মুক্ত হওয়ার খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। তিনি চলতে থাকলেন, যখন সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার জন্য তিনি আবার পা বাড়ালেন, তখন গার্ড আবারও গর্জে ওঠল। গার্ড দ্রুত পশ্চাৎ ধাবন করতে শুরু করল, কিন্তু তার তৃতীয় পদক্ষেপে একটা শব্দ হল এবং গার্ড বরফের উপর ঝপাং করে পড়ে গেল। তার ধমকানীর কণ্ঠস্বর পরিবর্তীত হয়ে ঠান্ডা এবং আতংকে আর্তনাদের চিৎকারে রূপ নিল। "দয়া করে আমাকে বাঁচাও। আমাকে সাহায্য কর! আমাকে সাহায্য কর!"

মুক্তির দিকে তাকিয়ে ডার্ক থামলেন। তারপর তিনি দ্রুত আবার জেলখানার পুকুরের দিকে ফিরে চললেন। ঠান্ডায় বরফের মত জমে যাওয়া গার্ডকে উদ্ধার করতে তার পেটটা ধরলেন এবং তার বাহু বিস্তার করলেন। এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য গার্ড ডার্ক উইলেমস্ কে অবজ্ঞাপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাল। খপ করে ডার্ককে ধরে ফেলল এবং তাকে আবার জেলখানার কক্ষে ফেরত নেয়ার হুকুম দিল। এই বীরত্বপূর্ণ কাজ দ্বারা গার্ডের জীবন রক্ষা করা সত্ত্বেও, ঈসা মসীহের প্রতি তার ঈমানের কারণে তাকে খুঁটিতে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হল।

*প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দায়িত্বশীল ঈসায়ীগণ প্রচলিত মুসলিম বোধশক্তি অনুসারে জীবন যাপন করেন না। ফলাফলের পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা তারা অচিন্তনীয় কার্য সমাধা করেন। তারা অসম্ভব কাজ করেন, যেন এটা খুবই সাধারণ এবং গতানুগতিক কাজ। ঈমানদারগণ একটা উচ্চতর আহ্বানের অনুসারে জীবন যাপন করেন। তাদের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়াগুলো এতই স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে যে, তারা প্রায়ই ভুল বুঝাবুঝির শিকার হন। যেমন, ডার্কের চরম উদ্ধারের কাজটা একটা অস্বাভাবিক পছন্দের বিষয় মনে হয়। এমন কি এটাকে হয়তবা কিছুটা বোকামীও মনে হতে পারে। তা সত্ত্বেও ডার্ক বিশ্বাস করতেন, তিনি কেবল কিতাবুল মোকাদ্দসের মৌলিক সাধারণ শিক্ষার অনুসরণ করতেছিলেন। অন্যের প্রয়োজনকে তিনি তার নিজের প্রয়োজনের উপরে স্থান দিয়েছিলেন। যখন আমরা উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হই তখন আমরা হয়ত সব সময় এটাকে পার্থিব অনুভূতি থেকে তৈরী করি না বরং আমরা জানি আসমানী প্রেক্ষাপট থেকে অগ্রগতির ভিত্তি তৈরী হচ্ছে। আপনি কি অধিকাংশ সময় সাধারণ প্রচলিত বোধ শক্তি অনুসারে জীবন যাপন করেন? আপনি কি যে কোন মূল্যে খোদা তা'য়ালার আহকাম মেনে চলতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ?*

১৬৮তম দিন

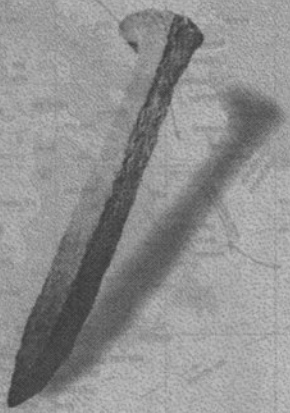

"আমি কমিউনিষ্টদের পদ্ধতিকে ঘৃণা করি, কিন্তু আমি তাদের মহব্বত করি। আমি পাপকে ঘৃণা করি, কিন্তু আমি তাদের মহব্বত করি। আমি আমার সর্বান্তকরণ দিয়ে কমিউনিষ্টদের মহব্বত করি। কমিউনিষ্টরা ঈসায়ীদেরকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু তারা ঈসায়ীদের অন্তরের মহব্বতকে হত্যা করতে পারেনি। এমনকি ঈসায়ীদেরকে যারা হত্যা করে তাদের প্রতি ঈসায়ীদের মহব্বতকেও তারা হত্যা করতে পারে না। কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে অথবা আমাকে যারা নির্যাতন করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমার বিন্দু মাত্র তিক্ততা, অথবা অসন্তোষ নাই।"

-কমিউনিষ্টদের অধীনে ঈসা মসীহের প্রতি ঈমানের কারণে একজন সাবেক কারাবন্দীর বাণী।

# মিশরঃ আহ্‌মেদ

১৬৯তম দিন

"যুদ্ধের জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া সমস্ত সাজ-পোশাক পরে নাও, যেন তোমরা ইবলিসের সব চালাকির বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পার।" (ইফিষীয় ৬ঃ ১১ আয়াত)

**তিনজন মিশরীয় অফিসারদের একজন বললেনঃ "কেন আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে বিপদের মধ্যে রাখছেন?"**

"আহ্‌মদ" ঈসা মসীহের প্রতি তাঁর ঈমানের কারণে এবং ঈসায়ী তবলিগী কিতাবাদি বিতরণের জন্য তাকে অনেকবার গ্রেফতার বরণ করতে হয়েছিল কিন্তু বন্দী অবস্থার প্রত্যেকটি জেরা করার পর্বকে তিনি ঈসা মসীহের বিষয়ে তবলিগ করার সুযোগ হিসাবে দেখতেন।

তিনি শান্তভাবে অফিসারকে বললেনঃ "আমার সন্তানদের নিরাপত্তাটা আমার কাছ থেকে আসে না। ইহা আসে খোদা তা'য়ালার কাছ থেকে।"

প্রধান অফিসার জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনি কেন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে ইচ্ছুক হচ্ছেন না?"

আহ্‌মদ বললেনঃ "ঈসা মসীহ্‌ আমার অন্তরকে বদলে দিয়েছেন। তিনিই আমার মাবুদ। তার ইচ্ছার বিপরীতে কোন কিছুতে আমি সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারি না। আমি কখনো ঈসা মসীহের বিষয়ে অন্যদের কাছে বলার কাজটা থামাতে পারি না, কারণ তিনিই সত্য পথ।"

অফিসার তাকে গোপনে মুদ্রিত ঈসায়ী তবলিগী কিতাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বিশেষভাবে চিহ্নিত ঈসায়ীদের এবং তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। জেরা করার এই উভয় সময়েই আহ্‌মদ নীরব রইলেন পরে তিনি বলেছিলেনঃ "আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি। আমি ঈসা মসীহের দেহের সাথে বেইমানী করতে পারি না।"

যখন তারা ঈসায়ীদের সম্বন্ধে গোপন সংবাদ দিতে তাকে গুপ্তচর হতে বলল, তখন আহ্‌মদ বললেনঃ "এটা আমার চাকরী নয়।"

অন্য একটা উপলক্ষে আহ্‌মদকে ধরা হল এবং তারব্যাগ ভর্তি ঈসায়ী ধর্মমতের তবলিগী কিতাবাদি থাকার কারণে তুর্কী পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছিল।

ঃ "যদি তুমি আমার প্রশ্নের জবাব না দাও এবং আমাদেরকে সাহায্য না কর, তাহলে তুর্কী সরকারের ঝামেলা সৃষ্টির কারণ হওয়াতে তোমাকে আমরা জেলখানায় তালাবন্দী করে রাখব।"

আহ্‌মদ জবাব দিলেনঃ "ঈসা আমাদেরকে কোন সরকারের বিরুদ্ধে ঝামেলা সৃষ্টি করার শিক্ষা দেন নাই। তিনি কেবল আমাদের কাছে চান যেন আমরা তার মহত্ত্ব এবং ক্ষমাশীলতার সাক্ষী হই।"

*ঝামেলা বা গোলমাল সৃষ্টিকারীরা সমাজের প্রতিটি স্তরেই আছে। এমনকি বিদ্যালয় গুলোতেও। শ্রেণীকক্ষে ঝামেলা সৃষ্টিকারী হল সেই সব ছেলে-মেয়েরা যারা গোলমাল করে এবং কথা বলা থামাতে পারে না। তারা স্কুলের লাঞ্চ কক্ষে গোলমালও হাসাহাসি করে এবং অন্যের লাঞ্চ চুরি করে নিয়ে নেয়। ঝামেলা সৃষ্টিকারী লোকেরা অফিসে গাল গপ্প করে এবং অন্যদের অসাক্ষাতে কুৎসা রটনা করে এবং এটা সংক্রামক ব্যাধির মতই ছড়িয়ে পড়ে। ঈসায়ীদেরকে গোলমাল ও ঝামেলা সৃষ্টি করার জন্য আহ্বান করা হয়নি। আমাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে শান্তি সৃষ্টিকারী হতে। এই নিয়ম নীতির এক ব্যতিক্রম রয়েছেঃ আমরা অবশ্যই শয়তান এবং তার কর্মপরিকল্পনার বিরুদ্ধে ঝামেলা সৃষ্টিকারী হব।*

# চীনঃ একজন ইমাম এবং তাঁর আম্মা

১৭০তম দিন

"তার চেয়ে বরং তোমরা যে মসীহের দুঃখভোগের ভাগ নিচ্ছ তাতে আনন্দিত হও, যেন তাঁর মহিমা যখন প্রকাশিত হবে তখন তোমরা আনন্দে পূর্ণ হও।" (১ম পিতর ৪ঃ১৩ আয়াত)

ইমামকে প্রায়ই জেরা করা হতো এবং প্রহার করা হতো। কিন্তু আজ জেলখানার গার্ড তার সাথে কথা বলতে তাকে একটি কক্ষে নিয়ে গেল। তিনি বললেনঃ "আমি আপনার বিশ্বাস সম্বন্ধে জানতে কৌতুহলী এবং খোদা তা'য়ালার দশটি হুকুম সম্বন্ধে আমাকে জানাতে অনুরোধ করছি।

মনে প্রচন্ড আঘাত পেয়ে ইমাম মুসা (আঃ) এর নিকট নাজেল কৃত দশটি হুকুম বলতে লাগলেন, যখন তিনি, "তোমার আব্বা-আম্মাকে সম্মান করো" এই হুকুমটি বললেন, তখন অফিসার তাকে বাঁধা দিলেনঃ এখানে থাম। তোমরা ঈসায়ী-রা "তোমার আব্বা-আম্মাকে সম্মান কর" খোদার এই কালামটি বিশ্বাস কর খুবই গুরুত্বপূর্ণ আদেশ হিসাবে। ঐ কোণার দিকে তাকাও। ইমাম কোণার দিকে তাকালেন। জেলখানার ঐ কোণায় একজন মহিলা পড়ে রয়েছেন। এই মহিলাটি হচ্ছেন ইমামের আপন আম্মা।

গার্ড বললেনঃ দেখ, তোমার আম্মা কেমন নিপীড়ন ভোগ করতেছেন। যদি তুমি আন্ডার গ্রাউন্ড জামাতের গোপন সব তথ্য বলে দিতে, তাহলে তুমি এবং তোমার আম্মা মুক্ত হয়ে চলে যেতে পারতে। যদি তোমার আম্মা আমাদের অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তুমি পাপী হবে---- তুমি তোমার দশটি আহ্কামের একটা পালন করতে ব্যর্থ হবে। এবং তার রক্তের দায় তোমার মাথায়-ই পড়বে।

ইমাম তার আম্মার দিকে মুখ ফেরালেন। তখন তার আম্মার চেতনা ফিরে আসতে ছিল। তিনি তার আম্মাকে বললেনঃ "আম্মা, আমার কি করা উচিৎ?" পরম মমতার সাথে তিনি জবাব দিলেনঃ "তুমি যখন এক ছোট্ট বালক ছিলে, তখন থেকেই আমি তোমাকে ঈসা মসীহ্ এবং তাঁর জামাতকে ভালবাসতে শিক্ষা দিয়ে আসছিলাম। খোদা তা'য়ালার সাথে বেইমানী করো না। আমি খোদা তা'য়ালার পবিত্র নামের জন্য মরতে প্রস্তুত।" ইমাম গার্ডের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন এবং নতুনীকৃত উদ্যমে বললেনঃ "ক্যাপ্টেন, আপনি খুবই সঠিক কথাটি বলেছেন। সবকিছুর আগে একজন মানুষের উচিত তার আম্মার বাধ্য হওয়া। আমি এখন আমার আম্মার বাধ্য হয়েই ঈসা মসীহের সাথে বেইমানী করার আপনার প্রস্তাবটা প্রত্যাখান করলাম।"

*নাস্তিকেরা যখন ঈসায়ীত্বের অবমূল্যায়ন করতে ইচ্ছা করে, তখন তারা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করেঃ "দুনিয়াতে কেন এত দুঃখ কষ্ট?" একজন প্রেমময় খোদা কিভাবে একজন নিস্পাপ লোকের নির্যাতন ভোগ অনুমোদন করতে পারেন, এ বিষয়টাতে তারা একমত হতে পারে না। আসলে তারা যেসব ঈসায়ীগণ নির্যাতন ভোগ করতেছে তাদেরকে প্ররোচিত করতে চায় যে, খোদার পথে থেকে এই পরীক্ষাতে পতিত হওয়াটাই প্রমাণ করে যে, তাদের জীবনে খোদার পরিকল্পনা বাতিল হয়ে গেছে। দুঃখ কষ্টে পতিত হওয়াটা কি সত্যি খোদার পরিকল্পনার অংশ? এই প্রশ্নের জবাব দিতে এই দুনিয়াতে ঈসা মসীহের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করুন। ক্রুশের উপর তাঁর যন্ত্রণা ভোগ ছিল খোদার পরিকল্পনার হৃদ স্পন্দন----- আমাদের নাজাতের এবং খোদার গৌরবের ফল। যখন আপনি খোদার পরিকল্পনা অনুসারে কষ্টভোগ করেন, তাহলে জেনে রাখুন আপনি সেই পথে হাঁটতেছেন যে পথে ঈসা মসীহ্ হাঁটতেন। ক্রুশের পথে।*

# যুক্তরাষ্ট্র ঃ সোফিয়ার আম্মা

১৭১তম দিন

"তোমরাই যে মসীহের লেখা চিঠি আর আমাদের কাজের ফল তা পরিষ্কার দেখা যায়। এই চিঠি কালি দিয়ে লেখা হয় নি বরং জীবন্ত আল্লাহ্‌র রূহ দিয়েই লেখা হয়েছে। এটা কোন পাথরের ফলকের উপরে লেখা হয় নি, মানুষের দিলের উপরেই তা লেখা হয়েছে।" (২য় করিন্থীয় ৩ঃ৩ আয়াত)

**১৯৯৬ সালে আমাদের মেয়ে সোফিয়ার দীর্ঘ অস্ত্রোপচারের ফলে স্থায়ীভাবে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাসব্যাপী তিনি নিদারুন কষ্ট ভোগ করতেছিলেন। বিরামহীন ভাবে একটানা দুই তিন দিন কাঁদতে ছিলেন এবং যন্ত্রণার মধ্যে লিখতেছিলেন। তারপর তিনি আমাদেরকে চিনতেন না কিংবা আমাদের কথার জবাবও দিতেন না।**

একজন নার্স বুঝতে পারত না, খোদা এরূপ ঘটনা ঘটতে দেয়ার কারণে আমরা খোদার প্রতি কেন রাগ করছি না। আমি চেষ্টা করতাম, তাকে সাহায্য করতে। যাতে সে বুঝতে পারে যে, আমরা সবাই খোদার বান্দা এবং আমাদের খোদা তাঁর প্রিয় পুত্রকে দান করেছেন, এই বিরাট দানকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

অস্ত্রোপচারের চার মাস পর তার মৃত্যু হয়। যেদিন সে বলল, সেদিন আমি, 'VOM' এর পত্রিকায় একজন সুদানীয় মেয়ের ছবি দেখেছিলাম। তার শিশুদের সামনে বসা অবস্থায় তার স্তন কেটে ফেলা হয়েছিল। তার উপর নির্যাতনকারীরা এইরকম লোমহর্ষক কাজ করে তার উপর নির্যাতন করেছিল। তার শিশুদের অনাহারে মৃত্যুর দৃশ্যটা তাকে দেখতে বাধ্য করা হয়েছিল, এই ঘটনাটা পড়ে আমি কেঁদেছিলাম এই ভেবে যে, আমি নিজেকে এমন আত্ম কষ্টের মধ্যে স্থির রাখতে পারতাম না।

সেই মহিলাটি এবং অন্যদের ডাক্তারী পরিচর্যার কোন সুযোগ সুবিধা ছিল না। ছিল না বন্ধুত্ব করার এবং অন্য ভ্রাতাদের কাছ থেকে ভালবাসা পাওয়ার সুযোগ সুবিধা। যেমন আমাদের আছে। তথাপি তারা এতটা বেশী কষ্ট সহ্য করেছেন। আমিও খোদা তা'য়ালার রহমত পেলে এমন কষ্ট সহ্য করতে পারি।

আমার ঈসা মসীহের এই সকল জীবন্ত প্রেরিতগণের দৃষ্টান্ত প্রয়োজন, যারা ঈসায়ী জীবনের বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন। এবং এই বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন যে, এই দুনিয়া আমাদের আসল বাড়ি নয়।

*যেহেতু খোদার উপস্থিতি সব সময় রুহুল কুদ্দুসের ব্যক্তিসত্তার মধ্য দিয়ে নিকটবর্তী হয়, তাই আমাদের ঈমানে সাহায্য পেতে আমাদের এই সকল আধ্যাত্মিক উৎসাহকারীদের প্রায়ই প্রয়োজন হয়। শহীদ এবং শতাব্দী ব্যাপী অন্যান্য ঈমানদারগণ হচ্ছেন প্রকৃত মানব, যারা আমাদের উৎসাহ প্রদানের বাস্তব দৃষ্টান্ত। যাতে একদিন আমরা এই রকম ঈমানের জবাব দিতে পারি। হয়ত আমরা তাদের প্রকৃত দুর্দশাগুলো সহভাগিতা করতে পারব না, আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের জন্য তাদের অদম্য মনোবল এবং সাহসিকতার উদ্দীপনা গ্রহণ করতে পারি। যদি আপনি তাদের ঈমানের চরম কাহিনী দ্বারা চলেন। যারা সকলের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে ঈমানী জীবন যাপন করেছে এবং আপনার পূর্বে গত হয়েছেন তাদের দৃষ্টান্ত থেকে ঈমানী শক্তি লাভ করার জন্য অন্যদেরকে তা শিক্ষাদান করেন।*

# রাশিয়া ঃ ইমাম সারগেই মেখেন

১৭২তম দিন

"যিনি সব রকম ভাবে রহমত করবার আল্লাহ্ তিনি তাঁর চিরস্থায়ী মহিমার ভাগী হবার জন্য তোমাদের ডেকেছেন, কারণ মসীহের সঙ্গে তোমরা যুক্ত হয়েছ। তোমরা কিছুদিন কষ্টভোগ করবার পরে আল্লাহ্ নিজেই তোমাদের পূর্ণ করবেন ও স্থির রাখবেন, শক্তি দেবেন এবং শক্ত ভিত্তির উপর তোমাদের দাঁড় করালেন।" (১ম পিতর ৫ঃ১০ আয়াত)

**"ঈসায়ীত্ব সে রকম কোন শিক্ষা নয়, যে রকম শিক্ষা কেহ কিতাব থেকে অথবা ওয়াজ নসীহত থেকে পায়।" মস্কোর মারো সেইকা জামাতের আমীর সারগেই মেখেন এই কথাটি বলেছেন। তিনি প্রচার করতেন "ঈসা বলেছেনঃ 'আমিই সত্য'।" সত্য হল জীবনের একটা বিশেষ শ্রেণী বিভাগ যা আপনি ঈসা মসীহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার দ্বারা অর্জন করতে পারেন।"**

তখন ছিল ১৯২৩ সাল। রাশিয়ার নতুন কমিউনিষ্ট সরকার তথাকথিত "প্রাণবন্ত জামাত" চালু করেছিলেন। যা আসলে ঈসায়ীত্বের ছদ্মাবরনে সমাজতন্ত্রের জামাত ছাড়া বেশী কিছু ছিল না। ইমাম সারগেই সরাসরি কমিউনিষ্টদের নির্ধারিত মুনাজাত পড়তে এবং কমিউনিষ্টদের অনুমোদিত খোদা সম্বন্ধে জলের মত সোজা ধারণা কে প্রত্যাখান করলেন। তিনি তার মেষপাল অর্থাৎ জামাতী ভ্রাতা-ভগ্নীদের সত্যের তবলিগ করার কাজ চালিয়ে গেলেন। এ জন্য তাকে নির্যাতিত হতে হবে একথা জেনেও তিনি তবলিগ চালিয়ে গেলেন।

পাঁচ বছর যাবত সারগেই জেলখানায় বন্দী ছিলেন এবং কমিউনিষ্টরা তাঁর জামাতকে বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু তার জেলখানার সময় টুকুতে সারগেই কেবল পরিচর্যা কাজের জন্য পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তার মুক্ত হওয়ার অব্যবহিত পরে তিনি তাঁর কাজ আন্ডারগ্রাউন্ড চার্চের সাথে পুনরায় শুরু করতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে তা'লীম তরবিয়তী কাজ করতেন। তার জামাতের সাবেক ইমাম, যিনি খোদার কাছ থেকে ফিরে গিয়েছিলেন এবং তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। সরকার তার এই কাজের পুরস্কার দিয়েছিলেন তাকে প্রফেসর হিসাবে একটা চাকুরী দিয়ে। সারগেই প্রায়ই ঈসা মসীহের বাণীগুলো পড়তেনঃ "একজন ভাল মেষপালক তার পালের জন্য নিজ জীবন বিলিয়ে দেয়। তিনি তার জামাতী ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার ঈসায়ী কার্যকলাপের কারণে ১৯৪১ সালে তাকে ফায়ারিং স্কোয়ার্ডে নিয়ে হত্যা করা হয়। তার জীবনটা চলে গেছে। কিন্তু তার বাণী রয়ে গেছেঃ "সত্য কারো প্রয়োজনে পরিবর্তীত হয় না।"

*খোদা তা'য়ালা একটা বাক্যে বন্দী থাকেন না। তিনি তার সমস্ত গৌরব ও মহিমা সহকারে আগমন করেন, না হলে তিনি তো আদৌ খোদা থাকেন না। হয়ত কেহ কেহ ঝটপট বলে দিতে পারেন যে, তারা খোদা তা'য়ালার অস্তিত্বের বিরোধী নন, সেই প্রকৃত খোদা, যাকে তারা প্রচার করতে চান, তিনি সুদূর পরাহত। যেন তারা একটা রূহানী ক্যাফেটেরিয়াতে রয়েছেন এবং তারা যা পছন্দ করছেন, তাই চাচ্ছেন। এবং খোদা সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব ধারণা সম্বন্ধে আমোদ করছেন এবং বাকিটা চলে যাওয়ার পূর্বে নিষ্পত্তি হচ্ছে। খোদার বৈশিষ্ট এবং প্রকৃতি মানবীয় খামখেয়ালিতে পরিবর্তীত হয়না। আমরা হয়ত চেষ্টা করি খোদাকে আলাদা একটা নয়া-ফ্যাশানে পরিবর্তীত করার, কিন্তু আমরা চূড়ান্তভাবে বিফল হই। তাদের যে কোন ব্যক্তিকে আপনি প্রত্যাখান করুণ, যারা খোদার পূর্ণ বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিকে আপোষ মিমাংসা করে। তা যে কোন দৃষ্টি ভঙ্গিতেই করা হোকনা কেন। যখন আপনি ইহা দেখেন, তখন কি আপনি ইহাতে কুফরী আলামত সনাক্ত করতে পারেন?*

## রোমানিয়াঃ একজন ইমাম এবং তার পরিবার

১৭৩তম দিন

"যার মন এহুদা দেশে এই কাওয়ালীটি গাওয়া হবে; আমাদের একটা শক্ত শহর আছে; আল্লাহ্‌র দেওয়া উদ্ধার হবে তার দেয়াল ও রক্ষার ব্যবস্থা।" (ইশাইয়া ২৬ঃ৩ আয়াত)

**ইমাম এবং তাঁর স্ত্রী এবং ছয়জন ছোট সন্তান সকালের নাস্তা খাওয়ার সময় এই মাত্র জবুর শরীফের ২৩ রুকু পড়েছেন। হঠাৎ পুলিশ তার গৃহে প্রবেশ করল এবং বাড়ি তল্লাশি করল এবং ইমামকে গ্রেফতার করল।**

পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসা করলঃ "আপনার কিছু বলার নেই? আপনার কোন দুঃখ অথবা মনস্তাপ নেই?" ইমাম সতর্কতার সাথে জবাব দিলেনঃ "আজকে আমি যে মুনাজাত করেছিলাম, আপনিই তার উত্তর । আমরা এই মাত্র জবুর শরীফের ২৩ রুকু তেলাওয়াত করেছি। যাতে লেখা আছে খোদা আমাদের শত্রুদের উপস্থিতিতে আমাদের সম্মুখে খাবার টেবিল সাজান। আমরা আমাদের খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু শত্রু চাইনি। এখন আপনি এসেছেন। যদি আপনি টেবিলের কোন কিছু পছন্দ করেন, আমরা আপনার সাথে তা শেয়ার করতে চাই। আপনি তো খোদা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন।"

ঃ "আপনারা অপদার্থের মত কিভাবে এসব বিষয় বলতে পারেন? আমি তো আপনাকে ধরে নিয়ে বন্দী করব এবং আপনি সেখানে মারা যাবেন। আপনি কখনো আপনার সন্তানদেরকে দেখতে পারবেন না।"

ইমাম বললেনঃ আমরা আজ আরো তেলাওয়াত করেছি, "যখন আমি মৃত্যু ছায়ার উপত্যকা দিয়ে গমন করিব, তখনও অমঙ্গলের ভয় করিব না।"

পুলিশ অফিসার গর্জন করে উঠলঃ "প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুকে ভয় করে। আমি জানি কারণ আমি তাদের মুখমন্ডলে মৃত্যু-ভয়ের ছায়া দেখেছি।"

কুকুরের ছায়া আপনাকে কামড়াতে পারে না এবং মৃত্যুর ছায়া আপনাকে হত্যা করতে পারে না। আপনি আমাদেরকে হত্যা করতে পারেন, অথবা জেলে বন্দী করতে পারেন, কিন্তু তাতে আমাদের অমঙ্গল কিছু হবে না। আমরা ঈসা মসীহে আছি এবং আমরা যদি মরে যাই, তাহলে তিনি আমাকে তাঁর জগতে নিয়ে যাবেন।

*শান্তি! ইহা বর্তমানে অস্থিতিশীল- অর্থনীতিতে 'ব্লু-চিপ-স্টক' এর মতই মূল্যবান হয়ে উঠতেছে। সৌভাগ্য ক্রমে সব ঈমানদারগণই ঈসা মসীহের মাধ্যমে খোদার পুরস্কারের স্টক মার্কেটের শেয়ার হোল্ডার। তবু অনেক মানুষের-ই শান্তির অভাব রয়েছে। কেহ কেহ এজন্য দুনিয়াবী ব্যবস্থা গ্রহণ করে খোদার কাছ থেকে পৃথক থেকে শান্তি পাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তারা শান্তি পায়না এবং তাদের উদ্বেগ বিন্দু মাত্র হ্রাস পায় না। যেটুকু ভাল অনুভব তারা পায়, তা বড়জোড় সাময়িক ভাললাগা মাত্র। তারপরই আবার দুঃশ্চিন্তা এবং অস্বাচ্ছন্দ বোধ ফিরে আসে। পক্ষান্তরে খোদার শান্তি আমাদের দুঃখ কষ্টের মধ্যেও শান্তির দ্বারা সফলতা লাভ করতে আমাদের সক্ষম করে তোলে। কোন দুঃখ কষ্টের পরীক্ষাই আপনাকে ঈসা মসীহের প্রতি নির্ভরতাকে শিথিল করতে পারে না। এই কাহিনীর শান্ত ইমামের মত কোন পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই যে কোন দুর্দশা আঘাত হানতে পারে এবং তখন আপনি খোদার পরিপূর্ণ শান্তির সাথে প্রস্তুত হতে থাকবেন।*

# রাশিয়া ঃ প্রিন্স ভ্লাদিমির

১৭৪তম দিন

"আল্লাহ্‌র দেওয়া যে শান্তির কথা মানুষ চিন্তা করেও বুঝতে পারে না, মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে সেই শান্তি তোমাদের দিল ও মনকে রক্ষা করবে।" (ফিলিপীয় ৪ঃ৭ আয়াত)

**গার্ড যুবক লোকটার বাহুতে খপ করে ধরে পরিহাস করে বললেনঃ "প্রিন্স। চলুন, দেখা যাক আপনার নতুন বাসস্থান আপনার কতটা পছন্দ হয়।"**

গার্ড প্রিন্স ভ্লদিমিরকে ঘিকার রাজ প্রাসাদ থেকে ধরে নিয়ে জেলখানার খারাপ কক্ষটিতে ঠেলে দিল। তিনি দেখলেন, এক কোনায় মরে যাওয়া এক শীর্ণ কয়েদীর কাছ থেকে কাপড়-চোপড় এবং কম্বল খুলে নেওয়া হচ্ছে। অন্যপার্শে তিনি অত্যাচারিত বন্দীদের আর্তনাদ শুনতে পেলেন।

তিনি বাড়িতে যে রকম বিলাসবহুল অবস্থানের সাথে পরিচিত ছিলেন তা থেকে জেলখানার এ জায়গাটা বিস্তর ব্যবধান। তথাপি প্রিন্স ভ্লাদিমির ঈসা মসীহের প্রতি তার ঈমানকে ধারণ করে জেলখানার অবমাননাকর অবস্থায় টিকে ছিলেন। ঈমা মসীহ্ তাকে সান্ত্বনা এবং নির্দেশনা দিয়েছিলেন। ভ্লাদিমিরের কক্ষের একজন সঙ্গী একবার বলেছিলেনঃ "কমিউনিষ্ট জেলখানার চেয়ে বেশী পবিত্রতম মুনাজাত, অনন্তকালীন মূল্যের চিন্তাধারা আমি অন্য কোথাও পাইনি।"

সেই সময় থেকে ভ্লাদিমিরের অবিরাম চিন্তা ভাবনা ছিল একটা রুহানী ক্ষমতাশালী কিতাব প্রকাশ করা। তিনি লিখেছিলেনঃ "তারাই আশীর্বাদ প্রাপ্ত, যারা তাদের দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য থেকে উত্থিত আনন্দকে ছড়িয়ে দেয়। আশীর্বাদ প্রাপ্ত সেই, যে মসীহের পোষাক পরিহিত তার অন্য সত্তার জন্য নিজেকে অস্বীকার করে। এমন কাউকে অনুসন্ধান করুন, যে আপনার সান্নিধ্যে আসতে সাহস পায়না। তাকে দান করুন, যে আপনার কাছে চায় না (বা লজ্জা ও সংকোচে চাইতে পারে না)। যে আপনাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে তাকে ভালবাসা দান করুন। হয়ত কখনো আমার আনন্দ অন্যদের দুঃখ কষ্ট ভোগের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবে না। তবে আমার দুঃখকষ্ট ভোগ অন্যদের জন্য কিছুটা আনন্দ নিয়ে আসতে পারে।"

এই রকম "বিশুদ্ধ প্রার্থনা এবং চিরন্তন মূল্যের চিন্তা ভাবনা"-র স্বপ্নকে দেখতে পারে? এরকম স্বপ্ন কি আসতে পারে মুকুট হারা রাজপুত্রের কাছ থেকে, যিনি কমিউনিষ্টদের নিষ্ঠুরতার মধ্যে ভূগর্ভস্থ্য অন্ধকার কুঠুরীতে নিজ অস্থিত্ব টিকিয়ে রেখেছিলেন?

*নেতিবাচক চিন্তা আমাদেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে। যদি আমরা আমাদের কষ্ট ভোগের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তাহলে এর ফলে আমরা তিক্ততায় এবং অসন্তোষে বেড়ে উঠি। সংকটের মধ্যে যদি আমরা ইতিবাচকভাবে চিন্তা করাটা পছন্দ করি, তাহলে যেভাবেই হোক আমরা আমাদের পরিস্থিতির উপরে উঠতে পারব। তখন আমরা কেবল নিজেরাই নিরুৎসাহ এবং হতাশা থেকে রক্ষা পাব না। বরং আমরা অন্যদেরকেও সাহায্য করতে পারব। ভ্লাদিমির কষ্ট ভোগের মধ্যেও আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। দুঃখকষ্টের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আপনি কি নেতিবাচক চিন্তা ভাবনার দিকে ঝুঁকে পড়েন? মনে রাখবেন, আপনার জীবনে যা ঘটে, আপনি তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। কিন্তু তার প্রতি আপনার মনোভাবকে আপনি নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। নেতিবাচক চিন্তা ভাবনাকে আপনি প্রত্যাখান করুন। আপনার পরীক্ষার মধ্যে ইতিবাচক প্রেক্ষাপট দেয়ার জন্য খোদা তা'য়ালার কাছে মিনতি করুন এবং অন্যকে সাহায্য করতে আপনার চোখ খোলা রাখুন।*

১৭৫তম দিন

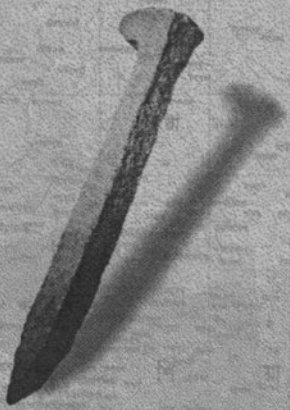

যতক্ষণ পর্যন্ত ঈসা মসীহ্‌কে আপনার মধ্যে বাস করতে না দিবেন, ততক্ষণ আপনার অন্তরে অস্বস্তি থাকবেই।

-সাধু আগষ্টিন

# রোম ঃ সাধু নিকোলাস

১৭৬তম দিন

"হে সমস্ত আল্লাহ্‌ভক্ত লোক, তোমরা মাবুদকে মহব্বত কোরো। মাবুদই বিশ্বস্তদের রক্ষা করেন, কিন্তু অহংকারীদের তিনি পুরোপুরি শাস্তি দেন।" (জবুর ৩১ঃ২৩ আয়াত)

অন্য আরেকজন কয়েদীকে হত্যা করার জন্য যখন জল্লাদ তলোয়ার উঠালো, তখন নিকোলাস আর্তনাদ করে উঠলঃ "এই কাজটা করবেন না, এই রকম দন্ড পাবার মত কোন অন্যায় কাজ সে করেনি। লোকটি ঈসা মসীহের প্রতি ঈমানের কারণে মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। নিকোলাস সাহসিকতার সাথে জল্লাদের তলোয়ারটি খপ করে ধরে ফেলল।

ঃ "নিকোলাস, তোমার পথে তুমি চল, আমাকে বাঁধা দিও না। আমাকে আজ আরো অনেককে হত্যা করতে হবে।" যখন সে চলে গেল, তখন নিকোলাসের সামনে ঘৃণা ও বিরক্তির থুথু ফেলল। তারপর অন্য কোথাও তার ডিউটিতে যোগদান করল।

নিকোলাস ইতিহাসের কঠিন সময়ে ঈসা মসীহের জন্য সাহসীকতার সাথে কথা বলেছেন। ৩০৩ সালে সম্রাট ডাইওক্লেশিয়ান ঈসায়ীদের উপর সবচেয়ে পাশবিক এক নির্যাতন শুরু করেন। এতবেশী ঈসায়ীদের হত্যা করা হয়েছিল যে, জল্লাদগণ পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের জবাই করার কাজটা তারা পালাক্রমে করত।

নিকোলাসকে গরম লোহার দন্ড দিয়ে শরীরে ছেঁকা দেয়া হতো। গার্ডেরা তাকে বেদম প্রহার করার পরও তিনি বেঁচেছিলেন। এবং সেই সাথে তিনি অন্যান্য নির্যাতনও সহ্য করেছিলেন----- কেবলমাত্র, ঈসা মসীহ্‌কে ইবনুল্লাহ হিসাবে অস্বীকার করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করার কারণে। যিনি নিকোলাসের কাছে এতটা বাস্তব তাকে তিনি কিভাবে অস্বীকার করতে পারেন? নিকোলাস অনেক বড় অবিচারের মধ্যেও অবিচল ছিলেন।

জেলখানা থেকে মুক্তি পাবার পরে তিনি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং গরীব শিশুদের হেফাজত করে তার বাকি জীবনটা কাটিয়েছিলেন। সৃজনশীল ভাবে ঈসা মসীহের ইঞ্জিলের সুসমাচার প্রচারের অগ্রগতি সাধনে তিনি ছিলেন অঙ্গীকারাবদ্ধ। একবার তিনি জানালা দিয়ে মোড়ানো কিছু টাকা খুব গরীব দুটি বালিকাদের বাড়ীতে নিক্ষেপ করেছিলেন, যাতে তাদেরকে বেশ্যালয়ে বিক্রি করতে না হয়।

*তার মৃত্যুর অনেক বছর পরে, সমাদরের সাথে তাকে সাধু নিকোলাস বলে ডাকা হয়। অনেক শিশুদের কাছে বড়দিনের পূর্বের রাতটা বছরের মধ্যে সবচেয়ে মজার রাত। কারণ তারা শান্তা ক্লজএ সাধু নিকোলাস এর ক্যারিক্যাচার পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। শিশুরা যতটা কল্পনা করে সাধু নিকোলাসের বাস্তবজীবন তার চেয়েও বেশি বীরোচিত এবং প্রেমময়। আপনার নিজ জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করুন। লোকজন কি ঈসা মসীহের প্রতি আপনার ঈমানের সত্যতা সম্বন্ধে জানে? অথবা তারা কি আপনাকে সঠিকভাবে স্নেহপরায়ন এবং অসাধারণ ধার্মিক হিসাবে ভাবে? যদিও শান্তাক্লজ বাস্তব নয়, তবু সাধু নিকোলাস সত্যি ছিলেন এবং আপনিও থাকবেন। আপনি হয়ত একজন সাধুর মত নিজেকে ভাববেন না, কিন্তু দৃঢ়চেতা ঈসায়ীদের দৃষ্টান্ত এই দুনিয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ভেবে দেখুন বাস্তব উপায়ে আপনার ঈমানে জীবন ধারণ করতে আপনি আজ কি করবেন?*

# বেথলেহেম ঃ ঈসার মা মরিয়ম

১৭৭তম দিন

"মরিয়ম বলিলেন, আমি মাবুদের বন্দী, আপনার কথামতই আমার উপর সব কিছু হোক।" (লূক ১ঃ৩৮ আয়াত)

**"আমার প্রথম প্রসবের জন্য আমি যে রকম স্থানের বিষয়ে দর্শন দেখেছিলাম ইহা তো সে রকম নয়। তুমি কি ইহার পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে নিশ্চিত? যুবতী মহিলাটি দ্বিধার মধ্যে তার বাগদত্তা পুরুষটিকে বললেন।**

ঃ "প্রিয়তমা, আমি জানি না। কিন্তু আমরা ইহাই পেয়েছি। আমরা জানি খোদা তা'য়ালা শিশুটিকে রক্ষা করে আসতেছেন। শিশুটির এখানে জন্মের বিষয়ে খোদার নিশ্চয় কোন পরিকল্পনা রয়েছে।"

যখন অন্য একটা যন্ত্রণাদায়ক অস্বস্তিকর অবস্থা আসল, তার বাগদত্তা পুরুষটি নবজাতকের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে কিছু উপদেশ দিলেন।

তিনি যন্ত্রণায়, ভয়ে দাঁতে কড়মড় করে জবাব দিলেনঃ "আমি আমার নিজের ঘরে শিশুটির জন্ম দিতে চেয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম এ অবস্থায় আমার আম্মা আমার পাশে থেকে আমাকে সাহায্য করবে।"

ইউসুফ বললেনঃ "তোমাকে সাহায্য করতে আমি তো আছি। সুতরাং আমরা দুজনে মিলে সব কিছু সমাধা করতে পারব। আর আমরা দুজনেই তো জানি এখানে আমাদের সাথে স্বয়ং খোদা তা'য়ালাও রয়েছেন। তারপর তিনি হালকা তামাশা করলেন "যদি আমাদের আরো সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা এই গোয়াল ঘরের গরু এবং পাশের ঘরে রাখালদের সাহায্য নিতে পারব।" অস্বস্থিকর অবস্থা দূর হয়ে গেল। মরিয়মের সন্তান ভূমিষ্ট হল। জিব্রাঈল (আঃ) ফেরেস্তা দর্শন দিয়ে তাদের যা বলেছিলেন, সে অনুসারে তারা ছেলেটির নাম ঈসা রাখলেন। রাজাদের রাজা ঈসা মসীহের জন্মের সময় ইউসুফ এবং মরিয়ম যে কষ্ট সহ্য করেছিলেন, আমরা অনেক সময় তা ভুলে যাই। প্রসবের জন্য একটা গোয়াল ঘরে জায়গা নেয়া, মিশরে নির্বাসিত, দারিদ্রতা এবং কলঙ্ক তারা সহ্য করেছিলেন। যাহোক তারা সব কিছু সহ্য করেছিলেন খোদার প্রতি মহব্বত প্রকাশের আগ্রহ থেকে।

*যখন আমরা বাইবেল পড়ি, তখন আমরা চিন্তা করতে পারি যে, খোদা তা'য়ালার প্রতিজ্ঞাগুলি আরো সহজতর হত, যদি তিনি একজন স্বর্গদূতের মত সুনিশ্চিত চিহ্ন দ্বারা সেগুলোকে প্যাকেজ করতেন। এমন কি মরিয়ম যিনি এরকম চিহ্ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি এ নিদর্শনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করেছিলেন। যখন ফেরেস্তা জিব্রাঈল (আঃ) মরিয়মের কাছে ঘোষণা করলেন যে, তিনি গর্ভবতী হবেন খোদার পুত্রকে প্রসব করবেন, সম্ভবতঃ ইহা তাঁর অন্তরে অচিন্তনীয় রূপে প্রবেশ করেছিল। তিনি জিব্রাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন "এটা কিভাবে হবে? আমার তো বিয়ে হয়নি! ..... তার উদ্বিগ্নতা সত্বেও মরিয়ম খোদার প্রতিজ্ঞার প্রতি ঈমান আনতে আগ্রহী ছিলেন এবং খোদার প্রতি বাধ্য হয়েছিলেন । তার এই সামান্য আগ্রহ বা ইচ্ছা সমস্ত মানবের নাজাতের জন্য খোদার পরিকল্পনাকে বয়ে এনেছিল। আপনার সন্দেহ সত্বেও ইচ্ছুক হতে খোদা কি আপনাকে আহ্বান করতেছেন? মরিয়মের মত খোদার পরিকল্পনার প্রতি বাধ্য হতে ইচ্ছুক হওয়াটা খাদার রাজ্যে এক চিরন্তন প্রভাব ফেলতে পারে।*

## রোমানিয়া ঃ দুমিক্র বাকু

১৭৮তম দিন

"আমার কোন অভাবের জন্য যে আমি এই কথা বলছি তা নয়, কারণ যে কোন অবস্থায় আমি সন্তুষ্ট থাকতে জানি।" (ফিলিপীয় ৪ঃ১১ আয়াত)

**দুমিক্র বাকু ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত জেলে বন্দী ছিলেন। তিনি ছিলেন রোমানিয়াতে একজন ঈসায়ী বন্দী। অন্যান্য অনেকের মতই তারও অপরাধ কেবল ঈসায়ী হওয়া। দুমিক্র তার বিশ বছরের বন্দী জীবনে খোদার ভালবাসার কবিতা লিখে সময় কাটাতেন। কবিতাগুলো সতর্কতার সাথে ছোট সাবানের টুকরা এবং দেয়ালে লিখে রাখতেন যাতে জেলখানার এক সেল থেকে অন্য সেলে যাতায়াত করার সময় অন্যরা তা পড়তে পারে এবং তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে।**

বাকু জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর বলেছিলেনঃ "যে যন্ত্রণা আমাদের দেহকে দুর্বল করতে পারে, তা আমাদের হৃদয়ের প্রভু হতে সক্ষম হয় না। ঘৃণার পরিবর্তে আমি ভালবাসা, মনের মিল এবং প্রজ্ঞার অনুশীলন করেছি।"

এখানে তার একটা কবিতা দেয়া হল। কবিতাটি লেখা হয়েছে ইঁদুর, ছারপোকা ও উকুন এর উপদ্রবে ভরা নিঃসঙ্গ অবরুদ্ধ জেলখানার একটি কক্ষে।

ঃ "ঈসা মসীহ্ গত রাতে, এসেছিলেন জেলখানার এই আমার ঘরেতে,
দেখেছিনু দীর্ঘদেহী, মলিন বদন, তবু তিনি ছিলেন নূরের কায়াতে।
নিঃস্তব্দতার মাঝে সঞ্চয় ছিল মোর চাঁদের কিরণ,
তোমার আগমনে হঠাৎ তাহা হয়ে গেল ক্ষীণ।
বিস্ময়ে হতবাক, আনন্দে উছলি উঠি চক্ষু মেলে দেখে নিলাম তাঁরে,
তিনি এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে, যেখানে আছি পড়ে ভাগ্যের ফেরে।
আমার পাপের তরে সয়ে যাওয়া তার যাতনার মূল্যখানি নিরবে দেখালেন মোরে,
ক্রুশে বিদ্ধ চিহ্নগুলো ছিল তাঁহার হাতে ও পায়ে।
আরেক ক্ষত ছিল তাঁহার কুক্ষিদেশ পরে,
যেথায় তাঁহার হৃদয়খানি দমে দমে উঠানামা করে।
রইলাম আমি পথের মাঝে পরে, মৃদ হেসে গেলেন তিনি চলে,
কেঁদে কেঁদে বলেছিনু তাঁরে, "ঈসা, মাবুদ! যেওনা তুমি আমায় একা ফেলে।
উদ্ভ্রান্তের মত তাঁর চলে যাওয়ার দিকে গেলাম ছুটে.....
বাঁধা পেয়ে কাঁটা তারের বেড়ায় শক্ত মুঠে ধরে, হাতের তালুয় গেল কাটা ফুটে।
এই আশীর্বাদের ক্ষত আমার,
তাহার দেয়া আশীর্বাদের চরম উপহার!"

*জেলখানার একটা নোংরা কক্ষ, জীবনের মৌলিক সব স্বাধীনতা হারানো অবস্থা এগুলো সাধারণত কাব্যিক অনুপ্রেরণার উৎস বস্তু হতে পারে না। দুমিক্র তার দুঃখ কষ্টকে খোদার প্রশংসায় পরিবর্তন করতে সক্ষম ছিলেন এবং অন্য লোকদেরকে ঈসা মসীহের জন্য জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঈসা তার পক্ষে কতটুকু কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এটা চিন্তা করে তার কষ্টগুলো বিলীন হয়ে যায়। দুমিক্র যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছিলেন, সে রকম কষ্টের অভিজ্ঞতায় অনেক ঈমানদার ব্যক্তিও হতাশার মধ্যে পড়ত এবং উৎসাহ খুঁজে পেত না। এরকম কষ্টের সম্মুখিন হলে কেহ কেহ খোদা তাদের আদৌ খোঁজ খবর রাখে কিনা এই সন্দেহের মধ্যে পড়ে থাকত। খোদার প্রশংসায় কবিতা রচনা তাদের কাছে অনেক দূরের বিষয় হত।*

# রোমানিয়া ঃ আন্যুৎ জা ময়েজ

দিন- ১৭৯

"তোমরা যারা শুনছ তাদের আমি বলছি, তোমাদের শত্রুদের মহব্বত কোরো।" (লূক ৬ঃ২৭ আয়াত)

রোমানিয়ার উপরে সোভিয়েত কমিউনিষ্টদের আধিপত্য বিস্তারের পর তারা জার্মান নাৎসীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনকারী রোমানিয়ানদের নিধন করেছিল। আন্যুৎ জা ময়েজ তার ইহুদী এবং খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার কারণে যারা তাকে ঘৃণা করেছিল, সেই জার্মানিদেরকে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রেখে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। যখন তিনি এই জার্মানীদেরকে আক্রমনকারী রাশিয়ানদের হাত থেকে বাঁচাতে লুকিয়ে রেখে সাহায্য করার প্রস্তাব দিলেন, তখন তারা বিশ্বাস করতে পারেনি যে, তার এই সাহায্য করার প্রস্তাবটা খাঁটি কিনা।

তাদের একজন জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনার কি মনে নেই আমরা জার্মানীরাই আপনাকে জেলে পাঠিয়েছিলাম?" আন্যুৎ জা জবাব দিলেনঃ "অবশ্যই মনে আছে। তবে আমি একজন ঈসায়ী এবং খোদা তা'য়ালা আমাকে প্রতিহিংসা ধরে রাখার অনুমতি দেন নাই। আমি আপনাদেরকে ক্ষমা করেছি। এবং এখন আপনাদের সাহায্য করার একটা সুযোগ এসেছে। ঈসা মসীহ্ আপনাদেরকে ভালবাসেন, তাই আমিও আপনাদেরকে ভালবাসি।"

তার এই ভালবাসা জার্মানদেরকে অভিভূত করল। আন্যুৎ জা নামের এই মেয়েটি তার ভালবাসার দৃষ্টান্ত দ্বারা ঈসা মসীহের জন্য অনেককেই জয় করেছিলেন। তিনি রিচার্ড এবং সাবিনা ওয়ার্মব্রাণ্ড এবং অন্যান্যদের সাথে থেকে সেই সব অসহায় শিশুদের তুলে এনেছিলেন, যাদের আব্বা-আম্মাদেরকে নাৎসীদের ডেথ ক্যাম্পে নিধন করা হয়েছিল। পরে আন্যুৎ জা নরওয়েতে চলে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি ইহুদী থেকে ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান আনা লোকদের মাঝে দ্বীনি খেদমতের কাজ পরিচালনা করেছিলেন। রোমানিয়াতে তার জামাতের সাবেক ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ডকে রোমানিয়া থেকে বের করে আনার জন্য তিনি তার মুক্তিপণ হিসাবে নরওয়েতে তার জামাতের সদস্যদের কাছ থেকে ১০,০০০ ডলার চাঁদা তুলে রোমানিয়ার কমিউনিষ্ট সরকারকে দিয়েছিলেন । ওয়ার্মব্রাণ্ড এবং তার ছেলে মিহাইয়ের পশ্চিমাদেশে ভ্রমণের খরচও তিনি দিয়েছিলেন। আন্যুৎ জার মহব্বত এবং সমর্থন না পেলে বিশ্ব ঈসায়ী জামাতের একজন প্রভাবশালী ইমাম 'VOM'-এর প্রতিষ্ঠাতা রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড হয়ত রোমানিয়ার কমিউনিষ্ট জেলখানাতে মরেই যেতেন। কোন দিন মুক্ত হতে পারতেন না।

*যখন খোদা তা'য়ালা তাঁকে অনুসরণ করার জন্য আমাদেরকে আহ্বান করেন এবং আমরা তার আহ্বানের জবাব দেই, তখন এর অর্থ হল, তাঁকে সকল অবস্থায় সকল জায়গায় অনুসরণ করা এবং তিনি যা চান তাই পালন করা। যেহেতু আন্যুৎ জা আন্তরিকতার সাথে খোদার আহ্বান গ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি তার শত্রুদের সহিত ভালবাসা এবং ক্ষমার ব্যবহার করেছিলেন। তার উপর পূর্বে যারা অত্যাচার করেছে, তাদেরকে নিজ জীবনের উপর ঝুঁকি নিয়ে আশ্রয় দেয়াটা অবশ্যই বিস্ময়কর, কিন্তু আন্যুৎ জা তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি খোদা তা'য়ালার বাধ্যতায় রাগ এবং প্রতিহিংসার উপর ক্ষমাশীলতার পথ বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ঈসা মসীহের ভালবাসার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। আপনিও ভেবে দেখুন, খোদা আপনাকে কি করতে বলেছেন? অনন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কার্যের সুযোগকে কখনো হাত ছাড়া করবেন না।*

# ইরান ঃ একজন নির্যাতিত ইমাম

১৮০তম দিন

**মাঝে মাঝে আমার নির্যাতনের সেই দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে।**

"এখন আমরা অল্পকালের জন্য যে সামান্য কষ্টভোগ করছি তার ফলে আমরা চিরকালের মহিমা লাভ করব। এই মহিমা এত বেশি যে, তা মাপা যায় না। (২য় করিন্থীয় ৪ঃ১৭ আয়াত)

কথাগুলো বলেছিলেন ইরানের একজন ইমাম, যিনি ইরান থেকে পালিয়ে পাশ্চাত্যে চলে গিয়েছিলেন। ইরানে গ্রেফতার হওয়া এবং পুলিশি হয়রানিটা ছিল তার নিশত-নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতা। তিনি তার ঈমানের কারণে তার বাড়ি এবং চাকরী হারিয়েছিলেন। এখন তিনি তার ইচ্ছামত জীবন ধারণ এবং ইবাদত করতে স্বাধীন। তাহলে কিভাবে তিনি তার নির্যাতনের দিনগুলোর আকাঙ্খা করতে পারেন?

তিনি বলতেনঃ "আমি মাঝে মাঝে আমার সেই দিনগুলোর শূন্যতা অনুভব করি। কারণ সেই দিনগুলোতে আমি খুবই প্রাণবন্ত ছিলাম, আমি প্রতিদিন অনুভব করতাম, ঈসা মসীহ্ আমার সাথে রয়েছেন।"

ইরাক-ইরান সম্মুখ খাগে লাইনে তিনি একটা জামাত নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তিনি ট্যাক্সি চালিয়ে অর্থ উপার্জন করতেন এবং তার যাত্রীদের কাছে ঈসা মসীহের বিষয়ে তবলিগ করে তার জামাত বৃদ্ধি করতেন । দুই বছরে তিনি নয়টা ভাষার জনগোষ্ঠি আত্মাকে ঈসা মসীহের জন্য জয় করেছিলেন। প্রত্যেক সপ্তাহে সৈনিকেরা তাদের সাথে এবাদত করতেন এবং তিনি পঞ্চাশ জন মুসলিম থেকে ধর্মান্তরিত লোককে বাপ্তাইজিত করেছিলেন।

ইমাম এবং তার স্ত্রী সব কিছুর জন্য খোদা তা'য়ালার উপর নির্ভর করতেন। যখন যুদ্ধের বোমা তাদের চারপাশে পতিত হতো, তখন তারা তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য মুনাজাত করতেন। যখন তাদের পর্যাপ্ত পরিমান অর্থ না থাকত তখন তারা তাদের মজুদ খাদ্য ভান্ডারের জন্য মুনাজাত করতেন এবং প্রত্যেক দিনই তাদের মধ্য দিয়ে খোদায়ী সাহায্য নেমে আসত।

তাদের জামাত উত্তম ফলপ্রসূ হয়েছিল। জামাতের দশজনকে ইমাম হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়েছিল। এমনকি এখন ইমামগণ সময়ের পরিক্রমা থেকে উত্তম ফল দেখতে পারছে।

*যদি আপনি কখনো প্রেমে না পড়েন, তাহলে আপনি হৃদয় ভাঙ্গার যন্ত্রণা বুঝতে পারবেন না। যদি আপনি কখনো কারো মহব্বত না হারান, তাহলে আপনি তাদের সাথে সম্পর্ক করতে পারবেন না, যারা ভালবাসা হারানোর যন্ত্রণায় বিলাপ করে। যদি আপনার অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে আপনি কোন কিছুর আকাঙ্খা করার স্বাদ অনুধাবন করতে পারবেন না। যারা ঈসা মসীহের প্রতি তাদের ঈমানের কারণে নির্যাতিত হয়েছেন তারা এবিষয়ে তাদের অদ্ভুত আকাঙ্খা ব্যক্ত করে। তারা যতটা না নির্যাতনের আকাঙ্খা করেন, তার চেয়ে বেশী আকাঙ্খা করে নির্যাতন ভোগের অংশিদারিত্ব তাদেরকে যে অনুভূতির কাছে নিয়ে এসেছে তার প্রতি। যতটুকু তারা নির্যাতন ভোগে শিক্ষা পেয়েছে, নির্যাতন ভোগের সুযোগকে তারা ঠিক ততটুকুই হাতছাড়া করতে চাননা। এর শেষ ফলটা নির্যাতন ভোগের কষ্টের ব্যাপ্তিটাকে বহুদূর ছাপিয়ে যায়। যদি আপনি ঈসা মসীহের সাথে গভীরতম পথ চলার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চান, তাহলে তাঁর প্রতি বাধ্যতার সাথে তাঁর জন্য আপনার নিজ সত্ত্বাকে কোরবাণী দিতে ইচ্ছুক হতে হবে। ইহাও একরকম নির্যাতন ভোগ।*

## রাশিয়া ঃ পিটার সিমেন্স

১৮১তম দিন

"সময়মত বলা কথা যেন কারুকাজ করা রূপার উপরে বসানো সোনার ফল।" (হিতোপদেশ ২৫ঃ১১ আয়াত)

**অজ্ঞান হওয়ার পর ইমাম পিটার সিমেন্স রাশিয়ার একটি জেলখানার মেঝেতে তিন দিন পরেছিলেন। শিশুদের মাঝে ঈসা মসীহের শিক্ষা তবলিগ করার জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সাময়িক মুক্তি দেয়া হবে জেলখানার গার্ডের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে তার সাথের অন্যান্য বন্দীরা তাকে নির্মমভাবে পিটিয়েছিল। যখন তারা আক্রমন করল তখন পিটার একদম নিরব ছিলেন।**

চেতনা আছে দেখে তাদের মধ্যের একজন বন্দী তাকে জিজ্ঞাসা করলঃ "আমরা যখন তোমাকে মারি তখন তুমি চিৎকার করে উঠ না কেন?" রক্তাক্ত ঠোঁট নেড়ে পিটার জবাব দিলেনঃ "আমি আশ্চর্য হতাম, যদি গার্ডের অনুমোদন ছাড়া, কেবল মাত্র নিজেদের খেলাচ্ছলে আমাকে পিটাতে থাকতে। যদি তাই হতো এবং আমি আর্তনাদ করে চিৎকার করতাম, তাহলে তোমরা জেলখানার নিয়ম বহির্ভূত আচরণ করার জন্য শাস্তি পেতে। তোমরা কষ্ট পাও আমি তা চাইতাম না, কারণ ঈসা মসীহ্ তোমাদেরকে মহব্বত করেন এবং এজন্য আমিও তোমাদেরকে মহব্বত করি।"

পিটারের অনুপম ঘোষণা জেলখানায় তার সেলের কঠিন হৃদয় অপরাধীদেরকে জয় করেছিল। পিটারের কাহিনী শুনে কয়েদীরা জেলখানায় জবাই হওয়ার অপেক্ষা করতে ছিল। পিটার প্রতিউত্তর করলেন এবং সহানুভূতি সম্পন্ন গার্ডের মধ্যদিয়ে ঈসা মসীহের ভালবাসার সহভাগিতা করলেন। পিটারের ঈসায়ী তবলিগের খেদমতের কারণে কয়েদীদের মধ্যে কয়েকজন হয়ত তাদেরকে হত্যা করার পূর্বে ঈসা মসীহকে অন্তরে গ্রহণ করেছিল।

ঈসা মসীহের ভালবাসা সহভাগিতা করার তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত অন্যদের জন্য একটা তাৎপর্যপূর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল। যারা ইহা শুনতে পায়নি, তারা অন্য কোনভাবে ঈসা মসীহের সুসমাচারের বার্তা লাভ করেছিলেন।

*মুখে উচ্চারিত বাক্য শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। যখন কারো প্রয়োজন তখন সুসময়ের পরামর্শ, ভালবাসা অথবা উৎসাহদান দিক নির্দেশিকা তৈরী করে দিতে পারে। কিন্তু যখন আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের সময়, তখন কি হবে? পিটার সিমেন্সের বাক্য ঈসা মসীহের জন্য তার ভালবাসা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। যখন তাদের মসীহের কথা শুনা খুব প্রয়োজন ছিল। সেই সময় তার শত্রুদের কাছে ঈসা মসীহের বিষয়ে কথা বলতে তাকে (পিটারকে) মসীহের ভালবাসা সাহসী করতে পেরেছিল। পিটার খোদার পরিচালনার প্রতি বাধ্য ছিলেন। এবং পিটারের সহযোগী কয়েদীদের অনন্তকালীন ভাগ্য নির্ধারণে খোদা পিটারের বাক্যগুলো ব্যবহার করেছিলেন। আপনাকে ঈসা মসীহের দিকে পরিচালিত করতে খোদা কি কারও বাক্য আপনার জন্য ব্যবহার করেছেন? যখন খোদা কারো কাছে ঈসার বিষয়ে জানাতে আপনাকে আহ্বান করেন, তখন আপনি কি সেই সময়ে খোদার বাধ্য থাকবেন?*

১৮২তম দিন

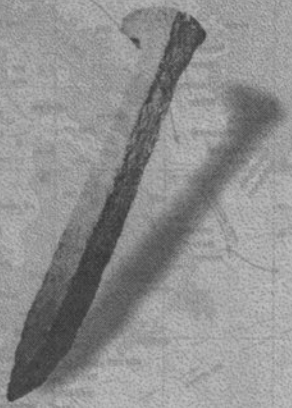

নির্যাতন আমাদেরকে ঘর-ছাড়া করে না। নির্যাতন আমাদেরকে আমাদের সত্যিকার বাড়ি (জান্নাত)-এর পথে চলতে সাহায্য করে।

-ইমাম জে, কোলাঃ

# পূর্ব ইউরোপঃ একজন বিখ্যাত মোবাল্লিগ

১৮৩তম দিন

"এটা হয়েছে যেন আল্লাহ্‌র কাজ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, বেলা থাকতে থাকতে তাঁর কাজ করা আমাদের দরকার।" (ইউহোন্না ৯ঃ৪ আয়াত)

**সেই কিশোর আর ফিরে এল না।**

সেই বিখ্যাত মোবাল্লিগ জেলখানার লৌহ অর্গলের পিছনে থেকে কথা বলেছিলেন। সমগ্র পূর্ব ইউরোপ জুড়ে তিনি একজন প্রভাবশালী ঈসায়ী মোবাল্লিগ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিভাবে তিনি শান্তি খুঁজে পাননি সে বিষয়ে কথা বলতেছিলেন। এ লোকটি শত শত লোককে ঈসা মসীহের দিকে পরিচালিত করেছিলেন। তাই অন্যান্য ঈসায়ী বন্দীগণ তার ব্যর্থতার অনুভূতিটা বুঝতে পারতেন না।

তিনি বিষয়টা খোলাসা করে বললেনঃ "আমি একটি তবলিগী সম্মেলনে তবলিগী বয়ান করেছিলাম, আমার বয়ানের শেষে ঈসা মসীহ্‌কে গ্রহণ করতে দুইশত লোক সামনে এগিয়ে এল। আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু আমি নিদারুন পরিশ্রান্তও ছিলাম। যখন আমি সে স্থান ছেড়ে চলে আসতেছিলাম একজন তরুণ ব্যক্তি আমার কাছে আসল। এবং আমাকে বললঃ "ইমাম, আপনার সাথে আমার কথা বলা প্রয়োজন।" আমি তাকে বললাম, "আমি খুবই ক্লান্ত। আপনি আগামী কাল সকালে আসতে পারেন।" সে আর কখনো আমার কাছে ফিরে আসেনি। সেদিন বিকালে কমিউনিষ্টরা আমাকে গ্রেফতার করল। পাঁচদিন ধরে দিন-রাত বিরামহীনভাবে আমাকে জেরা কর হল। আমি তাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিলাম। আমি তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলাম, কারণ আমি তাদের নির্যাতনকে ভয় পেতাম। যদি আমি তাদের প্রশ্নের জবাব না দিতাম, তাহলে হয়ত আমাকে প্রহার করা হতো।

কমিউনিষ্টদের ভয়ের বাইরে আমি পাঁচদিন ধরে দিন-রাত বিরামহীনভাবে কথা বলতে পারলাম, অথচ খোদামুখী ভালবাসার বাইরে জীবনের রাস্তা অন্বেষি সেই কিশোর বালকটির সাথে আমি পাঁচ মিনিটের বেশি কথা বলতে পারিনি। আমি কিভাবে খোদার সম্মুখে দাঁড়াব? এবং তার সম্মুখে কিভাবে আমি মাত্র দুইশত জনকে আনার হিসাব পেশ করব? সেদিনতো দুইশত এক জনকে খোদার কাছে আনতে পারতাম।"

*আমরা পরেও সুযোগ পাব, অথবা আমাদের জন্য আরো ভাল সময় আসবে একথা চিন্তা করে অন্যদের কাছে ঈসা মসীহের বিষয়ে তবলিগ করার যে সুযোগ আমাদের সামনে আসে তার প্রতি আমরা উপেক্ষার মনোভাবটাই হয়ত বেছে নেই। কিন্তু অন্য একটা সুযোগ আমাদের জীবনে নাও আসতে পরে। যখন খোদা প্রদত্ত কোন সুযোগকে আমরা উপেক্ষা করি, তখন সারা জীবনে মাত্র একবার প্রদত্ত দানের মত, সেই মুহূর্তকে দ্রুত অদৃশ্য হতে দেখব এবং সেই সুযোগ জীবনে আর আসবে না। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে খোদা প্রদত্ত তাঁর পুত্র ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আখেরী জীবনের পুরস্কারের বিষয়ে শুনার অনুরোধ কোন ব্যক্তির জীবনে মাত্র একবার আসতে পারে। খোদা তা'য়ালা জান্নাতে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "যখন তোমরা কারো কাছে তবলিগ করার সুযোগ পেয়েছিলে তখন কেন তবলিগ করনি?" আপনি সেদিন এ প্রশ্নের জবাব কিভাবে দিবেন?*

# চীনঃ একজন ছোট মেয়ে

১৮৪তম দিন

"আমার ভাইয়েরা, তোমরা যখন নানা রকম পরীক্ষার মধ্যে পড় তখন তা খুব আনন্দের বিষয় বলেই মনে কোরো।" (যাকোব ১ঃ২ আয়াত)

চীনা পিতা তার সুন্দর কালো কেশি মেয়েটিকে বললেনঃ "আমি তোমাকে এক অসাধারণ উপহারের বিষয়ে কথা বলব।" মেয়েটি মুচকি হাসল। যখন তার আব্বা খোদা তা'য়ালার বিশেষ মহব্বতের শিক্ষা তার সাথে শেয়ার করল, তখন সে এই শিক্ষাটাকে খুব পছন্দ করল। মেয়েটির আব্বা ঈসা মসীহকে মহব্বত করত এবং মসীহের দয়া ও সহানুভূতির পরশ পেয়ে যারা মসীহের বিষয়ে জানতেন তাদের প্রত্যেককেই তিনি মহব্বত করতেন।

তিনি একটা ছেঁড়া কিতাবুল মোকাদ্দস খুললেন এবং বলা শুরু করলেন, "এই উপহারটি কিতাবুল মোকাদ্দসের ফিলিপীয় কিতাবের ১ঃ২৯ আয়াতে রয়েছে, "যেহেতু তোমাদেরকে ঈসা মসীহের পক্ষে এই উপহার দান করা হয়েছে, যেন তোমরা শুধুমাত্র তার উপর ঈমান আনার জন্য নয় বরং তার জন্য কষ্ট ভোগ করার জন্যও।" ইহা আমাদের জন্য উপহার। এই আয়াতে আমাদের জন্য দুইটি উপহারের বিষয়ে বলা হয়েছেঃ ঈমান এবং কষ্ট-ভোগ। খোদার প্রতি ঈমানের ফল হল তাঁর জন্য কষ্ট ভোগ। এই কষ্ট ভোগটা হল মূল্যবান একটা উপহার। এই উপহারের মূল্যটা কেবলমাত্র জান্নাতেই পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে।"

মেয়েটি মুচকি হেসে বললঃ "আব্বা, তোমাকে ধন্যবাদ। আমি বুঝতে পেরেছি।" তারপর মেয়েটি গভীর আবেগে তার আব্বার গলা জড়িয়ে ধরল।

এই কিশোরী মেয়েটিই ইমাম লি দেজিয়ানের স্ত্রী হওয়ার জন্য বেড়ে উঠল। ইমাম লি দেজিয়ান ঈসা মসীহের প্রতি তার ঈমানের জন্য দশবারেরও বেশি সময় গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং প্রহারের ফলে তার মৃতপ্রায় অবস্থা হয়েছিল। ইমাম লি-র সাথে তিনি ধৈর্যের সাথে মাবুদের কাজ করেছেন, কারণ শৈশবে তিনি তার পিতার কাছে শিখেছিলেন যে, খোদার জন্য কষ্ট-ভোগ করাটাও খোদা প্রদত্ত একটা উপহার। ইমাম লি এবং তার স্ত্রী অগণিত আত্মাকে ঈসা মসীহের জন্য জয় করেছিলেন এবং তারা অবিরাম গ্রেফতারের হুমকির মধ্যেও তবলিগী কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

*ঈমান এবং দুঃখ কষ্ট-ভোগের উপহারটা খোদা তা'য়ালার একটা বান্দার সাথে আদান প্রদান সংক্রান্ত সার্বিক চুক্তি। এইগুলো পৃথক করা অসম্ভব, কেবল তাই নয়, এই প্রত্যেক উপহার অন্যদেরকে শক্তিশালীও করে। যদি আমরা ঈসা মসীহের প্রতি ঈমানের উপহার পাই, তাহলে আমরা মসীহের অনুসরণ করব। ঈসা মসীহের অনুসরণ করার অর্থ হলঃ একটা ঝুঁকি নেয়া, জনপ্রিয় মতবাদের বিরুদ্ধে যাওয়া, ভুল বুঝাবুঝির শিকার হওয়া, এমনকি শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করা। ঈমান প্রায়ই কষ্ট ভোগের দিকে চালিত করে। যখন আমরা ঈসা মসীহের জীবনের মত একই রকম কষ্ট-ভোগের অভিজ্ঞতা লাভ করি তখন আমরা তাকে আরো উন্নতভাবে এবং গভীরভাবে জানতে পারি। ঈসা মসীহকে জানার এই চক্রটা এভাবে পুনঃরায় শুরু হবে, কারণ তাঁর পথে চলার কষ্টটা আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করবে। আপনার জীবনকে ঈসা মসীহে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী করা ব্যতিরেকে আপনার জীবনের দুঃখকষ্টগুলোকে পরীক্ষা করে দেখতে সক্ষম হওয়ার প্রত্যাশা করবেন না।*

# ভারত ঃ উইলিয়াম কেরী

১৮৫তম দিন

"তখন ঈসা গালীলের যে পাহাড়ে উম্মতদের যেতে বলেছিলেন সেই এগারোজন উম্মত তখন সেই---?" (মথি ২৮ঃ১৮-১৯ আয়াত)

উইলিয়াম বিস্ময়ে বললেনঃ "তারা ইহা করতে পারে না। আপনি কি দেখতে পারেন না ইহাতে কি ভুল রয়েছে?"

অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করে একজন সরকারী কর্মকর্তা জবাব দিলেনঃ "লক্ষ্য করুন, এই শহরের অধিকাংশ লোক মনে করে যে, ইহা সঠিকভাবে করা হয়েছে ইহা তাদের ধর্মের অংশ।"

উইলিয়াম জবাব দিলেনঃ "একজন জীবিত নারীকে তার মৃত স্বামীর সাথে বাঁধা হয় এবং তাদেরকে একত্রে পোড়ানো হয়, কিভাবে এটা সঠিক কাজ হয়?" সরকারী অফিসার তার পক্ষের যুক্তি পেশ করা পরিত্যাগ করে জবাব দিলেনঃ "উইলিয়াম, কেবল একজন মানুষ এটা পরিবর্তন করতে পারে না। আপনি ইহা ছেড়ে দিন এবং আপনার পালের পরিচর্যা কাজে মন দিন।"

যখন তার নিজ সম্প্রদায় তাকে বলল যে, 'অধার্মীকতার দেশে কেবল খোদা একাই মূর্তিপূজকদের ধর্মান্তরিত করবেন।' উইলিয়াম তাদের উপেক্ষা করলেন এবং ঈসায়ী জামাতের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল মিশনে যাত্রা শুরু করলেন। ইহা ছাড়া তিনি নিজেও কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করলেন এবং একটা বই প্রকাশ করলেন যা আধুনিক মোবাল্লিগ আন্দোলনের উৎস হয়ে উঠেছিল এবং তিনি চৌত্রিশটি ভাষায় ইঞ্জিল শরীফ অনুবাদ করেছিলেন এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের পুরাতন নিয়ম আটটি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

উইলিয়াম কেরী ভারতে মৃত স্বামীর সাথে জীবিত স্ত্রীকে একই চিতায় পোড়ানোর কুপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক বৎসর সংগ্রাম করেছেন। এর ফলে সরকারের বিরোধীতা সত্বেও তিনি এই সতীদাহ প্রথা বাতিলে সফলতা লাভ করেন।

কেরী ঈসা মসীহের জন্য নব বিপ্লব সাধনকারী হিসাবে তার জীবন কাটিয়েছেন, পরিস্থিতির ভিন্নতা সৃষ্টির জন্য কঠিন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। এবং "খোদার কাছ থেকে অনেক বৃহৎ কিছুর প্রত্যাশা করা এবং খোদার জন্য বৃহৎ কিছু করতে প্রবৃত্ত হতে, অন্যদেরকে উৎসাহিত করণের জন্য তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছেন। (ইশাইয়া নবীর কিতাব ৫৪ঃ২-৩ আয়াতের এর ভিত্তিতে) উইলিয়াম কেরী ঠিক তাই করেছিলেন।

*যখন তাদের ঈমানের সহভাগিতা করার সময় আসে তখন অধিকাংশ লোক নিম্নলিখিত ক্যাটাগরির একটাতে পড়বে, "যাও-যাও, আস্তে যাও এবং যেয়ো না"। যখন ঈসা দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত যেতে এবং তাঁর শিষ্য বানাতে ঈসায়ীদেরকে আহ্বান করেন তখন কিছু লোক বিরাট আগ্রহের সাথে প্রতি উত্তর করেন। উইলিয়াম কেরীর মত তারা বেরিয়ে পড়েন এবং তারা ঈসা মসীহের ইঞ্জিলের সুসমাচার তবলিগ করতে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত যেতে বেরিয়ে পড়েন। এখনও মসীহের আহ্বানের প্রতিউত্তর দেয়, কিন্তু কেবল আধা-আন্তরিকতার সাথে বয়সের ভারে কুব্জ হয়ে অথবা তাদের ব্যবসায়িক কর্ম পরিকল্পনায়। পরিতাপের বিষয় অনেক ঈমানদারই "যেয়ো না" টাইপের ঈসায়ী। তারা খোদার হুকুম শুনে, কিন্তু তারা ভাবে, যে কেহ এটা পালন করে নিবে এবং এজন্য তারা খোদার আহ্কাম পালনে পিছপা হয়ে পড়ে। ঈসা মসীহের সুসমাচার তবলিগের আহ্বানের প্রতিউত্তরে কোন্ ক্যাটাগরি আপনার কাছে সর্বোত্তম? আপনার ঈমানটা অন্যের কাছে সহভাগিতা করতে একটা নতুন আকাঙ্খা জাগাতে খোদার নিকট মুনাজাত করুন। যদি আপনি তাঁর উত্তর থেকে বিরাট কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করে থাকেন, তাহলে তাঁর নামে বিরাট কিছু করতে প্রবৃত্ত হতে প্রস্তুত হোন।*

# রোম ঃ চীরসান্দ্জ

১৮৬তম দিন

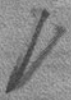

"কিন্তু হে মাবুদ, তুমি চিরকাল তোমার সিংহাসনে আছ; তোমার নাম বংশের পর বংশ ধরে থাকবে।" (জবুর ১০২ঃ১২ আয়াত)

**চীরসান্দ্জ- এর বাবা বললেনঃ "প্রিয় পুত্র আমার। এই ঈসা যে বাস্তব, তুমি তা বিশ্বাস করতে পারনা।"**

চীরসান্দ্জ জবাব দিলেনঃ "আব্বা, আমি জানি ইহা সত্য। আমি বিশ্বাস করি যে, ঈসা এই দুনিয়াতে এসেছিলেন আপনার এবং আমার মত গুনাহ্গারদের নাজাত দিতে। তিনি, দুনিয়ার নূর। আপনি যে মূর্তিগুলোর পূজা করেন, তাতে কোন আশা নাই।"

শাস্তি হিসাবে তার আব্বা তাকে মাটির নিচের একটি অন্ধকার ঘরে সারাদিন ধরে তালাবদ্ধ করে রাখলেন। কিন্তু তিনি শুনতে পেলেন তার ছেলে খোদার উদ্দেশে প্রশংসা গান গাইতেছে। তার আব্বা তার চারিপাশে পার্থিব আনন্দ এবং সুন্দরী মেয়েদের জড়ো করে চীরসান্দ্জকে তার ঈমান থেকে ফিরিয়ে আনতে আবারও চেষ্টা করলেন। কিন্তু চীরসান্দ্জ তার ঈমানের দৃঢ়তা ধরে রাখলেন। তারপর তার আব্বা চীরসান্দ্জকে ঈসার কথা ভুলাতে অসাধারণ সুন্দরী মূর্তিপূজক কন্যা দারিয়াকে নিয়ে এসে তার ঘরের ভিতর রাখলেন। চীর সান্দ্জ দারিয়ার রূপে মুগ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তাকে ঈসা মসীহের নাজাতের কাছে নিয়ে আসলেন এবং তাকে বাপ্তাইজিত করলেন।

পরবর্তী সময়ে চীরসান্দ্জ এবং দারিয়া বিয়ে করেন এবং অন্যান্যদেরকে ঈসা মসীহের কাছে নিয়ে এসে এক বিস্ময়কর ও মোজেযাপূর্ণ মিনিষ্ট্রি চালু করে আনন্দ উপভোগ করে। ঈসা মসীহের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য যখন রোমান গার্ডেরা তাদেরকে বন্দী করার চেষ্টা করত, তখন গার্ডদের রশি তাদের হাত থেকে খসে পড়ত। রোমান সরকার চীরসান্দ্জকে পিলারের সাথে বেঁধে প্রহার করার হুকুম দিলেন। কিন্তু এই প্রহার তার শরীরে কোন দাগ কাটল না। এর ফলে সৈনিকেরা এবং সরকার খোদা তা'য়ালার মোজেযা ও শক্তি স্বীকার করে তার পায়ের কাছে নত হল।

মূর্তি পূজকদের দেশে চীরসান্দ্জ বিশেষ মর্যাদাবান হয়ে উঠলেন, কারণ তিনি জীবন্ত খোদার প্রতি নির্ভর করেছিলেন, পাথর এবং কাঠে খোদাই করা মূর্তির উপর নির্ভর করেন নি। তার সহনশীলতার কারণে বেদীনদের একটা দল ঈমানের পথে এসেছিল।

*ঈসা মসীহের সুসমাচার নতুন কিছু নয়। শত শত বছর ধরে ইহা মানুষের জীবন পরিবর্তন করে আসছে এবং ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। পুরানো দিনের কাহিনীগুলোই বর্তমানের কাহিনী হয়ে যাচ্ছে। পুরানো ব্লু জিনস্ পরিহিত আধুনিক যে সব ঈমানদারগণ ই-মেইলে ঈসা মসীহের সাক্ষ্য প্রেরণ করেন তাদের মতই পুরানো দিনের হাতে বুনা কাপড় এবং চটি পরিহিত ঈসায়ী শহীদগণও একই রকম হৃদয়ে ঈমানী সাক্ষ্য সহভাগিতা করতেন। যারা তাদের ওয়ারিশদের কাছে ঈমানের উইল রেখে যায় এবং যারা তাদের সেই ঈমানী উইলকে বহমান রাখে তাদেরকে কোন জেনারেশন- গ্যাপই পৃথক করে দিতে পারে না। চলমান কাহিনীর লাইনে আপনি কোন্ জায়গার জন্য উপযুক্ত? (ভেবে দেখুন) অতীত দিনের সাধু সুফীদের সাথে কি আপনার আজকের তবলিগী সাক্ষ্যকে এক সারিতে পাশাপাশি দাঁড় করাতে চান? আজকের দিনে পরিপূর্ণভাবে ঈসা মসীহের জন্য জীবন যাপন করুণ এবং আগামী দিনের জন্য ঈমানী উইল রেখে যান। একটা ঘরকে, একটা কর্মক্ষেত্রকে, একটা সম্প্রদায়কে, এমনকি দেশকে ঈসা মসীহের জন্য পরিবর্তীত হতে আপনি সহায়তা করতে পারেন।*

# জেরুজালেমঃ সিবদিয়ের পুত্র ইয়াকুব

১৮৭তম দিন

"তোমার ঈমান আছে আর আমার আছে সৎ কাজ। খুব ভাল কথা। কাজ ছাড়া তোমার ঈমান আমাকে দেখাও আর আমি কাজের মধ্য দিয়ে আমার ঈমান তোমাকে দেখাব।" (ইয়াকুব ২ঃ ১৮ আয়াত)

**ইতিহাস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, ইয়াকুবকে হত্যা করতে যে লোকটিকে বাধ্য করার চেষ্টা করা হয়েছিল, সে লোকটি একাজটি করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং রাজা হেরোদ উভয়েরই শিরচ্ছেদ করেছিলেন।**

ঈসার ক্রুশারোপিত হওয়ার পনের বছর পরে এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল। ঈসা মসীহের সাহাবী সিবদিয়ের পুত্র ইয়াকুবকে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় হত্যা করার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। কিছু সংখ্যক সৈন্য আগে থেকেই ঘরটিতে ছিল। কেরোসিন তেলের কুপির মিটিমিটি আলো মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা রক্তের দাগের উপর প্রতিফলিত হয়েছিল। ঈসা মসীহের কত জন অনুসারী এই ঘরটিতে তাঁর সামনে গিয়েছিল? তা জানা যায়নি।

ইয়াকুব তার গার্ডের দিকে তাকালেন, কিন্তু গার্ড মুখ ফিরিয়ে নিল। তার হৃদয় গভীর দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। ইয়াকুব তাকে জেলখানার দরজার ক্ষুদ্র ফাঁক দিয়ে অনেক বার ঈসা মসীহের কথা বলেছেন এবং তখন মনে হয়েছিল যে, ঈসা মসীহের জন্য গার্ডের অন্তর খুলে যাচ্ছে। এখন তার এই 'বন্ধু'-ই তার ঘাতক হয়ে উঠেছে। ইয়াকুব ইচ্ছাকৃতভাবেই মেঝেতে হাঁটু পেতে অবনত হলেন। যখন তলোয়ারটি কোপ মারার জন্য উঁচু করা হল তখন স্পষ্ট অনিশ্চয়তার একটা ধাক্কা খেল এবং ইয়াকুবের ঘাড়ে না লেগে তার পাশে মাটিতে তলোয়ারটির আঘাত পতিত হল। ঘাতক লোকটি চিৎকার করে বলে উঠল, "আমি পারি না, আমি উনাকে খুন করতে পারি না।" ঈসা মসীহের বিষয়ে উনি যা বলেছেন তা সত্য। আমি ঈসা মসীহের এই সেবক ইয়াকুবকে খুন করতে পারব না।"

রাজা হেরোদের ইশারায় সৈন্যরা সামনে এগিয়ে এল এবং উক্ত ঘাতককে ধরল, তারপর তার হাতদুটো পেছনের দিকে নিয়ে বেঁধে ফেলল। মেঝেতে ইয়াকুবের পাশে জানুপেতে অবনত হতে বাধ্য করা হল।

একত্রে জানু পাতা অবস্থায় দুজনেরই মাথা কেটে ফেলা হল।

*আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব এই উভয় জগতেই পরামর্শ দান একটা গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। দুইজন ব্যক্তির মধ্যে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের অতুলনীয় শক্তির বিষয়ে অনেক লোক আলোচনা করতেছে ইহাকে সেরকম মনে হতে পারে। একজনের কোনকিছু শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, আবার পাওয়ার মত কিছু বিষয় রয়েছে। একজনের দেয়ার মত কিছু রয়েছে, অন্যজনের পাওয়ার মত কিছু বিষয় রয়েছে। যে ঈসা মসীহের অনুসরণ করে, তার অনুসরণ করা হল আধ্যাত্মিক পরামর্শের মাত্রা নির্দেশক। একজন সত্যিকার ঈসায়ী অন্যদেরকে দেখিয়ে দেয় কিভাবে তার নিজ ঈমানকে প্রত্যক্ষভাবে তার জীবনে ব্যবহার করতে হবে। আপনার জীবনের পরামর্শদাতা কে হতে চাইবে? ঈসা মসীহের মত গুনাবলী কি আপনি তার মধ্যে দেখেছেন, যাতে তাঁর প্রতি আপনি প্ররোচিত হতে পারেন?*

## চীনঃ কমিউনিষ্ট রেড গার্ডের একজন সৈনিক

১৮৮তম দিন

"কাজেই যতদিন সুযোগ আছে ততদিন তোমার ভক্তেরা তোমার কাছে মুনাজাত করুক; সত্যিই, বিপদ যখন বন্যার পানির মত হয়ে দেখা দেবে তখন তা তাদের কাছে আসবে না।" (জবুর ৩২ঃ৬ আয়াত)

**এই আকর্ষনীয় চিঠিটি কমিউনিষ্ট চীনে চোরা চালান হয়েছিল।**

ঃ "আমি একজন কিশোর এবং আমি রেড গার্ডের একজন সৈনিক। আমি কোন সৃষ্টিকর্তা খোদাকে বিশ্বাস করতাম না, বেহেস্ত-দোজখের প্রতিও নয়, কোন নাজাতদাতা নবী-অবতারের প্রতিও নয়, ধর্মীয় কোন আকিদার প্রতি আমি আদৌ বিশ্বাস করতাম না। একদিন আমি হঠাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে আপনাদের রেডিওতে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনতে রেডিও অন করলাম। প্রথমে আমার মনে এই প্রবৃত্তি আসল যে, রেডিওটা বন্ধ করে দেই। একজন খাঁটি কমিউনিষ্ট খোদাকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমার অন্তরে টের পেলাম যে, অনুষ্ঠানটি আকর্ষনীয়। তাই আমি তার পর থেকে বার বার সেই অনুষ্ঠানটি আমার রেডিওতে ধরাতাম। এখন আমি ঈসা মসীহে বিশ্বাস করি। কিন্তু এখন আমার দুইটি প্রশ্ন রয়েছে। প্রথম প্রশ্নটা হলঃ "কমিউনিষ্ট চীন থেকে কি খোদা কাউকে গ্রহণ করেন? আপনাদের অনুষ্ঠানে আপনারা তো জামাতের কথা বলেছেন, কিন্তু আমি চীনে বাস করি, যেখানে জামাত প্রায় নেই বললেই চলে। কোন জামাতে এবাদত করা ছাড়া কি খোদা তা'য়ালা কাউকে গ্রহণ করবেন?"

তরুণ এই সৈনিকটি জানত না চীন দেশে কতগুলো নন-অফিসিয়াল জামাত রয়েছে এবং সে আরো জানত না যারা ঈসা মসীহকে মহব্বত করে তারা-ই একটা জামাত।

তার দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিলঃ "আপনারা কি আমাকে একটা মুনাজাত শিক্ষা দিতে পারেন? আমি শুনেছি আপনারা রেডিওর প্রতিটি অনুষ্ঠান শুরু করেন একটা মুনাজাত করে এবং শেষও করেন একটা মুনাজাত দিয়ে। আমি পছন্দ করি এরকম মুনাজাত করতে, কিন্তু আমি জানি না কিভাবে মুনাজাত করতে হয়।"

পূর্বে উক্ত সৈনিক কখনো জামাতে যায়নি, তবু সে বলেছিল যে, "আমি মনে করি মুনাজাতের তাৎপর্য হল----- সমস্ত দিন খোদার সাথে কথা বলা, যাতে সব কিছু বলার পরে আমিন (তাই হোক) একথাটি যোগ করা যেতে পারে, অর্থাৎ মুনাজাতের তাৎপর্য হল, সারাদিন যেন এমন কিছু করা বা বলা না হয় যাতে আমিন বলা যায় না।

কমিউনিষ্ট সৈনিকের দেয়া এটা মুনাজাতের কতই না চমকপ্রদ একটা সংজ্ঞা!

*মুনাজাত প্রকৃতিগত বিষয় নয়। আসলে মুনাজাত কারো কাছে স্বভাবগতভাবে আসে না। কারণ মুনাজাত হল অতিপ্রাকৃত বিস্ময়কর এক অভিজ্ঞতা। খোদা তা'য়ালা তার সাথে কথোপকথন করার জন্য আমাদেরকে এক আধ্যাত্মিক আকাঙ্খা দিয়েছেন। গণিত ও ভাষা শিক্ষা করার মতই মুনাজাত হল একটা শিক্ষনীয় নৈপুণ্য। আমরা যতই মুনাজাতের অনুশীলন করব, ততই ইহা আমাদের স্বভাবজাত অবস্থার মত হয়ে যাবে। এই কাহিনীতে ঈসাতে ঈমানদার তরুণ সৈনিকটি জীবনে প্রত্যেক প্রেক্ষাপটের প্রভাব হিসাবে মুনাজাতকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং এইভাবে কারো পুরো জীবনটাই খোদা তা'য়ালার প্রতি একটা মুনাজাত হয়ে যায়। এখন আপনার প্রতি প্রশ্ন হল----- মুনাজাতের দ্বারা আপনার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় আপনি কিভাবে বৃদ্ধি লাভ করতেছেন? আপনি কি মুনাজাতের অনুশীলনের বাইরে রয়েছেন? তাহলে আজকে থেকেই মুনাজাতের অনুশীলন করা শুরু করুন। খোদার কাছে মিনতি করুন তাঁর সাথে কথা বলতে আপনার মাঝে যেন এক অতিপ্রাকৃত আকাঙ্খা পয়দা করে দেন এবং খোদার কাছে মুনাজাত করাটাই যেন আপনার প্রাত্যহিক স্বভাবের অংশে পরিণত হয়। তারপর অনুশীলন করা শুরু করুন। আপনার জীবনটা একটা মুনাজাত হয়ে উঠুক। এই শুভ কামনা।*

১৮৯তম দিন

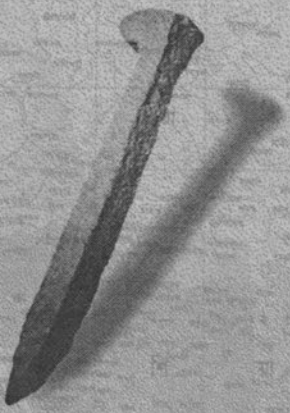

## জেলখানায় আসার পূর্বে আমরা খোদার বিষয়ে শুনেছিলাম কিন্তু জেলখানায় এসে আমরা খোদা তা'য়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।

-ইমাম সীজই।

তিনি ছিলেন চীনের গৃহ জামাতের একজন নেতা। তিনি ঈসা মসীহের প্রতি তার ঈমানের কারণে কারাবন্দী হয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষ, অসুস্থতা এবং যে কয়লা খনিতে তাকে জোরপূর্ব্বক কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল সেখানের বিস্ফোরনের পরও তিনি বেঁচে ছিলেন।

# রাশিয়া ঃ আন্না চারতো কোভা

১৯০তম দিন

"আমার কোন অভাবের জন্য যে আমি এই কথা বলছি তা নয়, কারণ যে কোন অবস্থায় আমি সন্তুষ্ট থাকতে জানি। অভাবের মধ্যে এবং প্রচুর থাকবার মধ্যে আমি সন্তুষ্ট থাকতে জানি।" (ফিলিপীয় ৪ঃ১১ আয়াত)

**গায়ের সাথে লেগে থাকা আটসাট জ্যাকেটটা আন্না চারতো কোভার জন্য পীড়াদায়ক ছিল। তার হাতটা ঢাকা থাকা এবং তার গায়ের সাথে লেপটে থাকা পোষাক তিনি অপছন্দ করেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কাছে তিনি একটা পশু-প্রাণী ছাড়া কিছু ছিলেন না, বিবেচনার যোগ্যও কিছু ছিলেন না।**

আন্না দশ বছর রাশিয়ার একটা পাগলা গারদে কাটিয়েছেন। তিনি বিন্দুমাত্র পাগল ছিলেন না। একজন বিচারক তাকে পাগলা গারদে বন্দী করে রাখার রায় প্রদান করেছিলেন। তার অপরাধ ছিল তিনি একজন ঈসায়ী। ঈসা মসীহকে অস্বীকার করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করাটা ছিল উক্ত বিচারকের কাছে পাগলামীর সামিল। তাই তিনি আন্নাকে পাগলা গারদে আটকে রাখার দন্ড প্রদান করেন।

তার চারিপাশে বিকৃত মস্তিস্ক রোগীদের দ্বারা বেষ্টিত থেকে আন্না মাঝে মাঝে তার মস্তিস্কের স্থিরতাকে প্রশ্ন করতেন। গভীর রাতে তিনি তার অন্তর দিয়ে খোদা তা'য়ালার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠতেন। এমনকি তার চারপাশে বদ্ধ উন্মাদগণ যেভাবে তাদের ক্রোধ এবং আতংকে চিৎকার করে উঠত, ঠিক সেইভাবে চিৎকার করে উঠতেন। তথাপি তিনি কখনো রেগে উঠতেন না। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যে ঈমানকে অস্বীকার করার প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখান করেছিলেন, পাগলা গারদেও তিনি সেই ঈমানকে অস্বীকার করতে সম্মতি জানালেন। পাগলা গারদে পাগলদের মধ্যে যারা একটু বুঝতে সক্ষম তাদেরকে তবলিগ করতে এবং ইসা মসীহের ভালবাসার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চেষ্টা করতেন।

পাগলা গারদের ভিতরে থেকে আন্না লিখেছিলেনঃ "আমাদের মাবুদ ঈসা মসীহে স্থিত মহব্বত দ্বারা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আমি খোদা তা'য়ালার কাছে মুনাজাত করি যাতে তিনি আমাদেরকে ঈসা মসীহে সুন্দর ও পরিপূর্ণ বানিয়ে দেন। এবং আমাদের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ তুলে নেন। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সেই খোদা তা'য়ালা যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয় সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি নশ্বর মানুষদের সবকিছু যাচাই করেন, তিনি নাস্তিকতাবাদীদের চরম ভিত্তিহীনতার বিরুদ্ধে আমার নালিশের বিচার করবেন এবং তাঁর বিচার কাজ সম্পাদন করবেন। তিনি ন্যায় বিচার করবেন।"

*ঈসায়ীগণ মাঝে মাঝে নিজেদেরকে উন্মত্ততার মধ্যে পতিত অবস্থায় দেখতে পায় এবং তারা ধৈর্য ধারণ করার এবং তাদের চরিত্রকে যাচাই করার চেষ্টা করেন। এটা একটা কঠিন জীবন যাপনের বন্দোবস্ত। অফিস রাজনীতির বিভ্রান্তিকর অবস্থা। এক বিদ্রোহী সন্তান এবং আরো অনেক রকম চরম হতবুদ্ধিতে ঘুরপাক খাওয়ার মত পরিস্থিতির তূল্য। এমন অবস্থায় পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। একথা ভেবে কি আমরা খোদার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় বজায় রাখতে পারি? হ্যাঁ, আমরা পারি, যদি আমরা এর মাঝে চরম পরিতৃপ্তির গোপন রহস্য জানতে পারি। কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের পরিতৃপ্তির আভ্যন্তরিন অনুভূতি আমাদের পরিচালনা করে যখন আমরা বাহ্যিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হই। আমাদের আচরণ আমাদের অবস্থা থেকে নয় বরং আমাদের খোদা থেকে সংকেত গ্রহণ করে। আন্নার কাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আপনার পরিস্থিতি কঠিন হওয়া সত্ত্বেও এর পরিবর্তে খোদা তা'য়ালার নিকট পরিতৃপ্ত হওয়ার গোপন রহস্য শিক্ষা দিতে খোদা তা'য়ালাকে অনুরোধ করুন।*

# রোমানিয়া ঃ ডাঃ কারলো

১৯১তম দিন

"ঈমানে যারা দূর্বল তাদের কাছে আমি সেই রকম লোকের মতই হয়েছি, যেন মসীহের জন্য তাদের সম্পূর্ণভাবে জয় করতে পারি। মোট কথা, আমি সকলের কাছে সব কিছুই হয়েছি যেন যে কোন উপায়ে কিছু লোককে উদ্ধার করতে পারি।" (১ম করিন্থীয় ৯ঃ২২ আয়াত)

আবেদন প্রক্রিয়াটা ছিল দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ এবং ঝঞ্ঝাট পূর্ণ। অভিজ্ঞতা এবং আগের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ব্যাপক যাচাই ও তল্লাশি করা হতো। ডাঃ কারলোর আবেদনটা তার "ঈসায়ী টাই" পরার গুজবকে ছাপিয়ে প্রায়ই লাইনচ্যুত হওয়ার অবস্থায় পড়েছিল। কিন্তু ডাঃ কারলো একটা কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে এটা তৈরী করেছিলেন। তার আবেদনটা গৃহীত হল এবং তিনি গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের একজন ডাক্তার হলেন। তিনি একজন ঈসায়ী তাদের কাছে এ পরিচয়টা তিনি এড়িয়ে গেলেন।

ডাঃ কারলোর নিজ পরিবার তার শত্রু হয়ে উঠল, কারণ তারা মনে করল তিনি সত্যি একজন কমিউনিষ্ট হয়ে গেছেন। একে একে তার জামাতের সদস্যগণ এবং যারা তার ঘনিষ্ট ছিল সবাই তার সাথে সম্পর্ক ছেদ করে দিল। গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের ডাক্তার হওয়ার তার গোপন উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ জানল না------ তার এই উদ্দেশ্যটা হল কমিউনিষ্ট জেলখানায় বন্দী নিখোঁজ ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ডকে খুঁজে বের করা।

গোয়েন্দা পুলিশের ডাক্তার হিসাবে যে কোন জেলখানায় তিনি অবাধে আসা-যাওয়া করতে পারতেন। জেলখানার যে কোন কক্ষে তার প্রবেশাধিকার ছিল। তাই অবশেষে তিনি ইমাম ওয়ার্মব্রাণ্ড-এর খোঁজ পেয়ে গেলেন। কমিউনিষ্টরা বলত যে, ইমাম ওয়ার্মব্রান্ড মরে গেছেন। কিন্তু ডাঃ কারলো ওয়ার্মব্রাণ্ড-এর খোঁজ পাওয়ার পর তাদেরকে প্রমান করে দেয়া হল যে, তিনি জীবিত আছেন। প্রেসিডেন্ট কুশ্চেভ এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আইসেন হাভারের মধ্যে আলোচনা চলাকালীন সময়ে সারা পৃথিবী জুড়ে ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড-এর মুক্তির ব্যাপারে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়েছিল। অবশেষে ১০,০০০ (দশ হাজার) ডলার মুক্তি পণের বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড পরে লিখেছিলেনঃ "যদি ডাক্তার কারলো বিশেষভাবে আমাকে খোঁজ করার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের ডাক্তার না হতেন, তাহলে হয়ত আমি কোনদিনও জেলখানা থেকে মুক্তি পেতাম না। আমি হয়ত জেলখানায় অথবা জেলখানার কবরে থাকতাম।

*গুপ্তচরগণ হলেন বড় পর্দার তারকা। হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ মোতাবেক তারা একের পর এক দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর অভিযান পরিচালনা করেন। একই রকমভাবে ধর্মীয় বাধানিষেধ আরোপিত দেশ সমূহে চরম ঈমানদারগণ দুঃসাহসিক জীবন যাপন করেন। তাদের জীবনের কাহিনীগুলো অনেকের জন্য একটা পার্থক্য সূচক বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। তারা তাদের জীবন- অভিযানকে প্রচার মুখী করেন না বরং তারা ঈসা মসীহের বাণী তবলিগ করার, প্রত্যেকটা সুযোগের সর্ব্বোত্তম ব্যবহারের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকেন। ভৌগলিক অবস্থান অথবা জীবনের পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে খোদা তা'য়ালা আমাদের প্রত্যেককে তার আধ্যাত্মিক রাজ্যের গোয়েন্দা হতে এবং এর হেড কোয়ার্টার স্বর্গে গুপ্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে আহ্বান করেন। আমরা প্রতিদিন খোদার মহব্বত সহভাগিতা করার এক অভিযানে রয়েছি। খোদা তা'য়ালা এই চাকরীতে নিয়োগদান করে আমাদের এই পার্থিব কোন নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি তিনি দেন না, কিন্তু তিনি এর বিনিময়ে অনন্তকালীন পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।*

# রোম ঃ পলিকার্প

১৯২তম দিন

"ভাইয়েরা, তোমাদের জন্য সব সময়ই আল্লাহ্‌কে আমাদের শুকরিয়া জানানো উচিত। তোমাদের বিশ্বাস খুব বাড়ছে এবং তোমাদের একের প্রতি অন্যের মহব্বত উপচে পড়ছে বলেই আমাদের পক্ষে সেই শুকরিয়া জানানো উপযুক্ত।" (২য় থিষলনীকীয় ১ঃ৩ আয়াত)

পলিকার্প ঈসা মসীহের সাহাবী ইউহোন্নার সাগরেদ হয়েছিলেন। কিন্তু তার জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল ছদ্মবেশে পালিয়ে বেড়িয়ে। ভ্রমণরত অবস্থায় এক শিশু তাঁকে চিনতে পেরেছিল এবং তৎক্ষণাৎ সৈনিকদের সংবাদ দিয়েছিল। পলিকার্প তখন খাবার খাচ্ছিলেন। তাকে গ্রেফতার করতে আসা সৈনিকদেরও তিনি তার সাথে খাবার খাওয়ার প্রস্তাব দিলেন।

তারা একত্রে খাবার খেলেন। খাওয়া শেষ হলে পলিকার্প অনুরোধ করে জানতে চাইলেন মুনাজাত করার জন্য এক ঘন্টা সময় দেয়া যাবে কিনা। সৈনিকেরা রাজি হলেন। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত তুলে নিলেন। পলিকার্প এতই আবেগাপ্লুত হয়ে মুনাজাত করেছিলেন যে, সৈনিকেরা নিজেদেরকে তাদের পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে অনুতপ্ত হলেন। পরিশেষে পলিকার্পকে দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে হাজির করা হল। তিনি উন্মুক্ত স্থানে তাকে পুড়িয়ে মারার দন্ড প্রদান করলেন। বিচারক ঈসা মসীহ্‌কে অস্বীকার করার দ্বারা তার জীবন রক্ষার একটা সুযোগ দিলেন। পলিকার্প প্রস্তাবটা প্রত্যাখান করলেন। তিনি বললেনঃ "ছাব্বিশ বছর ধরে আমি ঈসা মসীহের সেবা করে আসছি। যিনি আমার রাজা, যিনি আমার নাজাতদাতা তার নিন্দা করা কি আমার উচিৎ হবে?"

তারা পলিকার্পকে একটা খুঁটির সাথে বাঁধলেন এবং তারপর তার চারিপাশে জড়ো করা কাঠের স্তুপে আগুন ধরিয়ে দিলেন। এই সাহসী ঈমানদারের চারিপাশে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল----- কিন্তু আশ্চর্য কান্ড! তার শরীরের একটা চুলও আগুনে পুড়েনি। দেশাধ্যক্ষ ছিলেন ক্রুদ্ধ। তিনি এক সৈনিককে হুকুম করলেন পলিকার্পকে বর্শা দিয়ে আঘাত করতে। বর্শা পলিকার্পের শরীরে বিদ্ধ হল। সৈনিকটি পলিকার্পকে খুন করতে সক্ষম হল কিন্তু তার ঈমানকে এবং বিজয়ী আত্মাকে খুন করতে সক্ষম হয়নি।

পলিকার্পের শেষ মুনাজাত ছিলঃ "পিতা খোদা, তোমাকে ধন্যবাদ দেই, তোমার প্রশংসা করি। আজকের দিনে এই মুহূর্তে যারা শহীদ হচ্ছেন তাদের সাথে শহীদ হওয়ার যোগ্য হিসাবে আমাকে গণ্য করার জন্য তোমার প্রশংসা করি। যাতে আমার আত্মার পুনঃরুত্থানের জন্য ঈসা মসীহের দুঃখ কষ্টের পেয়ালায় আমি পান করতে পারি।"

*পলিকার্প 'সক্রিয়-অবসরপ্রাপ্ত' কথাটার নতুন অর্থ প্রদান করেছেন। সমকালীন পবিত্রচেতা আশি বৎসরের বেশী বয়স্ক এই ব্যক্তি ঈসা মসীহের প্রতি তার ঈমানের বিষয়ে বিরোধীরা কি ভাবছে তার তোয়াক্কা না করে জীবন যাপন করতেন। ঈসা মসীহের প্রতি ঈমানের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার আগ্রহ সব সময় তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। মৃত্যুর মুহূর্তেও তিনি শত্রুর প্রতি, তার হত্যাকারীর প্রতি ক্ষমা ও মহব্বত প্রদর্শন করেছেন। ইহা হল চরম শহীদগণের বৈশিষ্ট। আমাদের যে রকম হওয়া উচিত সেরকম অবস্থায় নয় বরং আমরা যে অবস্থায় আছি ঈসা মসীহ্‌ ধন্যবাদের সহিত সে অবস্থায়ই আমাদেরকে গ্রহণ করেছেন। আপনাকে আগামী দিনের জন্য বৃহত্তর ঈমানে বৃদ্ধি দান করতে তাঁকে সুযোগ দিন এবং তার সাথে ঈমানী অঙ্গীকারে দৃঢ় থাকুন।*

# পাকিস্তান ঃ জেবা

১৯৩তম দিন

"তোমাদের মধ্যে যে বড় হতে চায় তাকে তোমাদের সেবাকারী হতে হবে।" (মথি ২০ঃ২৬ আয়াত)

**জেবাকে হুকুম করা হলঃ "এই আয়াতগুলো পুনঃরায় তেলাওয়াত কর।"**

ঃ 'আমি আয়াতগুলো তেলাওয়াত করব না। আমি একজন ঈসায়ী। আমি সবসময় একজন ঈসায়ী হয়ে থাকব।"দারিদ্রতার মধ্যে তার পরিবার সহ-চাকর হিসাবে একটা সম্পদশালী মুসলিম পরিবারে কাজ করতে জোর পুর্ব্বক বাধ্যকরা হয়েছিল। কাজ করার সময় বাড়ির কর্তা তাকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করতেন এবং কুরআনের আয়াত মুখস্থ করতে বাধ্য করতেন। আলাদাভাবে বিভিন্ন উপলক্ষে জেবা তিনবার তার এই কুরআনের আয়াত মুখস্থ করার বিষয়টা প্রত্যাখান করেছেন। "আমি একজন ঈসায়ী" এই কথা বলে তিনি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছেন। যতবারই তিনি কুরআনের আয়াত মুখস্থ করতে অস্বীকার করেছেন, ততবারই তিনি প্রহারিত হয়েছেন।

তারপর উক্ত পরিবার থেকে চুরি করার মিথ্যা অভিযোগ তুলে তার চাকরীদাতা লোকটি তাকে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করায়। জেবাকে জামিনে মুক্ত করার পর তার আম্মা মেয়েকে রক্ষার আর্জি তুলে ধরে উক্ত বাড়িতে গেলেন, কিন্তু তাকে কোন পাত্তা দেয়া হল না। সেই পরিবারের এক জন চেঁচিয়ে উঠে বললঃ "তোমরা কাফের, তোমরা মা, মেয়ে দুজনেই কাফের।" এবং ম্যাচ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল। জেবা তার আম্মাকে আর দেখতে পেলেন না। এই দুঃখদায়ক ঘটনা সত্ত্বেও জেবা ঈসা মসীহের পথে চলা অব্যাহত রাখলেন।

বর্তমান পাকিস্তানে একটি সেলাই প্রশিক্ষণ স্কুল খোলা হয়েছে, যাতে জেবার মত যুবতী মেয়েদের পরিবারের সদস্যদের খাবারের জন্য আর চাকরী খুঁজতে না হয়। যন্ত্রণা সত্ত্বেও, যারা তার কষ্টের কারণ তাদের প্রতি তিনি নারাজ হননি এবং শত্রুতার মনোভাব পোষন করেননি এবং তিনি দেশের অন্যান্যদের কাছে তবলিগ করার স্বপ্ন দেখেন। তিনি একজন কিতাবুল মোকাদ্দসের শিক্ষক হতে চান।

*কর্মদক্ষতা, সৌন্দর্য এবং তালিকার সর্বোচ্চ স্তরের সম্পদশালী হওয়ার পরিবর্তে বিনয়ী দাস আসমানী বার্তার শিরোণামে উঠে আসে। পার্থিব দৃষ্টিতে জেবা কিছুই নয়, তথাপি তিনি খোদার রাজ্যের জন্য বিরাট কর্ম সাধন করছিলেন। একজন দাস হয়ত বা বিশেষ কর্মকুশলী নাও হতে পারে, কিন্তু কাজ করার কর্মচারী সহজপ্রাপ্য। একজন কর্মচারী অন্যদের চেয়ে বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন নাও হতে পারে, কিন্তু খোদার সেবা কাজে সে মূল্যবান হতে পারে। ভেবে দেখুন, বাকী দুনিয়ার বিপরীতে বাস করার কি অর্থ হতে পারে? যদি আপনি একজন বান্দা বা দাস হিসাবে খোদা তায়ালার নিকট আত্মসমর্পণ করেন, তাহলে আপনি খোদার সাথে সরাসরি সম্পর্কের অনুভূতির আস্বাদন সম্পর্কে জানতে পারবেন। আপনি কি একজন দাসের ভূমিকা পালন করতে এবং খোদার রাজ্যের মঙ্গলবার্তা বিস্তৃতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাই করার জন্য আপনার নিজ সত্ত্বাকে বিনীত করতে ইচ্ছুক?*

# চীন ঃ চেং শেন

১৯৪তম দিন

"তোমরা এই শিক্ষা পেয়েছিলে যে, তোমাদের পুরানো জীবনের পুরানো 'আমি'কে পুরানো কাপড়ের মতই বাদ দিতে হবে, কারণ ছলনার কামনা দ্বারা সেই পুরানো 'আমি' নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তার বদলে আল্লাহ্‌কে তোমাদের মনকে নতুন করে গড়ে তুলতে দাও, আর আল্লাহ্‌র দেওয়া নতুন 'আমি কে নতুন কাপড়ের মতই পর। সত্যের ধার্মিকতা ও পবিত্রতা দিয়ে এই নতুন 'আমি'কে আল্লাহ্‌র মত করে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (ইফিষীয় ৪ঃ২২-২৪ আয়াত)

**তার সাথে আলাপ আলোচনা হওয়ার পুর্বে তিনি একজন জুয়ারী, একজন নারী লিপ্সু এবং চোর হিসাবে পরিচিত ছিলেন। যখন মধ্যবয়সে অন্ধত্বের শিকার হলেন, তার প্রতিবেশীরা বলল, তার মন্দ কাজের জন্য ইহা খোদার শাস্তি।**

১৯৮৬ সালে চেং শতশত মাইল ভ্রমণ করে একটা মোবাল্লিগ হাসপাতালে গেলেন, যেখানে অনেক লোক দৃষ্টি শক্তি লাভ করছিল। তার দৃষ্টিশক্তি আংশিক ফিরে এল এবং প্রথমবারের মত তিনি ঈসা মসীহের বিষয়ে শুনতে পেলেন। হাসপাতালের ডাক্তারগণ বর্ণনা করেছিলেনঃ "আমরা অন্য কোন রোগীকে এমন আনন্দের সাথে ঈসা মসীহের মঙ্গল সমাচার গ্রহণ করতে দেখিনি।"

যখন চেং তরিকাবন্দী গ্রহণ করতে চাইলেন, তখন সেখানকার মোবাল্লিগ জেমস্‌ ওয়েব স্টার জবাব দিলেনঃ "বাড়ি ফিরে যান এবং আপনার প্রতিবেশীকে দেখান যে, আপনি পরিবর্তীত হয়েছেন। আমি পরে যখন আপনাকে দেখতে যাব, তখন পর্যন্ত যদি আপনি ঈসা মসীহ্‌কে অনুসরণ করতে থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে তরিকাবন্দী দেব।"

এর পাঁচ মাস পর মোবাল্লিগ ওয়েব স্টার চেং-এর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং সে গ্রামে শত শত ঈসায়ী ঈমানদার দেখতে পেলেন। তিনি আনন্দের সাথে এই নব ঈসায়ী মোবাল্লিগকে তরিকাবন্দী দিলেন।

পরে একজন স্থানীয় হাতুড়ে ডাক্তার চেং-এর যতটুকু দৃষ্টি ফিরে এসেছিল সেটুকুও কেড়ে নিল তবু চেং বিভিন্ন গ্রামে তবলিগী সফর অব্যাহত রাখলেন। যদিও কেহ কেহ তাকে প্রত্যাখান করল, তবুও তিনি শত শত লোককে ঈসা মসীহের জন্য জয় করেছিলেন।

*যখন বক্সার বিদ্রোহের সূচনা হল, তখন ঈসায়ীগণ চেং-এর নিরাপত্তার জন্য তাকে পাহাড়ের একটা গুহায় নিয়ে রাখল। বক্সারগণ পঞ্চাশজন ঈসায়ীর উপর চড়াও হল এবং তাদেরকে হত্যাকরার জন্য নিকটবর্তী একটা শহরে নিয়ে গেল, কিন্তু তাদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো যে, যদি চেং মৃত্যুর জন্য সামনে এগিয়ে আসে তাহলে তাদের সবাইকে ছেড়ে দেয়া হবে। যখন চেং-এর নিকট সংবাদটা পৌঁছে গেল, তখন চেং বললেনঃ "আমি আনন্দের সাথে তাদের জন্য মরব।"এর তিনদিন পর চেং-এর শিরচ্ছেদ করা হল, বন্দী করা স্থানীয় ঈসায়ীদের নিষ্কৃতি দেয়া হল। ইঞ্জিল শরীফের মঙ্গল বার্তাটা হল সবচেয়ে বড় একটা বিনিময় ঘটনা। ঈসা মসীহ্‌ একটা নতুন জীবন শুরু করার বিনিময়ে আমাদের পুরাতন জীবন বদল করার একটা বিরাট সুযোগ দানের প্রস্তাব দিয়েছেন।*

# ক ল ম্বি য়া ঃ জো য়া ন

১৯৫তম দিন

"কারণ আমার জোয়াল বয়ে নেওয়া সহজ ও আমার বোঝা হালকা।" (মথি ১১ঃ৩০ আয়াত)

**মাদক দ্রব্য এবং সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ ঈসা মসীহের সুসমাচার বিস্তারকে বন্ধ করতে পারবে না।**

জোয়ান এবং তার স্ত্রী মারিয়া কলম্বিয়ার ক্যালি-তে স্বদেশী লোকদের মধ্যে মোবাল্লিগ। ক্যালি FARC (কলম্বিয়ার বিপ্লবী সামরিক শক্তি) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এলাকা। ইহা একটা গেরিলা দল। অনেক কলম্বিয়ান ইমাম এবং মোবাল্লিগ FARC-এর বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তাদের এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তিন বছর পূর্বে ইমাম জোয়ান পঞ্চাশ জন FARC গেরিলার সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে বিশজন ঈসা মসীহকে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ "আমরা পিস্তলের বিনিময়ে ইপিসল বিনিময় করি।

এখন জাতীয় মুক্তি ফৌজ ঈসায়ী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে আক্রমন করে চলছে। সম্প্রতি বিশটিরও বেশী জামাত গৃহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। অনেক ইমাম তাদের জীবন বাঁচিয়ে এই এলাকা থেকে পালিয়ে গেছেন। গেরিলারা প্রায়ই আসে এবং জামাতের দশমাংশ, অগ্রিমাংশ এবং স্বেচ্ছাদানের টাকা দিয়ে দিতে বলে নতুবা জামাতের ইমামকে হত্যা করে। তখন এলাকাটিতে রয়ে যাওয়া একমাত্র ইমাম ছিলেন জোয়ান এবং তিনি বাইরে থেকে কোন সহায়তা পান নি।

জোয়ান এবং তার স্ত্রী সেখানে অবস্থান করতে এবং দ্বীনি খেদমতের কাজ চালু রাখতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তারা বলতেনঃ "খোদার কালাম প্রচার করার কারণে যদি আমাদের মৃত্যু বরণ করতে হয়, তাহলে আমরা বরং মরব; তবু আমাদের জামাতগৃহ ছেড়ে চলে যাব না।

যারা তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, জোয়ান তাদেরকে নিন্দা জানাননি । তারা যেসব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল সে সম্পর্কেও কোন আলোচনা করেননি। তিনি বরং খোদা যা করতেছেন তাতে এবং দ্বীনি খেদমতের বোঝা সহভাগিতা করতেই অধিক পছন্দ করতেন। বিপদের চিন্তা নয় বরং মসীহের জন্য কলম্বিয়ার লোকদের লাভ করার চিন্তাটাই তার মনের মধ্যে পূর্ব থেকেই বদ্ধমূল ছিল।

*ঈসা মসীহ্ বোঝায় ভারাক্রান্ত একটা ভারবাহী পশুর চিত্রকল্প বর্ণনা করেছেন। পশুটি তার উপর চাপানো বোঝার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায় না, যদিও ইহা আদৌ তেমন গুরুভার নহে। ঈসা মসীহের সুসমাচারের জন্য ভার বহন করা, পার্থিব কোন বিষয়ের জন্য ভার বহন করার মত নয়। মসীহের সুসমাচারের জন্য ভার বহন করার সাধারণ অর্থ হল, অন্যান্য সকল বিষয়ে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের প্রতি সতর্ক থাকা। জোয়ানের একটা* ***'ভার-বোঝা'*** *ছিল কিন্তু তার এই ভারবোঝা তার জন্য নূর স্বরূপ ছিল। ঈসা মসীহের অনুসরণের দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের অবশ্যই পাপের আঁধারে হারিয়ে যাওয়া লোকদের জন্য ভারবহন করতে হবে। এই বোঝা হালকা, কারণ আমরা সব সময় এই বোঝা বিলিয়ে দিচ্ছি। আমরা কেবল আমাদের নিজেদের মঙ্গল সংবাদের প্রত্যাশা করি না। ঈসা মসীহের বিষয়ে তবলিগ করতে গিয়ে আপনি কি কখনো প্রত্যাখাত হয়েছেন? সম্ভবত আপনি বিরোধীতার কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে সেখানে আরো একদিন থাকতে ঈসা মসীহ্-কে আপনার বোঝা বহন করতে দিন।*

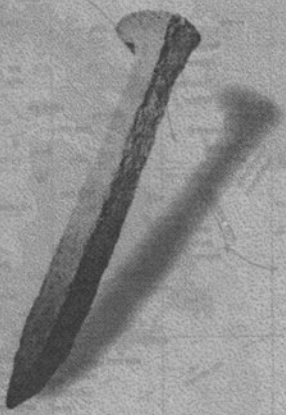

যদি আমরা ঈসায়ীগণ ঈসা মসীহের সুসমাচার তবলিগ করার কাজ চালিয়ে না যাই এবং ইহা খামের মধ্যে পুরে রাখি, তাহলে ইন্‌ভেলাপ আমাদের দ্বীনি চেতনাকে এর মধ্যে বন্দী করে রাখবে। যদি "একজন নীরব দর্শকের" অবস্থাটি আমাদের মাঝে বহাল রাখি তাহলে ঈসা মসীহের জন্য কোন সাক্ষ্যদান থাকবে না এবং আমেরিকাতে ঈসায়ীত্ব মৃত্যু বরন করবে।

-রে থর্ন তিনি নির্যাতিত জামাতের মোবাল্লিগ

# চীনঃ ইমাম লি দেজিয়ান

১৯৭তম দিন

"মরণ পর্যন্ত তবলিগ করে যাব"

"অবশ্য এর জন্য মসীহের বিষয়ে সুসংবাদ থেকে যে নিশ্চিত আশা তোমরা পেয়েছ তা থেকে দূরে সরে না গিয়ে তোমাদের ঈমানে স্থির থাকতে হবে। সেই সুসংবাদ সারা দুনিয়াতে তবলিগ করা হয়েছে এবং তোমরা তা শুনেছ। আমি পৌল এই সুসংবাদের তবলিগকারী হয়েছি।" (কলসীয় ১ঃ২৩ আয়াত)

পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর কর্মকর্তাগণ ঝড়ের বেগে তার ঘরে প্রবেশ করার পূর্বে ইমাম লি দেজিয়ান মাত্র কয়েক মিনিট তবলিগী বয়ান করেছিলেন। তারা ইমাম লি দেজিয়ান কে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে এল এবং প্রহার করল এবং অন্যদেরকেও এরূপ করল।

থানায় নিয়ে এসেও আবার প্রহার করা শুরু করল এবং রক্তবমি না হওয়া পর্যন্ত প্রহার করল। কর্মকর্তাগণ লি দেজিয়ানের বাইবেল দিয়ে তার মুখে মারল। তারপর রক্তাক্ত এবং প্রায় অচেতন অবস্থায় জেলখানায় কংক্রিটের মেঝেতে তাকে ফেলে রেখে দিল।

সাত ঘন্টা পর মুক্ত হয়ে তিনি পুনঃরায় দ্বীনি খেদমতের কাজ শুরু করলেন। তিনি পরবর্তী সময়ে তার জামাতের জন্য একটা বার্তা প্রচার করেছিলেন। সাত জন PSB অফিসার (পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো) আসলেন, তারা চেঁচিয়ে লি দেজিয়ানের বিরুদ্ধে দোষারোপ করলেন। যখন তারা পশ্চিমা বিশ্বের লোকদেরকে দেজিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেখতেন, তখন তারা চলে যেতেন, কিন্তু পনের মিনিট পর আবার অস্ত্রশস্ত্র ও নতুন সৈন্য নিয়ে সজ্জিত হয়ে আসতেন। কর্মকর্তাগণ লি-কে বাইরে নিয়ে আসল এবং একটা পাথরের দেয়ালে তারা মাথা ঠুকতে থাকল।

একজন বিদেশী বললেনঃ "কেন ওনাকে এভাবে মারতে হবে? আপনারা যে সরকারী ভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলেন তার অর্থ কি? এটা কোন্ ধরণের ধর্মীয় স্বাধীনতা? PSB বিদেশী নাগরিকদেরকে স্থানীয় একটা থানায় নিয়ে গেল এবং যে বাড়িতে তবলিগী সভা হচ্ছিল সে বাড়ির মালিক মহিলাটিকেও ধরে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। মহিলাটির ছেলে এ বাড়িতে তবলিগী সভা হওয়ার সংবাদ PSB-কে জানিয়েছিল।

*যেহেতু আক্রমন করা হয়েছে, তাই গ্রামে বড় ধরণের সভা স্থগিত করা হয়েছিল, কিন্তু জামাতের সাপ্তাহিক এবাদত বন্ধ হয়ে যায়নি। এখন তারা পনেরটি ক্ষুদ্র জামাতে মিলিত হন। এবং প্রতি সপ্তাহেই নতুন লোকদেরকে ঈসা মসীহের কাছে আসতে দেখা যাচ্ছে। যখন মোখালেফগণ ঈসায়ী এবাদত গৃহ দখল করতে চেষ্টা করে তখন জামাত কেবল ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ধর্মীয় বিধি নিষেধ আরোপিত দেশগুলোতে পশ্চিমা বিশ্বের মত চল্লিশ একর জায়গা জুড়ে বিশাল আকৃতির জামাতের এবাদত করার অভিজ্ঞতা হয় না, কিন্তু এখানে এবাদতকারীর উপস্থিতি দিন দিন বৃদ্ধি পায়। যা বাঁধা হিসাবে মনে হয়, তাতেই প্রায়ই গুপ্তভাবে জামাত বৃদ্ধির একটা সুযোগ দেখা যায়।*

# বাংলাদেশঃ ইদ্রিস মিয়া

১৯৮তম দিন

"হে আমার আল্লাহ্, আমি যে তোমার ইচ্ছামত চলছি তা তুমি দেখিয়ে দিচ্ছ; আমি যখন তোমাকে ডাকব তখন তুমি আমার ডাকে সাড়া দিয়ো। বিপদ আমাকে চেপে ধরেছে, কিন্তু তুমি আমাকে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ করে দিয়েছ। আমার প্রতি রহমত কর, আমার মুনাজাত শোন।" (জবুর ৪ঃ১ আয়াত)

**যদি আবু ঈসায়ী হতে চাইত, তাহলে তাকে অন্য কোথাও গিয়ে ঈসায়ী হওয়ার চেষ্টা করতে হতো। আমরা তার বাড়ির চারপাশে ঘেরাও করলাম, তাকে বাহিরে আসতে বাধ্য করতে এবং বাড়িটি পুড়িয়ে ফেলতে প্রস্তুত হলাম।**

যখন আমরা আরো নিকটবর্তী হলাম, তখন আমরা শুনতে পেলাম সে কথা বলতেছে। সে কি তাকে সাহায্য করতে অন্যদেরকে জড়ো করেছিল? আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তারপর আমরা শুনতে পেলাম যে, সে মুনাজাত করতেছে সমগ্র গ্রামের জন্য এবং আমরা তার প্রতি যা করতেছি তা ক্ষমা করার জন্য ঈসা মসীহের কাছে মিনতি করতেছে। ইহাও আমাদেরকে আরো রাগান্বিত করে তুলল। তাই আমাদের মধ্যে পাঁচজন তাকে ধরতে তার বাড়ির ভিতরের দিকে ধাবিত হল। কিন্তু একটা অদৃশ্য শক্তি আমাদেরকে তাদের বাড়িতে প্রবেশ করতে দিল না এবং আমরা ভয় পেয়ে গেলাম।

যখন আমি বাড়ি ফিরে এলাম, আমি ঘুমাতে পারলাম না। আমি আবুর মুনাজাতের বিষয়ে চিন্তা করতে থাকলাম। অবশেষে আমি পরের দিন সকালে আবুর বাড়িতে গেলাম। আমি তাকে আমার কাছে ঈসা মসীহের বিষয়ে বলতে অনুরোধ করলাম। তিন ঘন্টা ধরে আবুর সাথে কথা বলার পর আমি ঈসা মসীহ্কে মুনাজাতের মাধ্যমে অনুরোধ করলাম, যাতে তিনি আমাকে ক্ষমা করেন এবং আমি আমার জীবনকে তাঁর কাছে সমর্পণ করলাম। আমি দৌড়ে আমার বাড়ি ফিরে এলাম এবং আমার জীবনে মসীহের পরশে যা ঘটে গেল সেই অভিজ্ঞতার সহভাগিতা করলাম। এরপর আমার স্ত্রী ঈসা মসীহ্কে গ্রহণ করে নিল। আমার সন্তানগণও ঈসা মসীহ্কে গ্রহণ করে নিল।

বাংলাদেশী ঈসায়ী ঈমানদার ইদ্রিস মিয়া, যিনি এই কাহিনীটি বলেছিলেন, তিনি কয়েকদিনের মধ্যে একটা পরীক্ষায় পড়লেন। তার চাকরী থেকে তাকে বরখাস্ত করা হল এবং তার ছেলে-মেয়েদেরকে তাদের স্কুল থেকে বহিঃস্কার করা হল। তথাপি তিনি বলেন যে, এখনও তার এক অপার্থিব আনন্দ রয়েছে। কারণ তার হৃদয়ে ঈসা মসীহ্ রয়েছেন।

*আমরা প্রায়ই আমাদের জীবনের বিষয়বস্তু বেছে নিতে পারি না, কিন্তু আমরা আমাদের মনোভাব এবং প্রতিক্রিয়া বেছে নিতে পারি। পরিস্থিতি যাই হোক, তা সত্ত্বেও আমরা সব সময় এই পছন্দগুলো তৈরি করে নিতে পারি। তাই যখন আমরা দুর্দশার প্রান্তে এসে দাঁড়াই তখন আবুর মত ঈসা মসীহ্ সদৃশ মুনাজাতশীল প্রতিক্রিয়া বেছে নেব, নাকি যন্ত্রণা ও দুর্দশার কাছে নতি স্বীকার করব? অন্যদের জন্য তাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদেরকে রাগান্বিত করা এবং উত্তেজিত করা অসম্ভব। আমাদের নিজেদের এই পছন্দগুলো আমরা পছন্দ করে নেই। একইভাবে আমরা আমাদের প্রতিক্রিয়ায় এবং বিরোধীতায় মসীহ্কে অনুসরণ এর বিষয়টা বেছে নিতে পারি।*

# ভার্জিন আইল্যান্ডঃ লিওনার্দ দোবার

১৯৯তম দিন

"যদি আমরা পাগল হয়ে গিয়ে থাকি তবে তা আল্লাহ্‌র জন্যই হয়েছি, আর যদি সুস্থ মনে থাকি তবে তা তোমারই জন্যই রয়েছি।" (২য় করিন্থীয় ৫ঃ১৩ আয়াত)

ঈসা মসীহ্ তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু নিয়ে উদ্বিগ্নতার সাথে এত বেশী চিন্তা করেছিলেন যে, যদি এ বিষয়ে ভাবতেন তাহলে লিওনার্দ আশ্চর্য হয়ে যেতেন। তারপর তিনি গেৎশিমানী বনে ঈসার মুনাজাতটা স্মরণ করলেন, "আমার ইচ্ছামত নয়, পিতা তোমার ইচ্ছামত হোক।" লিওনার্দের কাজটা অসম্ভব মনে হতো, কিন্তু তিনি নিজের ইচ্ছা নয়, খোদার ইচ্ছায় উক্ত কাজে ধাবিত হয়েছিলেন।

লিওনার্দ দোবার সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে, খোদা তাকে ভার্জিন আইল্যান্ড এর ক্রীতদাসদের নিকট পৌঁছাতে আহ্বান করেছেন। এই দাস দাসীদের নাগাল পেতে তিনি নিজেকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি হওয়ার এবং প্রত্যেকদিন তাদের পাশাপাশি কাজ করতে করতে ঈসা মসীহের মহব্বত তাদের সাথে সহভাগিতা করার পরিকল্পনা নিলেন। দাস হিসাবে বিক্রি হওয়ার চিন্তাটা তাকে ভীত এবং অসুস্থ করে তুলত।

"কিন্তু ঈসা মসীহ্ তার জন্য ক্রুশে প্রাণ দিতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন।" তিনি ভাবলেন, "তাঁর খেদমতে কোন কিছুর মূল্যই এর চেয়ে বেশী হতে পারে না।"

তাকে সবচেয়ে কঠিন নির্যাতনকারী ব্যক্তিটি তার কোন মনিব ছিলেন না বরং সবচেয়ে কঠিন নির্যাতন তিনি সহ্য করেছিলেন তার অনুসারী ঈসায়ীদের দ্বারা। ক্রীতদাসদের মাঝে দ্বীনি খেদমতের কাজে তার প্রতি খোদায়ী আহ্বান-এর বিষয়ে তারা প্রশ্ন তুলত এবং তার পরিকল্পনার জন্য তারা উপহাস করত এবং এটাকে বোকামী হিসাবে দেখত। কিন্তু দোবার নিরুৎসাহ হন নি। ১৭৩০ সালে তিনি ভার্জিন আইল্যান্ড-এ পৌঁছেছিলেন।

যখন তিনি সেখানের রাজার বাড়িতে একজন দাস হলেন, তখন তিনি ভয় পেয়ে গেলেন এই ভেবে যে, তার এই অবস্থান যে দাসদের জন্য তিনি এখানে এসেছেন তাদের পাওয়া সুদূর পরাহত, তাই তিনি রাজবাড়ি থেকে মাটির তৈরী কুড়ে ঘরে চলে গেলেন, যেখানে তিনি এক এক করে দাস-দাসীদের সাথে কাজ করতে পারলেন এবং এই ফাঁকে তিনি মসীহের বিষয়ে তাদেরকে বলার সুযোগও পেলেন।

*মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে দোবারের দ্বীনি খেদমতে দাস-দাসীদের তেরহাজার জন ঈসা মসীহে ঈমানদার হলেন। ইহা ঈসা-র লীলা খেলা। দুনিয়া তাদেরকেই আহবান করে, যাদের বিশ্বাস মনে হয় কিছুটা উগ্রপন্থী। অদ্ভুত। চরম। নিওনার্দ দোবার ছিলেন আলোকিত শতাব্দীর 'ঈসায়ী রঙ্গ তামাসা'-----। একজন মুক্ত মানুষ, যিনি নির্বাসিত দ্বীপের ক্রীতদাসদের ঈসা মসীহের জন্য জয় করতে নিজে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রি হয়েছিলেন। দোবার- এর জন্য ইহা ছিল বিশেষ একটা পরিকল্পনা যা তাকে ব্যতিত আর কারো অনুভূতিতে তৈরী হয়নি। যদি খোদা তা'য়ালা আপনাকে এমন কোন কিছুর প্রতি আহবান করেন যা আপনার পরিবার, জামাত অথবা আপনার সমাজে মৌলিক কিছু তাহলে আপনাকে অবশ্যই খোদার প্রতি বাধ্য হতে হবে। অন্যরা আপনাকে পাগল বলুক। কিন্তু ঈসা মসীহ্‌কে আপনার মাঝে তাঁর প্রতি আপনার প্রতিজ্ঞাকে খুঁজে পেতে দিন।*

# প্রাচীন ব্যবিলন ঃ দানিয়েল

২০০তম দিন

"শেষে বাদশাহ্ হুকুম দিলেন আর লোকেরা দানিয়েলকে নিয়ে এসে সিংহের গর্তে ফেলে দিল। তখন বাদশাহ্ দানিয়েলকে বললেন, 'তুমি সব সময় যাঁর এবাদত কর সেই আল্লাহ্ যেন তোমাকে রক্ষা করেন'"। (দানিয়েল ১৬ঃ১৬ আয়াত)

**তিনি এই রায়-টা শুনেছিলেনঃ "যে কোন ব্যক্তি ত্রিশ দিনের মধ্যে রাজা ভিন্ন অন্য মানুষ কিংবা অন্য দেবতার কাছে মোনাজাত করবে, তাকে সিংহের খাদে ফেলে দেয়া হবে।"**

দানিয়েলকে খাদে ফেলে দেয়া হল। রাজার যে দুজন মন্ত্রী দানিয়েলকে ঘৃণা করত, তারা খাদের পাড়ে দাঁড়িয়ে তাকে তাকিয়ে দেখলেন, ধূর্ত হাসি এবং খুশির ঢেউ খেলে গেল তাদের মুখমন্ডলে।

গার্ডেরা যখন দানিয়েলকে রাজার সামনে নিয়ে আসল, রাজা তখন বিষন্ন ছিলেন। রাজা একটা কৌশলের আশ্রয় নিলেন। তার রায় বাতিল হতে পারে না। যদিও তিনি সারাদিন ধরে দানিয়েলকে মুক্ত করার চিন্তা করতেছিলেন কারণ রাজা দানিয়েলকে ভাল মানুষ হিসাবে বিবেচনা করতেন।

রাজা দারিয়ুস গার্ডদের বললেন, 'ওকে নিয়ে যাও'। তারপর তিনি দানিয়েলের চোখের দিকে তাকালেন এবং বললেন "তুমি অনবরত যে খোদার এবাদত কর, সেই খোদা তোমাকে রক্ষা করুন।' (দানিয়েল ৬ঃ১৬ আয়াত) সৈনিকেরা দানিয়েলকে সিংহের খাদের কাছে নিয়ে গেল। রাজা তার পিছনে-ই ছিলেন। দানিয়েল একটা কথাও বললেন না। রাজাকে সালাম জানিয়ে সিংহদের মধ্যে হেঁটে গেলেন। খাদের দরজাটা বৃহৎ শিলাখন্ড দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হল। দানিয়েল সিংহদের খাদের মাঝখান হেঁটে গেলেন এবং প্রণত হয়ে খোদার এবাদত করতে লাগলেন। সিংহরা দানিয়েলকে কিছুই করল না।

*চরম এবাদত খোদার প্রশংসা করার একটা ধরণ নয়। চরম এবাদত একটা বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ের স্রষ্টা'র এবাদত করার একটা বিশেষ পদ্ধতি নয়। ইহা সৃষ্টিকর্তার প্রশংসা স্তুতি গাওয়ার জন্য প্রচলিত সমকালীন প্রশংসা গান বনাম অর্গান সহযোগে স্তুতি গান এই বিতর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয় না। চরম এবাদত নির্ধারিত হয় কোথায় এবং কখন তাঁর এবাদত করা হয় এই মাপকাঠি দ্বারা। আমাদের সবচেয়ে কষ্টের সময়ে আমরা যখন খোদার এবাদত করতে প্রস্তুত হই, তখন আমরা চরম এবাদতের অনুশীলন করি। যেখানে আমাদের বিরোধীরা খুবই শক্তিশালী সেখানে খোদার প্রশংসা স্তুতি গাওয়ার জন্য উঠে আমরা চরম এবাদতের অনুশীলন করি। দানিয়েলের মত যখন, যেখানে আমরা খোদার এবাদত করি, সেখানে সেই সময়ে আমরা অবশ্যই পরিস্থিতিকে আগ্রগণ্য হওয়ার অনুমোদন দেব না। যে কোন সময়, যেকোন স্থানে আমাদের ঈমানের উপর জীবন যাপন করতে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। পরিশেষে আপনার কাছে প্রশ্ন আজকের দিনে আপনি কি খোদার খেদমতে চরম এবাদত করতে ইচ্ছুক?*

## উত্তর কোরিয়া

২০১তম দিন

"তোমার সব হুকুম পালন করার মধ্যে আমি আনন্দ পাই, কারণ আমি সেগুলো ভালবাসি।" (জবুর ১১৯:৪৭ আয়াত)

লোকটি বললেনঃ "তারা আমাকে বারবার অনুনয় বিনতী করল কিন্তু আমি তাদেরকে ইহা দিতে পারিনি। আমি জানি, ঈসায়ীগণ ইহার সহভাগিতা করতে ইচ্ছুক কিন্তু আমি ইহাতে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি।

ঃ "আমি সত্যিকারভাবে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমি পারিনি। উত্তর কোরিয়ার লোকজন আমাকে বলত যে, তারা কোরিয়ান ভাষায় বাইবেল পেতে পঞ্চাশ বছর ধরে মুনাজাত করেছিল। কিন্তু আমি তাদেরকে আমার নিজের কিতাবুল মোকাদ্দসটা দেইনি, কারণ আমি বিশ বছর ধরে মুনাজাত করে আসতেছি এবং আমি দক্ষিণ কোরিয়ার এক ইমামের কাছ থেকে মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ইহা পেয়েছি।" যখন এক কপি কিতাবুল মোকাদ্দসের জন্য হতাশ ভাবে মুনাজাত করা উত্তর কোরিয়ার অভাবগ্রস্থ লোকদের যখন তার মন চলে গেল, তখন তিনি একটা দীর্ঘ-শ্বাস ছাড়লেন। তিনি তার কিতাবুল মোকাদ্দসটি বুকে চেপে ধরলেন কমিউনিষ্ট বন্দী রাষ্ট্র থেকে তিনি পালিয়ে গেলেন। এখন তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় বাস করতেছেন।

উত্তর কোরিয়াতে কিতাবুল মোকাদ্দস দুর্লভ। কমিউনিষ্টদের থেকে বিপরীতে থাকার কারণে ঈমানদারগণ কিতাবুল মোকাদ্দসকে স্বর্ণের চেয়েও দামী মনে করত। উত্তর কোরিয়াতে কিতাবুল মোকাদ্দস বয়ে নিয়ে আসার সময় চীন সীমান্তে ধরা পরা একজন লোককে মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত লোহার রড দিয়ে পিটানো হয়েছিল। দুঃখজনক ভাবে এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তির রিপোর্ট প্রকাশ পাচ্ছিল।

তিনি দীর্ঘশ্বাসঃ ছেড়ে বললেন, "আমি এই লোকদেরকে ভুলতে পারিনি। আমি যখন তাদেরকে কিতাবুল মোকাদ্দস দিলাম, তখন তাদের মুখমন্ডলে ঈর্ষার চিহ্ন আমি ভুলতে পারি না। আমি তাদের জন্য খুব দুঃখ অনুভব করি।"

*যদিও এই বইটি বছরের পর বছর একজন সর্বোত্তম বিক্রেতাকে ধারণ করে আছে, তবু এই বইটি খুব বেশী পড়ুয়া, একজনকেও মনে হয় না। এই বইটি হল কিতাবুল মোকাদ্দস, যেখানে এর সত্যিকার মূল্য সকলেরই খুব ভালভাবে জানা আছে। সেইসব এলাকার বাইরে কিতাবুল মোকাদ্দসটি উপেক্ষিত এবং অপব্যবহার হয়। যদি কিতাবুল মোকাদ্দসের একটা কপির জন্য আমাদের বিশ বছর মুনাজাত করতে হতো, তাহলে কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রতি আমাদের আচরণ কতই না ভিন্ন হতো! ভেবে দেখুন খোদার কালামের প্রতি আপনার আবেগ পুনঃরুজ্জীবিত করতে আপনি কি করতে পারেন?*

# রাশিয়া ঃ লিউবা গেনেভস্কেয়া

২০২তম দিন

"আমি তোমাকে রক্ষা করব এবং আমার বান্দাদের জন্য তোমাকে একটা ব্যবস্থার মত করব আর অন্যান্য জাতির জন্য করব আলোর মত। তুমি অন্ধদের চোখ খুলে দেবে; জেলখানা থেকে বন্দীদের মুক্ত করবে আর সেখানকার অন্ধকার গর্তে রাখা লোকদের বের করে আনবে।" (ইশাইয়া ৪২ঃ ৬-৭ আয়াত)

লিউবা গেনেভস্কেয়া রাশিয়ান জেলখানায় বার বার প্রহারিত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তার পিঠে বেত মারারত তার নির্যাতনকারীর দিকে তাকাতেন তখন তিনি মুচকি হাসতেন।

লোকটা উচ্চ শব্দে চেঁচিয়ে উঠতঃ "তুমি হাসতেছ কেন?"

লিউবা বলতেনঃ "ঠিক এই মুহূর্তে আয়নায় তোমার যে রূপটা প্রকাশ পেত, আমি তোমার সেই রূপটা দেখিনা। তুমি আসলে যা, আমি তোমার সে চেহারাটা দেখি----- আমি তোমাকে দেখি একজন সুন্দর, নিষ্পাপ শিশুর মত। আমি আর তুমি সমবয়সী। তোমার অবস্থান এমন নাও হতে পারত। আমরা দুজন খেলার সাথী হতে পারতাম।"

লোকটাকে তার বাহ্যিক অবস্থা থেকে ভিন্ন রকম দেখতে খোদা তা'য়ালা লিউবার দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। তিনি লোকটার আত্মার নিদারুন পরিশ্রান্ত অবস্থা দেখেছিলেন। লিউবা প্রহারিত হয়ে যতটা ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, প্রহারকারী লোকটাও প্রহার করে ততটা ক্লান্ত হয়ে পড়ত। সে হতাশ হয়ে পড়েছিল। সে লিউবাকে প্রহার করেও তার কাছ থেকে অন্যান্য ঈসায়ীদের কার্যকলাপের গুপ্ত রহস্য উৎঘাটন করতে পারেনি।

খোদা লিউবার অন্তরে বলেছিলঃ 'তার সাথে তোমার খুব মিল রয়েছে। তোমরা উভয়েই একই রকম জীবন নাটকের অভিনয়ে অংশ নিয়েছ। তুমি এবং তোমার উপর অত্যাচারকারী লোকটা একই রকম অশ্রুর যবনিকা অতিক্রম করে যাচ্ছ।

খোদায়ী, দৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষকে দেখাতে লিউবার মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল। লিউবা লোকটার সাথে কথা বলেই চললেনঃ "তুমি যে রকম হবে বলে আমি আশা করি, আমি তোমাকে সেভাবেও দেখেছি। তোমার চেয়েও বেশী খারাপ নির্যাতনকারী ছিলেন- তিনি হলেন তার্ষ নগরের শৌল। পরে তিনি ঈসা মসীহের একজন প্রেরিত হয়েছিলেন।" তারপর শান্ত হয়ে যাওয়া লোকটার কাছে তিনি জানতে চাইলেন, তার উপর কোন্ কষ্টের বোঝা রয়েছে যে কারণে তার ক্ষতি করেনি তাকে প্রহার করতে সে এমন ক্ষেপাটে হয়ে যায়?

লিউবা তার মহব্বতের মধ্য দিয়ে তার উপর অত্যাচারকারীকে পথ দেখিয়ে ঈসা মসীহের রাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন।

*পার্থিব চোখের দৃষ্টি মাঝে মাঝে বিভিন্ন অসুস্থ্যতার দ্বারা বাঁধাগ্রস্থ হয়ঃ বিষম দৃষ্টি, নিকট দৃষ্টি সমস্যা, চোখের ছানি এবং অন্যান্য। সঠিক লেন্স ব্যবহার করলে আমরা পার্থিব দৃষ্টির ক্ষেত্রে উপকার পেতে পারি, তেমনি রূহানী অভিজ্ঞতারূপ লেন্সের যেমন মধ্যস্থতায় আমরা আমাদের হৃদয়ের দৃষ্টির উপকার পেতে পারি। খোদা তাদেরকে আধ্যাত্মিক দর্শন দান করেন যারা জীবনকে স্বর্গীয় প্রেক্ষাপটে জীবনকে দেখতে চায়। আপনি কি অন্যদেরকে স্বর্গীয় দৃষ্টির দ্বারা দেখেন? আপনার জীবনে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কি পার্থক্য তৈরী করে দিতে পারত? (আজকের দিনে ইহাই আপনার চিন্তা করে দেখার বিষয়)*

২০৩তম দিন

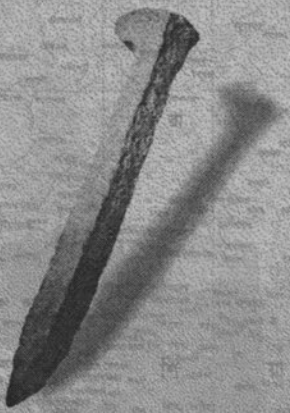

# আমি বরং ফাঁসির দড়িতে ঝুলব, তবু আমার মাবুদ ঈসা মসীহের সাথে বেঈমানী করব না।

সালিমা নামের উনিশ বছরের এক পাকিস্তানী মেয়ে এই কথা বলেছে। সে তার ঈসায়ী ঈমানের জন্য পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল।

## রোমানিয়া ঃ ভ্যালেরিও গ্যাফেন কূ

২০৪তম দিন

"অন্যদের দোষ ধরে বেড়িয়ো না, তাতে তোমাদেরও দোষ ধরা হবে না। অন্যদের শাস্তি পাবার যোগ্য বলে মনে কোরো না, তাতে তোমাদেরও শাস্তি পাবার যোগ্য বলে মনে করা হবে না।" (লূক ৬ঃ৩৭ আয়াত)

ভ্যালেরিও গ্যাফেন কূ এবং তার পরিবার অত্যাচারী কমিউনিষ্টদের হাতে তাদের আব্বাকে হারিয়েছিলেন। তথাপি যে কমিউনিষ্টরা তার পরিবারে এতবড় কষ্ট এনে দিয়েছে তাদের প্রতি কোন খারাপ কথাই তিনি বলেননি। কিভাবে তিনি এতটা কষ্ট চাপা দিয়ে রাখতে পারলেন?

তিনি জবাব দিয়েছিলেনঃ "যখন রাজা দাউদ খুবই খারাপ বিপজ্জনক অবস্থায় ছিলেন, শিমিয়ি নামের এক ব্যক্তি তার দিকে পাথর নিক্ষেপ করল, তাকে অভিশাপ দিল এবং তাকে এমন কাজের জন্য দোষারোপ করল, যা তিনি করেন নাই। (২য় শমূয়েল ১৬ রুকু) দাউদের একজন সৈন্য শিমিয়িকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিল, কিন্তু দাউদ তাকে থামিয়ে দিলেন। তিনি শিমিয়িকে তার প্রতি অভিশাপ দিতে দিলেন, কারণ খোদা তা'য়ালাই শাপ দিতে তাকে আদেশ করেছেন। রাজা দায়ূদ জানতেন শিমিয়ি তাকে যে বিষয়ে দোষারোপ করছে, সে বিষয়ে তিনি নির্দোষ, তবু তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, শিমিয়ে তাকে যে বিষয়ে দোষ দিচ্ছে সেই অন্যায় তার মধ্যে হয়ত নাই, কিন্তু তার মধ্যে এমন দোষ রয়েছে যা শিমিয়ি জানে না।

ঃ "কমিউনিষ্টরা আমাদেরকে দস্যু এবং জনগণের শত্রু বলে অভিহিত করে থাকে, আসলে আমরা তা নই। কিন্তু মসীহের মত হয়ে আরো রূহানী বৃদ্ধি পেয়ে অনুকরণীয় আদর্শ হতে না পারার কারণে আমরা সবাই অপরাধী। কমিউনিষ্টদের প্রতি আমাদের জবাব হল তাদের ভুল আচরণের জন্য তাদেরকে ঘৃণা করা উচিৎ নয় বরং এতে আমাদের আভ্যন্তরীন অবস্থা নতুনীকৃত করা উচিৎ। আমাদের মধ্য থেকে উদ্দীপ্ত বাক্যমালার নূরের ঝলকানি কমিউনিষ্টদের সবরকম মন্দতাকে বিনাশ করে দিবে। গ্রীক ভাষায় খোদা-র প্রতি শব্দ হল 'থিও' (theo) যে শব্দ থেকে এই theo শব্দের উদ্ভব হয়েছে তার অর্থ হল সাগ্রহে বলা উদ্দীপ্ত কথামালা।

জেলখানায় গ্যাফেন কূর তবলিগ অনেক বন্দীকে মসীহের কাছে এনে দিয়েছিল। যারা তাকে কষ্ট দিয়েছিল যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সেদিন পর্যন্ত তিনি তাদের বিরুদ্ধে একটি মন্দকথাও বলেননি।

*একজন শত্রু কি সম্মানের যোগ্য হতে পারে? হয়ত বা এই লাইন বরাবর চিন্তা করা কঠিন হতে পারে। নির্যাতিত জামাতের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, শত্রুগণও আমাদেরকে খোদার ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে নিয়ে আসার কাজে ব্যবহার হতে পারে। এই অর্থে আমাদের জীবনে শত্রুদের ভূমিকার জন্য আমরা তাদেরকে সম্মান করতে পারি। আমরা যদি আমাদের শত্রুদের গালাগালি করি, তাহলে হয়ত ইহা আমাদের জীবনে খোদার কোন বৃহত্তর পরিকল্পনার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন হতে পারে। শত্রুরা আপনার প্রতি যে আচরণ করেছে তার জন্য যদি আপনি তাদেরকে অভিশাপ দিতে ব্যস্ত থাকেন, তাহলে আপনি থেমে যান এবং খোদা আপনার জীবনে পরিস্থিতিটি কেন এনেছেন তা চিন্তা করুন। এর দ্বারা খোদা আপনাকে কোন কিছু শিক্ষা দেন খোদার জন্য সেই পথটা কি আপনি সহজ করছেন, নাকি কঠিন করছেন?*

# চীনঃ চীন দেশের ঈসায়ী ঈমানদারগণ

২০৫তম দিন

"যারা জেলখানায় আছে তাদের সঙ্গে যেন তোমরাও কয়েদী হয়েছ, আর যারা অত্যাচারিত হচ্ছে তাদের সঙ্গে যেন তোমরাও অত্যাচারিত হচ্ছ, এইভাবে তাদের কথা মনে কোরো।" (ইবরানী ১৩ঃ৩ আয়াত)

**চীন দেশের ঈসায়ী ঈমানদারগণের একটি দল চিঠিটি শুরু করেছিল এভাবেঃ "আমরা একটা গুজব শুনেছি যে, পশ্চিমা বিশ্বের লোকেরা বলতেছে যে, চীন দেশে ঈসায়ী ঈমানদারগণের উপর কোন নির্যাতন হচ্ছে না।"**

"এখানে একশতেরও বেশিজন ভ্রাতাকে কারাবন্দী করা হয়েছে এবং আঠার বছরের চেয়ে কম বয়সী অনেক ঈসায়ী কিশোর ও বালক-বালিকা পুলিশের শক্ত চাপের মুখে রয়েছে। তাদের কিছু সংখ্যককে সারের গর্তে ফেলে দেয়া হয়েছিল, অন্যদেরকে ইলেক্ট্রিক চাবুক দিয়ে এত বেশী প্রহার করা হয়েছিল যে, তারা দাঁড়াতে পারত না, তারা কেবল হামাগুড়ি দিয়ে চলাফেরা করত।

"অল্প কিছু সংখ্যক ইহা সহ্য করতে পারেনি। তারা পুলিশের কাছে তাদের সহকর্মী ঈসায়ীদের নাম ও ঠিকানা বলে দিয়েছে। তারপর তাদেরকে ধরে এনে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে অল্প কয়েকজনকে তাদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত পরিমান প্রমাণ না পাওয়ায় ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

"নির্যাতন আমাদের জন্য স্বাভাবিক হয়ে গেছে। অনেক ঘটনায় জেরা করার পর আমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়। তারপর আমরা আমাদের মূল জায়গায় চলে যাই এবং তবলিগ করা শুরু করি। কিছু সংখ্যক কিশোর-কিশোরী সার্বক্ষণিক দ্বীনি খেদমতে নিজেদেরকে খোদার নিকট উৎসর্গ করতে চায়। তাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা ঈসায়ী মোবাল্লিগ হিসাবে এই বিপজ্জনক ফ্যাশনকে বেছে নিয়ে সমগ্র জীবন কাটাতে ইচ্ছুক। আমরা দেখি এই ঈসা মসীহের সুসমাচার তবলিগ করার পর আমাদেরকে জাতিচ্যুত করা হয়।

আমরা ঈসা মসীহের সুসমাচার তবলিগের কাজে বিরাট মূল্য পরিশোধ করেছি-- অনেক রক্ত ও ঘাম ঝরিয়েছি। অনেক অশ্রুপাত করেছি। অনেক জীবন দিয়েছি।

*চীনে ঈসায়ীদের উপর নির্যাতন শেষ হয়েছে, এই গুজবটি নিশ্চিতভাবে মিথ্যা। আসলে এই গুজবটি ছড়ানো হয়েছিল, যাতে ঈসায়ীদের যা প্রয়োজন অর্থাৎ মুনাজাত এবং অন্যান্য পার্থিব ও আধ্যাত্মিক সাহায্য তা যেন বাইরের দেশ থেকে আসা-টা প্রতিহত করা যায় সেজন্য এই গুজবটাকে নির্যাতনকারীর একটা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। যদিও ইহা পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারবে না, তবু আমরা সত্যকে গোপন করবনা অথবা অস্বীকার করব না। ধর্মীয় বাঁধা নিষেধ আরোপিত দেশগুলোতে আমাদের ঈসায়ী ভাই-বোনেরা এখনো নির্যাতিত হচ্ছে। ইহা জেনে আপনার প্রতিক্রিয়া কি? আপনি তাদের জন্য মুনাজাত করবেন? সেবা করবেন? তাদেরকে কোন কিছু দিবেন? আপনার প্রতিক্রিয়ার জন্য কিছুটা সময় কি আপনি চিন্তা করে ও মুনাজাত করে কাটাবেন?*

# রো ম ঃ ট লে মী

২০৬তম দিন

"তোমরা দুনিয়ার লবণ, কিন্তু যদি লবণের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় তবে কেমন করে তা আবার নোনতা করা যাবে? সেই লবণ আর কোন কাজে লাগে না। তা কেবল বাইরে ফেলে দেবার ও লোকের পায়ে মাড়াবার উপযুক্ত হয়।" (মথি ৫ঃ১৩ আয়াত)

**তিনবার প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করা হলঃ "আপনি কি একজন ঈসায়ী?" তিনবারেই প্রশ্নটার উত্তর ছিল 'হ্যাঁ'। তিনি ঈসায়ী শহীদ হয়েছিলেন। ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে রোমান শাসক আরবিকাস ঈসায়ীদের একটুও সহ্য করতে পারতেন না।**

নাজাত একমাত্র ঈসা মসীহের মধ্যদিয়ে আসে, এই শিক্ষা প্রচারের অভিযোগে টলেমীকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। সে সময়ের প্রতারণা পূর্ণ দর্শন এবং নাস্তিকতাবাদ-কে তিনি ঘৃণা করতেন। সুতরাং যখন আরবিকাস টলেমী-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি ঈসায়ী কিনা, তখন এর জবাবে টলেমী মিথ্যা কথা বলতে পারেননি। সেদিন তাকে ধার্মীকতার পক্ষে দাঁড়াতে হয়েছিল এবং সাহসীকতার সাথে জবাব দিতে হয়েছিল 'হ্যাঁ'। কারণ এই পরিচয়ের কারণে তাকে অনেকবার শৃংখলিত হতে হয়েছে এবং প্রহারিত হতে হয়েছে।

আবার তাকে আরবিকাসের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হল। এবারও তাকে কেবল একটা প্রশ্ন করা হলঃ "আপনি কি একজন ঈসায়ী?"। টলেমী আবার জবাব দিলেন 'হ্যাঁ'। আসলে যন্ত্রণা এবং দুঃখকষ্ট বাস্তবতাকে পরিবর্তন করতে পারে না।

টলেমীর গ্রেফতারের সংবাদ শুনে একজন বয়স্ক লোক সম্রাট আরবিকাসের সম্মুখীন হলেন টলেমীর জন্য ওকালতি করতে। তিনি বললেনঃ "কেন আপনি এমন সুন্দর শিক্ষককে গ্রেফতার করেছেন? এতে সম্রাটের কি ফায়দা হবে? তিনি তো কোন আইন অমান্য করেন নি। তিনি কেবল ঈসায়ী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন।"

লোকটার ওকালতি দ্বারা কৌতুহলী হয়ে টলেমী একটা ছোট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনিও কি একজন ঈসায়ী?" তারপর বয়স্ক লোকটা সাহস ও উৎসাহের সাথে জবাব দিলেনঃ "হ্যাঁ, আমিও ঈসায়ী।"

যদি এটা না হতো তাহলে অন্য আর একজন ব্যক্তি প্রতিবাদ করার জন্য রোমীয় শাসকের সামনে এসে দাঁড়াতেন এবং তাকেও এই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হতোঃ 'তুমিও কি একজন ঈসায়ী?'। এভাবে এই প্রশ্নের জবাব হ্যাঁ হওয়াতে খোদার তিন জন সন্তানকে হত্যা করা হল।

*কেবল একটা সাধারণ প্রশ্নই যথেষ্ট----- 'আপনি কি একজন ঈসায়ী?' ইহা একটা সরাসরি প্রশ্ন। ইহা একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন। ইহা একটা সত্যের 'হ্যাঁ' অথবা 'না' পয়েন্ট। তাহলে উত্তরটার মধ্যে জটিল বিষয়টা কি? এতে ঈসায়ীদের জন্য উত্তর না দিতে পারার সমস্যা নেই। আসল সমস্যাটা হল, অন্যরা আমাদেরকে প্রায়ই এই প্রশ্নটা পর্যাপ্ত পরিমানে করে না। আমরা অন্যদের থেকে এতটা বেশী পার্থক্যসূচক পথে জীবন যাপন করি না, যাতে কেহ আমাদের জীবন যাপনের পার্থক্য বিষয়ে প্রশ্ন করার কথা চিন্তা করতে পারে। ইহাই সত্যিকার সমস্যা। যখন আপনার জীবন যাপনের প্রণালী আপনার কার্যক্ষেত্রের সহকর্মীর অথবা আপনার প্রতিবেশীর অন্তরে ইর্ষার উদ্রেক করবে, তখন আপনার ঈমান সম্বন্ধে তাদের অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার জন্য এই বিষয়টাই কি যথেষ্ট নয়? আপনি এ প্রশ্নের জবাব জানেন। তাই এমনভাবে জীবন যাপন করুন যাতে অন্যেরা আপনার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।*

# রোমানিয়া ঃ হেই মোভিসি

২০৭তম দিন

"তোমরা প্রভুর কাজে লেগে থাক। তোমাদের সামনে যে আশা রয়েছে তার জন্য আনন্দ কর। দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধর। অনবরত মুনাজাত কর।" (রোমীয় ১২ঃ১২ আয়াত)

**যারা অন্ধকারের মধ্যে ঈসা মসীহের জ্যোতি আনয়ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছিলেন, রোমানিয়ার সেই সব ঈসায়ীদের ঠান্ডা, অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে এনে জড়ো করা হয়েছিল। জেলে বন্দী দলের মধ্যে একজন ছিলেন ইহুদী থেকে ধর্মান্তরিত ঈসায়ী। তার নাম ছিল মিলান হেই মোভিসি।**

একদিন মিলান জেলখানার অন্য একটা কক্ষের একজন কয়েদির সাথে আলোচনা শুরু করলেন, তিনি ছিলেন একজন মস্তবড় বিজ্ঞানী কিন্তু কোন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। মিলান এই অধ্যাপক বিজ্ঞানীর মত সমপর্যায়ের জ্ঞান বা বুদ্ধিমত্তা এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন না, তবু তিনি তাকে ঈসা মসীহের বিষয়ে বলেছিলেন। তার কথা শুনে অধ্যাপক মিলানকে তিরস্কার করলেনঃ "তুমি একজন মিথ্যাবাদী। ঈসা দুই হাজার বছর পূর্বে এই দুনিয়া থেকে গত হয়েছেন। তাহলে তুমি কিভাবে বল যে, তুমি তার সাথে কথা বল এবং তার সাথে হাঁটাহাঁটি কর?"

মিলান জবাব দিলেন, "ইহা সত্য যে, তিনি দুই হাজার বছর পূর্বে মারা গেছেন, কিন্তু তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন এবং এখন পর্যন্ত জীবিত আছেন।"

তারপর প্রফেসর তাকে চ্যালেঞ্জ করলেন, "ভাল, তুমি বলছ যে, তিনি তোমার সাথে চলাফেরা করেন, তাহলে বল তাঁর মুখমন্ডলের হাব ভাব কেমন এবং তার অভিব্যক্তি কি রকম?"

মিলান জবাব দিলেনঃ 'মাঝে মাঝে তিনি আমার প্রতি প্রসন্নতার দৃষ্টিতে তাকান। অধ্যাপক বললেনঃ 'একই রকম মিথ্যা কথা।' মিলানের কথা শুনে অধ্যাপক হাসলেন। তারপর বললেনঃ 'তাহলে আমাকে দেখাও তো তিনি কেমন প্রসন্নতার হাসি হাসেন?' মিলান আনন্দের সাথে সম্মত হলেন। মিলান ছিলেন ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী, তার শরীরে ছিল কেবল হাঁড় এবং চামড়া। তার চোখের চারপাশে কালোবৃত্তের মত দাগ পড়ে গিয়েছিল। জেলখানার অত্যাচারে তার সব দাঁত হারিয়েছিলেন। তার পরনে ছিল কয়েদীর পোষাক কিন্তু তার ঠোঁটে এক পরম প্রসন্নতার হাসির জ্যোতি ফুটে উঠল। তার ময়লা মুখমন্ডল স্বর্গীয় আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার সারা মুখ মন্ডল জুড়ে কি পরম শান্তি! কি পরম পরিতৃপ্তি! কি পরম আনন্দ!----- তা দেখে অধ্যাপক বিস্ময়াভিভূত হয়ে পরলেন। এই নাস্তিক অধ্যাপক শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন এবং স্বীকার করলেন, "জনাব, আপনি আমাকে সত্যি ঈসা-মসীহ্‌কে দেখিয়ে দিলেন।"

*একটি প্রসন্নতার হাসি হল আত্মবিশ্বাসের, শান্তির এবং পরিতৃপ্তির একটা অভিব্যক্তি। দুঃখ-কষ্টের এবং তীব্র যন্ত্রণা ভোগকালীন সময়ের একটা প্রসন্নতার হাসি খোদা তা'য়ালার অতি প্রকৃত উপস্থিতির দৃশ্যপট তুলে ধরতে পারে। যদি ঈসা মসীহ্ খোদা তা'য়ালার নিজ পুত্র হন এবং সত্যিকারভাবেই যদি আমাদের অন্তরে বাস করে থাকেন, তাহলে আমাদের মুখমন্ডলে এই শুভ সংবাদের বার্তা ধারণকারী জ্যোতির উপস্থিতি থাকতে হবে। আপনার মুখমন্ডলের হাবভাব কি খোদার সাথে আপনার সম্পর্কের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে? রাস্তায় আপনার পাশদিয়ে চলে যাওয়া পথচারীকে কি আপনি তবলিগ করেন?*

# ইহুদীয়া ঃ জে অসওয়াল্ড স্মিথ

২০৮তম দিন

"আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু আখেরী জীবন পায়" (ইউহোন্না ৩ঃ ১৬ আয়াত)

যখন আশপাশের শহরগুলো থেকে পাঁচ হাজার লোক তার অনুগামী হয়েছিলেন, তখন তিনি তাদের খাবার খাওয়াতে এক বিশেষ কৌশল ব্যবহার করেছিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল, সাহাবীগণ তার কাছে আসলেন এবং ভীড়ের লোকদেরকে রাতের জন্য ছেড়ে দিতে ঈসাকে অনুরোধ করলেন। ঈসার অন্য পরিকল্পনা ছিল। যাহোক, তিনি লোকদেরকে ঘাসের উপর সারিবদ্ধভাবে বসিয়ে দিলেন। যতটুকু খাবার ছিল তা গ্রহণ করার পর ঈসা খোদার শুকরিয়া জানালেন। অলৌকিভাবে খাবারে বরকত এল এবং সবাই পেট ভরে খাবার খেলেন। তারপরও খাবার বাড়তি থেকে গেল।

একজন মোবাল্লিগ এবং লেখক জে, অসওয়াল্ড স্মিথ এই বিষয়টার উপর একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন, "শিষ্যরা কি এক লাইনে খাবার দেয়ার পর আবার দ্বিতীয় বার সেই লাইনের লোকদের খাবার লাগবে কি না তা জিজ্ঞাসা করতে ফিরে এসেছিলেন? নাকি লোকদেরকে একবারই খাবার দেয়া হয়েছিল?"

'না'। তারা যদি প্রথম সারিতে ফিরে যেত, পিছনের সারির লোকেরা তাহলে এর প্রতিবাদ করত। তারা হয়ত বলতে থাকত, 'আমাদের সারিতে ফিরে আস, আমাদেরকে দ্বিতীয় বার সাহায্য কর' এবং এতে হয়ত সঠিক হতো।

আমরা ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে আলোচনা করি এখনও অনেকে ঈসার প্রথম আগমণ সম্বন্ধেই শুনে নি। একটা প্রশ্ন হতে পারে, যে একবার ঈসা মসীহের ইঞ্জিলের কথা শুনেছে তার দ্বিতীয়বার কেন এই সুসমাচার শুনা উচিৎ? যে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানো হয়েছিল, তাদের একজনও দ্বিতীয়বার খাবার পাননি। প্রত্যেক ব্যক্তি যারা প্রথমের খাবার পেয়েছেন, তাদের দ্বিতীয়বার খাবার প্রয়োজন হয়নি, কারণ সে খাবারই আর্শীবাদ প্রাপ্ত হয়ে উঠেছিল।

*যে এলাকায় এখন পর্যন্ত কোন ঈসায়ী ধর্মপ্রচারের পা পড়েনি, অনেক ঈসায়ী-ই সেখানে তবলিগ করতে যেতে ভয় পান। তথাপি ঈসা ঈমানদারগণকে হুকুম করেছেন 'সমগ্র জগতে' গমণ করতে এবং যেখানে ঈসা মসীহের নাম উচ্চারিত হয়নি, তবলিগ করার জন্য সেই সব নতুন জায়গাকে খুঁজে বের করতে আদেশ করেছেন। কেন অধিকাংশ লোকজন যারা ইতোমধ্যে মসীহের সুসমাচার শুনেছে কেবল তাদের কাছে তবলিগ করতে উদ্যোগী হয় এবং এজন্য অর্থ সম্পদ ব্যয় করার পরিকল্পনা নেয়? আসলে কিছু কিছু দেশ অতিরিক্ত জামাতে ভারাক্রান্ত, অপরপক্ষে পৃথিবীতে এমন কিছু দেশও আছে যেখানে ঈসাতে ঈমানদার ভ্রাতা-ভগ্নীরা এক কপি অনুদিত বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দস পেতে তীব্র আকাঙ্খী, আমাদের ভাবতে হবে তাদের কাছে সুসমাচার পৌঁছে দিতে কঠিন চ্যালেঞ্জকে কেন আমরা গ্রহণ করি না?*

# ইংল্যান্ড ঃ বিল এবং জন

২০৯তম দিন

"তাহলে দেখা যায়, আল্লাহ্‌র কালাম শুনবার ফলেই ঈমান আসে, আর মসীহের বিষয় তবলিগের মধ্য দিয়ে সেই কালাম শুনতে পাওয়া যায়।" ( রোমীয় ১০ঃ১৭ আয়াত)

**বিল এবং জন দক্ষিণ ইংল্যান্ডে সমুদ্র বন্দরের কাছাকাছি ছিলেন। তখন তারা দেখেছিলেন যে, জাহাজের পশ্চাদভাগে রোমানিয়ার পতাকা ঝুলতেছে। কমিউনিষ্টদের শাসনাধীনে তখন রোমানিয়ার কঠিন অবস্থা ছিল।**

সামান্য আলাপ আলোচনার দ্বারাই তারা তাদের সামনের তবলিগী ক্ষেত্রকে চিনে নিলেন। তাদের বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দসের ব্যাগটা খুললেন এবং জাহাজের ভিতরে প্রবেশ করলেন। তারা মেস কক্ষের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে জাহাজের সর্বশুদ্ধ পয়ত্রিশ জন মানুষ একত্রে ছিলেন। বিল এবং জন ব্যাখ্যা করে বললেন, তারা কেন এসেছে এবং রোমানিয়ান ভাষায় অনুদিত বাইবেল তাদের কাছে তুলে দিলেন। জাহাজের ক্রু-গণ এদিকে মনোযোগ দিলেন। তাদের অধিকাংশই এর পূর্বে কখনো খোদা এবং তার পুত্রের বিষয়ে শুনেননি।

কিতাবুল মোকাদ্দসগুলো বিতরণ করতে করতে বিল এবং জনের হাতে যখন আর পর্যাপ্ত কিতাবুল মোকাদ্দস রইল না, তখন দুইজন বলিষ্টগড়ন দীর্ঘদেহী নাবিক বিলের হাত ধরে তাদের পাশের চেয়ারে বসাল। ভাংগা ভাংগা ইংরেজিতে তারা যা বুঝাতে চাইল, তার অর্থ হল, জনকে ফিরে গিয়ে আরো কিতাবুল মোকাদ্দস নিয়ে আসতে হবে এবং জন কিতাবুল মোকাদ্দস নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত বিলকে তাদের সাথে থাকতে হবে।

এটা কিতাবুল মোকাদ্দসের জন্য এক আতিথীয়তা----- জন ভেবে পেলেন না, হাসবেন নাকি কাঁদবেন----- কিন্তু কেবল একটাই পথ ছিল, জনের কিতাবুল মোকাদ্দেস নিয়ে ফিরে আসাটাই তাদেরকে নিশ্চয়তা দিতে পারে। একটা কমিউনিষ্ট দেশ প্রতিশ্রুতি ভংগের ঘটনায় পূর্ন, তারা কাউকে বিশ্বাস করতে পারত না।

জন দ্রুত তার অফিসে চলে গেলেন এবং তার ব্যগে রোমানিয়ান ভাষায় অনুদিত কিতাবুল মোকাদ্দস ভরে নিলেন। এক ঘন্টার মধ্যে তিনি জাহাজে ফিরে গেলেন। সেখানে জাহাজের ক্রু গণ কৃতজ্ঞতার সাথে কিতাবুল মোকাদ্দসগুলো গ্রহণ করলেন এবং তাদের অতিথিকে মুক্ত করে দিলেন।

*খোদার কালামের বিস্তার ঘটান, যা ঈসা মসীহ্‌ তার সুসমাচারের বার্তায় বলেছিলেন। আমরা যেভাবেই পারি, আমরা যেখানেই যাইনা কেন, আমরা অবশ্যই ঈসা মসীহের বাণী বিস্তারের বাণিজ্য করব। এই প্রেক্ষিতে মসীহের সাথে আমাদের অঙ্গীকার আমাদেরকে হয়ত জাহাজের ডেকে নিয়ে যাবে অথবা আমাদের পাশের বাড়ির খাবার টেবিলে নিয়ে যাবে। প্রত্যেক পথেই যারা আধ্যাত্মিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাদের মাঝে খোদার কালাম সহভাগিতা করতে আমাদেরকে অবশ্যই প্রস্তুত হতে হবে। ঈসা মসীহ্‌ সম্বন্ধে খোদার কালাম লাভ করতে কি আপনি তাড়িত হয়েছেন? আপনাকে যে দ্বীনি খেদমতের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে, তার সময়ের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কি আপনি সচেতন হবেন? আপনার কাজটা অন্য কেউ করবে, ইহা ভেবে আর একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট করবেন না। নিজেকে প্রশ্ন করুন, মসীহের মঙ্গল সমাচার বিস্তার করতে আজকের দিনে আপনি কি করতে চান?*

২১০তম দিন

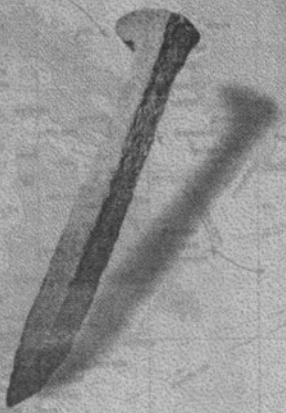

আমরা সুদানের সরকারের জন্য মুনাজাত করি, তাছাড়া এর জন্য আমরা খোদার শোক্‌রিয়াও জানাই। সুদানের রাজনীতি এবং ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য শোকরিয়া----- সন্ত্রাস, হুমকি, জেলখানায় ঈসায়ীদের বন্দীকরণ----- এতসব সত্ত্বেও লক্ষ্য করুন কিভাবে ঈসায়ী জামাত বৃদ্ধি পেয়েছে। লক্ষ্য করুন ইহার মধ্যেও, এখানে খোদা আমাদের কি করার অনুমোদন দান করেছেন। লক্ষ্য করুন কত জন ঈসা মসীহের দিকে ফিরে আসতেছে।

-একজন সুদানীয় ঈসায়ী

# চীনঃ কে টি লি

২১১তম দিন

"আমার এই বিশ্বাস আছে, তোমাদের দিলে যিনি ভাল কাজ করতে শুরু করেছেন তিনি মসীহ্ ঈসার আসবার দিন পর্যন্ত তা চালিয়ে নিয়ে শেষ করবেন।" (ফিলিপীয় ১ঃ৬ আয়াত)

**পরিদর্শক গোপনে চুপি চুপি বয়স্ক চীনা মহিলার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। তারা একটা পর্দার আড়ালে আশ্রয় নিলেন এবং মাটির নীচ দিয়ে একশ গজ দীর্ঘ একটা সুড়ঙ্গের ভিতর হামাগুড়ি দিয়ে গেলেন যার শেষ মাথায় দুইটি গুহার মত ঘর রয়েছে।**

ঘর দুইটির একটিতে উনিশ বছরের কে টি লি নামের একটি মেয়ে পুরানো আমলের একটি প্রেস চালাত। এই গুহার ভেতর সে একটানা মাসভর কাজ করত। এখানে বেআইনী বই এবং ঈসায়ী তবলিগের সহায়ক লিফলেট ছাপানোর কাজ করত। যদি প্রকাশ হয়ে পড়ত, তখন সে নিজের সত্যিকার পরিচয় প্রকাশ করতে সক্ষম হতো না।

কিন্তু যখন অত্যধিক বই এবং লিফলেট ছাপা হয়ে গেল, তখন গোয়েন্দা বিভাগ (PBS) সন্দেহ পোষণ করল এবং গ্রামবাসীদের জেরা করতে থাকল। যারা এই প্রেসের সম্বন্ধে জানত, তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে সহযোগিতা করত।

অবশেষে PBS (পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরো) ডিনামাইট ব্যবহার করা শুরু করল এবং প্রত্যেক বাড়িকে উচ্ছিন্ন করে দিল। শেষ পর্যায়ে বয়স্ক মহিলার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। কাঙ্খিত গুহাটি আবিস্কার হল এবং অবৈধ প্রেসটা বাজেয়াপ্ত করা হল। কর্মীরা পূর্বেই অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে গিয়েছিল।

আজ পর্যন্ত কে টি লি এবং অন্যান্য কর্মীরা গুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। যদি তাদের খোঁজ পাওয়া যায়, তাহলে তাদেরকে সরাসরি জেলে যেতে হবে এবং ফাঁসী হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তারা কখনো তাদের বন্ধুদেরকে দেখতে পারে না, এমনকি তাদের পরিবারের লোকজনের দেখা পায় না। কিন্তু কে টি লি-র কাজ এবং মুদ্রিত পুস্তকাদি দ্বারা তবলিগী কার্যক্রম গোপনে সচল রয়েছে।

এই কার্যক্রম হয়ত মাঝপথে বাঁধাগ্রস্থ হতে পারে। ইহা হয়ত অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। ইহা হয়ত সাময়িকভাবে বরখাস্ত হতে পারে, কিন্তু খোদার রাজ্য বিরামহীন ভাবে উন্নতির দিকে ধাবিত হবে। ইহাকে কিছুতেই থামানো যাবে না। যখন ঈসা মসীহ্ তাঁর সাহাবীদের উপর তার কার্যভার ন্যস্ত করেন, তখন একটা উদ্দীপনার মধ্যে তাঁর রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। সেই দিন থেকে যারা তাঁর রাজ্যে যুক্ত হচ্ছে, তারা শত্রুদের বিরোধীতা সত্ত্বেও পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতায় তাদের বৃদ্ধি পাওয়া অব্যাহত রেখেছে।

*নিশ্চয়ই অনেকেই তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈসা মসীহের সুসমাচার বিস্তারকে স্তব্ধ করে দিতে প্রলুব্ধ হয়েছে, কিন্তু তারা সকলেই ব্যর্থ হয়েছে। আপনি কি আপনার জামাতে দ্বীনি খেদমতের কার্যক্রমে বাঁধাগ্রস্থ হয়েছেন? আপনি কি তখন চিন্তা করেছেন এই সাময়িক অবস্থা অদৃশ্য পরিস্থিতির দ্বারা খোদার রহমতে পাল্টে যাবে? স্মরণ করুন, খোদা আপনাকে এখানে শেষ করে দেননি। ঈসা মসীহের সুসমাচার বিস্তার কাজে আপনার অন্তরভুক্তির অবস্থাটা আপনি যতদিন মসীহের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন, ততদিন বহমান থাকবে।*

# দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াঃ এইচ মং ঈসায়ীগণ

২১২তম দিন

**"তারা একজন ঈসায়ী ঈমানদারের মুখের ভিতরে একটা লম্বা ছুরি ঢুকিয়ে দিল এবং অন্য জনের গলার ভিতর টগবগে গরম পানি ঢেলে দিল। একটা পুরো পরিবারকে ধ্বংস করা হয়েছিল।**

"এই সব পরীক্ষা আসে যেন তোমাদের ঈমান খাঁটি বলে প্রমাণিত হয়, আর তার ফলে ঈসা মসীহ্ প্রকাশিত হবার সময়ে তোমরা প্রশংসা, গৌরব ও সম্মান পাও। যে সোনা ক্ষয় হয়ে যাবে তাকেও আগুনে খাঁটি করে নেওয়া হয়; কিন্তু তোমাদের ঈমানের দাম তো সেই সোনার চেয়ে আরও বেশী।" (১ম পিতর ১ঃ৭ আয়াত)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এইচ মং উপজাতি ঈসায়ীরা ভিডিও টেপে তাদের সাক্ষাৎকার দিতে সম্মত হয়েছিলেন। তারা পশ্চিমা দুনিয়ার ঈসায়ীদের উৎসাহ দিতে চেয়েছিলেন।

একজন এইচ মং উপজাতী ঈসায়ী বলেছিলেনঃ "কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষ হুমকীর মুখে পড়েছে, কারণ অনেক এইচ মং উপজাতির লোক ঈসায়ী হয়ে গেছেন। তারা পূর্বে ঈসায়ীদের জোরপূর্ব্বক তাদের মন্দ আত্মার উপাসনার দিকে ফিরিয়ে নিতে প্রহার করত। স্থানীয় পুলিশ আমাদেরকে ঈসায়ী হতে বারণ করত। তারা আমাদেরকে জেলের ভয়, এমনকি মৃত্যু ভয় পর্যন্ত দেখাত।" একজন মহিলা এর সাথে যোগ করে আরো বললেন, "কিন্তু ঈসা মসীহের জন্য যদি আমাদের মৃত্যু বরণ করতে হয়, তাহলেও আমরা রাজি।"

এই ঈমানদারগণ নিজেদেরকে যেকোন রকম বিপদের মধ্যে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করতে ইচ্ছুক, যাতে জগতবাসী জানতে পারে যে, নির্যাতনের মুখেও তারা দৃঢ় মনোবল ও শক্তিতে দাঁড়িয়েছিলেন। এইচ মং উপজাতিরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতি এবং তারা ঈসা মসীহে সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি প্রাপ্ত ঈসায়ী এবং এরাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত জনগোষ্ঠি।

অন্য একজন মহিলা বলেছিলেনঃ "আমরা এখন পর্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছি এজন্য খোদাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি বিশ্বাস করি যে, নির্যাতন ও কষ্টভোগ আমাদের কেবল ঈসা মসীহের প্রতি আমাদের ঈমানের পরীক্ষা। ইহা আমাদের জন্য সত্যিকার ঐশ্বর্য নিয়ে আসে। ইহা স্বর্ণ এবং রৌপ্য নিয়ে আসে। আমাদের আর কিছু দরকার সেই। আমাদের জন্য কেবল দোয়া করুন, যাতে আমরা শেষ পর্যন্ত প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি।"

*ইস্পাতকে শক্ত করা হয় একটা তাপ দেয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে----- প্রথমে চরমমাত্রার তাপ দেওয়া হয়, তারপর আকৃতি দান করার জন্য পিটানো এবং ঠান্ডা করা হয়। এই প্রক্রিয়াটায় বারবার উত্তপ্তকরণ এবং পিটানোতে ধাতু থেকে আশোধিত অংশ বের হয়ে যায় এবং তারপর ঠান্ডা করা হয়, যাতে তা ব্যবহার করা যায়। এইভাবে তাপ দেওয়ার এই প্রক্রিয়ায় আমাদের ঈমান শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টান্তের মত অন্যদের ঘৃণা দ্বারা আমরা উত্তপ্ত হই, নির্যাতন দ্বারা তপ্ত ধাতুর মত আমাদের পিটানো হয় এবং খোদার উপস্থিতির পুনঃনিশ্চয়তা দ্বারা আমরা ঠান্ডা হই, আমাদের ভেতরের ময়লা দূরিভূত এবং আমাদের ঈমান শক্তিশালী হয়। আপনি কি আপনার জীবনের উত্তপ্তকরণ প্রক্রিয়াকে সনাক্ত করতে পেরেছেন? আপনি এই প্রক্রিয়ার কোন অংশকে বাঁধা দেবেন না। এইচ মং উপজাতীর ভ্রাতা-ভগ্নিদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আপনার শত্রুরা বুঝতেই পারবে না, আপনার প্রতি তাদের ঘৃণার জন্য আপনি আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন।*

# পশ্চিম ইউরোপ ঃ মিহাই

২১৩তম দিন

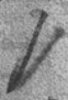

"কিন্তু এই ধন মাটির পাত্রে রাখা হয়েছে, আর আমরাই সেই মাটির পাত্র। মাটির পাত্রে তা রাখা হয়েছে যেন লোকে বুঝতে পারে যে, এই অসাধারণ মহাশক্তি আমাদের নিজেদের কাছ থেকে আসে নি বরং আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে।" (২য় করিন্থীয় ৪ঃ৭ আয়াত)

মিহাই-এর Volks wagen ভ্যান আস্তে আস্তে সীমান্তের চেকপয়েন্টের নিকটবর্তী হল। তিনি উদ্বিগ্নতার সাথে ফিস ফিস করে একটা সংক্ষিপ্ত মুনাজাত সেরে নিলেন "প্রিয় ঈসা, সীমান্ত রক্ষীদের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হওয়া থেকে, সন্ধান পাওয়া থেকে তোমার বাক্যকে রক্ষা কর।"

রক্ষীগণ কঠোরভাবে তাকে ভ্যান থেকে নেমে আসতে হুকুম করল এবং তাদের তালিকাভূক্ত প্রশ্নগুলো মিহাইকে জিজ্ঞাসা করতে থাকল 'আমাদের দেশে কি বয়ে আনছ?' 'তুমি কি এখানে অন্য কারো সাথে দেখা করতে এসেছ?' 'তোমার সাথে কি কোন বন্দুক বা আগ্নেয়াস্ত্র আছে?'

মিহাই সতর্কতার সাথে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিলেন, কিন্তু তার হৃদপিন্ড যখন প্রচন্ড আবেগের সাথে স্পন্দিত হচ্ছিল, একজন রক্ষী মিহাই-এর গাড়ির প্রত্যেকটি সীটের নিচে লক্ষ্য করতেছিল। মিহাই তখন উদ্বিগ্নের সাথে অপলক তাকিয়েছিলেন। অবশেষে মিহাইয়ের উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে সীমান্ত রক্ষীগণ তাকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার অনুমতি দান করল। গাড়িতে মিহাই-এর মূল্যবান দ্রব্যগুলো (অর্থাৎ কিতাবুল মোকাদ্দস) সফলতার সাথে সীমান্ত রক্ষীদের দৃষ্টির আড়ালে রক্ষিত থাকল এবং দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের সুযোগ পেল।

সারা বছর ধরে এই তরুণ সাহসী বার্তাবাহক পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে ঈসায়ী তবলিগের কিতাব এবং কিতাবুল মোকাদ্দস চোরাচালান করেছে। তার গোপন পরিবহন গাড়ি কখনো রাষ্ট্রের গোয়েন্দা দফতর খোঁজ করতে পারেনি। মিহাই ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু তার অসাধারণ দর্শনটা ছিল পুরোপুরি একটা চ্যালেঞ্জ। তার কোন পা ছিল না ওরা মিহাইয়ের পা দুটো কেটে ফেলেছিল, কিন্তু দ্বীনি খেদমতের কাজে তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং কোন কিছুই তার এই দ্বীনি খেদমতের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারেনি।

ঈসা মসীহের রাসুল পৌলের মত মিহাই জানতেন যে, মসীহের শক্তি ও ক্ষমতা তার শারীরিক দুর্বলতার মধ্যে পূর্ণতা দান করবে। ধাতব পা ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়ার পর তিনি ধাতব পায়ের ভিতর খোলা অংশে তবলিগী প্রচারপত্র ভাঁজ করে ভরতেন তারপর আগ্রহের সাথে তার ভ্রমন শুরু করতেন।

*যখন খোদার দ্বীনের সেবা কার্যক্রমের সুযোগ আসে, তখন খোদা-ই হলেন একজন সুযোগের যোগান দাতা। একটা সৃষ্টিশীল কাজে খোদার একটা বৃহৎ পথে যোগদান করতে মিহাই তার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে জানতেন, প্রত্যেক সীমাবদ্ধতাই অতুলনীয় খোদা-ই-খেদমতের কাজে একটা সুযোগ হয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ পরিবার থেকে বিতাড়িত হওয়ার দুঃখদায়ক ঘটনা থেকে যারা আসে, এই একই রকম পরিস্থিতি থেকে যারা এসেছে তাদের মাঝে সেবা কার্যক্রম করতে পারে, যা অন্যরা পারে না।*

## তাজিকিস্তান ঃ

২১৪তম দিন

"আমরা সব সময় হযরত ঈসার মৃত্যু আমাদের শরীরে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি, যেন আমাদের শরীরের মধ্যে ঈসার জীবনও প্রকাশিত হয়। আমরা যারা বেঁচে আছি আমাদের সব সময়েই ঈসার জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, যেন আমাদের মৃত্যুর অধীন শরীরে ঈসার জীবনও প্রকাশিত হয়।" (২য় করিন্থীয় ৪ঃ১০-১১ আয়াত)

সেদিন ছিল রবিবার। তাজিকিস্তানের দাশানবে-এ সনমিন গীর্জার নিয়মিত উপাসক মণ্ডলী তাদের সাপ্তাহিক এবাদতের জন্য সমবেত হয়েছিল। যদিও তখন তাদের দেশটা কমিউনিষ্টদের অত্যাচার থেকে মুক্তছিল তবু উগ্রপন্থী মুসলিমগণ বিনা কারণে ঝগড়া বাঁধানোর মত ঈসায়ী জামাতের বিরোধীতা করত। এই বিরোধীতা একজন সন্ত্রাসী থেকে আর একজন সন্ত্রাসী এভাবে এই সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কর্তৃত্ব হাত বদল হতো।

পরিদর্শনকারী ইমাম কেবল মাত্র তার তা'লীম তরবীয়তি বয়ান গুটিয়ে নিয়েছেন এমন সময় জামাতের পিছনে বিস্ফোরণের উচ্চ শব্দ হল, বিল্ডিংটা কেঁপে উঠল। একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এক মুহূর্তে ঈমানদারগণ খোদা তা'য়ালার উপাসনা থেকে চলে গেলেন। জীবন বাঁচাতে পাগলের মত দৌঁড়াতে থাকলেন। তারা পালাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাদের পালিয়ে যাওয়ার রাস্তায় আর একটি বোমা বিস্ফোরিত হল। যে স্থানকে একসময় পবিত্র স্থান বলা হতো, সেই জামাতের সব জায়গাতে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ এবং রক্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রইল।

একজন বয়স্ক মহিলা মেঝেতে পড়েছিলেন, তিনি মারা যান নি, কিন্তু নড়তে পারছিলেন না। যে বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দস তিনি এবাদতের সময় পড়তেন, সে বাইবেলটা তার পাশে পড়ে রয়েছে তারই রক্তে রঞ্জিত হয়ে। বাইবেলটা খোলা রয়েছে সেই পাতায়, যেখানে তিনি বোমা বিস্ফোরণের পূর্বে খুলে পড়েছিলেন এবং তিনটি আয়াতে লাল কালিতে বৃত্ত এঁকেছিলেন। কিতাবুল মোকাদ্দসের যে অংশটা খোলা ছিল তাহল ঃ

কিন্তু এই ধন, মাটির পাত্রে রাখা হয়েছে, আর আমরাই সেই মাটির পাত্র। মাটির পাত্রে তা রাখা হয়েছে যেন লোকে বুঝতে পারে যে, এই অসাধারণ মহাশক্তি আমাদের নিজেদের কাছ থেকে আসেনি বরং আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই এসেছে। সব দিক থেকেই আমাদের উপর চাপ পড়ছে, তবু আমরা ভেঙ্গে পড়ছি না। বুদ্ধি হারা হলেও আমরা সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়ছি না, অত্যাচারিত হলেও আল্লাহ্‌ আমাদের ত্যাগ করছেন না, মাটিতে আছড়ে ফেললেও আমরা ধ্বংস হচ্ছি না। (২য় করিন্থীয় ৪ঃ৭-৯ আয়াত)

*উগ্রপন্থী মুসলিমরা ভেবেছিল, নিস্পাপ লোকেরা তাদের দোষের কারণে নিঃশেষ হয়ে গেল কিন্তু ঈমানদারগণের মৃত্যু খোদার বিশ্বস্ততার সাক্ষ্যে, স্বর্গের অলঙ্কারের মত চকচক করে দ্যুতি ছড়ায়। শত্রুরা হয়ত বয়স্ক মহিলার শরীরটা ভেঙ্গে দিতে পেরেছিল------- এটাতো একটা "মাটির পাত্র"------- কিন্তু তার অভ্যন্তরের গুপ্তধন এই বোমা হামলার কয়েকদিন পরে প্রকাশিত হয়েছিল যখন তিনি মৃত্যুবরণ করে স্ব-মহিমায় স্বর্গে বা জান্নাতে উত্থিত হলেন। যে মৃত্যু আমাদের শত্রুদের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আসতে পারে তার আগেই আমরা অধিক সচেতন। মোটের উপর আমাদের শত্রুরা আমাদের উপর সবচেয়ে খারাপ যা করতে পারে, তাহল আমাদের এই পার্থিব দেহকে ধ্বংস করতে পারে। আপনার শারীরিক কাঠামোটাই আপনার প্রকৃত দেহ নয়। আজ এই কথায় সান্ত্বনা লাভ করুন যে, আপনার আত্মার গুপ্তধন শত্রুরা কিছুতেই স্পর্শ করতে পারবে না।*

# যুক্তরাষ্ট্রঃ রিচার্ড এবং সাবিনা ওয়ার্মব্রাণ্ড

২১৫তম দিন

"যারা আল্লাহ্‌র বান্দা নয় তাদের সঙ্গে বুদ্ধি ব্যবহার করে চলো এবং মসীহের বিষয়ে সাক্ষ্য দেবার প্রত্যেকটা সুযোগ কাজে লাগাও।" (কলসীয় ৪ঃ৫ আয়াত)

১৯৬৭ সালের শরৎকালের এক সুন্দর দিনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে তাদের নতুন বাড়িতে এ দম্পতিটি রান্নাঘরের টেবিলে তাদের পুরাতন টাইপ রাইটার মেশিনের সামনে বসলেন। খুব বেশী দিন হয়নি ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড আন্ডারগ্রাউন্ড জামাত-এ কাজ করার জন্য কমিউনিষ্টদের ঠান্ডা, অন্ধকার কারাগারে বন্দী জীবন কাটিয়েছেন। তার স্ত্রী সাবিনাকেও জেলখানায় বন্দী শ্রমিক শিবিরে জোরপূর্বক কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

খোদা তাদের যে বার্তা দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে এখন এই দম্পতি ধ্যান করেন। তারা বিশ্বজুড়ে কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে ঈসায়ীগণের নির্যাতনের মধ্যে কষ্টের পরীক্ষা ও ঈমানে বিজয়ী হওয়া ঈমানদারগণের অভিজ্ঞতার সহভাগীতা করতে চেয়েছিলেন। রোমানিয়ার গুপ্ত পুলিশ এই দম্পতিকে বর্হিবিশ্বে কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে কথা না বলতে ভীতি প্রদর্শন করেছিল কিন্তু এই ভীতি নির্যাতনকারীদের কণ্ঠস্বরকে বিশ্বের সামনে উত্থাপন করতে অনুপাণিত করেছিলেন। ইহা সেই কণ্ঠস্বর, যা মুক্ত দুনিয়ার ঈসায়ীগণ ভুলে গিয়েছিল অথবা উপেক্ষা করে আসছিল।

কথার স্রোত পাতায় পাতায় বয়ে চলল। তারা 'VOM' বা 'ঈসায়ী শহীদগণের কণ্ঠস্বর' নামক একটা পত্রিকা বের করলেন। তারা মাত্র একশ ডলার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং ঈসায়ীদের মধ্য হতে কয়েকশত লোকের ঠিকানা ছিল তাদের সম্বল যারা এ পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করতে আগ্রহী ছিল।

যে দর্শনটা ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড নিঃসঙ্গ জেলখানার কুঠরীতে বসে দেখেছিলেন আজ তা নির্যাতিত ঈসায়ী জামাত-এর সেবায় উৎসর্গিত হয়ে সংগঠন আকারে দুনিয়া জোড়া বিস্তৃতি লাভ করেছে। এক ডজনেরও বেশী ভাষায় প্রকাশিত হয়ে দুনিয়া জোড়া লক্ষ লক্ষ কপি বিতরণ করা হচ্ছে।

*কোন এক জায়গায় শুরু করুন। খোদার সেবা কাজের ধারণা যেখান থেকেই উঠে আসুক না কেন তা সব সময় কোন না কোন জায়গায় শুরু হবেই। মসীহের সেবা কার্যক্রম কোথায়, কখন, কিভাবে শুরু হল তাতে কিছু আসে যায় না। অনেকেই তাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়নের কাজ কোন এক জায়গা থেকে শুরু করার বদলে তাকে বিলম্বিত করে রাখে। আমরা আমাদের নিজেদের কথা বলে কোনদিন মসীহের সেবা কাজ করব, যখন শিশু বড় হয় তখন সে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে, তেমনি যখন আমাদের বেতন পরিশোধ করে দেয়া হয় তখন আমরা দশমাংশ দিতে সক্ষম হই। প্রত্যেক সময়ই আমরা বলি যে, আমরা অমুক কাজ শেষ করে খোদার কাজে হাত দেব----- এতে আমরা খোদার আহ্বানটা মিস করি। চিন্তা করে দেখুন, আপনাকে খোদা কি করতে আহ্বান করেছেন? যখন তিনি আহ্বান করেন তখন-ই কি খোদা তার বাস্তবায়ন চান না? খোদার আহ্বানে পূর্ণতা দান করার জন্য আপনি এখন কি করতেছেন?*

# গ্রী স ঃ তী ম থি

২১৬তম দিন

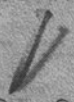

"কিন্তু তুমি যা শিখেছ এবং নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছ তাতে স্থির থাক, কারণ কাদের কাছ থেকে তুমি সেগুলো শিখেছ তা তো তুমি জান।" (২য় তীমথিয় ৩ঃ১৪ আয়াত)

**যদিও তীমথি কম বয়সী ছিলেন, তবু পৌল সকলের জন্য একটা দৃষ্টান্ত হতে তীমথিকে উৎসাহিত করেছিলেন। তীমথি প্রমান করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি এই শিক্ষাগুলো মেনে চলতে পেরেছিলেন।**

তীমথি লিস্ত্রা থেকে এসেছিলেন। পৌল তার প্রথম তবলিগি সফরে যে কয়টা শহর পরিভ্রমণ করেছিলেন ইহা হল তার একটা শহর। তীমথির বাবা ছিলেন গ্রীক এবং তার আম্মা এবং তার নানী ছিলেন ইহুদী থেকে ঈসায়ী। তিনি তীমথিকে গভীর ভাবে মসীহের প্রতি প্রভাবিত করেছিলেন। আসলে তীমথির একজন শক্তিশালী ঈমানদার হওয়ার সম্ভাবনাকে পৌল অবশ্য-ই লক্ষ্য করেছিলেন। যখন পৌল সীল এবং লূককে নিয়ে দ্বিতীয় তবলিগী সফরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তীমথি তাদের সাথে শরীক হলেন এবং মেসেডোনিয়াতে সফর করলেন।

রাসূল পৌল তীমথিকে তার ঈমানী পুত্র হিসাবে ভাবতেন। যখন ইফিষীয় জামাতে একজন আমীর প্রয়োজন পড়ল, তখন পৌল তীমথিকে সেখানে রেখে গেলেন শহরের লোকদেরকে শিক্ষা দিতে এবং ঈমানে উৎসাহ প্রদান করতে। তীমথি পৌলের জীবন এবং দ্বীনি কার্যক্রমের সহভাগীতা করেছিলেন। তিনি হয়ত রোম শহরে তার শিরচ্ছেদ হওয়া পর্যন্ত পৌলের সাথে ছিলেন। পৌল তাকে তার সাথে শেষ দেখা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

পৌলের মৃত্যুর পর তীমথি ইফিষীয়তে ফিরে এসেছিলেন সেখানের জামাত পরিচালনা করতে। তিনি মূর্তি পূজার প্রতি নিন্দা জানানো অব্যাহত রাখলেন। এতে ইফিষীয় শহরের লোকজন আত্মিকভাবে সমৃদ্ধ হলেন। রোমান সম্রাট ডোমিনিশিয়ান ঈসায়ীদের উপর দ্বিতীয়বার নির্যাতন চালু করলেন, মূর্তি পূজকগণ এতে উৎসাহিত হল। ৯৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তীমথিকে পাথর মেরে হত্যা করা হল।----- পৌল তাকে যেরকম হতে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তীমথি মৃত্যু পর্যন্ত সেরকম বিশ্বস্ত ছিলেন।

*একাকী ঈসায়ী জীবন যাপন করতে কেহ উৎসাহিতও হয় না, কেহ তা প্রত্যাশাও করে না। এরকম করা অসম্ভব। একই উপায়ে, যা পৌল তীমথির কাছে উল্লেখ করেছিলেন, সে অনুসারে আমাদেরকে পথ দেখাতে এবং ঈসা মসীহের জন্য একটা ভিন্নতা তৈরী করে আমাদের সম্ভাবনার মধ্যে ঈমান স্থাপন করতে আমাদের কোন একজনের প্রয়োজন। যারা আমাদের জামাতের, আমাদের সমাজের এবং আমাদের পরিবারের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিচালিত হয়, তাদের পর্যবেক্ষণ করে আমরা ঈমানে বেড়ে উঠি। কে আপনার ঈমানের দৃষ্টান্ত? কিভাবে মসীহের জন্য জীবন ধারণ করতে হবে তা শিক্ষা দেয়ার জন্য কে দায়িত্বশীল? তিনি হতে পারেন পরিবারের ঘনিষ্ট সদস্য, বন্ধু অথবা ধর্মীয় আলেম বা আপনার জামাতের ইমাম।*

২১৭তম দিন

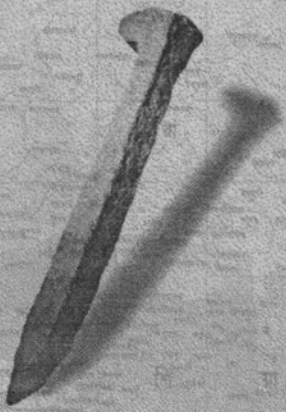

আমি সেই খোদাকে বিশ্বাস করতে এসেছি, যিনি তাঁর রাজ্যে প্রত্যেক প্রজন্মের প্রত্যেক অংশে শহীদত্বের অনুমোদন করেছেন। কারণ তাদের শহীদ হওয়ার ঘটনা ছাড়া ঈসা মসীহের মৃত্যুর বাস্তবতা নতুন প্রজন্মের ঈসায়ীদের কাছে ক্রমশঃ দুর্বোধ্য হয়ে উঠত------ যখন আমরা শহীদগণের অস্পষ্ট স্মৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যা মাঝে মাঝে প্রথম শতাব্দীর গলগাথার শহীদগণের কাফনে মোড়া স্মৃতির প্রদীপকে জ্বলতে নিষ্প্রভ করে দেয়, তখন আমরা দেখি আমাদের মাবুদ ঈসা মসীহ্‌কে পেরেক বিদ্ধ ক্রুশের উপর।

-মার্ক প্যালি।

# রোমানিয়াঃ একজন কারাবন্দী ইমাম

২১৮তম দিন

"সেইভাবে তোমরাও এখন দুঃখ-কষ্ট পাচ্ছ; কিন্তু আবার তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে, আর তখন তোমাদের মন আনন্দে ভরে উঠবে এবং সেই আনন্দ কেউ তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে না।" (ইউহোন্না ১৬ঃ২২ আয়াত)

"আপনি অন্যান্য ঈমানদারগণের মুখমণ্ডলে কিভাবে ঈসা মসীহকে দেখতে পান তা আশ্চর্যজনক। তাদের মুখমণ্ডল এক ধরণের জ্যোতির বিচ্ছুরণ করে। কমিউনিষ্টদের জেলখানা গুলোতে একজন ঈসায়ী ঈমানদারের মুখমণ্ডলের নূরের দ্যুতি ছড়াতে খোদার মহিমার জন্য ইহা সম্পূর্ণ রূপে একটা বড় অর্জন। জেলখানায় আমরা আমাদের মুখমণ্ডল ধৌত করতে পারি না। আমি তিন বছর ধরে মুখ ধুই না--- কিন্তু ময়লার শক্ত আবরণ ভেদ করে খোদার মহিমার জ্যোতির বিকিরণ হয় এবং তাদের মুখমণ্ডলে সব সময় বিজয়ের হাসি ফুটে ওঠে।"-একজন কারাবন্দী ইমাম উক্ত কথাগুলি লিখেছিলেন।

আমি অন্যান্য ঈসায়ীদেরকে চিনি, যারা কমিউনিষ্টদের জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমি নিজেও তাদের মত একজন। অনেক বার এরকম ঘটনা ঘটেছে যে, পথচারীরা আমাকে একটি প্রশ্ন করে আমার চলা থামিয়ে দিয়েছে।

ঃ "জনাব, আপনার মাঝে এ কি দেখেছি! আপনাকে দেখে খুবই খুশি খুশি মনে হচ্ছে। আপনার এই আনন্দের উৎস কোথায়?" আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আমার মুখমণ্ডলের এই আনন্দের নূর-টা এসেছে আমার নাজাতদাতা মাবুদ ঈসা মসীহের জন্য কমিউনিষ্টদের জেলখানায় অনেক বছর বন্দী থাকার মধ্যদিয়ে। তারা আমার এই উত্তরটা বুঝতে পারত না। কারণ তারা তাদের নিজ জীবনের কষ্টের অনুভূতির বাইরে কিছু চিন্তা করতে পারত না। ওরা রুহুল কুদ্দুসের আধ্যাত্মিক পথ চলা শিখেনি, খোদার উপস্থিতি টের পাওয়ার অভিজ্ঞতাও তাদের নেই। অনেকে হয়ত চিন্তা করত, "যদি তোমরা জানতে, আমি কি রকম জীবন ধারণ করে আছি--- একজন স্বামী, যে আমার সমালোচনা করে এবং আমাকে বেত্রাঘাত করে, একজন স্ত্রী যে জ্বালাতন করে এবং সন্তানগণ, যারা আমার হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছে।"

আপনার অন্তরে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও ঝড় রয়েছে। কিন্তু তাতে কি? ঈসা মসীহকে জানার আনন্দের সাথে কি এর তুলনা হতে পারে?

*ঈসা মসীহ্ যা দান করেন, তা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আমাদের উপর অবস্থিত রুহুল কুদ্দুস-এর উপস্থিতিতে তিনি আমাদেরকে আনন্দ দান করেন এবং যদিও আমাদের পরিস্থিতি গুলো নিষ্প্রভতা ও অন্ধকারকে বৃদ্ধি করে, তবু আমাদের আনন্দ জ্যোতি বিকিরণ করে। এমনকি কমিউনিষ্টদের জেলখানায় তিন বছর অন্ধকার নোংরা কক্ষে বন্দী থাকার অভিজ্ঞতাও ঈসায়ী আনন্দকে আড়াল করতে পারে না। আমাদের যাতনার জন্য আমরা আবশ্যকীয়ভাবে খুশি হই না। আমরা আমাদের দুঃখের জন্য আনন্দিত হই না। এটাই স্বাভাবিক। তথাপি এমন অবস্থায়ও আমাদের মধ্যে আনন্দ অবস্থান করে, কারণ আমাদের দুঃখের মধ্যেও ঈসা মসীহের উপস্থিতি রয়েছে। আপনি কি আপনার আনন্দের অনুভূতি হারিয়েছেন? আপনি উপলব্ধি করুন, কেহই আপনার কাছ থেকে আনন্দ কেড়ে নিতে পারবে না। ইহা যদি আপনার হাতছাড়া হয়ে যেতে থাকে, তাহলে এর কারণ হল, আপনি নিজেই ইচ্ছাকৃতভাবে পরিস্থিতির কাছে ইহাকে পরিত্যাগ করেছেন। আপনার আনন্দ পুনঃস্থাপনের জন্য আজই খোদার নিকট মোনাজাত করুন।*

## পাকিস্তান ঃ আসিফ

২১৯তম দিন

"আগে আমার কান তোমার বিষয় শুনেছে, কিন্তু এখন আমার চোখ তোমাকে দেখল।" (আইয়ুব ৪২ঃ৫ আয়াত)

পাকিস্তানের একটি রাস্তায় যখন আসিফকে একটি গাড়ি আঘাত করেছিল, তখন তার পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। ব্যথার মধ্যে তিনি তার পায়ের উপর একটা হাতের পরশ অনুভব করতেন। তার আরোগ্য লাভের জন্য ঈসা মসীহের কাছে একজন মহিলা মুনাজাত করতেছেন----- এমনটা শুনার জন্য তিনি চক্ষু তুলে তাকাতেন এবং অনুসন্ধান করতেন। আসিফ নিজের উপর রাগ করতে শুরু করলেন। কারণ, তিনি একজন মুসলিম। তারপর একটা অদ্ভুদ শক্তি তার শরীরের ভেতর দিয়ে বইতে শুরু করল। তার পা সোজা হয়ে গেল এবং ভাঙ্গা হাঁড় ঠিক জায়গা মত বসে গেল। এর ফলে তিনি দুর্ঘটনা স্থল থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরে এলেন।

যিনি তাকে সুস্থ্য করেছেন, সেই 'ঈসা' সম্পর্কে আরো জানার তীব্র আকাঙ্খা দেখে মহিলাটি তাকে যে কিতাবুল মোকাদ্দস দিয়েছিলেন তা থেকে তিনি ঈসা মসীহের আরো মোজেজার ঘটনা পড়লেন। আসিফ তার মসজিদের মৌলভী হুজুরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনারা কেন ঈসার সম্পর্কে কথা বলছেন? তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। তাঁর প্রতি আমার আগ্রহ না থাকাটা কেমন করে সম্ভব?" আসিফের কথায় মৌলভী অবজ্ঞায় নাক সিটকালেন।

তারপর মৌলভী এবং মসজিদের অন্যান্য মুসল্লিগণ আসিফকে একটি ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখলেন এবং তাকে বিষপান করতে বাধ্য করলেন। তারা একাজটি করলেন এই ভেবে যে, যদি ঈসা মসীহকে গ্রহণ করার পূর্বে আসিফ মারা যায় তাহলে হয়ত তিনি বেহেস্তে দাখিল হতে পারেন। তথাপি আসিফ জেগে উঠলেন এবং ঈসা মসীহকে চিৎকার করে ডেকে তাঁর সাহায্য যাচঞা করলেন।

হঠাৎ অন্ধকার কক্ষে একটা উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। আসিফ সাগ্রহে বলে উঠলেনঃ "আমার এই জীবনটা মাবুদ তোমারই জন্য। যতদিন আমি এই দুনিয়াতে থাকি, আমি তোমার কাজ করে যাব।"

তখন থেকে আসিফের পরিবার তাকে ত্যাজ্য করে দিল এবং তাকে বার বার মারপিট করতে থাকল। কারণ তিনি তার নতুন বন্ধু ঈসা মসীহের বিষয়ে লোকদেরকে তবলিগ করা থেকে বিরত হতে অস্বীকার করলেন।

*মাঝে মাঝে ঈমান আনার পূর্বেই আমাদের খোদার ক্ষমতার অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়। আসলে অনেক অবিশ্বাসী একটা ব্যক্তিগত অপ্রত্যাশিত রূহানী অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর চেয়ে বরং ধর্মীয় বাহাছ করেন। এইরকম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কেহ খন্ডন করতে পারে না। এই ক্ষেত্রে উক্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিই এক মাত্র অভিজ্ঞ। অপ্রত্যাশিত ভাবে খোদার সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতাটা হতে হয় তাঁর ক্ষমতা ও তাঁর উপস্থিতির অনুভবে। কিতাবুল মোকাদ্দস এমন অনেক অবিশ্বাসী লোকদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে যারা খোদার প্রতি ঈমান আনার পূর্বেই খোদার শক্তি সম্পর্কে জানার অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কেহ কেহ এই অভিজ্ঞতা লাভের জবাব দিয়েছিলেন খোদার উপাসনা করার দ্বারা। অন্যরা খোদার শক্তির প্রতিরোধ করার কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং এর ফল ভোগ করেছিলেন। খোদার সাথে একটা অভিজ্ঞতা লাভ করার পর প্রত্যেক উপায়ে একটা ব্যক্তি কখনো একরকম হয় না। ইহা এরকম, যেন খোদা একজন সন্দেহ ভাজন অন্তরকে নিশ্চয়তার সাথে বলেনঃ "আমি মওজুদ আছি আমি বাস্তব সত্তা। এই বাস্তবিকতাকে কাজে লাগাও।" চিন্তা করে দেখুন, খোদা কিভাবে আপনাকে দেখান যে, তিনি বাস্তবিকই আছেন? কার কার সাথে আপনি আপনার এই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন?*

# উত্তর কোরিয়াঃ VOM

২২০তম দিন

"পাক-কিতাবই প্রত্যেকটি কথা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ জীবনে গড়ে উঠবার জন্য দরকারী, যাতে আল্লাহ্‌র বান্দা সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হয়ে ভাল কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। (২য় তীমথিয় ৩ঃ১৬-১৭ আয়াত)

আনন্দ উত্তেজনার আতিশয্যে উত্তর কোরিয়ার বালিকাটি তার নানীকে বলে উঠলঃ "নানী দেখ আমি কি পেয়েছি!" মেয়েটি এমন কিছু ধরে আছে যা সে কোনদিন দেখেনি। নানী বয়সের ভারে ঝাপসা হয়ে যাওয়া দৃষ্টিতে মেয়েটির হাতের বস্তুগুলির দিকে তাকালেন, কিন্তু বিস্তারিতভাবে বুঝতে পারলেন না। তাই তিনি মেয়েটির মাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তাড়াতাড়ি এসো তো। তোমার মেয়েটি কি খুঁজে পেয়েছে আমাকে বলে যাও।"

বয়স্ক মহিলা মেয়েটি ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তার বৃদ্ধা আত্মার কুঞ্চিত হাত থেকে জিনিসগুলি নিলেন এবং তার মেয়ে মজবুত প্লাসটিকের বেলুনে লেখা বাক্যগুলো পড়তে লাগলেন। "মাবুদ ঈসা আপনাকে ভালবাসেন। আপনার ভ্রাতা-ভগ্নীগণ আপনাকে ভুলে যান নি। ইঞ্জিল শরীফে আছে, কারণ খোদা দুনিয়াকে এত মহব্বত করেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন।"

নানী তখন বুঝিয়ে বললেন যে, "এগুলি আসমানী কিতাবের আয়াত। ওরা বেলুনের উপর কিতাবুল মোকাদ্দসের বাণী লিখে পাঠিয়েছে। হ্যাঁ, এগুলি পড়ার জন্য রেখে দাও।"

উত্তর কোরিয়ার তিনটি প্রজন্ম প্লাস্টিকের বেলুনে মুদ্রিত উৎসাহ ব্যঞ্জক বাক্য গুলি পেয়ে আসতেছে। ইহা পশ্চিমা দুনিয়ার ঈসায়ী ঈমানদারগণের পক্ষ থেকে একটা বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে এবং এতে কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে দুনিয়া সৃষ্টি, ক্রুশ, ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন ইত্যাদি বিষয়ে ছয়শত আয়াত লিপিবদ্ধ রয়েছে। গত দশকে একশত হাজারের ও বেশী "খোদার কালাম লিপিবদ্ধ বেলুন" উত্তর কোরিয়ার মাটিতে উড়ে এসে পড়েছে।

'VOM' সংস্থা খোদার কালাম ও মসীহের সুসংবাদ দ্বারা উত্তর কোরিয়ার এই সব অত্যাচারিত লোকদের নাগাল পেতে এই অতুলনীয় সুযোগ এবং উপায়টা খুঁজে পেয়েছিলেন। জবুর শরীফ ১৯ঃ১ আয়াতে আছেঃ "আকাশ মণ্ডল খোদার গৌরব বর্ণনা করে। বিতান তার হস্তকৃত কর্ম জ্ঞাপন করে।"

*এই কাহিনীতে উল্লেখিত বেলুনের মত, যখন আমাদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় সেই সময়টিতে খোদা তা'য়ালাও আমাদের মন ও অন্তর জুড়ে উৎসাহ প্রদানকারী কালাম ভাসিয়ে দেয়ার আকাঙ্খা করেন। তথাপি তিনি যেখানে প্রথম বারের মত খোদার কালাম পড়েননি সেখানে খোদার কালামের প্রতি লোকদের মনকে ফিরিয়ে আনেন না। যদিও আমরা যারা ধর্মীয় বাঁধানিষেধ মুক্ত দেশগুলিতে বাস করছি, তারা উদ্ভটভাবে খোদার কালামে প্রবেশ করা বাদ দিয়ে এমন কাজ করি যেন, আমরা উত্তর কোরিয়ার মত ধর্মীয় বাঁধানিষেধ আরোপিত দেশে বাস করছি। আমাদের কিতাবুল মোকাদ্দস পঠনটা বিক্ষিপ্ত এবং কদাচিৎ সংগঠিত হওয়া কাজের মত----- যেন কিতাবুল মোকাদ্দসের একটি কপি আমাদের কাছে আদৌ মওজুদ নেই। প্রত্যেকদিন কিতাবুল মোকাদ্দস পাঠের জন্য আপনার কার্য তালিকায় একটা সময় আলাদা করে রেখে নিন এবং খোদার কালামের জন্য আপনার অন্তরে একটা আকাঙ্খার নবায়ন করতে খোদার নিকট মুনাজাত করুন।*

# পাকিস্তানঃ নাদিয়া নাইয়া মাসীহ্

২২১তম দিন

"আমরা যে আল্লাহ্‌র এবাদত করি তিনি যদি চান তবে সেই জ্বলন্ত চুল্লী থেকে ও আপনার হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন। কিন্তু হে মহারাজ, তিনি যদি তা না-ও করেন তবুও আমরা আপনার দেবতাদের সেবা করব না কিংবা আপনার স্থাপন করা সোনার মূর্তিকে সেজদা করব না।"
(দানিয়াল ৩ঃ১৭-১৮ আয়াত)

পনের বছর নাদিয়া নাইয়া মাসীহ্ নামের মেয়েটি একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঈসায়ী। যখন সে বাড়িতে থাকত, তার নিয়ম মাফিক অভ্যাস মোতাবেক প্রত্যেকদিন খুব ভোরে কিতাবুল মোকাদ্দস পাঠ করে এবং মুনাজাত করে কাটাত। যদিও তার মা-বাবা তাকে ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পূর্ব পর্যন্ত দেখেনি, তবু তারা ধারণা করে নিয়েছিলেন যে, তার বন্দীকারকের বাড়িতে সে এই কাজ চালিয়ে যায়।

মাকসুদ আহমেদ নামের এক মুসলিম ব্যক্তি নাদিয়াকে অপহরণ করে নিয়েছিল। মাকসুদের আম্মা তারপর নাদিয়ার পরিবারের একজন বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে প্রলুব্ধ নাদিয়াকে বাড়ির বাইরে আনতে সাহায্য করে, যেখানে মাকসুদের সাথে একটা গাড়িতে উঠতে তাকে বাধ্য করা হয়। মাকসুদের এক বন্ধু ও দুই ভাই-ও সেখানে ছিল, এবং তারা ছিল স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত। তারপর থেকে নাদিয়াকে আর দেখা যায়নি।

যুবতী মেয়েদের অপহরণের ঘটনা পাকিস্তানে বিরল, কিন্তু যখন ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে এই অপরাধ সংঘটিত হয়, তখন পাকিস্তানী পুলিশদের জন্য ইহা সাধারণ ঘটনা। বিশেষ ভাবে যখন একাজে পুলিশকে ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়। এই হল নাদিয়ার অপহরণের অভিযোগের ঘটনার পরিস্থিতি, স্থানীয় পুলিশ ঘটনার তদন্ত করতে গড়িমসি করল।

একটা সার্টিফিকেট নাদিয়ার বাড়িতে পাঠানো হল যাতে বলা হয়েছে যে, নাদিয়া মাকসুদকে বিয়ে করেছে। সার্টিফিকেটে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, তার বিয়ের কারণে নাদিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে তার ঈসায়ী ঈমান থেকে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে। নাদিয়া তো একজন অল্প বয়সী মেয়ে, তারপর ক্রোধ এবং ক্ষতির মুখোমুখি হয়ে তার বাক্‌রুদ্ধ হয়েছে, এমনকি তার আব্বা-আম্মাও এখনও মাকসুদের বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। তার পরিবর্তে নাদিয়াকে ফিরিয়ে আনতে যা প্রয়োজন তার জন্য খোদা তা'য়ালার শক্তি ও ক্ষমতার উপর নির্ভর করা যথেষ্ট মনে করলেন।

*কোন কিছুর উপর আস্থা স্থাপন করা কখনো কেউ সম্পূর্ণ বুঝতে পারে না, যে পর্যন্ত না ইহা তার অধিকারে আসে। নাদিয়ার পিতা-মাতা জানেন কার উপর আস্থা স্থাপন করতে হয়। তারা আবশ্যক মত আস্থা স্থাপন করেনিন যে, নাদিয়া একদিন সত্যি ফিরে আসবে। এর পরিবর্তে তারা দৃঢ়ভাবে ঈমান এনেছিলেন যে, খোদা তা'য়ালা নাদিয়াকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। এই পার্থক্যটা বিশাল, যদি তাদের বিশেষ কোন পরিণতির উপর নির্ভর করতে হত এবং তা সফল না হত, তাহলে তাদের আস্থাটা নড় বড়ে হয়ে যেত। কিন্তু সফলকাম হতে তারা তাদের নির্ভরতাকে খোদার অব্যর্থ ক্ষমতা ও শক্তির উপর স্থাপন করতে পছন্দ করতেছিলেন। যদি খোদা তাঁর প্রজ্ঞায় নাদিয়ার ফিরে না আসা অনুমোদন করেন, তবু তারা খোদার উপর আরো নির্ভরতা অর্পণ করবেন। আপনি কি শুধু মাত্র সুদূর পরাহত পরিণাম ফলের উপর নির্ভর করে খোদার উপর আস্থা স্থাপন করবেন? নাকি ফলাফল যাই হোকনা কেন তাতেই খোদার উপর আস্থা স্থাপন করবেন? এ বিষয়ে ভাবার সময় এখনই হউক।*

## রোমঃ জাসটিন

২২২তম দিন

"যারা কেবল শরীরটা মেরে ফেলতে পারে কিন্তু রূহকে মারতে পারে না তাদের ভয় কোরো না। যিনি শরীর ও রূহ দু'টাই জাহান্নামে ধ্বংস করতে পারেন বরং তাঁকেই ভয় কর।" (মথি ১০ঃ২৮ আয়াত)

নগর কর্মকর্তা রাসটিকাস জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি অপরাধী হিসাবে তোমাকে চাবুক মারা হয় অথবা তোমার মাথা কেটে ফেলা হয়, তুমি কি বিশ্বাস কর, তখন তুমি স্বর্গে পৌছে যাবে?"

জাসটিন জবাব দিলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, যদি আমি এই বিষয়গুলো সহ্য করি , তাহলে ঈসা মসীহ্ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমি তা লাভ করব। কারণ আমি জানি, যারা তাঁর মধ্যে থাকে তাদের সকলের সাথে মসীহের দেয়া জীবন উপহার অবস্থান করবে, এমন কি দুনিয়ার শেষ সময় পর্যন্ত তা থাকবে।"

"তুমি কি মনে কর সেখানে তুমি কোন পুরস্কার লাভ করবে?"

"আমি মনে করি না, আমি ইহা জানি। আমি ইহাতে নিশ্চিত।"

রাসটিকাস অধৈর্যের সাথে বসে পড়লেনঃ "তোমাকে অবশ্যই দেবতাদের প্রতি একটা কুরবানী করতে (ত্যাগ স্বীকার করতে) সম্মত হতে হবে।"

রাসটিকাস যথেষ্ট ধৈর্য রেখেছিলেন। শেষবারের মত বললেনঃ "যদি তুমি বাধ্য না হও, তাহলে তোমাকে নির্দয়ভাবে খুন করা হবে।"

"আমি জানি যদি আমার মাবুদ ঈসা মসীহের জন্য আমাকে মরতে হয়, তাহলে ভয় করার কোন দরকার নাই। এই রকম মৃত্যুবরণকে ঈসা মসীহের সম্মুখে আমাদের আত্মবিশ্বাস এবং নাজাতের কারণ হিসাবে বিবেচনা করি।"

জাসটিনের পাশে যারা দাঁড়ানো ছিল তারা বলল, "তুমি যা করবে, তাই কর, কারণ, আমরা ঈসায়ী এবং আমরা মূর্তির নিকট আত্মোৎসর্গ করতে পারি না।"

যারা তার দাবী প্রত্যাখান করেছিল, সেই সব ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে রাসটিকাস দন্ডাদেশ ঘোষণা করলেন, "এই লোকগুলো যারা দেবতাদের উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে এবং সম্রাটের আদেশ মান্য করতে অস্বীকার করেছে আইন অনুসারে তাদের সকলকে নির্মমভাবে চাবুক মারা হবে এবং শিরচ্ছেদ করা হবে।"

যখন জাসটিন তার জল্লাদদের বললেন, "তোমরা আমাকে হত্যা করতে পার, কিন্তু তোমরা আমার বাস্তব কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" তখন কি তারা এই কথাটিকে পাগলের প্রলাপ মনে করেছিল? তিনি কি দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন যখন তার নিশ্চিত মৃত্যুকে তিনি অবজ্ঞা করেছিলেন? না। তিনি কেবল একটা বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন, "ঈসা মসীহের দেয়া আখেরী জীবন।" যখন তিনি তার পার্থিব জীবনের অস্তিত্বকে অবজ্ঞা করেছিলেন, তখন তিনি তার বেহেস্তী আবাস স্থলের সৌন্দর্য অবলোকন করতে পেরেছিলেন। বেহেস্তে আপনার আখেরী জীবনের নিশ্চয়তার চেয়ে আপনি কি পার্থিব ক্ষণস্থায়ী জীবন হারানোতে অধিক ভীত হয়ে পড়েন? মৃত্যু একটা সন্দেহ করার সময় নয়। যখন আপনি জীবিত এবং সুস্থ্য থাকেন, তখনই যুক্তিগুলো প্রতিষ্ঠিত করুন। ঈসা মসীহের সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক রক্ষা করার মধ্য দিয়ে খোদার দেয়া আখেরী জীবনের উপহার গ্রহণ করুন।

# ইংল্যান্ডঃ জন ফোক্স

২২৩তম দিন

"বনি-ইসরাইলদের কাছে যেমন সুসংবাদ তবলিগ করা হয়েছিল তেমনি আমাদের কাছেও করা হয়েছে। কিন্তু সেই সুসংবাদে বনি-ইসরাইলদের কোনই লাভ হয় নি, কারণ তারা তা শুনে ঈমান আনে নি।" (ইবরানী ৪ঃ২ আয়াত)

**ম্যাগডিলেন কলেজের তরুণ শিক্ষক জন ফোক্স মুনাজাতের মাধ্যমে মিনতি করেছিলেনঃ "মাবুদ গো, ওরা তোমার জামাতের ইমাম এবং কার্যকারী হতে নিজেদের আহ্বান করে, কিন্তু ওরা নিজেদের এবং তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার উপাসনা করে। ওদের বুঝতে সাহায্য কর যে, ঈসা মসীহ্ এবং তাঁর বাক্য ছাড়া খোদা এবং মানুষের কোন মধ্যস্থতাকারী নাই।"**

জনের এই মুনাজাত কোন একজন হঠাৎ আড়ি পেতে শুনেছিল এবং তৎক্ষনাৎ কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করেছিল। তারা সরকারের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন জামাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মূলক বিশ্বাস ধারণ করার অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করল। যখন তিনি তার দৃঢ় ঈমানকে অস্বীকার করার প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করলেন, তখন তাকে কলেজ থেকে বহিস্কার করা হল।

এই কারণে তিনি একজন শিক্ষক হিসাবে কাজ করতে বিরাট সমস্যার মধ্যে পতিত হলেন। একদিন তিনি ক্ষুধায় কাতর হয়ে জামাতে মুনাজাত করতে বসে পড়লেন। হঠাৎ একজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল, জন তাকে কখনো দেখেননি। তিনি কিছু টাকা তার হাতে জোড় করে ধরিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ "শান্ত হোন এবং আনন্দ করুন, কয়েকদিনের মধ্যেই একটি কাজ নিজেই আপনার নিকট হাজির হবে।"

এর কয়েকদিন পরে তাকে একজন শিক্ষক হিসাবে ভাড়া করে নেয়া হল। অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে জনের মত ঈসায়ীগণ সহনীয় মাত্রায় ছিলেন। কিন্তু যখন রাণী প্রথম মেরী ক্ষমতায় আসলেন, তখন যারা রাষ্ট্রের ধর্মীয় অনুশাসন এর বিরোধীতা করল তাদের সবাইকে প্রাণে বধ করে উৎখাত করলেন। তার পাঁচ বছরের শাসনামলে তিনশত লোকের প্রাণ নাশ হল। জন এবং তার গর্ভবতী স্ত্রী বেলজিয়ামে পালিয়ে গেলেন। পালিয়ে যাবার অল্পকালের মধ্যেই তিনি গ্রেফতার হলেন।

যারা তাদের বিশুদ্ধ ঈসায়ী ঈমানের কারণে মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তাদের পক্ষ সমর্থন করে জন 'Foxes Book of the Martyrs' নামের একটি বই লিখেছিলেন।

*ইহা হল ধর্মীয় নির্যাতন সম্বন্ধে পড়ার একটি বিষয়, তবু ইহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করার বিষয় রয়েছে। একইভাবে অনেক লোক মসীহের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঈসায়ী শহীদগণের জীবনী পড়েন এবং দূর থেকে তাদের সাহস ও বীরত্বের জন্য প্রশংসা করেন। তথাপি তাদের নিজেদের প্রতি খোদায়ী আহ্বানের সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ তাদের থাকে না। যখন তারা শহীদগণের সাহস ও বীরত্বের উচ্চ প্রশংসা করে, সে সময় তারা এই বীরত্বের উৎসের সাথে সম্পর্ক যুক্ত থাকতে পারে না। ঈসা মসীহের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সাথে তারা যুক্ত থাকতে পারে না। তারা হয়ত ঈসা মসীহের সুসমাচারের বার্তা পড়ে, তথাপি তারা ঈমানী সাড়া দেয় না। অন্যদের আহ্বান করতে করতে এমনকি তাদের শত্রুদেরও, তাদের উপর নির্যাতনকারীদেরকেও ঈসা মসীহ্-এর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান করতে শহীদগণ জীবন যাপন করতেন এবং মৃত্যুবরণ করতেন। যখন আপনি তাদের কাহিনীগুলো পড়েন তখনও কি তারা আপনাকে ঈসায়ী অঙ্গীকারের প্রতি ডাকতে আহ্বানকারী হতে পারতেছেন? যখন আপনি সরাসরি এই আহ্বানের অভিজ্ঞতার দিকে আহুত হতে আমন্ত্রিত হন, তখন আপনি কেবল এইসব বীর শহীদগণের ঈমানের ভূঁয়সী প্রশংসা-ই করবেন না, বরং বাস্তব জীবনে তাদের মত হওয়ার চেষ্টাও করুন।*

২২৪তম দিন

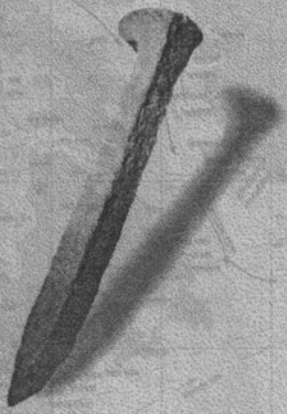

একজন ফলপ্রসূ ঈসায়ী হতে জেলখানা
কোন প্রতিবন্ধক-ই নয়।

-ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড।

# ইংল্যান্ড ঃ জন ওয়েক্লিফ

২২৫তম দিন

"কেবল তা-ই নয়, দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও আমরা আনন্দ বোধ করছি, কারণ আমরা জানি দুঃখ-কষ্টের ফল ধৈর্য, ধৈর্যের ফল খাঁটি স্বভাব এবং খাঁটি স্বভাবের ফল আশা।" (রোমীয় ৫ঃ৩-৪ আয়াত)

১৪২৮ সালে ইংল্যান্ডের এক ঠান্ডা শীতের সকালে মানুষেরা পরিশ্রান্ত ও আলুথালু বেশে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে গোরস্থানের দিকে ধাবিত হয়েছিল। তাদের একজন ছিলেন সুন্দর পরিপাটি ধর্মীয় লেবাস পরা। তিনি বললেনঃ "এই তো এখানেই। এই কবরটা খনন কর এবং এর ভেতরের সব কিছু বাইরে বের করে নিয়ে এস।"

অবশেষে যখন খননকারীদের শাবল শক্ত কিছু একটাতে আঘাত হানল, তখন সুন্দর পরিপাটি পোষাক পরা লোকটি কবরের পাশে এসে দাঁড়ালেন এবং অলস ভঙ্গিতে লক্ষ্য করতে থাকলেন এবং বললেনঃ "ইহা খোল।"

একজন খননকারী জবাব দিলঃ "কিন্তু স্যার, তিনি তো পনের বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন। এই লাশের বাক্সে যা কিছু আছে, তাতো বেশী কিছু হতে পারে না।"

ধর্মীয় নেতা কম্পমান হলেন এবং তার উত্তেজনাকে দমন করলেন। "সবকিছুই উপরে টেনে তোল। আমরা সব পুড়িয়ে ফেলব।"

কি বিষয় এই লোকটাকে এত বেশী রাগান্বিত করতে পেরেছিল? লোকটার মৃত্যুর পনের বছর পরে তার লাশটিকে কবর খনন করে বাইরে নিয়ে এসে কেন একজন খোদাদ্রোহী কাফের হিসাবে তার লাশটাকে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় পোড়ানো হয়েছিল?

পুরো ১৯৭৬ সাল জুড়ে জন ওয়েক্লিফ 'Dominion as founded in grace' মতবাদ প্রচার করেন। এই উচ্চ বিতর্কিত মতবাদ এর বার্তা বর্ণনা করে "প্রত্যেক স্থানে কেবলমাত্র ঈসা মসীহের ইঞ্জিল এর শিক্ষাই ঈসায়ীদের জীবন পরিচালনা করতে পারে।"

ওয়েক্লিফ তৎকালীন প্রচলিত সাধু জেরাম কর্তৃক অনুদিত ল্যাটিন ভাষার বাইবেলকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এবং ইহাকে পাম্পলেট এবং বই আকারে গোপনে বিতরণ করেন। ১৩৮৪ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর এই কাজ চালিয়ে যান। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে পোপ বিরোধী ঈসায়ী ধর্ম বিপ্লবের একশত তেত্রিশ বছর পূর্বে তাঁর এই কাজ চলমান ছিল।

যখন লাশটি পুড়ে সম্পূর্ণ ভস্ম হয়ে গেল, তখন ধর্মীয় নেতা হুকুম করলেনঃ "ছাঁইগুলো নদীতে ফেলে দাও। জন ওয়েক্লিফ এবং তার শিক্ষা যা আমরা শুনেছি তা শেষ হওয়া উচিত।"

জন ওয়েক্লিফের অনুদিত কিতাবুল মোকাদ্দস ধর্মীয় বিধান মতে স্বীকৃত হওয়ার পূর্বে তার লাশ এবং বাইবেল পোড়ানোর ঘটনা থেকে একশ বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত করতে হয়েছিল।

*তৎকালীন ধর্মনেতাগণ জন ওয়েক্লিফের 'সর্বশেষ' অংশটুকু বিলুপ্ত করে দিতে তাদের সর্বোচ্চ সামর্থকে কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু জন ওয়েক্লিফের শিক্ষা ও স্মৃতি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার লাশের ছাঁই এর প্রত্যেক কণা সমগ্র ইউরোপ জুড়ে খোদার কালামের প্রতি মানুষের অন্তরে জেগে ওঠা নতুন তৃষ্ণাকে বহন করেছিল। তৎকালীন কট্টরপন্থী ধর্মনেতাগণ তাদের সর্বপ্রকার সামর্থ দিয়ে চেষ্টা করেও তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। কেবল তাই নয়, প্রকারন্তরে তাদের এই গোঁড়ামীতে ভীতশ্রদ্ধ হয়ে লোকজন জন ওয়েক্লিফের দিকে ঝুঁকে পরে এবং এতে তাঁর নির্দেশিত মসীহের পক্ষে তা সহায়ক হয়। একইভাবে আমরা হয়ত দেখতে পারি শয়তান তার সর্ব সামর্থ দিয়ে ঈসায়ীত্বের প্রতিরোধ করছে, কিন্তু তার এই কাজ কর্ম তার বিরুদ্ধেই ফলপ্রসূ হবে এবং ঈসার পক্ষে তা অনাকাঙ্খিতভাবে সহায়ক হয়ে উঠবে। সত্যিকার ঈমানদারগণের উপর অত্যাচারকে খোদার এজন্যই অনুমোদন করেন যে, ইহাতে ঈমানদারগণ উদ্বুদ্ধ হবে এবং খোদার প্রতি তাদের অঙ্গীকারের প্রতি তারা আরো দায়িত্বশীল হবে।*

# রোম ঃ কার্পাস

২২৬তম দিন

"যারা ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাদের কাছে মসীহের সেই ক্রুশীয় মৃত্যুর কথা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়; কিন্তু আমরা যারা নাজাতের পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের কাছে তা আল্লাহ্‌র শক্তি।" (১ম করিন্থীয় ১ঃ১৮ আয়াত)

**"আমার প্রথম এবং পছন্দনীয় নাম হল ঈসায়ী। এবং দুনিয়াতে আমি কার্পাস নামে অভিহিত।"**

রোম নগরের উপ-নগরপতি বললেনঃ "তুমি রোমান সম্রাটের অধ্যাদেশ জান, তোমাকে অবশ্যই সর্বশক্তিমান রোমীয় দেবতার উপাসনা করতে হবে। তাই আমি তোমাকে সামনে এগিয়ে আসতে এবং দেবতাদের নিকটে প্রণিপাত করতে সুপরামর্শ দেই।"

আমি একজন ঈসায়ী। আমি ঈসা মসীহ্‌কে সম্মান করি। তিনি ইবনুল্লাহ্। খুব বেশীদিন হয়নি তিনি আমাদেরকে নাজাত দিতে এবং শয়তানের মত্ততা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আমি কিছুতেই এই রকম মূর্তির নিকট আত্মোৎসর্গ করব না। এগুলো বড় জোড় ভুত-পিশাচ এবং মন্দ শক্তির প্রতীকী উপস্থাপনা হতে পারে, এর চেয়ে বেশী কিছু না। এগুলোর নিকট কুরবানী পেশ করা আমার দ্বারা অসম্ভব।

ঃ "তোমাকে অবশ্যই এই দেবতাগুলোর নিকট কুরবানী করতে হবে এবং দেব-মূর্তির পূজা করতে হবে। কারণ সম্রাট সীজার স্বয়ং এই হুকুম জারী করেছেন।"

ঃ "কোন জীবিত সত্ত্বা কোন মৃত সত্ত্বার নিকট প্রণিপাত করতে পারে না। কোন জীবিত সত্ত্বার উচিত নয় মৃত সত্ত্বার উপাসনা করা, তার নিকট কুরবানী পেশ করা।"

ঃ "তুমি কি এই পবিত্র দেবমূর্তিগুলোকে মৃত বলে বিশ্বাস কর?"

ঃ "অবশ্যই। এগুলো মানুষ নয়। এরা মানুষকে মারতেও পারে না, জীবিতও করতে পারে না। যারা এগুলোর উপাসনা করে, তারা একটা গুরুতর ভ্রান্তি ও প্রতারণার মধ্যে বন্দী আছে।"

ঃ "আমি তোমাকে অর্বাচিন বেয়াদবের মত কথা বলতে পবিত্র দেবগণ এবং মহামান্য সম্রাটের মর্যাদার নিন্দা জানাতে একটু বেশীই সুযোগ দিয়ে ফেলেছি। তোমাকে অবশ্যই এক্ষুনিই এসব বন্ধ করতে হবে, নইলে তোমার খুব দেরী হয়ে যাবে, ক্ষমা চাওয়ার সুযোগটাও পাবে না। তোমাকে দেবগণের উপাসনা করতে হবে এদের সামনে কুরবানী করতে হবে, নইলে তুমি মরবেই মরবে।"

ঃ "আমি এই মূর্তিগুলোর উপাসনা করতে এবং এদের উদ্দেশে কুরবানী করতে পারি না। আমি কখনো তা করিনি, এখনো শুরু করব না।"

উপ-নগরপতি কার্পাসকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে এবং নির্যাতন করার অস্ত্র দিয়ে তার গায়ের চামড়া ছিলিয়ে ফেলতে আদেশ করলেন। গায়ের চামড়া ছিলিয়ে ফেলার সময় তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন "আমি একজন ঈসায়ী। আমি একজন ঈসায়ী। আমি একজন ঈসায়ী।"

*এই কাহিনীর উপ-নগরপতির মত যারা বুঝতে পারে না, তাদের কাছে ক্রুশিয় বার্তাটা বোকামী মনে হতে পারে এবং তারা যা উপলব্ধি করতে পারে না, তারা সেই বিষয়টার বিরোধীতা করে। ঈমানের সাথে খোদার সুসমাচার বিনীতভাবে গ্রহণ করতে সম্ভবতঃ তাদের অহংকার তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখে। কারণ যাই হোক না কেন তারা বরং ধ্বংস প্রাপ্ত হবে, তবু তারা ক্রুশের বার্তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। যারা ঈসায়ী ধর্মমতের বিরুদ্ধে এই রকম যুক্তি পেশ করে বিতর্ক করে আমাদের অবশ্যই তাদের অবস্থানগত দৃষ্টিভঙ্গিটা উপলব্ধি করতে হবে। কারণ তারা ঈমানের দ্বারা সত্যকে গ্রহণ করতে অক্ষম। যারা ঈসা মসীহের নাজাতের সুসমাচারের বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়ায় আপনি কি তাদের জন্য মুনাজাত করেন? যারা অন্যান্য ঈমানদারগণকে নির্যাতন করে, তাদের জন্য মুনাজাত করার সময় রুহুল কুদ্দুসের নিকট মিনতি করুন, ক্রুশীয় নাজাতের বার্তা উপলব্ধি করতে যেন তিনি তাদেরকে সাহায্য করেন।*

# রোম ঃ পেপিলাস

২২৭তম দিন

"ভাইয়েরা, তোমাদের কাছে গিয়ে আল্লাহ্‌র দেওয়া সুসংবাদ তবলিগ করবার সময় আমি সুন্দর ভাষা ব্যবহার করি নি বা খুব জ্ঞানী লোকের মত কথা বলি নি।" (১ম করিন্থীয় ২ঃ১ আয়াত)

**যেখানে কার্পাসকে ঝুলিয়ে তার গায়ের চামড়া ছিলিয়ে রক্তপাত করা হচ্ছে সেখান থেকে সামান্য দূরে পেপিলাসের প্রতি এবার উপ-নগরপতি মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন। তিনি পেপিলাসকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "তোমার কি কোন সন্তান আছে?"**

ঃ "হ্যাঁ, অবশ্যই। খোদার মধ্যদিয়ে আমার অনেক সন্তান আছে।"

ভীড়ের মধ্য থেকে একজন চেঁচিয়ে বললেনঃ "একথার দ্বারা উনি ঈসায়ী বিশ্বাসে তার অনুসারীদেরকে বুঝাচ্ছেন। উনি আপনার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিচ্ছেন না।"

ঃ "আমি আপনাদেরকে সত্যি বলছি। প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক শহরে আমার খোদা-ই সন্তান রয়েছে।"

উপ-নগরপতির রাগ তখনো উপশম হয়নি। তিনি বললেনঃ "তোমাকে এই দেবমূর্তির উদ্দেশে কুরবানী দিতে হবে এবং পূজা করতে হবে, অন্যথায় তুমি কার্পাসের মত একই ভাগ্যকে বরণ করে নিবে এবং কষ্টভোগ করবে। তুমি এখন কি বলতে চাও?"

পেপিলাস অবিচলিতভাবে জবাব দিলেনঃ "আমি যখন যুবক ছিলাম, তখন থেকে আমি খোদার এবাদত করে আসছি। আমি কখনো কোন মূর্তির নিকট প্রণিপাত করব না। আমি একজন ঈসায়ী। আমি একজন ঈসায়ী, এর চেয়ে মহোত্তম, এর চেয়ে আশ্চর্যজনক আর কিছু নাই, যা আমি আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি।"

উপনগরপতি কার্পাসের পাশে পেপিলাসকে ঝুলানোর আদেশ করলেন এবং নির্যাতন করার লোহার অস্ত্র দিয়ে পেপিলাসের গায়ের চামড়া ছিলানোর হুকুম দিলেন। এই অবস্থায় পেপিলাস কোন শব্দ উচ্চারণ করেননি বরং একজন উৎসাহী ও সাহসী যোদ্ধার মত এই অত্যাচার সহ্য করলেন।

যখন নগর কর্মকর্তা পেপিলাস এবং কার্পাসের বিস্ময়কর অবিচলিত দৃঢ়তা দেখলেন, তখন তিনি তাদের দুজনকে জীবিত অগ্নিদগ্ধ করার হুকুম দিলেন।

দুনিয়া থেকে অল্পকাল পরেই মুক্ত হয়ে যাবেন এই পরিস্থিতিতে তারা উভয়েই বেহেস্তি রঙ্গমঞ্চে তাদের নিজস্ব স্থানে উন্নীত হলেন।

পেপিলাসকে একটা খুঁটিতে পেরেক বিদ্ধ করা হল। যখন তার চারপাশে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলে উঠল তখন তিনি শান্তভাবে মুনাজাত করলেন এবং তার আত্মাকে খোদার হাতে সমর্পণ করলেন।

ঈসায়ীগণ যখন তাদের ঈমানের সমর্থনে কথা বলতে আহুত হন, তখন কি বলবে এ বিষয়ে প্রায়ই দুঃশ্চিন্তা গ্রস্ত হয়ে পড়েন। যখন সুযোগ আসে তখন আমরা একটা মধ্যবর্তী পরীক্ষার জন্য কলেজের ছাত্ররা যেমন প্রশ্নগুলো বার বার উচ্চস্বরে পড়ে তেমনি আমরা পরিস্থিতির জন্য আশংকামূলক প্রশ্নে নিজেদেরকে খোঁচা মারতে থাকি। "যদি তারা আমাকে ত্রিত্বপাকের সমর্থনে যুক্তি দিতে অনুরোধ করে, তখন কি উত্তর দেব?"

*"যারা ঈসা মসীহের নাজাতের সুসমাচার শুনেনি, তাদের ভাগ্যে কি হবে, যদি তারা এই প্রশ্ন করে তাহলে কি উত্তর দিব?" "যদি তারা আমাকে ঈসা মসীহের বিনা পিতায় কুমারী মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণের উপর প্রশ্ন তোলে, তাহলে আমি কিভাবে জবাব দেব?" -আসলে ঈসা মসীহে আমাদের নিজস্ব ঈমানের সাক্ষ্যের চেয়ে আরো ভাল, আরো সত্য কোন জবাব আমরা খুঁজে পেতে পারি না। "আমি একজন ঈসায়ী এর চেয়ে মহোত্তম, এর চেয়ে আশ্চর্যজনক আর কিছু নেই, যা আমি আমার নিজের সম্বন্ধে বলতে পারি।" পেপিলাসের ইহা একটা শক্তিশালী জবাব ছিল। ঈসা মসীহের জন্য আপনার ভালবাসা আন্তরিকতার সাথে সকল জবাবগুলো অবিশ্বাসীদের প্রভাবিত করতে অতটা কার্যকর হবে না।*

# রোমঃ আগাথনিকা

২২৮ তম দিন

"তাহলে আমরা আর তোমার কাছ থেকে ফিরে যাব না; তুমি আবার আমাদের জীবিত করে তোল, আমরা তোমার এবাদত করব।" (জবুর ৮০ঃ১৮ আয়াত)

কার্পাসকে খুঁটির সাথে পেরেক বিদ্ধ করে আগুনে পোড়ানো হয়েছিল। যখন আগুনের শিখাগুলো তাকে ঘিরে ধরল, তখন তিনি আনন্দের সাথে মুনাজাত করলেনঃ "ইয়া মাবুদ, ইবনুল্লাহ্ ঈসা মসীহ্, তোমার গৌরব ও মহিমা হোক। যারা আমাকে গুনাহ্গার হিসাবে বিবেচনা করত, তুমি যেভাবে চেয়েছ, তারাও শহীদি মৃত্যুবরণের যোগ্য হয়েছে।" তারপর তিনি তার আত্মাত্যাগ করলেন।

যখন কার্পাস মুনাজাত করলেন, তখন আগাথনিকা দিব্য দৃষ্টিতে দেখলেন যে, খোদার মহিমা তাঁর উপর গড়িয়ে পড়ছে। বেহেস্তের দরজা খুলে গেছে। তার জন্য বিরাট জাকজমক পূর্ণ এক বিবাহ উৎসব হচ্ছে এবং বর হিসাবে স্বয়ং ঈসা মসীহ্ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। এ দৃশ্য দেখে আনন্দে তার হৃদয় নেচে উঠল। বেহেস্ত থেকে আসা তার প্রতি একটা আহ্বানকে তিনি সনাক্ত করলেন।

তিনি লাফিয়ে উঠলেন এবং চিৎকার করে বললেনঃ "বেহেস্তের এই খানা আমার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আমি অবশ্যই খোদার গৌরবের এই খাবার গ্রহণ করব।"

দাঁড়ানো লোকদের মধ্য থেকে একটা চিৎকার ধ্বনি ভেসে আসলঃ "তোমার সন্তানের প্রতি তোমার পুত্রের প্রতি মায়া কর।"

আগাথনিকা জবাব দিলেনঃ "তার যত্ন নেয়ার জন্য খোদা রয়েছেন। কারণ একমাত্র খোদা তা'য়ালাই সবার জন্য সবকিছু সরবরাহ করেন। যেহেতু তিনি আমার জন্য, তাই আমি তাঁর কাছে যাবই এবং তাঁর সাথে থাকব।"

তিনি আনন্দের আতিশয্যে বেহেস্তি রঙ্গমঞ্চের দিকে লাফিয়ে উঠতে চাইলেন তাকে বেঁধে রাখা দড়িগুলো ছিঁড়ে গেল। খুঁটিতে পেরেক বিদ্ধ করে পোড়ানোর জন্য তিনি নিজেকে সমর্পণ করলেন। যারা এ দৃশ্য দেখার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন, তারা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারা চিৎকার করে বলে উঠলেনঃ "ইহা একটি নিষ্ঠুর এবং অনৈতিক দন্ড"।

অগ্নিশিখার মধ্য থেকে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেনঃ "মাবুদ, মাবুদ, মাবুদ, আমাকে তোমার কাছে উড়ে যেতে সাহায্য কর।" তারপর তার আত্মাত্যাগ করলেন এবং মাবুদের সাথে মিলিত হলেন। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

*পর্যায়ক্রমিক প্রতিক্রিয়া। ইহা হল তাই, যা অপ্রত্যাশিত প্রভাব ফেলে একজন থেকে আর একজনের উপর কিছু কিছু বিষয় ব্যাখ্যাতীত এবং অকল্পিত। ইহা কার্পাস এর দ্বারা শুরু হয়েছিল, যিনি পেপিলাসকে উৎসাহও সাহসের পথ দেখিয়েছিলেন, এইভাবে উভয়েই তাদের ঈমানের কারণে নির্যাতিত হয়েছিলেন। তারপর একজন পর্যবেক্ষক তাদের শহীদত্বের অবিশ্বাস্য রকম ফল দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেন, খুঁটিতে পেরেক বিদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় আগুনে পুড়ে মরার দ্বারা তিনি নিজেকে ঈমানের দিকে নিক্ষেপ করলেন। বর্তমান যুগেও আমরা জামাতের মধ্যে পুনঃরুখিত বিপ্লবের মধ্যে ঈমানের পর্যায়ক্রমিক প্রতিক্রিয়া দেখতে পারি। আমরা ইহা দেখতে পারি গ্রামে, শহরে এবং কতিপয় দেশের সামাজিক পরিমন্ডল জুড়ে, যেখানে একটা জীবন অন্য আর একটা জীবনকে অনুপ্রাণিত করে। আপনার সম্প্রদায় এবং আপনার জামাতে খোদার প্রতি অঙ্গীকারের একটা পর্যায়ক্রমিক প্রতিক্রিয়া আপনার অভিজ্ঞতার পর থেকে কত সময় স্থায়ী হবে? মুনাজাত করুন আপনার সাথে পুনঃরুজ্জীবিত হওয়ার কাজ শুরু করার জন্য----- মুনাজাত করুন পর্যায়ক্রমিক প্রতিক্রিয়ার একটা শিকলের মধ্যে অধিক গুরুত্বপুর্ণ একটা আংটা হওয়ার জন্য।*

# চীনঃ লো লিউ

২২৯তম দিন

"তাহলে দেখা যায়, আমাদের প্রত্যেককেই নিজের বিষয়ে আল্লাহ্‌র কাছে হিসাব দিতে হবে।" (রোমীয় ১৪ঃ১২ আয়াত)

**লো লিউ সাবধানতার সাথে চীনের জনাকীর্ণ রাস্তা ধরে হেঁটে গেলেন, তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলেন তাকে কেউ অনুসরণ করতেছে কি না অথবা তাকে কেউ চিনে ফেলেছে কি না। তার মুখের ছবি এবং তাকে গ্রেফতার করার জন্য প্রায় ছয়শত ডলারের পুরস্কার প্রদানের তালিকা সম্বলিত আর একটা পোষ্টার তিনি অতিক্রম করে গেলেন।**

যখন লিউ এর বয়স সতর বছর, তখন তিনি খোদা-র কাজে দাসী হওয়ার জন্য তার বাড়ি ছাড়েন। তারপর তিনি একটা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন, যে সংস্থা চীনের কমিউনিষ্ট সরকারের ক্রিড়ানক জামাতের বাইরে অনিবন্ধনকৃত গৃহভিত্তিক গোপন জামাতের সাহায্যের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল----- ইহা ছিল কমিউনিষ্ট সরকারের দৃষ্টিতে বেআইনী। তার কাজ তাকে বিদেশে ঈসায়ীগণের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ করে। এই বিদেশী ঈসায়ীগণ দেশের অভ্যন্তরে বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দস চোরাচালান করত।

লিউ এর দ্বীনি খেদমতের কাজের দশ বছরের মাথায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তাকে ব্যাপক জেরা সহ্য করতে হয়। একেক সময় তাকে এমন প্রহার করা হতো যে, তিনি কয়েক ঘন্টা ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতেন। কিন্তু তারপরও যাদের সাথে তিনি কাজ করেন তাদের কার্যকলাপ এবং ঈমানদার ভ্রাতা ও ভগ্নীদের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে কোন তথ্য তিনি দিতে অস্বীকার করেন।

তার কাজের সম্বন্ধে পুলিশের কাছে কোন তথ্য আবিস্কৃত না হওয়ায়, মাস খানেক পর তাকে মুক্তি দেয়া হয় কিন্তু তখনো তিনি পুংখানুপুংখভাবে জরিপের আওতাধীন ছিলেন। কয়েক বৎসর পর তিনি এবং অন্য পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই বার তাকে বন্দী শ্রমিক শিবিরে সশ্রম করাদন্ডের রায় প্রদান করা হয়।

মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তাকে মুক্তি দেয়া হয়, কিন্তু এখনো তিনি পুলিশের টার্গেটে রয়েছেন। গ্রেফতারের হুমকি সত্ত্বেও তিনি ঈসা মসীহের জন্য একজন ফেরারী হিসাবে তার জীবন যাপন অব্যাহত রাখছেন, ঈসা মসীহকে ভালবাসা এবং সেই ভালবাসা অন্যদের সাথে শেয়ার করার 'অপরাধ' মূলক কাজ অব্যাহত রাখছেন।

*এই বিষয়ে চিন্তা করুনঃ য়দি সকল অপরাধী ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে একটা গ্রেফতারী পরোয়ানা বের হতো, তারা কি আপনাকে কর্তৃপক্ষের কাছে ধরে নিয়ে যাবে? আপনার মূল্যবান উদ্দীপনা এবং প্রত্যেক সপ্তাহে কেনাকাটার সময় আপনার প্রশংসনীয় সম্ভাষন কি আপনার ব্যক্তিগত পরিচয়ের ইঙ্গিত বহন করে? আপনার নিজ পরিবার কি আপনাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুলিশের কাছে ফোন করত? নাকি তারা নিজেরা সন্দেহ মুক্ত হবে এই ভেবে যে, আপনার মনোভাব এবং কার্যকলাপ আসলে 'অপরাধী ঈসায়ী'-দের যে বর্ণনা তার সাথে মিলছে না। আপনি কি মনে করেন? আপনার কি করা উচিত? ঈসা মসীহের জন্য যদি আপনাকে নির্বাসিত হতে হয়, অথবা ফেরারী জীবন বেছে নিতে হয় তখন আপনি কি করবেন?*

# পা কি স্তা ন ঃ সা ফি না

২৩০তম দিন

"তাদের জীবনে যে ফল দেখা যায় তা দিয়েই তোমরা তাদের চিনতে পারবে। কাঁটাঝোপে কি আঙ্গুর ফল কিংবা শিয়ালকাঁটায় কি ডুমুর ফল ধরে? ঠিক সেইভাবে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফলই ধরে আর খারাপ গাছে খারাপ ফলই ধরে।" (মথি ৭ঃ১৬-১৭ আয়াত)

**সাফিনা একজন শান্তশিষ্ট এবং অতীব সুন্দরী বালিকা। পাকিস্তানের মত একটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বেড়ে উঠে সে শিখেছে যে, একজন মেয়ে মানুষ হিসাবে একজন ঈসায়ী হিসাবে তার জীবনে সুযোগ সুবিধাগুলো হবে সীমাবদ্ধ এবং অপ্রতুল।**

তাই যখন সে এক সম্পদশালী মুসলিম পরিবারে রান্না করা এবং ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার একটা চাকরী পেল, তখন সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এই ভেবে যে তার দারিদ্র ক্লিষ্ট পরিবারে কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারবে।

এক পর্যায়ে সাফিনার সৌন্দর্য্য এবং তার ভদ্র আচরণ তার চাকরী দাতা মনিবের পুত্রকে আকৃষ্ট করল। ছেলেটি তার পিতা-মাতার সাথে সাফিনাকে বিয়ে করার বিষয়ে কথা বলে, কিন্তু সাফিনা একজন ঈসায়ী। তারা সাফিনাকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হওয়ার জন্য চাপ দেয়। কিন্তু সাফিনা সাহসীকতা এবং দৃঢ়তার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে তার উপর চাপ সৃষ্টি করার পর সে চাকরী ছেড়ে চলে যেতে চাইল, কিন্তু সে জানত তার পরিবারের জন্য তীব্রভাবে টাকার প্রয়োজন।

অবশেষে যুবক ছেলেটি সাফিনাকে স্ত্রী করার জন্য প্ররোচিত করার চেষ্টা পরিত্যাগ করল এবং একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিল। সে লম্পটতার সাথে সাফিনাকে টেনে হিঁছড়ে একটা বেড রুমে নিয়ে গেল এবং বলপূর্বক তাকে ভোগ করল। সাফিনার মান সম্ভ্রম ধুলায় মিশে গেল, সে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। তার চাকরীটাও তৎক্ষনাৎ ছেড়ে দিল। কিন্তু সে অভিযোগ দাখিল করার পূর্বেই তার বিরুদ্ধে চুরি করার অভিযোগ পুলিশকে জানান হল। সাফিনাকে তৎক্ষনাৎ পুলিশ গ্রেফতার করল এবং সে জেলের সবচেয়ে খারাপ আচরণ ভোগ করল।

ঈসা মসীহের পক্ষে দাঁড়ানোতে তার জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে সেজন্য সাফিনা কোন দুঃখ প্রকাশ করল না বরং যে লজ্জাজনক বিষয় তার জীবনে ঘটেছে তার দ্বারা এখনো সে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যায়। তার উপর গর্হিত আচরণকারীকে ক্ষমা করতে তার কঠিন প্রচেষ্টার মধ্যে সে উৎসাহের সাথে খোদার দৈহিক এবং আবেগিক অসুস্থতার সুস্থতা দানের প্রতিশ্রুতি গুলো ধরে রেখেছে।

*কোন ধর্মের অনুসারীদের জীবনের পরীক্ষার ফল থেকে আমরা একটা ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। এই একটা পরিবারের কাহিনী, যারা ভুলপথে অধোগামী, ভুল খোদার অনুসারী। এই পরিবারের ধর্মীয় চাপ তাদেরকে অনৈতিক যৌনাচার, মিথ্যা এবং অবিচারের দিকে তাদেরকে চালিত করেছিল। অপর পক্ষে সাফিনার খোদা যিনি প্রেমময় খোদা, তিনি সাফিনাকে কঠোর পরিশ্রম, আত্মত্যাগ এবং দৃঢ়তার দিকে পরিচালিত করেছিলেন। যারা সাফিনার প্রতি ভুল আচরণ করেছিল তাদের জন্য ক্ষমা করার স্থানে পৌঁছাতে একদিন খোদা তাকে সাহায্য করবে। যখন বলা হয় যে সকল ধর্ম-ই মৌলিকভাবে একই রকম তখন এমন কথা শুনা থেকে সাবধান হোন। আমরা ফল যাচাই করতে আহূত----- লোকদের জীবনের উদ্দেশ্যকে উদ্ঘাটন করতে তাদের জীবনের ফলকে সতর্কতার সাথে যাচাই করতে আমরা আহূত। কোন ধর্ম সম্বন্ধে আপনি যা পাঠ করেন, তাতে বোকা হবেন না। সেই ধর্মের অনুসারীদের জীবনের ফলকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন।*

২৩১তম দিন

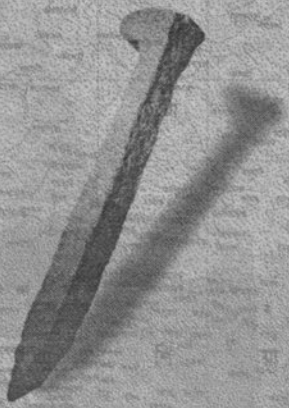

শয়তান যত কঠিনতর আঘাত করবে, আমরা ততই
তার পরাজয়ের আনন্দ উপভোগ করব।
তাই শয়তানকে আসতে দিন!
উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নাই।

-সুদানের একজন ঈসায়ী

## বাংলাদেশঃ আন্দ্রিয়

২৩২তম দিন

"তখন ঈসা তাঁর উম্মতদের বললেন, ফসল সত্যিই অনেক কিন্তু কাজ করবার লোক কম। সেইজন্য ফসলের মালিকের কাছে অনুরোধ কর যেন তিনি তাঁর ফসল কাটবার জন্য লোক পাঠিয়ে দেন।" (মথি ৯ঃ৩৭-৩৮ আয়াত)

**বাংলাদেশে আন্দ্রিয়ের মিনিষ্ট্রি দেখল ৭৪৯ জন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে ঈসায়ী ধর্মমতে তরীকাবন্দী নিতে। তাছাড়া তার মিনিষ্ট্রি ৩,০০০ এর বেশী কিতাবুল মোকাদ্দস এবং ইঞ্জিল শরীফ এক লক্ষ সাইত্রিশ হাজারেরও বেশী তবলিগী ইশতেহার বিতরনে নিয়োজিত রয়েছে।**

কিন্তু আন্দ্রিয় মুসলিম থেকে ঈসায়ী ধর্মে ধর্মান্তরিতদের বিপদ দেখলেন এবং একটা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন যা একটা নিরাপদ গৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হল। ঈসায়ী পরিবারগুলো অথবা সারাদেশ থেকে সূর্য অস্ত পর্যন্ত ঈসা মসীহের সাগরেদ হওয়ার বিষয়ে এবং ইঞ্জিল শরীফ সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হল।

শিক্ষা দেয়ার পর তাদেরকে অন্য গ্রামে পাঠানো হল, যে স্থানে পূর্বে তারা চিনত না। এটা হল তাদের নতুন তবলিগী ক্ষেত্র। এই ঈসায়ীগণ বিপদ থেকে বাঁচতে আবার এই নিরাপদ কম্পাউন্ডে এসে পৌঁছাত কেবল মাত্র এর চেয়ে আরো বেশী বিপদজনক পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার প্রশিক্ষণ নিতে। এবং তারা জানত যে, তারা একাকী নয়, তাদের পূর্বে শত শত ভাই-বোনেরা ঈসা মসীহ্‌কে তবলিগ করতে বেরিয়ে পড়েছে বাংলাদেশের সর্বত্র।

আন্দ্রিয়ের কাজটাও বিপদমুক্ত ছিলনা। তিনি গ্রেফতার হয়েছেন, পুলিশ কর্তৃক বারবার আটক থেকেছেন, উগ্রপন্থী মুসলিমদের দ্বারা প্রহারিত হয়েছেন। তার পরিবার এবং বাড়ি ক্রমাগতভাবে হুমকীর সম্মুখীন হয়েছেন। আন্দ্রিয়ের সেবাকার্যক্রম মুসলিম থেকে ধর্মান্তরিতদের জন্য নিরাপদ গৃহের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। কিন্তু তার কার্যক্রমটা কমই নিরাপদ থেকেছে তথাপি তার ছাত্ররা আখেরী জীবন লাভ করেছে এবং এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে গ্রাজুয়েড হয়ে অন্যদেরকে এই সুযোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

*মনে করুন একজন কৃষক বিরাট একটা মাঠের ফসল কাটতে একাকী প্রবৃত্ত হয়েছে। কতটুকু অধ্যবসায়ের সাথে কৃষকটি কাজ করে তা বিবেচ্য বিষয় নয়, সে হয়ত মৌসুমের মধ্যে তার কাজ শেষ করতে পারবে না। ঈসা মসীহ্‌ হারিয়ে যাওয়া লোকদেরকে শস্য কাটতে প্রস্তুত এমন ফসলের সাথে তুলনা করেছেন। এই কাজে অনেক কার্যকারীর প্রয়োজন একজন ব্যক্তি একাকী তা করতে পারে না। ফলতঃ বাংলাদেশে আন্দ্রিয়ের নিরাপদ গৃহ নির্মাণ বিষয়ে অন্যদের কাছে বলতে হয় আমরা তা অবশ্যই বলব। ধর্মান্তরিতদের ঈসা মসীহের জন্য জয় করাটাই যথেষ্ট নয়। আমাদেরকে অবশ্যই এমন শিষ্যকে জয় করতে হবে, যে আরো শিষ্য তৈরীকারী হয়। আপনি কি শস্য কাটতে কঠোর প্রচেষ্টায় রত একাকী কৃষক? অথবা আপনি কি কিভাবে মাঠে কাজ করতে হবে তা অন্যদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন? আজকের প্রেক্ষাপটে আপনার প্রতি এই প্রশ্ন রইল।*

## আজারবাইজানঃ ইমাম রোমান আব্রামভ

২৩৩তম দিন

"সেই ধৈর্যগুণকে তোমাদের জীবনে পুরোপুরিভাবে কাজ করতে দাও, যাতে তোমরা পাকা ও নিখুঁত হয়ে উঠতে পার, অর্থাৎ তোমাদের স্বভাবের মধ্যে যেন কোন অভাব না থাকে।" (ইয়াকুব ১ঃ৪ আয়াত)

**ইমাম রোমান আব্রামভ এবং তার স্ত্রী ইসমাইলী আজার বাইজানে একটা ঈসায়ী জামাত স্থাপন করার জন্য তিন বৎসর ধরে অধ্যবসায়ের সাথে মেহনত করেছিলেন। কিন্তু গ্রামে অবস্থানের এক বছর যেতেই সরকারী কর্মকর্তাগণ তাদেরকে গ্রেফতার করলেন।**

অধিকাংশ সপ্তাহগুলোতে দশজন সদস্যের মধ্যে জামাতে উপাসনা চলতে থাকত কিন্তু তারা ঈসা মসীহের ইঞ্জিলের শিক্ষা লোকদের সাথে শেয়ার করার কাজ অব্যাহত রাখেন। প্রভাবশালী জমিদারগণের, স্থানীয় কর্মকর্তাগণের চাপের মুখে তিনি একটা বাসা ভাড়া নিয়ে সমস্যায় পড়লেন, তাই তারা একটা গৃহ নির্মাণ করে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন, যাতে তারা রাষ্ট্রীয় আইনের আওতাধীনে সেখানে বাস করতে পারে এবং সেই সাথে ধর্মীয় মাহফিলের আয়োজনও করতে পারে। যখন আব্রামভ তার নতুন ঘরটাতে ধর্মীয় মাহফিল অনুষ্ঠিত করা শুরু করলেন, তখন নিয়মিতভাবে আসা লোকসংখ্যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকল। তারপর ডিসেম্বরের শেষের দিকে মোল্লা (মুসলিম ধর্মীয় নেতা)-গণ সেখানে আসলেন এবং তাদেরকে বললেন যে, 'এখানে ঈসায়ী ধর্মের তবলিগ করার কোন অধিকার আপনাদের নাই।'

ইমাম আব্রামভ তার জামাতের প্রতিরক্ষা ঠিক রেখেছিলেন এবং মোল্লাদেরকে ঈসায়ী তবলিগের দাওয়াত দিয়েছিলেন। মোল্লাদের একজন দাওয়াত কবুল করেছিলেন এবং তারপর মন ফিরিয়ে ঈসায়ীত্বের পথে এসেছিলেন। অন্য এক মোল্লা ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে কুরআন শরীফের এক কপি পদদলিত করার অভিযোগ এনে ধর্মীয় সরকারের কাছে এক পিটিশন দাখিল ক'রে এই জামাতের কাজ কর্ম বন্ধ করে দেয়ার আবেদন করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষগণ তারপর ঈসায়ীদের জামাত ঘর পরিদর্শন করা শুরু করেন। তারা ঈসায়ীদের হয়রানী করতে থাকেন এবং জেরা করতে থাকেন। কয়েক জনকে দশবছর মেয়াদী কারাদন্ড প্রদান করেন।

অনেক ঈসায়ী ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত অঞ্চলে নিন্দা, মিথ্যা অভিযোগ এবং হুমকী সত্ত্বেও ইমাম রোমান আব্রামভ মুনাজাতের সাথে বিশ্বাস করতেন যে, বিজয় একদিন আসবেই। তার বাড়ি সব সময় খোলা থাকে তাদের জন্য, যারা আসতে চায় এবং তবলিগী মাহফিলে যোগদান করতে চায়।

*কিছু কিছু বিষয় আমরা ইচ্ছা করা ছাড়া করতে পারি না। জীবনে পরীক্ষা হল সেগুলোর মধ্যে একটা বিষয়। কেন জীবনকে একটার পর একটা সমস্যা বলে মনে হয়? যাহোক কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, জীবনটা সমস্যা-মুক্ত হবার নয়। জীবনে সমস্যা থাকবেই। শৈশবকালে আমরা একটা কাজ কঠিন হয়ে উঠলে প্রায়ই তা ছেড়ে দিতাম। আমরা সম্পূর্ণ রূপে সমস্যার মুখোমুখি বা যখন আমরা বয়স্ক হয়ে উঠি তখন আমরা অধ্যবসায় শিখি----- আমরা অনিশ্চিত বিষয়ে সফলতা দেখি। ঠিক একইভাবে যখন আমরা ঈমানে পরিপক্ব হয়ে উঠি, তখন আমরা অধ্যবসায়ের মূল শিক্ষা গ্রহণ করি। আপনি এখনো অপরিপক্ব? আপনি কি সহজভাবে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন এবং জীবনের সমস্যার কাছে পরাজিত হতে প্ররোচিত হচ্ছেন? তাহলে খোদা তা'য়ালাকে বলুন, আপনি আধ্যাত্মিকভাবে "বেড়ে উঠতে" প্রস্তুত। তিনিই আপনাকে সাহায্য করবেন।*

## যুক্তরাষ্ট্র ঃ পার্ক গিলেসপাই

২৩৪তম দিন

"লোকদের ভিড় দেখে তাদের জন্য ঈসার মমতা হল।" (মথি ৯ঃ৩৬ আয়াত)

**পৃথিবী ব্যাপী ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার ভ্রাতা-ভগ্নীদের সাহায্য করতে লোকজন প্রায়ই ইচ্ছুক হয়ে বিশাল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সপ্তম গ্রেডের বিজ্ঞান ও সমাজ সমীক্ষণ বিষয়ের শিক্ষক পার্ক গিলেসপাই তার চুল দান করে এ বিষয়ে হয়ত প্রথম হবেন।**

সুদান সম্বন্ধে তার ক্লাসে ঈসায়ীকর্মীগণের কথা শুনার পর পার্কের শিক্ষার্থীগণ ঈমানের কারণে নির্যাতিত হওয়া শ্বরণার্থীদের সাহায্য করতে একটা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপ রেখা স্থির করলেন। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের উষ্ণ সহানুভূতি তাদের শিক্ষা পার্ক গিলেসপাইকেও বিস্মিত করল।

সুদানের দুর্দশাগ্রস্থ লোকদের জন্য যে কম্বল সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল তা সারা স্কুলে ছড়িয়ে পড়ল এবং ক্রমে ক্রমে গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। গিলেসপাই উত্তর ক্যারোলিনার WB টিভি চ্যানেলের সাথে একটা চুক্তি করলেন এবং তাদেরকে সুদানীয়দের কষ্ট লাঘবের জন্য যা যা করা হয়েছে সে বিষয়ে বললেন।

সংগৃহীত কম্বলগুলো দ্বারা ইতোমধ্যেই ক্লাশ রুমগুলো পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু এগুলো সুদানে পাঠানোর জন্য জাহাজ ভাড়ার সমস্যা এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে। WB টিভির রিপোর্টারগণ যখন প্রতিবেদনের জন্য আসলেন, তখন গিলেসপাই উল্লেখ করলেন যে, যদি তারা সাহায্য করেন তার মাথার চুল কামিয়ে টিভিতে প্রতিবেদন প্রচারের খরচ বহন করবেন। অল্প কয়েকদিন পরেই প্রতিবেদনটি টিভিতে সম্প্রচারিত হল, এজন্য ফান্ড প্রাপ্তিও শুরু হল। স্কুলের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী জড়ো হল, তাদের মাথা কামিয়ে চুল বিক্রি করে প্রাপ্ত টাকায় প্রতিবেদনের ফিল্ম তৈরী করে টিভিতে প্রচারের জন্য খরচ বহন করতে।

আমেরিকানগণ প্রায়ই এরূপ অনুভব করেন যে, ঈসায়ী নির্যাতিত ভ্রাতা-ভগ্নীদের জন্য তারা অন্যান্য দেশের চেয়ে খুব কমই সাহায্য করতে পেরেছে। পার্ক গিলেসপাই অন্যভাবে এর প্রমাণ করলেন।

*কিভাবে সহানুভূতি ও অঙ্গীকারের জন্য এবং চূড়ান্ত সময় সীমার মধ্যে মূল্য পরিশোধ করতে কার্যকরভাবে চালু হয়ে যায়, তা পার্ক গিলেসপাই এবং তার শিক্ষার্থীগণ আমাদের শিখিয়েছেন পার্ক এবং তার শিক্ষার্থীগণ খরচ বহন করে আনন্দিত হয়েছিলেন,----- এমনকি তাদের মাথার চুল বিক্রি করে। দুর্দশাগ্রস্থদের জন্য সহানুভূতিটা হল স্বভাবের সহজাত প্রতি-উত্তর। কিন্তু কেবল ইহাই যথেষ্ট নয়, সমস্যার কার্যকর সমাধানের দ্বারা আমাদেরকে অবশ্যই সহানুভূতি সক্রিয় করতে হবে। পরবর্তীতে অবশ্যই সমাধানটাকে একটা সচল অঙ্গীকারের মধ্যে স্থাপন করতে হবে এবং তার মূল্য পরিশোধ করার জন্য ইচ্ছুক হতে হবে। আপনি কোথায় এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন? কিছু উদ্যমী ও কার্যকর চিন্তা দ্বারা কাজ করতে কি আপনি আপনার সহানুভূতিকে ব্যবহার করছেন? পরিস্থিতি পাল্টে দিতে সাহায্য করার জন্য কি আপনি একটা অঙ্গীকার তৈরী করে নিয়েছেন? আপনি কি এখন একটা নতুন মূল্য পরিশোধ করতে প্রস্তুত? আপনার অন্তরের অনুভূতির কাছে আমাদের এই প্রশ্ন।*

# পাকিস্তানঃ আইয়ুব মসীহ্

২৩৫তম দিন

"গুনাহ্ যে বেতন দেয় তা মৃত্যু, কিন্তু আল্লাহ্ যা দান করেন তা আমাদের হযরত মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে আখেরী জীবন।" (রোমীয় ৬ঃ২৩ আয়াত)

**আইয়ুব মসীহ্ লিখেছিলেনঃ "জেলখানার এই বন্দী কক্ষটা আমার মাবুদ ঈসা মসীহের ভালবাসা থেকে আমাকে নিবৃত করতে পারবে না"। মিথ্যা অভিযোগে আইয়ুবকে জেলে যেতে হয়েছিল এবং পাঁচ বছর ধরে তিনি জেলখানায় দ্বীনি খেদমতের কাজ করে যাচ্ছেন।**

পাকিস্তানের ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে নিন্দা জানানোর মিথ্যা অভিযোগে প্রায়ই ঈসায়ী ভ্রাতা-ভগ্নীগণকে ব্লাসফেমি আইনে অভিযুক্ত করা হয়। মুসলিম শরিয়া মতে ব্লাসফেমি এমন একটা আইন, যাতে অভিযুক্তকে মৃত্যুদন্ড প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইয়ুব যুক্তি সঙ্গতভাবে তার এক মুসলিম বন্ধুর সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি প্রায় ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং দুই ধর্মের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে তামাশা করতেন। সালমান রুশদির "স্যাটানিক ভার্সেস" নামক ইসলাম বিরোধী একটি বই এর দিকে আলোচনাটি মোড় নিল। ওরা গোপনে আড়ি পেতে আলোচনা শুনে ফেলেছিল এবং আইয়ুবের অন্যান্য বন্ধুদের চাপের মুখে ওরা তার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ দাখিল করে।

আইয়ুবকে গ্রেফতার করা হল এবং ব্লাসফেমি আইনের ধারা মোতাবেক মুহম্মদ (সাঃ) এর নিন্দা করার অভিযোগে মৃত্যুদন্ডের রায় প্রদান করা হয়। এর অল্পকাল পরে তার গ্রামে হামলা করা হল এবং যে বারটি পরিবার সেখানে বাস করত, তাদেরকে তাদের বাড়ি ঘর থেকে উৎখাত করা হল। আইয়ুব তার অভিযোগের নির্দোষ প্রমাণের জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল করলেন। তার অভিযোগের জবাব দেওয়ার জন্য তিনি মুনাজাত সহকারে জেলখানায় পাঁচ বছর ধরে অপেক্ষা করে কাটালেন।

বর্তমানে তিনি পাকিস্তানের মান্টনে শাহী ওয়াল কেন্দ্রীয় জেলখানায় রয়েছেন। তিনি জানেন যে, এমনকি মুক্তি পাওয়ার পরও তার জীবনে বিপদ থেকেই যাবে। তিনি পরিবার এবং সমাজের অন্যদের জন্য ও বিপদ নিয়ে আসবেন। ১৯৯৮ সালের প্রথমভাগে তার জীবনে একটা আক্রমন এসেছিল, একবার একজন ইসলামিক মোল্লা (ধর্মীয় নেতা) যে কেহ আইয়ুবকে খুন করতে পারবে, তাকে দশহাজার ডলারের পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিল।

*বর্তমানে মুসলিম দেশগুলোতে ইসলামের বিরুদ্ধে বিবেচিত একটা ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলার অর্থ হতে পারে মৃত্যু দন্ড। মুসলিম এবাদতকারীগণ নিজেরা কঠোরভাবে নিজেদের জন্য একটা মৃত্যু দন্ডের মুখোমুখি হন। কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, গুনাহের জন্য দন্ড হল আধ্যাত্মিক মৃত্যু। ঈসা মসীহের কাছ থেকে দূরে থেকে প্রত্যেকেই অনন্ত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। তথাপি ধন্যবাদ সহকারে বলতে পারি যারা ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনেছে তাদের সকলের জন্য, এমনকি মুসলিমদের জন্যও তিনি গুনাহের দরুন মৃত্যুদন্ডের শাস্তির মূল্য পরিশোধ করেছেন। ঈসা মসীহ্ ক্রুশে বিদ্ধ হতে অথবা জল্লাদের তলোয়ারের নিচে আমাদের স্থলে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু জান্নাতে খোদার সাথে অনন্ত জীবন পেতে আমাদের সক্ষম করে তুলেছে। আজ খোদা তা'য়ালাকে আপনার মৃত্যু দন্ড বদলে দেয়ার জন্য, ক্ষমা লাভ করার জন্য খোদা তা'য়ালার শোকরিয়া জ্ঞাপন করুন এবং মুসলিম দেশগুলোতে যারা ঈসা মসীহকে বাদ দিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যুর মুখোমুখি এবং ঈসায়ীদের খুন করার সম্ভাবনা রয়েছে যাদের দ্বারা, তাদের জন্য মুনাজাত করুন।*

# সুদান

২৩৬তম দিন

"আমাকে মসীহের সঙ্গে ক্রুশের উপরে হত্যা করা হয়েছে। তাই আমি আর জীবিত নই, মসীহই আমার মধ্যে জীবিত আছেন। এখন এই শরীরে আমি যে জীবন কাটাচ্ছি তা ইবনুল্লাহর উপর ঈমানের মধ্য দিয়েই কাটাচ্ছি। তিনি আমাকে মহব্বত করে আমার জন্য নিজেকে দান করেছিলেন।" (গালাতীয় ২ঃ২০ আয়াত)

**দক্ষিণ সুদানীয় সৈনিক চেঁচিয়ে বললঃ "এই গজলটি গাও, নইলে তুমি অবশ্যই মারা যাবে।" বন্দী ঈসায়ী সৈনিকটির চোখে ঘৃণার অভিব্যক্তি দেখতে পেলেন এবং কতজন লোকের প্রাণ নাশ করেছে লোকটা ভেবে আশ্চর্য হয়ে পড়লেন। সৈনিক একটা লম্বা ছুরি বন্দী ঈসায়ীর গলার ভেতর ঢুকিয়ে দিল।**

মনের যুক্তি তাকে বললঃ "মুসলিম ধর্মের গজলটি গেয়ে যাও এবং ওদের কলেমা পড়। খোদা তো জানেন তুমি দমন পীড়নের নীচে রয়েছ। তাহলে তুমি বিশ্বাস যাই কর না কেন, কয়েকটি শব্দ না বলে কেন তোমার জীবনকে পরিত্যাগ করছ?"

অপরদিকে তিনি জানতেন কিতাবুল মোকাদ্দস শিক্ষা দিয়েছে যে, একজন ব্যক্তির কালামে শক্তি নিহিত রয়েছে। তিনি স্মরণ করলেন যে, ঈসা মসীহের নিকট পাপ স্বীকার হল একটি শক্তিশালী বিষয়। তিনি আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, "খোদার নিন্দুক কাফেরের পাপ স্বীকারও শক্তিশালী হতে পারে? এমন কি আমি ইহার অর্থ এরকম না বুঝলেও?" প্রশ্নগুলোকে তার কাছে, তার মনের মধ্যে একজন আর একজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মনে হল। তার যুক্তি ঈসা মসীহের জন্য তার ভালবাসার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হল।

সুদানের ঈসায়ীগণ প্রায়ই এইরকম কোন একটা বিষয় বেছে নেয়ার মুখোমুখি হন এবং তারা তাদের অনেক বন্ধু বান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদেরকে ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান আনার কারণে খুন হতে দেখেন। শহীদগণ মৃত্যুর পূর্বে মুসলিমদের কলেমা উচ্চারণ করা পছন্দ করেননি, তাদের আত্মাকে দোষীত করতে চাননি, খোদার মর্যাদার নিন্দাবাহী গজল গাওয়ার দ্বারা এবং তারা খোদার অন্তঃকরণ ভেঙ্গে দেয়ার ঝুঁকি নেননি।

যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যগুলির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরক্ষা হল ঈসা মসীহ্ তাদের মধ্যে বাস করে এমন গজল গাইতেন না, অতএব তাদেরকে এর পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল একইভাবে ঈসা মসীহ্ তাদের অন্তরে বাস করে আসতেছেন, যারা মৃত্যুর হুমকিতে ভয় পাননি এবং ঈসায়ী ঈমানের বিপরীতে হামদ্ নাত গাননি। এই সকল ঈসায়ীগণ নিজেদেরকে ইতিমধ্যেই ঈসা মসীহে মৃত বিবেচনা করে নিয়েছেন- মসীহ্ তাদের অন্তরে থাকলে বাস্তবে তাদের ক্ষতি হতে পারে না।

*প্রত্যেক দিন আমরা ঈমান এবং যুক্তি বিদ্যার মধ্যে পাল্টাপাল্টি কথাবার্তার সমন্বয় সাধন করি। যুক্তি আমাদেরকে সোজা এগিয়ে যেতে বলে। ঈমান আমাদেরকে প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বলে। যখন আমরা যুক্তি শুনি, আমরা অন্য ব্যক্তিদের বিষয়কে মেনে নিতে আমরা আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়কে একপাশে সরিয়ে রাখি। বিরোধীতা পরিহার করে আমরা কিভাবে অন্যদের হামদ্ নাত গাই? ইহা হতে পারে একটা চাকরী, যাতে প্রতারণামূলক আচরণ চাওয়া হয়। যুক্তি আপনাকে আপনার চাকরী ধরে রাখতে, আপনার মুখ বন্ধ করে রাখতে বলে। আপনি যদি বুঝতে পারেন যে, যুক্তির দীর্ঘ বয়ানের কণ্ঠস্বর আপনাকে শোনা লাগতে পারে তাহলে খোদার কাছে মুনাজাত করুন যাতে তিনি এইসব বাজে বিষয়ের পরিবর্তে আপনার মনের সুর গ্রহণকারী অনুভূতিটা খোদার দিকে নিবদ্ধ হয়। ভ্রান্ত যৌক্তিক মুহূর্তে জ্ঞানপূর্বক ভাবে সঠিক কথা বলতে যা প্রয়োজন আপনার সেই ঈমানের জন্য খোদার নিকট মুনাজাত করুন।*

# ইউক্রেনঃ আন্ডারগ্রাউন্ড জামাতের ঈসায়ীগণ

২৩৭তম দিন

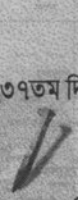

"দেখ, আমি নেকড়ে বাঘের মধ্যে ভেড়ার মত তোমাদের পাঠাচ্ছি। এইজন্য সাপের মত সতর্ক এবং কবুতরের মত সরল হও।" (মথি ১০ঃ১৬ আয়াত)

**রাশিয়ার সীমান্তরক্ষী নির্ধারিত পাহারা ও পর্যবেক্ষণ কাজে হাঁটতেছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যে কোন সন্দেহ ভাজন কার্যকলাপের জন্য সীমান্তে খুবই সতর্কতার সাথে অতিরিক্ত সীমান্ত রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছিল। দুইটি বিপদাশংকা ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ সোভিয়েত নাগরিকগণ পালিয়ে যেতে চেষ্টা করতেছিল এবং চোরাকারবারীরা দেশের অভ্যন্তরে অবৈধ বিষয় অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছিল, যেমন বাইবেল।**

সামাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং ইউক্রেন ও রোমানিয়ার মধ্যে সীমান্ত এলাকার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এই বিশেষ সীমান্ত রক্ষীর উপর। তিনি শান্তিপূর্ণ ঠান্ডা আবহাওয়ার মধ্যে ধীর গতিতে হাঁটতেছিলেন। তার পিছনে ফ্লাশ লাইট জ্বলতে ছিল এবং স্বচ্ছ তুষারের উপর তার আলো ঠিকরে পড়ছিল।

তুষারের উপর খাঁজ কাটা কোন কিছুর উপর যখন ফ্লাশ লাইটের আলো পড়ল তখন হঠাৎ তার ভাবাচ্ছন্নতার আবেশ কেটে গেল। "পায়ের ছাপ। এই পথে!" তিনি লাফিয়ে উঠলেন এবং চার জোড়া পায়ের ছাপের প্রতি নির্দেশ করে তিনি চিৎকার করে উঠলেনঃ "ওরা বেশি দূরে থাকতেই পারে না। হয়তবা আমরা রোমানিয়াতে প্রবেশের পূর্বেই তাদেরকে ধরতে পারব।"

রাতের বেলায় যতটুকু পারা যায়, সর্বশক্তি দিয়ে একটা দল ওদের পিছনে ধাওয়া করল। একটা শব্দ হল। চারজন রোমানীয়ান ঈসায়ী বরফের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। যখন গার্ড চিৎকার করে চেঁচিয়ে উঠল তখন তারা খুব সতর্কতার সাথে কান খাড়া করে শব্দটা শুনলেন এবং তারপর গর্জনটা আস্তে আস্তে দূর থেকে দূরে শুনা গেল। তারা উঠে পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে মৃদু হাসলেন। তাদের দলনেতা মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে চলার ইঙ্গিত দিলেন আন্ডারগ্রাউন্ড জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নিদের জন্য কিতাবুল মোকাদ্দসের গাড়ি বহন করে ওরা সতর্কতার সাথে হেঁটে ইউক্রেনের পশ্চাদ অভিমুখে যাত্রা চালিয়ে গেলেন।

*কিতাবুল মোকাদ্দস বলে যে, আমাদের আধ্যাত্মিক প্রতিকুলতাগুলো ঈসায়ীত্বের মূল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিতে সূক্ষ চাতুরী ব্যবহার করতে প্রচেষ্টা চালায়। বিপরীত ক্রমে আমরা যারা শান্তির সুসমাচার বহন করি তারা নির্দোষ বন্দী ভাল্লুককে উত্তপ্ত করার মত। ঈসা আমাদেরকে ভাল্লুকদের মাঝে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়া ভেড়ার পালকে সনাক্ত করার শিক্ষা দিয়েছেন। আমাদের সংক্ষিপ্ত এবং চাতুরীপূর্ণ উপায় ব্যবহার করতে হবে। শয়তানের ক্ষমতা আছে, কিন্তু খোদা তা'য়ালা সর্বশক্তিমান। তিনি আপনার শত্রুদের উপরে বিজয়ী হতে আপনাকে সক্ষম করে তুলতে পারেন। আপনার কাজ কেবল খোদার বিজয়ী পরিকল্পনার পূর্ণতা দান করতে খোদার নিকট প্রজ্ঞা এবং সাহায্য যাচঞা করা। আপনি কি একটা বিশেষ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছেন? আপনার পরবর্তী গতিবিধির পরিকল্পনা স্থির করার সময় আপনি কি খোদার নিকট প্রজ্ঞা লাভের জন্য মুনাজাত করেছেন? আপনার শত্রু যে রকম উন্নত রণকৌশল দিয়ে আপনাকে প্রতিহত করার পরিকল্পনা নিয়েছে, তাতে আপনি খোদার উপর আপনার আস্থা সমর্পণ করুন----- তিনি সারাবছর ধরে আপনার জন্য কাজ করে যেতে থাকবেন।*

২৩৮তম দিন

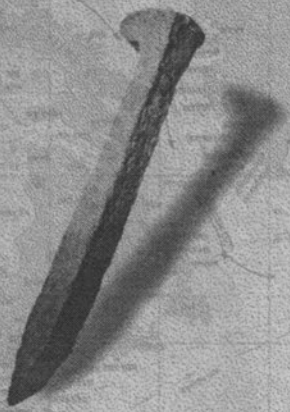

যেহেতু ঈসা মসীহ্ এই দুনিয়াতে মাংসিক দেহে আর বিদ্যমান নাই, তাই তিনি চান দুনিয়ার এই কষ্ট ও নির্যাতন ভোগের মধ্যে তাঁর দেহরূপ ইসায়ী জামাত তাঁর নির্যাতন ভোগ ও ক্রুশীয় মৃত্যুর কষ্টের রহস্য উদ্ঘাটন করুক।

যেহেতু আমরা তাঁর দেহ, তাই আমাদের এই কষ্ট ভোগের ছায়া মাত্র।

-জন পাইপার এর 'Desiring God' বই থেকে নেয়া।

# ভিয়েতনাম ঃ লিনডাও

২৩৯তম দিন

"হে মাবুদ, তোমার পথ সম্বন্ধে আমাকে শিক্ষা দাও, যাতে আমি তোমার সত্যে চলতে পারি; তোমাকে ভয় করবার জন্য আমার দোটানা অন্তরকে তুমি এক কর।" (জবুর ৮৬ঃ১১ আয়াত)

**যখন লিনডাও এবং তার আম্মা জেলখানার সমীপবর্তী হলেন তখন তারা জানতেন যে, কি করতে হবে। কিন্তু একটা যুবতী মেয়েকে আবেগ দ্বারা জয় করার কাজটা যেমন, লিন ডাও এর আম্মাকেও এই বিষয়টা দেখতে সেরকম বানাতে হয়েছিল।**

লিন্ এর আব্বা ভিয়েতনামের আন্ডারগ্রাউন্ড জামাতের একজন আমীর। এক বছর পূর্বে লিন যখন দশবছর বয়সের মেয়ে ছিল, তখন চারজন পুলিশ তার কক্ষে ক্ষিপ্ততার সাথে প্রবেশ করল এবং ঘরের ভিতর তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালাল। একটা কিতাবুল মোকাদ্দস খুঁজে বের করার জন্য। লিন ডাও কিতাবুল মোকাদ্দসটি তার স্কুল ব্যগে লুকিয়ে রেখেছিল, তার আব্বাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে বন্দী শ্রমিক শিবিরে কঠোর পরিশ্রমের কাজ এবং কমিউনিষ্ট মতবাদ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল।

যখন ওরা জেলখানার কাটা তারের বেড়ার নিকটে পৌছাল তখন লিন তার আব্বাকে দেখার একটা সুযোগ পেল। এই বেড়াটা-ই ওর আব্বাকে ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। সে ছুটে তার আব্বার কাছে গেল এবং এই বেড়ায় ব্যবধান সত্ত্বেও আব্বাকে জড়িয়ে ধরল। জেলখানার রক্ষীরা তাকে নজরে রাখল, মেয়েটির কান্ড দেখে অবাক হয়ে গেল এবং তাকে তার আব্বার কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করে একা এক জায়গায় রাখল, এই ক্ষুদ্র বালিকাটি কি এমন ক্ষতি করতে পারে?

লিন এর পরিবার ওর আব্বার কাছে একটা জিনিস চোরাচালান করতে পেরেছিল, তাহল একটা ছোট কলম। এই কলমটা দিয়ে সিগারেটের কাগজে ওর আব্বা কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াত লিখে দিয়েছিলেন। এই 'সিগারেট' নসীহত জেলখানার এক কক্ষ থেকে আর এক কক্ষে বিতরণ করা হয়েছিল। এভাবে অনেক বন্দী ঈসা মসীহের বিষয় জানতে পেরেছিল।

লিনডাও এখন একজন সম্ভাবনাময় কিশোরী এবং যা সঠিক তা করার পূর্বে বিপদ ও ঝুঁকির ভয়ে সে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে না। তার আকাঙ্খাগুলো ওর আব্বার পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে যায় এবং সে একজন ঈসা মসীহের ইঞ্জিলের মোবাল্লিগ হতে চায়।

কমিউনিষ্ট ভিয়েতনামে ঈসা মসীহের বিষয়ে তবলিগ করার বিপদ সম্পর্কে সরাসরি অভিজ্ঞতা তার রয়েছে এবং মানবীয় কর্তৃপক্ষকে নয় বরং ঈসা মসীহের আনুগত্য করার 'অনুপ্রেণা' তার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

*ঈসা মসীহের জন্য তবলিগী সাক্ষ্যে ঈসায়ী ঈমানদারগণের আরো বেশি অনুপ্রাণিত না হওয়ার কারণ হল, যখন তাদের কেবল মাত্র একটা কণ্ঠস্বর শোনা উচিৎ, তখন তারা দুইটি কণ্ঠস্বরের আহ্বানে কান দেয়। একটা পার্থিব এবং একটা স্বর্গীয়। অনুপ্রেরণার বাধ্যতা কখনো মনোযোগের দ্বিধাবিভক্ত অবস্থা থেকে উঠে আসে না। কোন একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা উচিৎ, আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের অন্তরে খোদার কণ্ঠস্বরে তা বলতে শুনি, "এখন ইহা বল, তোমার ঈমানকে শেয়ার কর।' তথাপি আমরা একই সময়ে আমাদের সবরকম অজুহাতের উপস্থাপনায় আমাদের নিজস্ব একটা কণ্ঠস্বরও আমরা শুনতে পাই, "এখন নয়, পরে করা যাবে, তুমি এ কি করছ?" খোদা তা'য়ালা আমাদেরকে একটা অবিভক্ত হৃদয় দান করেছেন যা কেবল মাত্র খোদার কণ্ঠস্বরই শুনতে পায়। যখন আমরা আমাদের আত্মায় পরিপক্ক হই, আমরা শিখি যে, অধিক বাধ্যতা স্বভাবগত ভাবেই আসে যতই অনুপ্রেরণা থাকবে, ততই চেষ্টার প্রতিফলন ঘটবে।*

# বাংলাদেশঃ আব্দুল্লাহ্

২৪০তম দিন

"তবে পাক-রূহ তোমাদের উপরে আসলে পর তোমরা শক্তি পাবে, আর জেরুজালেম, সারা এহুদিয়া ও সামেরিয়া প্রদেশে এবং দুনিয়ার শেষ সীমা পর্যন্ত তোমরা আমার সাক্ষী হবে।" (প্রেরিত ১ঃ৮ আয়াত)

**যেহেতু আব্দুল্লাহ্ ঈসা মসীহকে তার নাজাতদাতা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, তাই তার পরিবার তার মন পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন। মোটের উপর তার আব্বা তাদের গ্রামে একজন সম্মানিত ব্যক্তি।**

যখন তার সাথে কথা বলে বুঝিয়ে তাকে প্রভাবিত করে ইসলামের প্রতি ফিরানো গেল না, তখন তারা আব্দুল্লাহ্কে প্রহার করার পথটাই বেছে নিলেন। যখন প্রহার করেও কোন কাজ হল না, তখন আরো পাশবিক প্রহারের জন্য অন্যদেরকে ডেকে আনা হল। কোন কিছুতেই কাজ হল না, আব্দুল্লাহ্ নাছোর বান্দার মত ঈসা মসীহের পথ আঁকড়ে ধরে রইলেন। অবশেষে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে তার মা তাকে খাবার দেয়া বন্ধ করে দিলেন। ওর থালায় কেবলমাত্র ছাই বেড়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ্ খোদার নিকট মোনাজাত করলেন এবং শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শেষ উপায় হিসাবে ওর পরিবার ধর্মীয় আলেমগণকে ডাকলেন। 'শয়তান' তাদের সন্তানের উপর যে মন্দ আছর করেছে তা থেকে মুক্ত করতে তারা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন এবং মিলাদ পড়াবার ব্যবস্থা করলেন। মোল্লাগণ তাদের বাড়িতে আসলেন এবং বালকটির উপর কুরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করে ঝাড় ফুঁক দিলেন। তিনি সুর করে কলেমা পাঠ করলেন। বালকটির উপর হাত রাখলেন। তিনি নাচতে থাকলেন এবং তর্জন গর্জন করে আছরকারী শয়তানকে ধমকাতে থাকলেন। আব্দুল্লাহ্র অন্তরের উদ্দীপনা অনঢ় হয়ে রইল। পাঁচ ঘন্টা পর মোল্লাহুজুর ক্লান্ত হয়ে শয়তান তাড়ানোর প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করলেন। ক্ষান্ত হওয়ার সময় তিনি বললেনঃ "আব্দুল্লাহ্র উপর আছর করা আত্মা আমার আত্মার চেয়ে শক্তিশালী। আব্দুল্লাহ্র এই অবস্থা পরিবর্তিত হবে না। অন্যদের নিকট এই শক্তিশালী আত্মা শেয়ার করা থেকে সে নিবৃত হতে পারবে না। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই ঈসা মসীহের আত্মিক প্রেরণা তাদের সকলের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে সে সাতাশ জন মুসলিমকে ঈসায়ী ঈমানদার বানিয়েছিলেন।

*শক্তি সংকটে একটা সম্ভাবনার দ্বারা সৃজনশীল কোন প্রচেষ্টা চালাতে আধুনিক প্রকৌশলীগণ এমন ডিজাইনের গাড়ি নির্মাণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন যা সম্পূর্ণ রূপে ব্যাটারির সাহায্যে চলবে। সমস্যাটা হল এখানে যে, গাড়িতে এমন কোন অতিরিক্ত শক্তির উৎস থাকতে হবে যা ব্যাটারীকে পুনঃ চার্জ করতে পারে। এরকম মডেলের গাড়ী তৈরী করার ধারণা যেহেতু এখন পর্যন্ত এতই অপরিচিত যে, যদি এরকম গাড়ী তৈরী হয়েই যায় তাহলে ব্যাটারী চার্জ করার ষ্টেশন স্বল্প দূরত্বের ব্যবধানে স্থাপন করতে হবে। শক্তির উৎস ছাড়া গাড়ীটি বাজে হয়ে পড়বে কোন কাজে লাগবে না। ঠিক একইভাবে যেসব ঈসায়ীগণ রুহুল কুদ্দুসের থেকে দূরে থেকে তবলিগী ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ প্রচেষ্টা চালাতে চায়, তারাও ব্যাটারি বিহীন গাড়ীর সমান হয়ে যাবে, কোন সাহায্যকারী হতে পারবে না। খোদার কালাম শিখার পথ ধরে চলতে গিয়ে আমাদেরকে অবশ্যই প্রজ্ঞা, প্রতিরক্ষা তবলিগ করার শক্তির জন্য রুহুল কুদ্দুসের উপর নির্ভর করতে হবে। আপনি কি ঈসা মসীহের যে শক্তি আপনার মাঝে বহমান তাকে অনুমোদন করার পরিবর্তে আপনার নিজ শক্তি কাজে লাগাতে চাচ্ছেন, কোন কিছু করার জন্য? তাহলে জেনে রাখুন, আপনি ব্যর্থ হবেন। তাই পাক-রূহের শক্তির উপর নির্ভর করুন।*

# ইংল্যান্ডঃ একজন যুবতী চাকর

২৪১তম দিন

"আমার চোখ খুলে দাও যাতে তোমার শিক্ষার মধ্যে আমি আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয় দেখতে পাই।" (জবুর ১১৯ঃ১৮ আয়াত)

ষোড়শ শতাব্দীতে যারা নিজেদের প্রয়োজনে আসমানী কিতাবগুলোর তাফসীর করার চেষ্টা করতে ছিলেন রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ তাদের বিরুদ্ধে এক কঠিন নিপীড়নের পদক্ষেপ নেন। এই সময়কালে যাকেই অনুবাদকৃত কিতাবুল মোকাদ্দস অধ্যয়ন রত অবস্থায় পাওয়া যেত তাকেই ফাঁসিতে ঝুলানো হতো। খুঁটিতে বেঁধে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করা হতো, পানিতে ডুবিয়ে মারা হতো, দেহকে টুকরা টুকরা করে কাঁটা হতো, অথবা জীবন্ত কবর দেয়া হতো।

রাজার কাছ থেকে তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে Brugge-এর মেয়রের বাসায় পরিদর্শন করার জন্য পাঠানো হল সেখানে কোন কিতাবুল মোকাদ্দস পঠন হয় কি না তা দেখতে, তাদের তল্লাশি অভিযানে সেখানে এক কপি কিতাবুল মোকাদ্দস পাওয়া গেল। কিতাবুল মোকাদ্দসটি সম্বন্ধে কিছু জানার বিষয়ে সবাই অস্বীকার করল। তারপর একজন যুবতী চাকরানী বেরিয়ে আসল। যখন তাকে ইংরেজি অনুবাদকৃত কিতাবুল মোকাদ্দসটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন সে বললঃ "আমি এই কিতাবটি পড়ে আসতেছি।"

মেয়র চাকরানীটির পক্ষ সমর্থন করে বললেনঃ "আরে না, ও-তো পড়তেই জানে না। কিন্তু চাকরানী মেয়েটি মিথ্যা কথা দ্বারা তার প্রতিরক্ষার প্রতি ইচ্ছুক ছিল না। সে অবিচল কণ্ঠে বললঃ "ইহা সত্য যে, এই কিতাবুল মোকাদ্দসটি আমার। আমি এই কিতাব থেকে খোদার কালাম পড়া চালিয়ে যাচ্ছি এবং অন্য সকল কিছুর চেয়ে ইহার মূল্য আমার কাছে বেশি।"

বিচারে তাকে ক্ষুদ্র পরিসর আবদ্ধ বায়ুরুদ্ধ ঘরে রেখে শহরের দেয়ালে শাসরুদ্ধ করে মারার রায় প্রদান করা হল। তাকে হত্যাকরার ঠিক কিছু সময় পূর্বে একজন কর্মকর্তা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ "তুমি কত সুন্দরী এবং যুবতী, অথচ তুমি মরবে?"

সে জবাব দিলঃ "আমার মাবুদ ঈসা আমার জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাই আমিও তাঁর জন্য মরব।"

অবশেষে তাকে শাসরুদ্ধ করে মারার ছোট ঘরের একটা মাত্র ইট স্থাপন করা বাকী, তখন সে লোকদেরকে বললঃ "আপনারা অনুতাপ করুন। আপনারা কেবল অনুতাপের একটা শব্দ উচ্চারণ করে অনুতাপ করুন।" তারপর সে বললঃ "মাবুদ, আমার হত্যাকারীদেরকে তুমি ক্ষমা করো।"

*মোটামুটি ভাবে ভাবতে গেলে ইহা একটা সাধারণ কিতাব বৈ তো নয়----- সারা বছর ধরে সর্বোচ্চ বিক্রি হওয়া একটা কিতাব মাত্র। অন্যদের কাছে ইহা কেবলমাত্র একটা পারিবারিক ঐতিহ্য- বিবাহ, অনুষ্ঠান, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপহার দেবার এবং মৃত্যুর পর শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে পঠিত একটা বই মাত্র। তথাপি অন্যান্য এমন লোক রয়েছে যাদের কাছে কিতাবটি খোদা তা'য়ালার পবিত্র এবং অনুপ্রেরণা দায়ক কালাম। এই সকল বিশ্বাসী ভ্রাতা-ভগ্নীগণ এই কিতাবের প্রতি এমনভাবে যুক্ত রয়েছে যেন ইহা প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের পত্র। তারা এই বাক্যগুলো বার বার অন্তর দিয়ে পড়েন। খোদার কালামের সত্যতার মধ্যে তারা কি দেখতে পায়? এতে কি এমন বিষয় রয়েছে যাতে সে ইহা পড়তে গিয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতেও তাদের ইচ্ছুক বানিয়ে দেয়? এই প্রশ্নগুলোর জবাব খোদা তা'য়ালার কাছে জিজ্ঞাসা করুন। যদি ইহার সত্যে আপনার মধ্যে একটা রহস্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে খোদার কালাম পরিষ্কার ভাবে বুঝতে আপনার জ্ঞান চক্ষু খুলে দিতে খোদার কাছে মিনতি করুন। তাঁর সাহায্য ছাড়া খোদার কালামগুলি বই এর পাতায়ই আবদ্ধ থাকবে কিন্তু খোদা আপনার কাছে জীবন্ত করে এনে দিতে পারেন।*

# উত্তর কোরিয়াঃ এক অপরিচিতা মা এবং পুত্র

২৪২তম দিন

"যে বীজ ধ্বংস হয়ে যায় এমন কোন বীজ থেকে তোমাদের নতুন জন্ম হয় নি, বরং যে বীজ কখনও ধ্বংস হয় না তা থেকেই তোমাদের জন্ম হয়েছে। সেই বীজ হল আল্লাহ্‌র জীবন্ত ও চিরস্থায়ী কালাম।" (১ম পিতর ১ঃ২৩ আয়াত)

**দেখতে মর্মাহত অবস্থায় যখন তার পুত্র সদর দরজা দিয়ে হেঁটে গেলেন তখন এই উত্তর কোরিয়ান মা তার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কি ব্যাপার? কি ঘটেছে?"**

ঃ "আজ আমি আমার বন্ধুর সাথে ছিলাম, তখন দুইজন পুলিশ আমাদেরকে থামাল। ওরা আমার বন্ধুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল এবং একজন ঈসায়ী হওয়ার অভিযোগে তাকে অভিযুক্ত করল। আমার বন্ধুটি তার অভিযোগটা অস্বীকার করার চেষ্টা করল না। এমনকি যখন তার প্রতি বন্দুক তাক করা হল, তখনও তার মুখমন্ডলে শান্তির আভা বিদ্যমান ছিল।

সে কোন কথা না বলে সোজা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল, আমি জানতাম, মনে মনে সে কি বলতেছে। সে চেয়েছিল আমি যেন সেই একই বিষয়ের উপরে ঈমান আনি, যার উপর ঈমান এনেছে। তারপর সে কেবল একটা কথা বললঃ 'তাদের মঙ্গল হোক। সে ঠিক আমার সামনে খুন হল। কারণ সে ছিল একজন ঈসায়ী ঈমানদার। আমি এখনো জানি না ঈসায়ী হওয়া কি। আমি এ বিষয়ে কিছুই বুঝি না।"

এই কাহিনীটা মায়ের কাছে বলার পর হাত দিয়ে তার মাথা ধরে আদর বুলিয়ে দিলেন এবং সরলভাবে বললেনঃ "ঈসায়ী হওয়া বলতে কি বুঝায়, আমি তা বুঝি।" তারপর তিনি পুত্রের কাছে তার নাজাতদাতা ঈসা মসীহের সত্য কাহিনীর সাক্ষ্য দিলেন তিনি তার পুত্রকে ঈসার বিস্ময়কর জন্ম বৃত্তান্ত শিক্ষা দিলেন এবং নাজাত পাওয়ার সুযোগের বিষয় শিক্ষা দিলেন, যা ঈসা মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আসে।

যদিও ইহা বেদনা দায়ক ছিল যে, তিনি তার নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন থাকার কারণে তার পুত্রের কাছে পূর্বে কখনো এই বিষয় বলার সাহস দেখাতে পারেননি। তিনি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হলেন, কারণ খোদা তাদেরকে সমর্থনের সুযোগ দিয়েছিলেন। তিনি পুত্রকে বললেনঃ "যখন বুলেটগুলো তোমার বন্ধুর হৃদয়ে আঘাত হানছিল তখন খোদা তোমার হৃদয়ে একটা আশার বীজ বুনার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন।"

বর্তমানে এই ছেলেটি উত্তর কোরিয়াতে কিতাবুল মোকাদ্দস চোরাচালানের গৃহভিত্তিক গোপন জামাত গঠনের একজন সক্রিয় কর্মী।

*এই ছেলেটির শারীরিক দেহটার জন্ম তার আম্মার কাছ থেকে হয়েছিল কিন্তু তাকে পুনর্জন্মের মধ্য দিয়ে আখেরী জীবন লাভ করার সাহায্য পেতে তিনি ছেলেটির মধ্যে সুযোগটিকে সঞ্চারিত করেছিলেন। শারীরিক জীবনটা বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু খোদার দেয়া অনন্ত জীবন চিরদিন টিকে থাকবে। আপনি যাদের ভালবাসেন, তাদের কাছে ঈসায়ী নাজাতের পরিকল্পনাকে সহভাগিতা করার একটা সুযোগকে কি আপনি হারিয়েছেন? আপনাকে দ্বিতীয় সুযোগ দেয়ার জন্য খোদা তা'য়ালার কাছে মুনাজাত করুন। সুযোগ কাজে লাগানোর পূর্বে দুঃখ দায়ক ঘটনার আঘাত হানার জন্য অপেক্ষা করবেন। তবলিগী সাক্ষ্য বহন করার প্রত্যেকটি ছোট বড় সুযোগকে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগান।*

## উত্তর কোরিয়া : এলিজাবেথ প্রেনটিজ

২৪৩তম দিন

"প্রত্যেকে নিজের কাজ পরীক্ষা করে দেখুক। তাহলে অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা না করে তার নিজের কাজের জন্য সে গর্ববোধ করতে পারবে, কারণ প্রত্যেকেরই উচিত নিজের দায়িত্ব বয়ে নেওয়া। সুযোগ পেলেই আমরা যেন সকলের, বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র পরিবারের লোকদের উপকার করি। (গালাতীয় ৬ঃ৪,১০ আয়াত)

**এলিজাবেথ প্রেনটিজ কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেনঃ "আমি নিজেকে খুবই শূন্য অনুভব করি।" দুইটি সন্তান হারানোর যন্ত্রণায় তাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত মনে হতো। এমনকি যদিও পা হারানো থেকে তার জীবনে বিরাট যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তথাপি অন্যদেরকে অতুলনীয় উৎসাহ যোগানোর সামর্থ দ্বারা ঈসা মসীহের প্রতি তার ঈমান তাকে সব সময় প্রফুল্ল রাখত।**

এই সময় তার দুঃখটা এতটা বেশি ছিল যে, তা বহন করা অসাধ্য। তিনি মুনাজাত করতেনঃ "ইয়া খোদা, তুমি আমার ভগ্ন হৃদয়ের পরিচর্যা কর।" খোদা তার এই মুনাজাতের জবাব দিয়েছিলেন। একদিন বিকাল বেলায় তার গভীরতম দুঃখগুলো কষ্টের সীমানা ছাড়িয়ে ছাঁপিয়ে উঠল। তিনি কলম চালালেন এবং তার প্রিয় প্রেরণাদানকারী গজলটি লিখলেনঃ

মহব্বত আরো বেশী
হে মাবুদ, ঈসা মসীহ্
তোমারই প্রতি মাবুদ, তোমারই প্রতি ॥
শোন মাবুদ, ওগো শুন, জানু পেতে আমি তোমার কাছে করি যে মিনতি।
আরো বেশী মহব্বত,
মনেপ্রাণে মোর এই আশা, এই মিনতি,
তোমারই প্রতি, হে মসীহ্ তোমারই প্রতি ॥
একদা দুনিয়ার আনন্দ চেয়েছি
শান্তি আর বিশ্রাম খুঁজেছি।
এখন কেবল খুঁজি তোমাকে
সবচেয়ে যা ভাল তাই দাও আমাকে।
দুঃখগুলো আমার মাঝে তার কাজ করে যাক্‌না
পাঠাও মাবুদ আমার তরে যত দুঃখ-কষ্ট, যাতনা।
তবু আরো বেশী মহব্বত তোমারই প্রতি ॥

এলিজাবেথ কখনো জানতেন না তার গানের সান্ত্বনা এবং প্রভাব আধুনিক মানুষদেরও অনুপ্রাণিত করবে। যখন মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়, তখন এই গানের শেষ লাইনটা----- 'আরো বেশী মহব্বত তোমারই প্রতি' আজো ঈসায়ীগণ গেয়ে যায়।

*ঈসা মসীহ্ আমাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দিতে নারাজ হন না। কারণ তিনি জানেন যে, মাঝে মাঝে আমাদের কান্না করতে হবে। কিন্তু আমাদের কষ্টপূর্ণ অশ্রুকে সামলে নিতে তিনি আমাদের প্রচুর পরিমানে মহব্বত দেন। আমাদের জীবনে দুঃখটা বৃদ্ধি লাভ করতে সহায়তার প্রয়োজনে, তা থাকতে দেন। আমাদেরকে তাঁর মত বৃদ্ধি লাভ করতে সহায়তার প্রয়োজন। তারপর কেবল যখন আমরা ভাবি যে, এই কষ্ট নিতে পারছি না, তখন দেখি যে আমাদের জীবনটা তাঁর ভালবাসার পরশে ভাল অবস্থানে পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই দিনটা আমাদের জীবনে আসে যখন আমরা আরো শক্তি অনুভব করি। জীবনের বোঝা হালকা মনে হয়। দুঃখ-কষ্টের পূর্ণ ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা কি আপনার জীবনে হয়েছে? ইহা কি ঈসা মসীহের আরো বেশি মহব্বত আপনাকে এনে দিয়েছে?*

# রোমানিয়াঃ ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড

২৪৪তম দিন

"আমরা জানি যারা আল্লাহ্‌কে মহব্বত করে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌ নিজের উদ্দেশ্যমত যাদের ডেকেছেন তাদের ভালোর জন্য সব কিছুই একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। (রোমীয় ৮ঃ২৮ আয়াত)

**ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড ভারী ষ্টিলের দরজাটা খুললেন এবং বিশাল কংক্রিটের মেঝের দিকে পা চালিয়ে অগ্রসর হলেন। মেঝেতে থরে থরে কিতাব সাজানো রয়েছে তিনি চারিদিকে তাকালেন। একটা বিস্তৃত প্রসন্নতা এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে মেঝে থেকে একটা পুস্তক তুলে নিয়ে তিনি তার বন্ধুকে দেখালেন। পুস্তকটি হল রোমানিয়ান ভাষায় অনুদিত একটা শিশুতোষ বাইবেল।**

নিজের ভাবাবেগকে শান্ত করার পর তিনি বললেনঃ "এই গুদামের সুযোগ সুবিধা এখন যেখানে অবস্থান করছে, আমি সেখানে ছিলাম। আমি মাটির তিরিশ ফুট নিচে অন্ধকার নিঃসঙ্গ কারাগারে তিন বছর ছিলাম। আমি চাঁদ অথবা সুর্য কিছুই দেখি নাই। প্রায় প্রতিদিন আমাকে প্রহার করা হতো। এখন কিতাবুল মোকাদ্দস এবং আমার বইগুলো জমা করে রাখা হয়েছে। খোদা এটাকে কতই না ভালভাবে সম্পাদন করতে পারতেন।"

১৯৮৯ সালে যখন রোমানিয়াতে কমিউনিজমের ধ্বংস নামল, কর্মীগণ 'VOM' এর সাথে একটা বই এই গুদাম বানানোর ঘর এবং একটি ছাপাখানা পতিত কমিউনিষ্টদের কাছে থেকে ডলারের বিনিময়ে কিনতে সক্ষম হলেন। ওরা রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ডের বই এবং হাজার হাজার কপি কিতাবুল মোকাদ্দস ছাপালেন। অস্থায়ী একটা স্থানের প্রয়োজনে এগুলো এখানেই গুদামজাত করা হল। শহরে নতুন মেয়র গুদামজাত সুবিধার জন্য প্রেসিডেন্ট সিমেসক্যুর রাজ প্রাসাদের নিচের তলাটি দেয়ার প্রস্তাব দিলেন----- একদম সঠিক জায়গা, রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড বছরের পর বছর জেলখানায় তার মাতৃ ভূমিতে ঈসা মসীহের তবলিগী ও তরবিয়তি কাজ চালানোর জন্য মুনাজাত করে কাটাতেন।

যখন রিচার্ড জেলখানায় ছিলেন, তখন জেলখানার রক্ষী তাকে বলেছিলেন যে, তিনি কোনদিন মুক্তি পাবেন না এবং খোদার জন্য আর কোন কাজ সম্পাদন করতে পারবেন না। কমিউনিষ্টদের নির্যাতন করার জায়গাটা আজ খোদার জামাতের পরিচর্যা করার জায়গায় পরিণত হয়েছে।

*একটা চকলেট কেকের জন্য উপাদানগুলোর তালিকা হল, ভ্যানিলা, মাখন, চিনি, ময়দা এবং কুকো। এই উপাদান গুলোর অধিকাংশ দ্রব্য একত্রে মিশে একটা খুবই মজার খাবার তৈরি করে। কিন্তু আমরা এই তালিকা থেকে যদি কেবলমাত্র একটা উপাদান বেছে নেই যেমন ভ্যানিলা, তাহলে খাবারের স্বাদটা তত মিষ্টি হবে না বরং তা কিছু তিক্ত হবে। একইভাবে খোদা তা'য়ালা হলেন প্রধান বাবুর্চি, তাঁর নিকট মিষ্টি খাবার হিসাবে উৎসর্গ করার জন্য তিনি আমাদের জীবনের বিভিন্ন উপাদান গুলোকে মিশ্রিত করেন। ইহার দ্বারা একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তিক্ত হতে পারে। তথাপি সমস্তের একত্রে মিশ্রিত হওয়ায় আমাদের জীবনটা বেহেস্তী সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আপনি কি ঠিক এই সময়টাতে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন? খোদা এই অভিজ্ঞতা কিভাবে ব্যবহার করবেন তা দেখতে মিশ্রণের মধ্য থেকে অন্যান্য ঘটনা নিয়ে আসতে অপেক্ষা করুন। খোদার উপর নির্ভর করুন, অপেক্ষা করুন এবং খোদার পরাক্রম কার্য দেখুন।*

২৪৫তম দিন

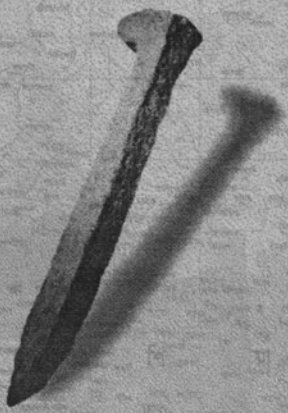

আপনি কেবল অন্যদের সেই অনুপাতে সাহায্য করতে পারেন, যতটা আপনি নিজে কষ্ট ভোগ করেছেন। এর মূল্যটা যতই মহত্তর হবে, আপনি ততটাই অন্যকে সাহায্য করতে পারবেন। মূল্যটা যতই কম হবে আপনি ঠিক তত কম সাহায্য অন্যদেরকে করতে পারবেন। যখন আপনি বিভিষীকাময় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচাই-বিচার, যন্ত্রণা, ধর্মীয় নির্যাতন, দ্বন্দ্ব, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করবেন----- যখন আপনি রুহুল কুদ্দুসকে কাজ করতে দিয়ে আপনার মধ্যে ঈসা মসীহ্‌কে মরতে দিবেন, তখন আপনার জীবন অন্যদের দিকে প্রবাহিত হবে, এমন কি ঈসা মসীহের জীবনের প্রতিও।

-এই কথাগুলো বলেছেন, চীনের ইসায়ী ঈমানদার ওয়াচম্যান নী,
তিনি ঈসায়ী ঈমানের জন্য জেল খেটেছিলেন।

# রোমানিয়াঃ ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড

২৪৬তম দিন

"যিনি মসীহের সঙ্গে আমাদের ও তোমাদের যুক্ত করে শক্তভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন তিনি হলেন আল্লাহ্। তিনিই আমাদের অভিষেক করেছেন।" (২য় করিন্থীয় ১ঃ২১ আয়াত)

**বার জন ছাত্র তাদের ইমামের সাথে বেড়া বরাবর দাঁড়িয়ে ছিল। অন্য পাশে একটা বৃহৎ পরিখা, যা ছিল মানুষের তৈরী একটা উনুক্ত গুহা। পরিখাটির উনুক্ত অংশের সম্মুখে এক বৃহৎ সিংহের পায়ের ছাপ।**

তাদের জামাতী আমীর বললেনঃ "তোমাদের পূর্ব পুরুষগণকেও তাদের ঈমানের কারণে এরকমভাবে পশুদের গুহায় নিক্ষেপ করা হত। জেনে রাখুন যে, আপনাকেও কষ্টভোগ করতে হবে, বর্তমান কালে আপনাকে সিংহের সামনে নিক্ষেপ করা হবে না, কিন্তু আপনাকে মানুষের হাতে অত্যাচার ভোগ করতে হবে। এক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিন মসীহের প্রতি আপনার আনুগত্যকে প্রমাণ করতে আপনি ইচ্ছুক কিনা।"

ছাত্ররা একজন আর একজনের দিকে তাকালেন। তাদেরকে জামাতের আমীরের সম্মুখে দাঁড় করানো হল। তাদের আমীর রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড এমন একজন মানুষ যিনি তার আন্ডারগ্রাউন্ড জামাতের কার্যকলাপের জন্য চৌদ্দ বছর জেল খেটেছেন। ইহাই ছিল রোমানিয়াতে তার শেষ সপ্তাহ, কারণ তিনি এবং তার পরিবারকে তাদের স্বদেশ থেকে মুক্তিপণের বিনিময়ে জেলখানা থেকে মুক্ত করা হয়েছে। কয়েক দিনের মধ্যেই তাদের দেশ ত্যাগ করতে হবে।

রিচার্ড জানেননি তার জামাতের ছাত্রগণকেও নাস্তিক কমিউনিষ্টদের হাতে পাশবিক অত্যাচার ভোগ করতে হয়েছে কিনা----- কিন্তু তিনি সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মধ্যেও ঈমানে টিকে থাকার মত চারা রোপন করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি ছাত্রদেরকে সিংহ দেখানোর জন্য স্থানীয় একটা চিড়িয়াখানায় নিয়ে এসেছিলেন।

যদিও ছাত্ররা বয়সে কাঁচা, তবু তাদের আমীর যা বুঝাতে চেয়েছিলেন তা ওরা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে। অশ্রুপূর্ণ নয়নে তারা দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলঃ "আমাদের আনুগত্যকে সম্পূর্ণ রূপে ঈসা মসীহের প্রতি ন্যস্ত করি।

*যুবক ছেলেদের প্রতি রিচার্ডের শিক্ষাটা ছিল সময়োপযোগী। যদিও তারা সম্পূর্ণরূপে শহীদত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য পুর্ণরূপে উপলব্দী করতে পারে নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পরবর্তীতে নিজেরা এর মুখোমুখি হয়েছে। ওই উদাহরণটা ওদের একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে। সময়ের পুরোভাগে ওরা মসীহের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছে তাদেরকে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সবচেয়ে বেশি কাজের চাপের মুহূর্তটা আমাদের দৃঢ় ঈমানের সিদ্ধান্ত বাছাই করার জন্য বার বার চিন্তা করার সময় নয়। ইহা হল পূর্বস্থিরকৃত দৃঢ় প্রত্যয়কে কার্যক্ষেত্রে স্থাপন করার সময়। আপনি কি পরীক্ষায় পতিত হওয়ার অগ্রগামীতায় আপনার দৃঢ় ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে, কোন বস, বিবাহ, পরিবার, সরকার অথবা অন্য কর্তৃপক্ষ আপনার মনকে পরিবর্তীত করতে না পারে?*

# আ র মে নি য়া ঃ ব র্থ ল ম য়

২৪৭তম দিন

"আমাদের আল্লাহ্‌র সামনে সে দিনরাত তাদের দোষ দেখাত। ভেড়ার বাচ্চার রক্ত ও নিজেদের সাক্ষী দ্বারা তাকে হারিয়ে দিয়েছে। তারা নিজেদের অতিরিক্ত ভালবাসে নি বলেই তাদের জীবন দিতে তারা রাজী ছিল।" (প্রকাশিত কালাম ১২ঃ১১ আয়াত)

**রাজা আস্তিয়গ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হলেনঃ "তুমি আমার ভাইয়ের, আমার স্ত্রীর এবং আমার কয়েকজন সন্তানের মাথা বিগড়ে দিয়েছ। তুমি আমাদের দেবতার উপাসনায় বাঁধার কারণ হয়ে উঠেছ। পুরোহিত টারোথ তোমার রক্তের জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছে। যদি তুমি এই ঈসার বিষয়ে তবলিগ করা না থামাও এবং আমাদের দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ না কর, তাহলে তুমি সর্বোচ্চ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করবে।"**

যখন ঈসার প্রেরিত দূতগণ আলাদা হলেন, তখন বর্থলময় লাইকেনিয়া, সিরিয়া, এশিয়া এবং ভারত জুড়ে সুসমাচার তবলিগের সফর করলেন। তিনি পরে আলবেনিয়ার রাজধানী আর্মেনিয়াতে চলে গেলেন, যেখানে অনেক ঈসা মসীহ্‌কে গ্রহণকারী লোক ছিলেন। বর্থলময়কে পরে রাজার সম্মুখে বিচারের জন্য ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

বর্থলময় জবাব দিলেনঃ "আমি তাদেরকে বিপথগামী করিনি বরং আমি তো তাদের সত্যের পথে মন পরিবর্তন করে দিয়েছি। আমি মিথ্যা দেবদেবীগণের পূজা করব না। আমি কেবলমাত্র এক সত্য খোদার এবাদত করি। আমি বরং আমার নিজ রক্ত দিয়ে এই সাক্ষ্যের সত্যতা প্রমাণ করতে পারি, তবু আমার ঈমানকে একটুও ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হতে দিতে পারি না, আমার বিবেককে আমার চেতনাকে নিমজ্জিত হতে দিতে পারি না।"

রাজা ক্রোধে ফেটে পড়লেন। বর্থলময় কে নিস্তব্দ করে দিতে তিনি লোহার রড দিয়ে প্রহার করার এবং আরো নির্যাতনের হুকুম দিলেন। তখনও বর্থলময় অন্যদেরকে সত্য ধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করতেছিলেন। তারপর তাকে মাথা নীচের দিক করে ক্রুশে ঝুলিয়ে রাখা হল এবং জীবন্ত অবস্থায় ছুঁরে দিয়ে তার গায়ের চামড়া ছিলানো হল। তখনও তিনি লোকজনদেরকে একমাত্র মাবুদ খোদা তা'য়ালা এবং তার পুত্র ঈসা মসীহ্-এর দিকে আসতে আহ্বান করলেন। অবশেষে রাজা এটা কুড়াল দিয়ে বর্থলময়ের মাথাটা কেটে ফেলার হুকুম দিলেন।

*হয়ত বা কেহ কেহ শহীদগণের কাহিনীগুলো তাদের জীবনের পরাজয় এই ধারণা নিয়ে পড়বে। বর্থলময়ের মত তারা অবশেষে তাদের শত্রুদের হাতে মারা পড়ে। ঈসা মসীহ্ একই রকম সিদ্ধান্ত প্রদান করেননি। যারা মসীহের পুনঃরুত্থানকে অস্বীকার করে, তারা তাঁকে এক বিস্ময়কর শিক্ষক হিসাবে বিবেচনা করে। তারা ভাবে তাঁর অসময়ের মৃত্যুতে তাঁর কার্যক্রম দুঃখজনকভাবে ব্যহত হয়। এই মৃত্যুটা কি আসলেই শয়তানের বিজয়ের চিহ্নবাহী? না। ইহাতে ঈসার-ই বিজয় হয়েছে। প্রকৃত তথ্য হল ঈসার মৃত্যুটা ছিল পাপের উপর খোদার চূড়ান্ত বিজয় চিহ্ন, ঈসায়ী শহীদগণের ঘটনার ক্ষেত্রে তাদের সাহসী মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আসা সাক্ষ্য এবং তবলিগ অনেক লোককে ঈসায়ী ঈমানে নিয়ে এসেছে যা তারা তাদের জীবদ্দশায় যতটুকু পেরেছে তার চেয়ে বেশী। আমার জীবন দ্বারা এবং সেই সাথে আপনার মৃত্যু দ্বারাও খোদার সম্মান বৃদ্ধি করা সম্ভব।*

# রোম ঃ ঈসা মসীহের প্রেরিত

২৪৮তম দিন

"আমার একমাত্র ইচ্ছা এই, যেন আমি শেষ পর্যন্ত দৌড়াতে পারি, অর্থাৎ হযরত ঈসা যে কাজের ভার আমাকে দিয়েছেন তা শেষ করতে পারি। সেই কাজ হল আল্লাহ্‌র রহমতের সুসংবাদের বিষয়ে সাক্ষী দেওয়া।" (প্রেরিত ২০ঃ২৪ আয়াত)

**পৌল তীমথিকে লিখেছিলেনঃ "মসীহের উপর ঈমানের জন্য তাঁর পক্ষে প্রাণপণ জেহাদ চালিয়ে যাও। যে অনন্ত জীবনের জন্য তিনি তোমাদেরকে ডেকেছিলেন, সেই জীবন ধরে রাখ।"**

পৌল তার কিছু অভিজ্ঞতার কথা করিন্থীয় জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিকট বর্ণনা করেছিলেন, বিপুল ধৈর্য, নানা রকম ক্লেশে, অনাটনে, সংকটে, প্রহারে কারাবাসে, কত দাঙ্গা হাঙ্গামা আমার উপর দিয়ে গেছে, কত পরিশ্রম করেছি, কত রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি এবং কতবার না খেয়ে থেকেছি ..... আমরা মরবার মত হয়েছি, তবু বেঁচে আছি, আমাদের মারধর করা হয়েছে, তবুও হত্যা করা হয়নি। আমরা দুঃখ পাচ্ছি, তবু আমাদের অন্তর আনন্দে ভরা। আমরা নিজেরা গরীব, তবু আমরা অনেককে ধনী করেছি। আমাদের কিছু নেই, তবু আমরা সবকিছুর অধিকারী। এভাবেই আমরা প্রমান করেছি যে, আমরা খোদার সেবাকারী।"

যখন জেলখানায় মৃত্যু দন্ড প্রাপ্ত আসামী ছিলেন, তখনও পৌল ফিলিপীয়দের কাছে লিখেছিলেনঃ "কারণ আমার পক্ষে জীবন হল মসীহ্ এবং মরণ হল লাভ। কিন্তু যদি আমি বেঁচেই থাকি তবে সেটা আমাকে এমন একটা কাজের সুযোগ দেবে যাতে যথেষ্ট ফল হয়। কোনটা আমি বেছে নেব জানি না। দুদিকেই আমাকে টানছে। আমি মরে গিয়ে মসীহের সংগে যুক্ত থাকতে চাই, কারণ সেটা ভাল, তবু তোমাদের জন্য আমার বেঁচে থাকার দরকার আরো বেশী। আমি নিশ্চয় করে জানি আমি বেঁচে থাকব এবং তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকব, যেন তোমাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তাতে তোমরা আনন্দিত হও।" (ফিলিপীয় ১ঃ২১-২৫ আয়াত)

কয়েক বৎসর পরে পৌল তীমথিয়কে লিখেছিলেনঃ "আমি মসীহের পক্ষে প্রাণপণ জেহাদ করেছি। আমার জন্য নির্ধারিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়িয়েছি এবং আমার ঈমানকে ধরে রেখেছি। (২য় তীমথিয় ৪ঃ৭ আয়াত)

চৌষট্টি বছর বয়সে রোমে সম্রাট নীরোর হুকুমে পৌল-এর শিরোচ্ছেদ করা হয় এবং তিনি মাবুদ মসীহের কাছে চলে যান।

*নির্যাতনের মুখোমুখি অবস্থায় যদি কখনো আমাদের জন্য অনুপ্রেরণা চালু রাখা প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের পৌলের জীবন দেখার চেয়ে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজন নাই। পৌলের কষ্ট সহ্যের ধাবন-ক্ষেত্র শুরু হয়েছিল, যাত্রা শুরু থেকে সমস্যার দ্বারা। তিনি অসংখ্য লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার কাজ করে গিয়েছিলেন, যা কিছুটা কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রেরিতের কাজ নামক অংশে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তথাপি তিনি যা কিছু সহ্য করেছেন তার কিছুই ঈসা মসীহ্‌কে জানা এবং অন্যকে ঈসা মসীহের বিষয়ে জানানোর সাথে তুলনীয় হতে পারে না। যখন দুঃখ কষ্ট ভোগের মুহূর্ত আপনার জীবনে আসে, তখন পৌলের মত একই রকম কথা কি আপনিও বলতে সক্ষম হন? যদি আপনার জীবনে এই ভয় আসে যে, বিশ্বস্ততার সাথে খোদার সেবা করার এটাই আপনার জীবনের শেষ ধাপ, তাহলে পৌলের অনুপ্রেরণা দানকারী বাক্যগুলোর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন এবং আপনার জীবনের দ্বিতীয় মোড় গ্রহণ করুন।*

# ইহুদীয়াঃ তরিকাবন্দীদাতা নবী ইয়াহিয়া

২৪৯তম দিন

"ঠিক সেইভাবে আমার আনন্দও আজ পূর্ণ হল। তাঁকে বেড়ে উঠতে হবে আর আমাকে সরে যেতে হবে।" (ইউহোন্না ৩ঃ৩০ আয়াত)

ধার্মীকতার জন্য কথা বলতে নবী ইয়াহিয়া কখনো ব্যর্থ হন নাই। যখন রাজা হেরোদ আন্তিপাস তার নিজ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে তার ভাইয়ের স্ত্রীকে অবৈধভাবে গ্রহণ করেন, তখন ইয়াহিয়া তাকে দোষারোপ করেন। তিনি হেরোদকে বললেন, এই রকম গর্হিত কাজ দ্বারা তিনি খোদার শরীয়ত লঙ্ঘন করেছেন। ইয়াহিয়ার এই তিরস্কারের জন্য রাজা তাকে ঘৃণা করেন কিন্তু সেই সাথে তিনি ইয়াহিয়া নবীকে ভয়ও করতে থাকেন, কারণ লোকজন তাঁকে নবী হিসাবে সম্মান করে। হেরোদ ইয়াহিয়াকে হত্যা করতে চাইলেন। কিন্তু তার উপর হস্ত বিস্তার করে জনগণের রোষে পড়ার ঝুঁকিটা নেয়ার সাহস পেলেন না। তার নতুন স্ত্রীর চাপের মুখে অবশেষে তিনি ইয়াহিয়াকে হত্যা করাটাই সর্বোত্তম মনে করলেন----- তারপর তিনি ইয়াহিয়াকে জেলখানায় বন্দী করলেন।

তিনি যে একজন মসীহের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ঈসাই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ কিনা, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে। জেলখানায় বন্দী থাকার সময় ইয়াহিয়া ঈসা মসীহের কাছে দূত পাঠালেন। ঈসার নিঃশ্চয়তার দ্বারা ইয়াহিয়া বুঝেছিলেন যে তার উপর অর্পিত খোদার সেবা কার্যক্রম পূর্ণ হয়েছে। খোদার প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর আগমন হয়েছে। ইয়াহিয়া জানতেন তাঁর জীবনে অল্পকাল ব্যবধানে কি ঘটবে এবং এখন থেকে মসীহের মর্যাদা বৃদ্ধির সময় শুরু হবে।

রাজা হেরোদের জন্মদিনে রানী হেরোদিয়া তার মেয়েকে পাঠালেন রাজার সম্মুখে নৃত্য করতে। নৃত্যে সন্তুষ্ট হয়ে রাজা শপথ পূর্বক বললেন মেয়ে যা চাইবে তাই তাকে দেয়া হবে। মেয়েটি বিচক্ষণতার সাথে একটা থালার মধ্যে ইয়াহিয়ার কাটা মাথা এনে দিতে বললেন। হেরোদ তার অতিথিদের সম্মুখে লজ্জিত হলেন এবং এই নীতি বিগর্হিত অনুরোধটাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য মেয়েকে বলতে পরলেন না। তাই তিনি জেলখানায় বন্দী ইয়াহিয়ার মাথা কেটে আনার জন্য হুকুম দিলেন।

*অনেকেই তাদের বীরত্বের প্রশংসা করে এবং তাদের সাহসের প্রশংসা করতে করতে মুখে ফেনা তুলে ফেলে। কিন্তু খোদার পথে শহীদগণ প্রশংসা পাবার জন্য জীবন ধারণ করেন না বা মৃত্যুবরণও করেন না। শহীদগণের কাহিনী গুলো এতবেশী সম্মান করা সম্ভব যে, আমরা তাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি চোখ বোঁজা অবস্থায় থাকি। যারা তাদের ঈমানের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, তারা ঈসার মহিমার দীপ্তি ছড়ানোর জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, ঈসা মসীহের গৌরবের জ্যোতিকে ম্লান করার জন্য মৃত্যুবরণ করেন নি। কারো জীবনে একবারের প্রতিক্রিয়া মাবুদের জন্য বৃহত্তর শ্রদ্ধা হওয়া উচিত, আমাদের মাংস এবং রক্তের জন্য ঋণী হওয়া উচিত নয়। ঈসা মসীহের প্রতি আপনার বৃহত্তর অনুভূতি আপনাকে কি ঐশ্বর্য, খ্যাতি ও সম্মান এনে দিবে তার সম্বন্ধে নয় ঈসায়ী খ্যাতি ও সম্মানের চরম অবস্থানে আপনার নাম লেখা হয়েছে, আপনার আরাধনা ও আত্মউৎসর্গ এ সমন্ধে।*

## কমিউনিষ্ট জেলখানাঃ ফ্লোরিকা

২৫০তম দিন

"আমরা জানি মূসার শরীয়ত তাদেরই জন্য যারা সেই শরীয়তের অধীন। ফলে ইহুদী কি অ-ইহুদী কারও কিছু বলবার নেই, সব মানুষই আল্লাহ্‌র কাছে দোষী হয়ে আছে।" (রোমীয় ৩ঃ১৯ আয়াত)

**ফ্লোরিকা ছিলেন নাস্তিক এবং হতাশা গ্রস্থ। সপ্তাহ ধরে তারা মহিলাদেরকে জেলখানা ছেড়ে চলে যেতে ডেকেছেন। সকল বন্দী মহিলা জেলখানার প্রাঙ্গনে জড়ো হলেন এবং তাদের নাম ডাকা হল, কেউ জানত না তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। হতে পারে তাদের সকলকে মুক্তি দেয়া হবে।**

তাই যখন তার নাম ডাকা হল, তখন তার নিজেকে খোদার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলেন। কি ঘটবে তার তোয়াক্কা না করে।

ডেস্কের পিছনে বসা মেজর বললেনঃ "এই স্থানে আমি তোমাদের খোদার চেয়েও বেশী ক্ষমতাশালী, একথাটা তোমাদের অবশ্যই জানা থাকতে হবে। শেষ পর্যন্ত এখানে খোদা তোমাদের পক্ষে কোন মধ্যস্থতাকারী অথবা হস্তক্ষেপকারী নিযুক্ত করেননি। কিন্তু, তোমরা কি সত্যি খোদাকে গ্রহণ করেছ? আমি মনে করি তোমাদের এই সত্যটা অবশ্যই উপলব্ধী করতে হবে যে, কমিউনিষ্ট সমাজে তোমাদের জন্য খোদার কোন প্রয়োজন নাই। তোমাদের একজনেরও প্রয়োজন নেই যদি তোমরা কখনো এখান থেকে মুক্তি পাও, তাহলে তোমরা তোমাদের নিজের জন্য একটা বিস্ময়কর অর্জন দেখতে পারবে, আমরা পরবর্তী কয়েক বৎসর ধরে তা নির্মাণ করব এখন কেবল তার শুরু।

ফ্লোরিকা ডেস্কের উপর দলিল দস্তাবেজগুলির উপর দৃষ্টিপাত করলেন এবং জবাব দিলেনঃ "আমি দেখতেছি আপনি ক্ষমতাশালী। আমি নিশ্চিত যে, আপনি এখানে আমার বিষয়ে দলিল দস্তাবেজ তৈরী করে রেখেছেন, যা আমি কখনো দেখিনি তা আমার ভাগ্যকে নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু খোদা তা'য়ালাও রেকর্ড লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আমরা কেহই তাঁকে ছাড়া জীবন বাঁচাতে পারি না। তাই তিনি আমাকে এখানে রাখুন আর মুক্ত করে দিন, তিনি আমার ভাগ্যে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাই আমার জন্য সর্বোত্তম হিসাবে আমি গ্রহণ করি।"

*তার তিন দিন পর ফ্লোরিকাকে মুক্ত করে দেয়া হল। যখন শিশুদেরকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয়, তখন তারা তাড়াতাড়ি চক বোর্ডের পাওয়ার শিখে ফেলে একটা শিশু সুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে। শ্রেণী শিক্ষকদের দ্বারা বোর্ডে কোন ছাত্রের নাম লেখাটা হচ্ছে উশৃঙ্খল ছাত্রের জন্য চূড়ান্ত বিচার করার নির্দেশক। শিশুসুলভ মন মানসিকতায় আমরা তাদের নাম লিখে রাখার আকাঙ্খা করি। যাদের কারণে আমাদের সমস্যা ও কষ্টে পড়তে হয়। আমরা নিশ্চিত হয়ে পড়ি, তাদের শাস্তি খুব দ্রুত হবে। আপনি কি এই শিশুসুলভ নির্ভরতা কখনো একটুও হারিয়েছেন? আপনি কি বর্তমান দুনিয়ার মন্দতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধির দ্বারা খুবই জ্বালাতন ও কষ্ট ভোগ করে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন? এই ভেবে যে, আপনি আর বিশ্বাস করতে পারছেন না খোদা তাদের নাম নিয়ে কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না? কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, সমগ্র দুনিয়া তাঁর সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। তাই যখন দেখবেন যে প্রতিকারের উর্দ্ধে মন্দতা ছাপিয়ে উঠেছে, তখন আপনি নিরাশ হবেন না। খোদা সময়মত তার বিচার করবেন।*

## রোম

২৫১তম দিন

"মসীহের উপর ঈমানের জন্য তাঁর পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। যে আখেরী জীবনের জন্য আল্লাহ্ তোমাকে ডেকেছিলেন সেই আখেরী জীবন ধরে রাখ। তুমি অনেক লোকের সামনেই তোমার ঈমানের সাক্ষী দিয়েছিলে।" (১ম তীমথিয় ৬ঃ১২ আয়াত)

**প্রথম যুগের ঈসায়ীগণ ছিলেন, রুহানী বিপ্লবী। একটি সমাজ যারা মূর্তি পূজা করে এবং তাদেরকে আহ্বান করে, যারা "নাস্তিক" রোমের সেই সমাজ-এ ঈসায়ীগণ ছিলেন উগ্র শক্তিবাহী হুমকি স্বরূপ। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন এবং রোমীয় কর্তৃত্বের স্পষ্ট হুমকিতে পরিণত হয়েছিলেন। তাদের এত বেশি ঘৃণা করা হতো যে তারা কেবল বিপুল সংখ্যক মৃত্যুর শিকারে পরিণত হননি, বরং তারা লোমহর্ষক ভয়াবহতার নৈপুন্য ও কৃতিত্বকেও বহন করে নিয়েছিলেন।**

ঈসায়ীগণ ছিলেন চরম বিপ্লবী, যারা খোদার শেষ বিচারের কথা ঘোষণা করতেন এবং ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা মন্দ দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দেয়ার ঘোষণা করেন, যাতে অনেক লোক ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়। তারা ঈসা মসীহ্কে রোমান কর্তৃত্বের উপরে স্থান দিতেন। তাই রোমান সম্রাট এক রায় ঘোষণা করেন যে, কেহ ঈসায়ী হওয়ার কোন রকম চেষ্টা করলে তাকে বিনা বিচারে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হবে এবং এতে তার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন আইনী প্রক্রিয়াও চলবে না। যারা রোম শাসকের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে সেইসব 'বিদ্রোহীদের' বিচারে শাসকের সার্বভৌম ক্ষমতা ঈসায়ীদের নির্যাতন করার দশটি চরম পদ্ধতির অনুমোদন করলেন যার প্রত্যেকটা পূর্বের চেয়ে ভয়াবহ ও খারাপ।

বিপ্লবী ঈসায়ীগণ 'শহীদ' এই অভিধায় আখ্যায়িত হয়ে উঠলেন। ইহা তাদের জন্য প্রয়োজন ছিল, যারা সুশৃঙ্খল রোমীয় সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বিচারক গণের সম্মুখে এবং সম্রাটের সম্মুখে নীত হয়েছিলেন এবং সোজাসাপটা দৃঢ়তার সাথে ঈসায়ী সাক্ষ্য বহন করেছিলেন। তাদেরকে 'শহীদ' আখ্যায়িত করা হতো, যদিও তারা তখনো সুক্ষ্ম যাচাই বাছাই ও তদন্তের অধীনে রেখে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়নি। তারা তাদের মনের পরিবর্তন করেন নি। শহীদত্বের তাৎপর্য হল ঈসা মসীহের প্রতি একজন ঈমানী সাক্ষী হওয়া। ঈসা মসীহের জন্য সাক্ষ্য বহনকারী প্রত্যেকেই আধুনিক যুগের বিপ্লবী।

*ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ শহীদগণ, বর্তমান যুগে আমরা যারা আছি, তারা প্রত্যেকেই একটা রূহানী যুদ্ধ ক্ষেত্রের সৈনিক। এই যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল, যখন ঈসা মসীহ্ ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করার দ্বারা শয়তানের মন্দ শক্তিকে উপড়ে ফেলেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্যে তিনি নরক এবং এর শয়তানদেরকে নিরস্ত্র করেছিলেন। শহীদগণ তাঁর যুদ্ধটা চালিয়ে যাচ্ছেন, যদিও যুদ্ধটা শারীরিক অস্ত্র-শস্ত্র নয় বরং রুহানী অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা সংঘটিত হয়। তাদের পাপ স্বীকারটা হচ্ছে পছন্দের হাতিয়ার। তারা মার্চ করতে করতে শত্রুর অঞ্চলে ঢুকে পড়েন- যেমন তারা ধর্মীয় বিধি নিষেধ আরোপিত দেশগুলোতে ভয়হীনভাবে শয়তানের কর্তৃত্বের উপরে ঈসা মসীহের বিজয় ঘোষণা করেন। তাদের বিজয় মিছিল তাদের জীবন নয় বরং তাদের ঈমানী সাক্ষ্য। এই কারণে তারা তাদের ঈমান ধরে রাখার জন্য তাদের জীবন নিয়ে বানিজ্য করতে আগ্রহী হয়েছেন। কোথায় আপনি এই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন? আপনি কি আপনার পাপ স্বীকারের অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ পরিচালনা করতে ইচ্ছুক হইতেছেন?*

২৫২তম দিন

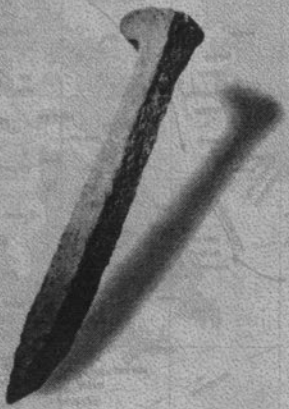

## কর্মভার

প্রভুকে মোর বলেছিলাম মিনতি করে
সাহায্য কর মোর প্রতিবেশীরে।
শক্তি দাও তোমার সুসমাচার দূর দেশেতে
বয়ে নিয়ে যেতে এবং অসুস্থকে সান্ত্বনা দিতে।

কিন্তু তিনি দিলেন জবাব মোরে,
"যদি মহব্বত করিস মোরে,
তবে আমার হাত হয়ে যা অধম ওরে।"

মুমূর্ষু জন এবং রাস্তায় পড়ে থাকা অনাথের পাশে যেতে,
এবং তাদের দেখতে যেতে, বন্দী যারা জেল খানাতে,
মাবুদ, তোমার কাছে মোর এই মিনতি।
কিন্তু তিনি দিলেন জবাব, "মোরে মহব্বত করিস যদি
তাহলে মোর পা হয়ে যা ও-রে!"

গরীবদের দেখতে এবং তাদের কান্না করা কোলের শিশুর যত্ন নিতে
আর প্রত্যেকেরই সকল অভাব মিটিয়ে দিতে।
জবাব তিনি দিলেন মোরে, "মোরে ভালবাসিস যদি,
তাহলে মোর চোখ হয়ে যা ওরে।"

প্রভুকে মোর বলেছিলাম, "তোমার সেবা করতে আমি চাই
কিন্তু কোথা থেকে করব শুরু, তা জানা তো নাই।
বাসতে ভাল জবাব তিনি দিলেন মোরে,
"আমায় যদি মহব্বত করিস
তুই আমার হৃদয় হয়ে যারে
মোরে ভালবাসার তরে।"

- G, Shirie Westfall

# পাট্‌ম দ্বীপঃ মসীহের প্রেরিত দূত ইউহোন্না

২৫৩তম দিন

**উত্তপ্ত তেলের মধ্যে সিদ্ধ করার পরেও যদি কেহ মারা না যায় তাহলে তাকে কি করা যেতে পারে?**

"আমি তোমাদের ভাই ইউহোন্না; ঈসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে একই কষ্ট, একই রাজ্য এবং একই ধৈর্যের ভাগী হয়েছি। আল্লাহ্‌র কালাম ও ঈসার সাক্ষী প্রচার করেছিলাম বলে আমাকে পাট্‌ম দ্বীপে নিয়ে রাখা হয়েছিল।" (প্রকাশিত কালাম ১ঃ৯ আয়াত)

কথিত আছে যে, রোমান সম্রাট ডমিনিয়ান ঈসার সাহাবী ইউহোন্নাকে যে পর্যন্ত মৃত্যু না হয়, সে পর্যন্ত ফুটন্ত তেলের মধ্যে সিদ্ধ করার হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু ইউহোন্না সেই তেলের কড়াইতে মৃত্যু বরণ করেননি। সেখানেও তিনি ঈসায়ী তবলিগ চালিয়ে গিয়েছিলেন। আর একবার তাকে জোর পূর্বক বিষপানে বাধ্য করা হয়েছিল। কিন্তু তাতেও ইউহোন্নার মৃত্যু হয়নি। (ঈসা সাহাবীদের বলেছিলেনঃ "তোমরা প্রাণ নাশক কিছু পান করলেও তোমাদের মৃত্যু হবে না" (মার্ক ১৬ঃ১৮ আয়াত)। এইভাবে তৎকালীন ঈসায়ী জামাতের প্রধান ইউহোন্নাকে অবশেষে ৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পাটম দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। ইউহোন্না সবকিছুতে টিকে ছিলেন, কারণ খোদা তাঁকে শেষ করে দেননি। মসীহের একটা কাশ্‌ফ্‌ বা দর্শন তাঁর কাছে আসা নির্ধারিত ছিল।

যখন পাট্‌ম দ্বীপের একটি গুহায় ছিলেন তখন তিনি একটা দর্শন দেখেন এই দর্শনের লিখিত বিবরণ কিতাবুল মোকাদ্দসের শেষ অংশে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ঈসায়ী জামাতের ইতিহাসে এই দর্শনের কথা চালিকা শক্তি হিসাবে কাজ করেছে ইহাতে ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ঘটনা গুলোও লিপিবদ্ধ রয়েছে। এমনকি আজকের দিনেও তাঁর লেখা ঈসা মসীহের গৌরবান্বিত দ্বিতীয় আগমনের প্রত্যাশায় ঈসায়ী ঈমানদারগণকে অনুপ্রাণিত করে।

ইউহোন্নার নির্বাসনের দুইবছর পর সম্রাট ডমিনিয়ন মৃত্যু বরণ করেন এবং তিনি ইফিষিয় ঈসায়ী জামাতে ফিরে আসেন। তার এই প্রত্যাবর্তনের পর আশি বছর বয়সে তিনি শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন।

*খোদার জামাতের সেবা কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করা অসম্ভব। যে সময়ে অনেক যুবক ঈসায়ী মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ইউহোন্নার জীবনের মৃত্যুদায়ক অনেক অত্যাচার এসেছে তবু তিনি আশি বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। বিশ্বস্ততার সাথে সব সময় দ্বীনের খেদমত করেছিলেন। হয়তবা আপনি আপনার নিজের উপকারিতায় খোদার কাজে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। হয়ত আপনি আপনার দ্বীনি খেদমতে যে দায়িত্বে আছেন, সেখানে আপনি নিজেকে বেশি বয়স্ক ভাবছেন এবং মনে করছেন আপনার চেয়ে তরুণ বয়সের কেহ এই দায়িত্বের উপযোগী। হয়তবা খুবই কম বয়সের এবং অবিবাহিত এবং আপনি ভাবছেন আপনার দায়িত্বের স্থলে এক বিবাহিত দম্পতি থাকলে হয়ত আরো ভাল হতো। আপনার নিজস্ব অজুহাতের জন্য আপনার দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার চেয়ে খোদা চান আপনাকে রুহানী প্রত্যাবর্তনের মধ্যে গঠন করতে, যা পঠনে নিরুৎসাহজনক নয়। আপনার পরবর্তী স্তরে খোদার সেবাকাজের দিক নির্দেশনা আপনার নিকট প্রকাশের জন্য আজই খোদার নিকট মোনাজাত করুন।*

## জে রি কো ঃ রা হা ব

২৫৪তম দিন

"প্রত্যেকে দেশের শাসনকর্তাদের মেনে চলুক, কারণ আল্লাহ্ যাঁকে শাসনকর্তা করেন তিনি ছাড়া আর কেউই শাসনকর্তা হতে পারেন না। আল্লাহ্ শাসনকর্তাদের নিযুক্ত করেছেন।" (রোমীয় ১৩ঃ১ আয়াত)

**যখন ইউসা নবী জেরিকো শহরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য দুজন গুপ্তচর পাঠিয়েছিলেন এবং তারা রাহাব নামক এক বেশ্যার ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শহরের নিরাপত্তা প্রাচীর বরাবর ছিল রাহাব বেশ্যার ঘর। একটা দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল অপ্রত্যাশিত দর্শনার্থীদের আগমন প্রতিহত করার জন্য। যখন জেরিকোর রাজা শুনতে পেলেন যে, ইস্রায়েলী গুপ্তরচগণ শহরের ভিতরে রয়েছে, তখন সংগে সংগে রাজা রাহাব বেশ্যার নিকট বার্তা পাঠালেন। তিনি রাহাব বেশ্যাকে নির্দেশ দিলেন ইস্রায়েলী গুপ্তচরদের বের করে দিতে। কিন্তু রাহাব বেশ্যা রাজার আদেশের অবাধ্য হয়ে গুপ্তচরদের লুকিয়ে রাখলেন।**

রাহাব রাজার আদেশের অবাধ্য হয়ে গুপ্তচরদের লুকিয়ে রেখেছিলেন। এমনকি তাদেরকে রক্ষা করতে মিথ্যা বলেছিলেন। পরে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাদেরকে গোপনে চোরাই পথে শহরের বাইরে আসতে সাহায্য করেছিলেন।

রাহাব ইস্রায়েল জাতির মাবুদ আল্লাহ্ তা'য়ালার বিষয়ে খুব কমই জানতেন। কিন্তু তিনি খোদার লোকদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তার স্বধর্ম মূর্তিপূজক কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হয়ে খোদার লোকদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এমনকি এজন্য তার নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। এর ফলে খোদা তার জীবন রক্ষা করলেন।

ইঞ্জিল শরীফের প্রেরিত নামক খন্ডে এই রকম চোরাই পথে খোদার লোকের পালিয়ে জীবন বাঁচানোর ঘটনা রয়েছে। পৌল এর মন পরিবর্তনের অল্পকাল পরেই তিনি কয়েকদিন ধরে দামেস্কের ঈসায়ী ঈমানদারগণের সাথে থাকেন। ইহুদীদের সিনাগগে তবলিগ এবং তা'লিম তরবিয়তি কাজ করেন। পৌলের হঠাৎ পরিবর্তনে ইহুদীরা এতই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন যে, তারা পৌলকে হুমকি স্বরূপ বিবেচনা করতে লাগল। ঈসার শিষ্যগণ একটা ঝুড়িতে ভরে রাতের বেলা নগরের প্রাচীরের উপর দিয়ে বাইরে নামিয়ে দিয়ে তার জীবন বাঁচালেন। কারণ ইহুদীরা তার জীবন নাশের ষড়যন্ত্র করতেছিল।

*কিছু কিছু ঈসায়ী বিশ্বাস করেন যে, ধর্মীয় বাঁধা নিষেধ আরোপিত দেশসমূহে কর্তৃপক্ষের অবাধ্যতা নির্যাতনের ওয়ারেন্ট হয়ে যায়। চীন দেশে যারা সরকারী নিবন্ধনভূক্ত জামাতকে অগ্রাহ্য করে তারা কি প্রহার ও নির্যাতন সহ্য করে না? ইসলামিক দেশগুলোতে যারা মুসলিম থেকে ঈসায়ী ধর্মে ধর্মান্তরিত হন তারা কি পাথর মেরে হত্যা করার মধ্যে গণ্য হন না? যখন একটা বিশেষ পথ কঠিন হয়ে পড়ে, তখন সকল ঈসায়ীগণ একমত হয় যে, জোরপূর্বক খোদার আইনের অবাধ্যতা করতে সরকারকে ছাড় দেওয়া যায় না। তবে অবশ্যই ইহা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার অনুমোদন দেয় না। অবাধ্যতা কেবল তখনই সজাগ হয় যখন বলপূর্বক ঈসা মসীহের প্রতি আনুগত্য এবং সরকারের আইনের প্রতি আনুগত্য এই দু'টি বিষয়ের একটিকে বেছে নিতে চাপ দেয়। এই ইস্যুতে আপনি কোন্ পাশে দাঁড়াবেন? খোদার কালাম পড়াশুনা করুন এবং আপনার অবস্থানের উপর স্থির সিদ্ধান্ত*

## উত্তর কোরিয়াঃ একজন বয়স্ক মহিলা

২৫৫তম দিন

"এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ শয়তানও নিজেকে নূরে পূর্ণ ফেরেশতা বলে দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজেকে বদলে ফেলে। তাহলে যারা শয়তানের সেবা করে তারা যদি নিজেদের বদলে ফেলে দেখায় যে, তারা ন্যায়ের সেবা করছে তবে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে? তাদের কাজের যা পাওনা শেষে তারা তা-ই পাবে।" (২য় করিন্থীয় ১১:১৪-১৫ আয়াত)

**"একদিন এক শিক্ষক বললেন যে, আমরা একটা বিশেষ খেলা খেলব। তিনি একটা বিশেষ বই সম্পর্কে আমাদের সাথে ফিসফিস করে আলোচনা করতেছিলেন যে বইটি আমাদের আব্বা-আম্মাগণ আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখতেন। বইটি পড়তে আব্বা-আম্মা ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। একটা বিশেষ চমক দেয়ার জন্য পরের দিন স্কুলে বইটি নিয়ে এসেছিলাম। আমি বাড়ি ফিরে আসলাম এবং তৎক্ষণাৎ বাড়িতে বইটি খোঁজা শুরু হল।**

পরের দিন ক্লাসে কালো তালিকা ভূক্ত বইটি নিয়ে আসা চৌদ্দজন শিশুর মধ্যে আমিই ছিলাম একা। আমাদেরকে লাল স্কার্ফ পুরস্কার হিসাবে দেয়া হয়েছিল। যখন শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের চারপাশে আমাদের নিয়ে প্যারেড করলেন, তখন অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা করতালি দিয়ে আমাদেরকে অভিনন্দন জানাল। আমি সেদিন বিকালে বাড়ি ফিরে আসলাম, কারণ আমি কিভাবে লাল স্কার্ফ পুরস্কার পেলাম তা আমার আম্মাকে বলার জন্য আমি ছিলাম খুবই উত্তেজিত। মাকে বাড়িতে অথবা আমাদের গুদাম বাড়িতেও দেখলাম না। আমি অপেক্ষা করে রইলাম। কিন্তু আমার আব্বা এবং আমার আম্মা কেউ বাড়ি এল না, তখন আমি ভয় পেতে শুরু করলাম। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। রাতে অন্ধকার নেমে আসতে থাকল। আমি ভিতরে ভিতরে অসুস্থ অনুভব করতে শুরু করলাম। দুঃশ্চিন্তায় একটা চেয়ারে বসা অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন আমাদের বাড়িতে পুলিশ আসল এবং আমাকে জানানো হল যে, এখন থেকে সরকারের তত্ত্বাবধানে আমাকে প্রতিপালিত করা হবে এবং আমার আব্বা-আম্মাকে কোনদিন দেখতে পারব না।

উত্তর কোরিয়ার একজন বয়স্ক মহিলা এই কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি কখনো তার আব্বা-আম্মার কোন সংবাদ শুনেননি। অনেক লোক এরকম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলে গেছেন। তিনি তাদেরই একজন।

*একটা জনপ্রিয় কৌতুক রয়েছে তাহলঃ 'শয়তান কখনো কমিউনিষ্টদের লাল স্যুটের নিকট আবির্ভূত হয় না। সে কালো পীচের আংটার সাথে ঝুলে থাকে।' আমরা সহজেই মন্দের প্রতি একটা সুস্পষ্ট অতি সত্যকে সনাক্ত করতে পারি। যাহোক এই কাহিনীর শিশুটির মত আমরা ভিন্ন আলোতে হঠাৎ তার সম্মুখীন হই। শত্রুদের প্রতিনিধিগণ প্রায় উচ্চ অবস্থানের প্রভাব বিস্তারকারী হন। ব্যবসায়িক অংশীদারদের প্রভাবিত করার কোমল আলাপ আলোচনার বিষয়ে ভেবে দেখুন। অথবা ভেবে দেখুন, একজন প্রফেসরের একাডেমিক পরিচালনার দক্ষতার বিষয়ে। এই গল্পের শিশুটির যখন খোঁজ পাওয়া গেল, তখন শত্রুরা তাকে নিয়ে নোংরামির খেলা খেলল। আমাদের অবশ্যই সহজ-সরল ভাবটা পরিহার করতে হবে এবং যখনই শত্রু এবং তার কোন প্রতিনিধির সম্মুখীন হইনা কেন তার বিরুদ্ধে এক শক্ত গার্ড হতে হবে। আপনি কি শত্রুর সহজ প্রাপ্য শিকার হবেন? নাকি যে কোন সময় শয়তান আপনাকে সতর্ক এবং রক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দেখতে পারে?*

# ভিয়েতনাম ঃ তো দিন ট্রাং

২৫৬তম দিন

"এইজন্য আমি পৌল আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করছি। তোমরা যারা অ-ইহুদী তোমাদের জন্যই আমি মসীহ্ ঈসার বন্দী হয়েছি।" (ইফিষীয় ৩ঃ১ আয়াত)

**দিন ট্রাং-'কে-হো' উপজাতী লোকদের মধ্যে ঈসায়ী তবলিগী কাজ করার জন্য জনবহুল নোংরা রাস্তা ধরে শত শত মাইল সাইকেল চালিয়ে তবলিগী সফর করেছিলেন। ভিয়েতনামের ষাটটি উপজাতির মধ্যে 'কে হো' একটা উপজাতি গোষ্ঠি এবং সরকার তাদের মাঝে কোন ধর্ম প্রচারক এর পরিদর্শনে যাওয়াটা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যখন ১৯৯৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে তিনি গ্রামটিতে প্রবেশ করলেন, তখন হঠাৎ পুলিশ তাকে তার বাই-সাইকেল থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল এবং তাকে প্রহার করা শুরু করল। পুলিশ ভিডিও ট্যাপে তার ছবি এবং কথা তুলে নিল এবং গ্রামবাসীদের সামনে তাকে উপহাস করল।**

তাকে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হল। বিচার কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে ছয় মাস তাকে বিনা বিচারে জেলখানায় কাটাতে হল। যখন তিনি **"রাত্রি দিনে, প্রতিক্ষণে ভালবাস তোমার প্রভুকে....."** শিশুদের এই মধুর গানটি গাইলেন, তখন জেলখানায় আরো অধিক সময় বিনা বিচারে কাটানোর দন্ড প্রদান করা হল।

ঈসায়ী সহযোগীতা সংস্থার চাপের মুখে ট্রাং তার মেয়াদের ছয় মাস পূর্বে মুক্তি পেলেন। যদিও তার এক বিশ্বস্ত স্ত্রী এবং তার দুই ছোট সন্তান তার জন্য অপেক্ষায় ছিল, তবু এই ঈসায়ী মোবাল্লিগ জেলখানা ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি তার এই জেলখানায় বন্দী হওয়াটাকে পাপের আঁধারে হারিয়ে যাওয়া লোকদেরকে ঈসা মসীহ্ প্রদত্ত নাজাতের কাছে নিয়ে আসার একটা সুযোগ হিসাবে দেখতে পেলেন। কর্তৃপক্ষ তাকে নিয়ে আর কি করতে পারে যদি সে মুক্তি পেয়েও জেলখানা ছাড়তে না চায়? তাই তিনি জেলখানায়ই পড়ে রইলেন।

কোয়াংনাই-এর নিকটবর্তী জেলখানার মধ্যে ট্রাং এর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে অনেক লোক ঈসা মসীহের কাছে আসল। বহুসংখ্যক ঈসায়ীদেরকে তার জন্য মুনাজাত করতে দেখে এবং তার পক্ষে আদালতে আবেদন করতে দেখে খোদার রাজ্যের জন্য তার জীবনকে পরিত্যাগ করার দ্বারা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে কিভাবে তিনি এই সুযোগকে উপেক্ষা করতে পারেন? ট্রাং তার ছয়মাস পূর্বের মুক্তি প্রাপ্ত হওয়ার সুযোগকে প্রত্যাখান করলেন এবং রায়ের পূর্ণ মেয়াদ জেলখানায় বন্দী থাকতে চাইলেন এবং জেলের ভিতরে তার তবলিগী কাজ চালিয়ে গেলেন।

*ট্রাং একসময় রাষ্ট্রীয় বন্দী ছিলেন। নিষ্ঠুরতা এবং অত্যাচারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। যাহোক যখন তিনি জেলখানায় থেকে যাওয়া পছন্দ করে নিলেন তখন তিনি ঈসা মসীহের একজন কারাবন্দী হয়ে গেলেন। রাষ্ট্র তার মনোবল ভাঙ্গার চেষ্টা করল। তার নতুন প্রভু- ঈসা মসীহ্ তাকে সুস্থির রাখলেন। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র তার ঈসায়ী বার্তাকে নিস্তব্দ করে দিল। তার কারাদন্ডের পূর্বের সুসমাচারের বার্তাকে দ্বিগুন করে দিলেন। ট্রাং আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, ইহা এমনকি এই জীবনের দুঃখকষ্টের কাছে বন্দী হওয়ার অনুভূতির মধ্যে ঈসা মসীহের শাসনের অধীনে স্বাধীনতাকে উপভোগ করার মত। হয়ত একটা সাদৃশ হতাশাগ্রস্থ পরিস্থিতিতে নিজেকে একজন কারাবন্দী হিসাবে মনে হতে পারে। আপনার জীবনে ঈসা মসীহ্‌কে সত্যিকার প্রভু হতে দিয়ে আপনাকে পাপ থেকে মুক্ত করার সুযোগ দিন।*

# সুদানঃ ইমাম লূক

২৫৭তম দিন

"কাজেই এমন কি আছে যা মসীহের মহব্বত থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দেবে? যন্ত্রণা? মনের কষ্ট? জুলুম? খিদে? কাপড়-চোপড়ের অভাব? বিপদ? মৃত্যু?" রোমীয় ৮ঃ৩৫ আয়াত)

**ইমাম লূক শরণার্থী শিবির থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বে এবং দক্ষিণ সুদানে তার জামাতে সেবা কাজে ফিরে যাওয়ার পূর্বে তার পাঁচ সন্তান এবং স্ত্রীর সাথে কঠিন বিদায় সম্ভাষণ বিনিময় করে নিলেন। এর প্রায় তিন মাস পূর্বে পরিবারের সাথে তার শেষ দেখা হয়েছিল। কারণ জনযুদ্ধ এবং ইসলামী সরকারের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার জায়গাগুলিতে তার মিনিষ্ট্রি বিস্তৃত।**

ইমাম লূক এর জামাতের সদস্যদের ধর্মীয় উপাসনা চালানোর মত কোন জামাত ঘর নেই। কারণ, অনেক দালান দু'দশক ধরে চলতে থাকা জনযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। তারা প্রত্যেক সপ্তাহে একটা গাছের নীচে উপাসনা মিটিং-এর জন্য বসেন। এই গাছটিতে খোদাই করে একটা ক্রুশ অংকন করা হয়েছে।

যখন ইমাম লূক ধর্মীয় বয়ান করেন, তখন জামাতের সদস্যগণ গাছের নিচে মাটিতে বসে থাকেন এবং ইমাম ক্রুশ চিহ্নিত স্থানটি সম্মুখে দাঁড়িয়ে নসীহত করেন। যদি ইমাম লূক তার পরিবারের লোকদের সাথে বাস করতেন, তাহলে তিনি তাদের সাথে প্রত্যেকদিন সময় দিতে পারতেন। হ্যাঁ নিশ্চয় পারতেন। উদ্বাস্তু সুদানীদের খাদ্য সরবরাহ করতে এবং শারীরিক অসুস্থ্যতা ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর প্রতি মনোযোগ দিতে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের সাহায্য করতে পারতেন। তথাপি খোদা তা'য়ালা তাকে লোকদের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মেটানোর প্রতি মনোযোগ দিতে আহ্বান করেছেন। যদি তিনি তার এই জায়গায় না আসতেন তাহলে কে এই কাজে আসত?

ইমাম লূক-এর দ্বীনি খেদমতের কাজ এমন অঞ্চলে ছিল যে, সেখানে পূর্বে কোন কার্যকর আনুষ্ঠানিক জামাত ঘর ছিল না। যুদ্ধ বিধ্বস্ত এলাকাগুলোতে তিনি খোদার আহ্বানের বাধ্যতায় লবণ এবং আলোর মত হয়েছিলেন। ইহা খুবই কঠিন কাজ----- মাঝে মাঝে যন্ত্রণাদায়ক----- কারণ ইমাম লূককে এই কাজের জন্য তার পরিবার ছেড়ে আসতে হয়েছিল। তথাপি খোদার মহব্বতে স্পন্দিত এবং বর্ধিষ্ণু "গাছের তলার জামাত" দ্বারা তার ত্যাগের পুরস্কার খোদা তাঁকে প্রদান করেছিলেন।

*খোদার কাজে মাঝে মাঝে আমরা যাদেরকে ভালবাসি, তাদের থেকে পৃথক করে দেয়। যখন ঈসা মসীহ্ তাঁর তেত্রিশ বছর বয়সে ধর্মের কাজ শুরু করেন। তখন ইতিপূর্বে তার নিজ শহর এবং পরিবার বলতে যা পরিচিত ছিল তার সবকিছু পরিত্যাগ করেছিলেন। যদি আমরা আমাদের জীবনে খোদার পরিকল্পনার অনুসরণ করতে চাই তাহলে তা আমাদেরকে আমাদের পরিচিত সবকিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং আমাদেরকে অপরিচিতের মধ্যে ঠেলে দেয়। যখন আমাদের রুহানী সফর আমাদেরকে আমাদের প্রিয় কারো কাছ থেকে, আমাদের বাড়ি থেকে, আমাদের আরাম-আয়েশ থেকে এবং আমাদের নিরাপত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তখনও আমরা ঈসা মসীহের মহব্বত থেকে কখনো একা হয়ে পড়ি না। বাড়ির জন্য কি আপনার একাকীত্ব অনুভব হয়? আপনার পরিবারের জন্য? আপনার বন্ধু-বান্ধবদের জন্য? যদি আপনার এই আত্মবিশ্বাস থাকে যে, আপনি আপনার জীবনের জন্য খোদার ইচ্ছার অনুসরণ করতেছেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার কাজে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকতে হবে। তাহলে ঈসা মসীহ্ আপনার সবসময়ের জন্য অবিচল বন্ধু হবেন।*

# ভিয়েতনাম ঃ ব্রাদার কেবি

২৫৮তম দিন

"ঈসা মসীহ্ সম্বন্ধে এই কথা মনে রেখো যে, তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তোলা হয়েছিল এবং তিনি দাউদের বংশের লোক ছিলেন। যে সুসংবাদ আমি তবলিগ করি তার মধ্যে এই কথা আছে, আর এই সুসংবাদ তবলিগের জন্যই আমি কষ্ট ভোগ করছি; এমন কি, অপরাধীর মত আমাকে বাঁধাও হয়েছে।" (২য় তীমথিয় ২ঃ৮-৯ আয়াত)

**ব্রাদার কেবি-র সন্তানগণ প্রথম বারের মত তাকে দেখতে পেল ভিয়েতনামিজ টেলিভিশন চ্যানেলে। ইহা দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল। কিন্তু তাদের আনন্দ বিলীন হয়ে গেল, যখন তারা টেলিভিশনে একটা ঘোষণা শুনতে পেল যে তাদের বাবা একজন "ক্রিমিনাল"। ঘোষণায় বলা হল যে, তিনি ভিয়েতনাম সরকারের বিরুদ্ধে অনেক অপরাধমূলক কাজ করেছেন।**

ব্রাদার কেবি-র "অপরাধ মূলক কাজ" গুলো ছিল কমিউনিষ্ট সরকার কর্তৃক নিবন্ধন করা ছাড়াই গৃহজামাতে তবলিগ এবং তা'লীম তরবিয়তি সভার আয়োজন করা। সরকার টেলিভিশনে তাকে দেখিয়েছিল তাকে লজ্জা দেওয়ার জন্য। পুলিশ কর্তৃক তাকে জেরা করার ক্যাসেটও টি ভি এবং রেডিও তে প্রচার করা হয়। কিন্তু এর দ্বারা সরকারের উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার পরিবর্তে প্রকারন্তরে ঈসা মসীহের কাছে আনতে ইহা তার জন্য একটা তবলীগ প্লাটফরম হয়ে যায়। যারা তাকে টি ভি-তে দেখেছিলেন, তারা তার ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং এভাবে তিনি বন্দী থাকা অবস্থায় প্রায় প্রকাশ্যে ঈসা মসীহের কথা তাদের কাছে বলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি ব্যাখ্যা করে বললেনঃ "ওরা আমার মুখকে টেলিভিশনের পর্দায় স্থাপন করেছে যাতে জনগণ আমাকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসাবে সনাক্ত করতে পারে, কিন্তু আমার প্রতিবেশীগণ বলে- 'কেন আপনার পরিবারকে ত্যাগ করেছেন'? আমি তাদেরকে বলেছি যে খোদা তা'য়ালা তাদের তত্ত্বাবধান করবে। আমাকে অবশ্যই আমার কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবলিগের ক্ষেতে ফসল কাটার মত সময় এসেছে এবং এ ফসল কাটার জন্য শ্রমিক খুব কম, তাই আমাকে এই রুহানী ফসল কেটে খোদার রাজ্যের ভান্ডারে জমা করার কাজ করতে হবে।

টিভি-র পর্দায় কেবি-র প্রকাশ্য লজ্জা ও অপমান দেখিয়ে লোকজনদেরকে কেবি-র মিনিষ্ট্রি থেকে নিবৃত্ত করা যায়নি। পরবর্তী সময়ে তবলিগ করলে কেবিকে গ্রেফতার করার হুমকি প্রদান করা হয়। কিন্তু কেবি বলেন যে, "আমার ছবি যখন টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো হয় তখন আমার স্ত্রী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন এই ভেবে যে, আমাদের নাম খোদার জিন্দেগীর কিতাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পুলিশ না বুঝেই প্রকারান্তরে ঈসা মসীহের সুসমাচার বিস্তৃতিতে সাহায্য করতেছে। কমিউনিষ্ট সরকার আমাদের জামাতগুলো বন্ধ করে দিতে পারে, কিন্তু আমাদের তবলিগী সাক্ষ্যকে থামিয়ে রাখতে পারেনি।

*ঈসায়ী ঈমানদারগণ আগুনে পোড়ানোর জন্য খুঁটিতে বিদ্ধ হতে পারেন, জেলখানার শিকলে বন্দী হতে পারেন, কোন আবদ্ধ ঘরে তালাবদ্ধ ভাবে বন্দী থাকতে পারেন, এমনকি ঈমানদারগণকে হত্যা করাও হতে পারে। তারপরও ঈসা মসীহের সুসমাচার জীবন্ত, বহমান থাকবে। কেবি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেন যে, ঈসা মসীহের সুসমাচার একটা জামাত ঘর একটা উপাসনা সভা অথবা যে কোন একজন ঈসায়ী ঈমানদার। একটা জামাত ঘর বন্ধ করে দেয়া হতে পারে। একটা মুনাজাত সভায় হাঙ্গামা করে ভেঙ্গে দেয়া যেতে পারে। একজন ঈমানদার ব্যক্তিকে জেলখানায় আটক করে রাখা যেতে পারে অথবা হত্যা করা হতে পারে। আপনার ঈসায়ীত্বের বোধগম্যতার বিষয়টা কি কোন বিশেষ ইমাম, জামাত ও কার্যকলাপ দ্বারা বন্ধন কৃত? বাঁধা নিষেধ সত্বেও খোদার কালাম বিদ্যমান থাকে। আপনি এখনো কোন পথ খুঁজেন? যেভাবে কেবি তাবলিগের একটা পথ খুঁজেছিলেন? তাহলে মুনাজাত করুন।*

২৫৯তম দিন

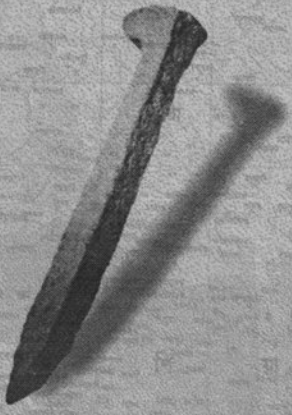

খোদার একজন সেবক হওয়ার সুযোগ সব সময় সকল স্থানে বিদ্যমান রয়েছে। বিরোধিতা কোন গুরুত্ব-ই পেতে পারে না। রূহানী ভাবে আমাদের একজন মাত্র নেতা রয়েছেন তিনিই আমাদের ঈমানের ধাপগুলো বিন্যস্ত করে দেন।

-টম হোয়াইট
তিনি কিউবা কমিউনিষ্ট জেলখানাতে কষ্ট উপভোগ করেছিলেন। দ্বীপের উপর দিয়ে যাওয়া একটা প্লেন থেকে তবলিগী কিতাব এবং প্রচারপ্রত্র ফেলে দেয়ার জন্য তাকে জেলখানায় বন্দী করা হয়।

# রোমানিয়াঃ ডাঃ মার্গারিতা পেসকারু

২৬০তম দিন

"আপনারা তিন দিন ধরে রাতে কি দিনে কোন কিছু খাওয়া-দাওয়া করবেন না। আপনারা যেমন রোজা রাখবেন তেমনি আমি ও আমার বান্দীরা রোজা রাখব। তারপর যদিও তা আইনের বিরুদ্ধে হয় তবুও আমি বাদশাহ্‌র কাছে যাব। তাতে যদি আমাকে মরতে হয় আমি মরব।" (ইষ্টের ৪ঃ ১৬ আয়াত)

**কমিউনিষ্ট রোমানিয়ার প্রত্যেক জেলখানায় একজন করে ডাক্তার থাকতেন। তাদের প্রায়ই বন্দীদের জেরা করা চলাকালীন সময়ে হাজির করা হতো। নির্যাতন করার সর্বোত্তম পন্থা হিসাবে পাশবিক নির্যাতনের পর ডাক্তার ব্যথা নাশক ঔষধ এবং ইঞ্জেকশন দিতেন তারপর একটু সুস্থির হলে আবার নির্যাতন করা হতো। বন্দী যেন না মরে এবং বার বার যাতে নির্যাতন করা যায় এজন্যই জেলখানায় ডাক্তার রাখা হতো। কোন কোন ডাক্তার জেলখানায় ডাক্তার হওয়ার জন্য খুবই আন্তরিকতার সাথে শপথ নিয়েছিলেন এবং কমিউনিষ্টরা যা করত তা ঘৃণা করতেন।**

ডাক্তারদের মধ্যে একজন ছিলেন এক সুন্দরী ঈসায়ী মহিলা তার নাম ছিল মার্গারিতা পেসকারু। জেলখানায় প্রবেশের সময় সকল ডাক্তারকে অস্থির ও হেয়ালী ভাবে প্রাণচঞ্চল করা হতো। কিন্তু ডাক্তার পেসকারু তার নিজের উপর একটা বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং তিনি বার বার ভাল ঔষধ চোরাইভাবে নিয়ে আসতেন, যাতে নির্যাতিত বন্দীদের স্বাভাবিক সক্ষমতা বহাল থাকে। তার এই নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টা অনেক বন্দীর জীবন বাঁচিয়ে ছিল।

একবার তার উপর একটা জেল হাসপাতালের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। এই হাসপাতালটি বিশেষভাবে যক্ষারোগে আক্রান্তদের জন্য নির্ধারন করা হয়েছিল। এই সময় কমিউনিষ্টরা রোগীদেরকে কমিউনিষ্ট মতবাদ শিখানোর জন্য এবং সব ধর্মীয় বিশ্বাসের মূল উৎপাটনের জন্য কিছু লোককে বন্দীদের উপর "ভ্রান্তি নিরসনকারী" হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইহা করা হয়েছিল বন্দীরা যা কিছু বিশ্বাস করে, তা অস্বীকার করতে প্ররোচিত করার জন্য এবং কমিউনিজমের প্রতি তাদের পূর্ণ অনুগত্য প্রদর্শনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে।

এই "ভ্রান্তি নিরসনকারী" শিক্ষকগণ ছিলেন দয়ামায়াহীন কর্কশ স্বভাবের লোক। অনেক বন্দী তাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যখন ডাঃ পেসকারু এই সংবাদ শুনলেন যে, এই শিক্ষকগণ তাদের নাশকতামূলক কাজ শুরু করতে জেল হাসপাতালে প্রবেশ করছে, তখন তিনি অচিন্তনীয় কিছু কাজ করলেন। তিনি উচ্চ কর্মকর্তার কাছে গেলেন এবং অসহায় বন্দী রোগীদের পক্ষে সুপারিশ করে কথা বললেন। কেউ জানত না কিভাবে ডাক্তার পেসকারু উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পৃষ্ঠ পোষকতা পেয়েছিলেন। কারণ রোমানিয়া কমিউনিজমের ব্যবস্থাপনায় একসময় 'ভ্রান্তি নিরসন কারী' এসব ডাক্তার ও শিক্ষক দ্বারা নির্দোষ বন্দীদের উপর নির্যাতন বন্ধ হয়ে যায়, তার এই সাহসী প্রচেষ্টার জন্য তাকে ধন্যবাদ।

*প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অবস্থার উন্নতি এবং এখন পর্যন্ত পূর্ব অবস্থায় বহাল থাকার মাঝে একটা পার্থক্য রয়েছে। ঈসায়ীগণ যা করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় তখন তারা ঈসা মসীহের উপর আলোকপাত করে। চেষ্টা করুন, কেবলমাত্র কমপক্ষে একজন কথা বলার চেষ্টা করুন সে কথা বলতে, যাতে ঈমানদারগণ সম্মত হতে ও তার সাক্ষাত পেতে ব্যর্থ হয়েছে। ইহা সত্য----- আমরা কখনো মোটেও তা জানতে পারি না, যা আমাদের চেষ্টা ছাড়া ঘটবে। হয়তবা আমরা খুব দ্রুত সৃজনশীল ধারণাকে মীমাংসা করে ফেলি যা আমাদের কার্যক্ষেত্রে, আমাদের কাছে আসে। আমরা চিন্তা করি এগুলো কখনো কার্যকরী হবে না। আমরা আমাদের নিজেদের প্রভাবিত করি যাতে আমাদের বিরোধীতা অতটা বেশী শক্তিশালী হতে পারে না। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে কিছু জানতে পারব না, যদি না আমরা চেষ্টা করি। আপনি কি যে কোন মূল্যে মসীহের বাধ্য হওয়ার চেষ্টা করতে ইচ্ছুক হচ্ছেন এবং আজই তা শুরু করেছেন?*

# কো রি য়া ঃ র বা র্ট জে, থ মা স

২৬১তম দিন

"আমি বীজ লাগিয়েছিলাম, আপল্লো তাতে পানি দিয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা বাড়িয়ে তুলেছিলেন। সেইজন্য যে বীজ লাগায় বা যে তাতে পানি দেয় সে কিছুই নয়; কিন্তু আল্লাহ্, যিনি বাড়িয়ে তোলেন, তিনিই সব।" (১ম করিন্থীয় ৩ঃ৬-৭ আয়াত)

রবার্ট জে, থমাস এবং তার স্ত্রী ১৯৬৩ সালে কোরিয়ায় প্রথম ঈসায়ী মোবাল্লিগ হিসাবে চলে যান। কোরিয়াতে যাওয়ার অল্পকাল পরেই তার স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯৬৬ সালে কয়েক মাস ধরে ঈসায়ী তাবলিগের কাজ করার পর এবং কোরিয়ান ভাষা শিক্ষা করার পর থমাস আমেরিকার একটা জাহাজে উঠলেন। **General Sherman** নামের জাহাজটি টেডং নদী ধরে বর্তমান কোরিয়ার রাজধানীর দিকে এগিয়ে চলল। **Sherman** জাহাজটি একটা চোরাবালির ঢিবিতে আটকে গেল। কোরিয়ার নাবিকেরা ভীত ও সন্দেহজনকভাবে তীরে অবস্থান করতে ছিল এবং তারা জাহাজে উঠল দীর্ঘ সংকেত পাঠাল তাদের হাতের ছুড়িগুলো ঝলমল করে উঠল।

যখন থমাস দেখলেন যে, তিনি খুন হতে চলেছেন, তখন তিনি কোরিয়ান ভাষায় অনুদিত বাইবেল তুলে ধরলেন এবং তাদেরকে বললেনঃ "ঈসা! ঈসা!" তার পর তাঁর মাথা কেটে ফেলা হল।

থমাসের মৃত্যুর পঁচিশ বছর পর কোন একজন একটা ক্ষুদ্র গেষ্ট হাউজ-এ কিছু অদ্ভুদ ওয়াল পেপার আবিস্কার করলেন। ওয়াল পেপারগুলো কোরিয়ান ভাষায় অনুদিত। এই ঘরের মালিক ব্যাখ্যা করে বললেন যে, তিনি এই বই থেকে পাতা ছিড়ে দেয়ালে লাগিয়ে দিয়েছেন এই লেখাগুলো সংরক্ষণ করার জন্য। ঘরটির মালিক এবং অনেক গেষ্ট এই ঘরে আসতেন এবং অবস্থান করতেন দেয়াল লিখন গুলো পড়ার জন্য। এই বইটা ছিল কোরিয়ান ভাষায় বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দস, যা থমাস মৃত্যুর পূর্বে তার হত্যাকারীকে দিয়েছিলেন।

যদিও সেই এলাকায় এখনও কমিউনিষ্ট শাসন কায়েম রয়েছে, তবু সেখানে ঈসায়ী জামাত বহাল রয়েছে। রবার্ট জে, থমাস কে "অস্থায়ী মোবাল্লিগ" বলে অভিহিত করা হয়----- তার কাজ এখনও কোরিয়াতে চলমান রয়েছে। সেখানে আজ খোদার কালাম কেবলমাত্র গেষ্ট হাউজের দেয়ালে লাগানো নয় বরং কোরিয়াবাসীদের অন্তরের দেয়ালেও লাগানো রয়েছে। থমাস তার রক্ত দিয়ে এই কাজের সূত্রপাত করেছিলেন।

*বসন্তকালে বাগানে একটা চারা রোপনের কথা কল্পনা করুন। ইহা কেবল গ্রীষ্ম কাল পর্যন্ত চলবে। সব সময় এবং সব সামর্থ ব্যয় করে চারা রোপন, পানি সেচ এবং আগাছা বাছাই করা হলেও চারাগুলো মরে যাবে। এই একই রকম কথা বলা যায় মসীহের জন্য আমাদের সাক্ষ্য বহন করার ঘটনা সম্পর্কে। আমাদের শ্রমের ফল দেখার উপকারিতা ব্যতিরেকে আমাদের কাজ প্রশংসিত হবে এবং সম্মানিত হবে এই বিষয়ে নির্ভর করা বেদনাদায়ক হতে পারে। স্মরণ করুন, খোদা এমন একজন সত্ত্বা যিনি সকল বিষয়কে বৃদ্ধি দান করেন। আমরা সেই খোদার উপর নির্ভর করতে পারি, যিনি আমাদের কাজকে বহমান রাখবেন যে কাজ আমরা একবার শুরু করেছিলাম--- এমনকি যখন আমরা মরে যাব, তখনও। কাউকে রূহানী বৃদ্ধি দান করতে কিসের বাগান রেখে যাওয়া প্রয়োজন? বিষয়টা ভেবে দেখুন।*

# রোমসম্রাটঃ ব্লেনডিনা

২৬২তম দিন

"কারণ আল্লাহ্ তার মহাকুদরতী অনুসারে সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তিমান করছেন যাতে তোমরা সব সময় আনন্দের সঙ্গে ধৈর্য ধরে সব সহ্য কর এবং পিতা আল্লাহ্কে শুকরিয়া জানাও। নূরের রাজ্যে আল্লাহ্র বান্দারা যে অধিকার লাভ করবে তার ভাগী হবার জন্য তিনি তোমাদের উপযুক্ত করে তুলেছেন।" (কলসীয় ১ঃ১১-১২ আয়াত)

**ব্লেনডিনা ছিলেন একজন দাসী, যিনি খোদার শক্তিতে এতটাই পূর্ণ ছিলেন যে, তার উপর অত্যাচার গুলো তার ঈমানী শক্তিকেই বাড়িয়ে দিত। তিনি সাহসিকতার সাথে তার ঈমানের ঘোষণায় বলতেন "আমি একজন ঈসায়ী। আমি কিছুতে লজ্জিত হব না।"**

ব্লেনডিনা রোমান সম্রাট সারকাস অরিলিয়াস, এ্যান্টোনিয়াস-এর শাসনামলে (১৬১-১৭০ খ্রীষ্টাব্দে) ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এই কাল চলাকালীন সময়ে ঈসায়ীগণ তাদের নির্যাতনের রেকর্ড যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করে রাখতেন। তারা আশা করতেন সেই সব অনাগত ঈমানদারগণকে উৎসাহ প্রদান করতে, যারা এই চরম সহিষ্ণুতার সত্যকাহিনী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের অনুসরণ করবে।

ব্লেনডিনাকে একটা খুঁটির উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। যারা তার উপর এই অত্যাচারের চাক্ষুস সাক্ষী ছিলেন, কষ্ট সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে উৎসাহিত করতেছিলেন। মসীহের পথে দৃঢ় কদমে প্রতিষ্ঠিত থাকতে অনুপ্রাণিত করতেছিলেন।

নির্যাতনের এই দৃশ্যপটে কষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকার পর তাকে কুস্তি যুদ্ধ করতে একটা সিংহের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেয়া হল। তার সাথে পনের বছরের পন্টিকাস নামের এক বালককেও দেয়া হল। সে ব্লেনডিনার সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

ব্লেনডিনা সিংহের সামনে তার নিরাশ ভাব দেখান নি। বরং এমন উল্লাস ও আনন্দের ভাব দেখালেন যে যেন তিনি এক বিবাহ ভোজের নিমন্ত্রণ খেতে চলেছেন। ব্লেনডিনাকে দুইবার ক্ষুধিত সিংহের সামনে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু সিংহ তাকে স্পর্শ করেনি। এইভাবে তিনি অক্ষত অবস্থায় জেলখানায় ফেরত এসেছিলেন।

পরিশেষে সিংহ খামচে ধরে তার চামড়া ছিঁড়ে ফেলল, তাকে যন্ত্রণা দিল, একটা জালে তাকে ভরা হল এবং একটা বুনো ষাড় দ্বারা তাকে গুতানো হয়েছিল এবং নগ্ন অবস্থায় তাকে গরম ধাতব চেয়ারে বসানো হয়েছিল। তথাপি তিনি বেঁচে রইলেন এবং উপস্থিত সকলকে তিনি উৎসাহ প্রদান করতেছিলেন, যারা ঈমানের দৃঢ়তা ধরে রেখেছিলেন।

কিছুতেই অত্যাচারকারী লোকটি ব্লেনডিনার ঈমানকে পরিত্যাগ করাতে না পেরে তাকে হত্যা করতে চাইলেন এবং তিনি সফল হলেন। তার তলোয়ার দিয়ে ব্লেনডিনাকে খুন করলেন।

*যদিও ঈসায়ী সাক্ষ্যের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয় তবু আমরা এমন পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার কথা ভাবতে পারি না, যা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। বাড়িতে শিশুর বেড়ে ওঠা একটা কঠিন বিষয়। এজন্য তাকে সাহায্যকারী তার পাশে কাজ করা লোকের দরকার হয়। বেঁচে থাকার কঠিন সরঞ্জাম সহ্য করতে হয়, তার পর এমন সময় আসে, আমরা আর তখন আমাদের অবলম্বন গুলোকে বহন করার চিন্তা করতে পারি না এবং আমরা সেগুলো ত্যাগ করতে প্ররোচিত হই। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, তিনি আমাদেরকে যে বিষয়ে আহ্বান করেছেন, তাতে তিনি আমাদেরকে সহিষ্ণুতা এবং শক্তি দিবেন। খোদা তা'য়ালা ব্লেনডিনাকে নির্যাতন সহ্য করার জন্য আহ্বান করে ছিলেন। তিনি আমাদের সাহায্য খুঁজতে, শত্রুকে মোকাবিলা করতে এবং প্রতীয়মান অন্যান্য কঠিন পরিস্থিতিকে পরাভূত করতে আমাদের চেতনাকে উজ্জীবিত করতে খোদা আমাদের অনুভূতিতে খোঁচা মারেন। ঈসা নামের ইঞ্জেকশান আমাদের চেতনার শিরায় প্রবেশ করান যাতে আমরা তার সাক্ষী হতে পারি।*

# রাশিয়াঃ নিকোলাই খামারা

২৬৩তম দিন

"কিন্তু আল্লাহ্ যে আমাদের মহব্বত করেন তার প্রমাণ এই যে, আমরা গুনাহগার থাকতেই মসীহ্ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।" (রোমীয় ৫ঃ৮ আয়াত)

নিকোলাই খামারাকে চুরি ডাকাতি করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং বিচারে দশ বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। খামারা জেলখানায় ঈসায়ীগণকে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং আশ্চর্য হয়ে ভাবতেন এরা কিরকম আশ্চর্য লোক। এরা রক্তমাংসের মানুষ তবু নির্যাতনে আনন্দ প্রদর্শন করে এবং অনেক কঠিন সময়েও গান করে। যখন এদেরকে এক টুকরা রুটি দেয়া হয় তখন অন্য একজনকে যার নাই এ থেকে তাকে ভাগ দিয়ে তারপর রুটি খায়। যখন ওরা কথা বলে তখন ওদের মুখমন্ডলে এক জ্যোতি ফুটে ওঠে যা খামারা বুঝতে পারেন না।

একদিন খামারার সাথে দুইজন ঈসায়ী মেয়ে বসেছিলেন এবং তার কাহিনী শুনতে চাইলেন। খামারা তাদেরকে তার জীবনের দুঃখদায়ক কাহিনী বললেন এবং তার কাহিনীটা শেষ করলেন "আমি একজন পাপের আঁধারে হারিয়ে যাওয়া মানুষ।"

ঈসায়ী মেয়ের মধ্যে একজন মৃদু হাসির সাথে তাকে বললেনঃ "যদি কেহ একটা সোনার আংটি হারিয়ে ফেলে তখন ইহার কি মূল্য থাকতে পারে যা হারিয়েই গেছে?

ঃ "কি বোকামী প্রশ্ন! একটা সোনার আংটি তো একটা সোনার আংটিই। তুমি তা হারিয়ে ফেলেছ, কিন্তু কোন একজন তা খুঁজে পাবে।" ঈসায়ী মেয়েটি বললেন, "তুমি তো চমৎকার উত্তর দিয়েছ! এখন আমাকে বল, একটা হারিয়ে যাওয়া মানুষের মূল্য কি?

ঃ "একজন পাপী মানুষ হিসাবে পূর্ণ মূল্য রয়েছে। তার এমন মূল্য রয়েছে যে, খোদার পুত্র তার জন্য জান্নাত ছেড়ে দুনিয়াতে নেমে এসেছিলেন, সেই পাপী মানুষটিকে নাজাত দিতে তার পাপের কাফ্‌ফারা হিসাবে ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেছিলেন।"

ঈসায়ী মেয়েটি চোর মেয়েটিকে আবার বললেন, "তুমি হয়ত হারিয়ে গিয়েছ, কিন্তু খোদার ভালবাসা তোমাকে খুঁজে পেয়েছে।" এই কথা শুনে মেয়েটি তার জীবনটা মসীহের কাছে সমর্পণ করলেন।

*জীবনের মূল্য কিভাবে পরিমাপ করা যায়? সাধারণত একজন ব্যক্তি কর্তৃক সময়, অর্থ এবং আবেগের বিনিয়োগ দ্বারা এর মূল্য পরিমাপ করা যেতে পারে। কিভাবে একজন ব্যক্তি একটা সম্পদের মালিক হয়, একটা কার্যক্রম চালায়, একটা সম্পর্ক স্থাপন করে, এর দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূল্য পরিমাপ হয়। বিবেচনা করে দেখুন একটা পুরাতন পোষাকের এবং একটা নতুন পোষাকের মধ্যে আচরণের পার্থক্য রয়েছে। অথবা একটা কাগজের মগ এবং কাঁচের বাটির সাথে তুলনা করুন। একটা মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে গেলে অথবা প্রিয় কেহ আহত হলে----- তখন চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। অতএব মানুষ কেমন মূল্যবান এবং আপনি কেমন মূল্যবান? যখন ঈসায়ী মেয়েটি খামারাকে বলেছিলেন, 'তিনি এতই মূল্যবান যে, তার জন্য ঈসা জান্নাত ত্যাগ করেছিলেন এবং ক্রুশে মৃত্যু বরণ করেছিলেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া, পাপে অবাধ্য হওয়া সৃষ্ট মানুষের জন্য।' খোদা তাদেরকে ভালবাসেন। আপনাকে ভালবাসেন। আপনি তার দৃষ্টিতে মূল্যবান। আপনি আনন্দ করুন এবং এই সংবাদ ছড়িয়ে দিন অন্যদের কাছে। প্রেমময় একজন আপনার নিকটেই আছেন। তিনিই ঈসা মসীহ্।*

# রাশিয়াঃ নিকোলাই খামারা

২৬৪তম দিন

"চোর কেবল চুরি, খুন ও নষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আসে। আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায়, আর সেই জীবন যেন পরিপূর্ণ হয়।" (ইউহোন্না ১০ঃ১০ আয়াত)

**নিকোলাই খামারা একজন চোর হিসাবে জেলখানায় প্রবেশ করেছিলেন এবং একজন ঈসায়ী হয়ে জেলখানা থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। তার মুক্তির পর তিনি রাশিয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড ঈসায়ী জামাতে যোগদান করেন।**

কিছু সময় পর খামারার জামাতের আমীর গ্রেফতার হন। কর্তৃপক্ষ তাকে ভীষন অত্যাচার করে এই আশা নিয়ে যে, হয়ত তিনি তার আন্ডারগ্রাউন্ড জামাতের সদস্যদের সাথে বেইমানী করে তাদের নাম ঠিকানা কমিউনিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ করে দিবেন। কিন্তু তিনি কিছুই বলেন নি তাদের কাছে। তারপর কর্তৃপক্ষ নিকোলাই খামারাকে গ্রেফতার করল। তারা খামারাকে উক্ত আমীরের কাছে নিয়ে গেল এবং তাকে বললঃ "যদি তুমি গোপন তথ্য না বল, তাহলে আমরা তোমার সামনে খামারাকে নির্যাতন করব।"

জামাতের আমীর সাহেব তার জন্য খামারা নামের মেয়েটির উপর নির্যাতন সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু খামারা তাকে বললেনঃ "খোদার প্রতি বিশ্বস্ত হোন এবং তাঁর সাথে বেইমানী করবেন না। আমি ঈসা মসীহের জন্য যে কোন পর্যায়ের নির্যাতন সহ্য করতে আনন্দের সাথে রাজি।" তারপর ওরা খামারার চোখদুটি উপড়ে ফেলে দিল। আমীর সাহেব তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে খামারাকে বললেনঃ "আমি কিভাবে ইহা সহ্য করতে পারি? তুমি তো অন্ধ হয়ে থাকবে।"

খামারা জবাব দিলেনঃ "যখন আমার কাছ থেকে আমার চোখ দুইটি নিয়ে যাওয়া হয়েছে তখন আমার অন্তরের চোখ দিয়ে আমি আরো অনেক সুন্দর বিষয় দেখতে পাচ্ছি, যা আমার পূর্বের চোখ দিয়ে দেখতে পেতাম না। আপনাকে শেষ পর্যন্ত খোদার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে।"

যখন জেরাকারী কর্মকর্তা আমীর সাহেবকে বললেন যে, খামারার জিহ্বা কেটে ফেলা হবে, তখন খামারা বললেনঃ "মাবুদ ঈসা মসীহের গৌরব হোক। আমার এই জিহ্বা দিয়ে যত কথা বলেছি, জান্নাতে আমার প্রিয়তম মাবুদের সাথে তার চেয়ে অনেক বেশি ভাল এবং মধুর কথা বলতে পারব। এই জিহ্বার প্রতি আমার তেমন মায়া নাই। আপনি চাইলে এটা কাটতে পারেন।"

এই সাবেক চোর মেয়েটি কমিউনিষ্ট অফিসারের কাছ থেকে তার ঈমান চুরি করবার সুযোগ পেলেন। তিনি শহীদ হলেন।

*খামারার এই কাহিনীটি খোদার রাজ্যে এবং শয়তানের রাজ্যের মধ্যে তুলনামূলক একটা সাবক। কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, কিভাবে তাদেরকে আমরা সনাক্ত করতে পারব যারা চুরি করে, যারা খুন করে এবং শয়তানের রাজ্যের সদস্য হয়ে ধ্বংসাত্মক কাজ করে। খামারার ঘটনাটায় দেখা যায় শত্রুগণ তার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার কথা বলার শক্তি ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং পরিশেষে তাকে খুন করেছিল অপর পক্ষে ঈসা মসীহের রাজ্য হল জীবন সম্বন্ধে,----- চরম পর্যায়ের জীবন সম্বন্ধে। যেমন ঈসা খামারাকে এক নতুন জীবন দান করেছিলেন, সাবেক চোরকে পরিবর্তিত করে ধার্মীক মানুষে পরিণত করে দিয়েছিলেন। দুইটি রাজ্যের মধ্যে একট দ্বন্দ্ব রয়েছে এবং এতে আমাদের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। খামারা অন্যদিকে ত্রুটি যুক্ত ছিল, যখন দুইজন কিভাবে খোদার রাজ্যে যোগদান করতে হয় তা আপনাকে দেখালেন, তখন খোদার রাজ্যে অন্যদেরকে আনতে আপনি কি করতেছেন? এটা হল আজকের দিনের জন্য আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।*

# ইংল্যান্ড ঃ একজন ঈসায়ী বিধবা

২৬৫তম দিন

"তোমার মুখের নির্দেশ আমার কাছে হাজার হাজার সোনা-রূপার টুকরার চেয়েও দামী।? (জবুর ১১৯ঃ৭২ আয়াত)

**ছয়জন পুরুষ এবং একজন মহিলাকে তৎকালীন ইংল্যান্ডের ঈসায়ী জামাতের বিরুদ্ধে এক চরম অপরাধের জন্য আদালতের সামনে হাজির করা হয়। অপরাধটা হল তারা তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াত ইংরেজিতে অনুবাদ করে মুসা নবীর নিকট নাজেল কৃত দশটি আহ্কাম এবং ঈসা মসীহের শিক্ষা দেয়া মুনাজাতটি শিখিয়ে ছিলেন।**

১৫৯১ সালের ঘটনা। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত কিতাবুল মোকাদ্দসের এবং ঈসায়ী জামাতের ধর্মীয় ভাষা হিসাবে একমাত্র ল্যাটিন ভাষাই অনুমোদিত ছিল। যাহোক সাধারণ লোক ইংরেজি ভাষায় কথা বলত। ঈসায়ী ঈমানদারগণ গোপনে কিতাবুল মোকাদ্দসের কিছু অংশ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিল এবং সতর্কতার সাথে এই অনুবাদ ঘর থেকে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তখন তারা ধৃত হল এবং তাদেরকে খুঁটিতে বেঁধে জন সম্মুখে পুড়িয়ে মারা হল।

সাতজন বন্দীর বাইরে বিধবা মহিলাটির প্রতি আদালত দয়া প্রসন্ন হল। তাকে মুক্ত হয়ে চলে যাওয়ার জন্য যেতে দেয়া হল। কেহই প্রতিবাদ করল না, কারণ তিনি ছিলেন একা এবং বাড়িতে তার ছোট ছোট সন্তান ছিল তাদের যত্ন নেয়ার কেউ ছিল না।

সাইমন মারতুন নামের একজন গার্ডকে উদারতার সাথে ক্ষমাপ্রাপ্ত বিধবা মহিলাটির বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার প্রস্তাব দেয়া হল। যখন সাইমন তার বাহু ধরে মহিলাটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি মহিলাটির কোটের সেলাই-এর ভেতর থেকে একটা গড় গড় শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি মহিলাটির কোটের ভিতর থেকে কিতাবুল মোকাদ্দসের ইংরেজী অনুবাদ টি বের করলেন এটা সেই একই জিনিস যা তিনি ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। এমনকি তিনি এই মাত্র মৃত্যু দন্ড থেকে রেহাই পাওয়া সত্ত্বেও এই অনুবাদে তার অংশ গ্রহণের কথা অস্বীকার করেছিলেন এই বিশ্বাসে যে, তার সন্তানদের এই কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রয়োজন রয়েছে। তার ভাগ্য তখন ছিল নির্ধারিত।

এর কিছু সময় পরেই ছয় জন পুরুষ এবং প্রেরণাদানকারী বিধবা মহিলাটিকে কাঠের খুঁটিতে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল।

*আমরা এখন অভ্যন্তরীন সতর্ক নিরাপত্তার ডিজিটাল যুগে বাস করছি। আমরা যার মূল্য দেই তা সুস্পষ্ট----- আমাদের বাড়ি এবং আমাদের অধিকারের সম্পদ গুলো এতই মূল্যবান আমাদের কাছে যে, আমরা তা হারাতে চাই না। তথাপি ষোড়শ শতাব্দীর ঈসায়ী জীবন যাপনে খোদার কালাম ছিল তাদের কাছে অধিক মূল্যবান সম্পদ। এই কাহিনীতে নাছোরবান্দা দুর্দান্ত বিধবা মহিলাটির মত খোদার কালামের মূল্যের কাছে তাদের নিজ জীবনের মূল্য খুবই কম। যখন সময় পরিবর্তিত হতে পারে, তখন খোদার কালামের মূল্য পরিবর্তিত হয় না। আমাদের জীবন দ্বারা এখনো অন্যদের নিকট প্রদর্শন করতে হবে যে, খোদার কালাম মূল্যবান----- যদিও আমরা খোদার কালামের মুল্য প্রদর্শনে আমাদের জীবন দিতে পছন্দ করি না। আপনি কত বেশি অথবা কত কম পরিমানে খোদার কালাম সঞ্চয় করেছেন তা কি অন্যদেরকে জানান? খোদার যে কালাম আপনার মধ্যে রয়েছে তার ব্যক্তিগত মূল্য কি তা-কি তারা বলতে পারে?*

২৬৬তম দিন

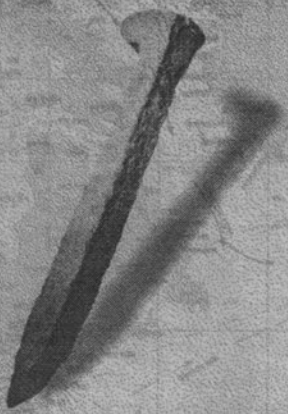

"ঈসায়ী ধর্মের মিশনারীদের অবশ্যই তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদের সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করতে হবে----- এতে ব্যর্থ হওয়া চলবে না। কারণ তারা ধূর্ত ভাল্লুকের মত ভয়ংকর এবং কমিউনিজমের শত্রু সাম্রাজ্যবাদীদের এক মারাত্মক হাতিয়ার।"

-ইহা উত্তর কোরিয়ার সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
কমিউনিষ্ট জনগণকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য এক উন্মুক্ত হুশিয়ারী।

# ইংল্যান্ডঃ উইলিয়াম টীনডেল

২৬৭তম দিন

"আমি তোমার জন্যই অপমান সহ্য করেছি, অসম্মানে আমার মুখ ঢেকে গেছে।" (জবুর ৬৯ঃ৭ আয়াত)

*ধর্মতত্ত্বের বিজ্ঞ শিক্ষক অবজ্ঞা ও ঘৃনায় ফুঁসে উঠে বললেনঃ "কিন্তু মাষ্টার টীনডেল, আপনাকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে যে, জামাতের আইন কানুনই লোকদের জন্য অধিকতর ভাল, যা তারা খোদার কিতাব কিতাবুল মোকাদ্দসের চেয়ে ভাল বুঝতে পারে।"*

উইলিয়াম টীনডেল এই মন্তব্যে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেনঃ "আমি জামাতের তথাকথিত পুরোহিত মৌলবাদী আলেমদের তৈরী আইনকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করি। যদি খোদা আমাকে বাঁচতে দেন তাহলে খুব বেশি দিন হবে না যখন প্রত্যেক বালক পর্যন্ত জানতে পারবে যে, আলেম পুরোহিতদের তৈরী আইনের চেয়ে খোদার কালাম অধিকতর মঙ্গলজনক।"

তার এই মন্তব্য টীনডেল এবং তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত জামাতের মধ্যে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করল। তিনি দ্রুত ইংল্যান্ড থেকে পালিয়ে গেলেন তার মূল জায়গায় যেখানে তিনি তার ইঞ্জিল শরীফের ইংরেজি অনুবাদের "অভিনব" সংস্করণ প্রস্তুত করলেন।

বছরের পর বছর ধরে টীনডেল-এর ইংরেজি অনুবাদকৃত ইঞ্জিল শরীফ কাপড়ের গাটটির ভিতর ভরে, জার্মান জাহাজে এবং অন্য যে কোন স্থানে, যেখানে তারা পারত চোরাইভাবে পাচার করত, যাতে গোপনে তা ইংল্যান্ডে পৌঁছাতে পারে।

টীনডেলকে হেনরী ফিলিপ নামের তার এক বন্ধু বিশ্বাস ঘাতকতা করে ধরিয়ে দিয়েছিল এবং পরে তার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ তোলা হয়।

উইলিয়াম টীনডেল মৃত্যুদন্ডের অপেক্ষায় থেকে এক বছরেরও বেশি সময় জেলখানায় কাটিয়ে দেন। এরকম বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি কিতাবুল মোকাদ্দসের পুরোটাই ইংরেজি অনুবাদ শেষ করেছিলেন। ১৫৩৬ সালে তাকে খুঁটিতে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার পূর্বে তার শেষ কথা ছিলঃ "হে মাবুদ, রাজার দৃষ্টি খুলে দাও।"

খোদা রাজার দৃষ্টি খুলে দিয়েছিলেন। টীনডেলের শহীদ হওয়ার মাত্র একবছর পর রাজা ইংরেজি ভাষায় অনুদিত প্রথম কিতাবুল মোকাদ্দস আইনগত ভাবে ছাপানোর অনুমোদন দান করেন। বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দসের কিং জেমস্ ভারসন-এর সাতবছর পর মুদ্রিত হয়। আজকের কিং জেমস্ ভারসন-এ টীনডেলের অনুবাদের শতকরা নব্বই ভাগ মিল রয়েছে।

*বিরোধীতা ব্যর্থতার সমান নয়, মাঝে মাঝে ইহার অর্থ কেবলমাত্র বিপরীত মনে হয়। সবচেয়ে বেশী অমায়িক সহকর্মীও মাঝে মাঝে দ্বীনি খেদমতের কাজে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করতে পারে। আমরা হয়ত তাদের সমালোচনায় পশ্চাদপদ হয়ে আমাদের পূর্বের অবস্থানে চলে যেতে পারি এবং আমাদের প্রতি খোদার আহ্বানের উপর প্রশ্ন তুলতে পারি। যখন খোদা দ্বীনি খেদমতের কাজে আমাদেরকে একটা দর্শন দেখান, যেমন তিনি টীনডেলকে দেখিয়ে ছিলেন, তখন তার বিরোধ ও দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও আমাদের উচিৎ ঈমানদারের সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা। সমালোচনা আমাদের প্রবল আগ্রহকে গ্রাস করতে পারে না----- ইহা আমাদের দর্শনে অগ্রগামী করতে আমাদেরকে আরো অঙ্গীকারাবদ্ধ করে তুলবে। জামাতের জন্য খোদা কি আপনাকে দর্শন দেখিয়েছেন?*

## উত্তর কোরিয়াঃ চেং লি এবং হং জান

২৬৮তম দিন

"পিতর আর ইউহোন্নার সাহস দেখে এবং তাঁরা যে অশিক্ষিত ও সাধারণ লোক তা জানতে পেরে সেই নেতারা আশ্চর্য হয়ে গেলেন, আর তাঁরা যে ঈসার সঙ্গী ছিলেন তাও বুঝতে পারলেন।" (প্রেরিত ৪ঃ১৩ আয়াত)

**কমিউনিষ্টরা উত্তর কোরিয়ান শিশুদের বলে যে, যদি কখনো চীন উত্তর কোরিয়াকে দখল করে, তাহলে তাদের দুঃখভোগ একটা ভীতিজনক ভাগ্য হয়ে যাবে। কিন্তু শিশুরা আরো জানে যে, যদি তারা ভাগ্যক্রমে মুক্তি পায় তাহলে তারা একটা ক্রুশ চিহ্নিত দালান খুজবে এর মধ্যে সাহায্য পাওয়ার জন্য। দুইজন উত্তর কোরিয়ান শিশু যারা একটা চাইনিজ জামাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল, তারা জামাতের ইমামকে তাদের কাহিনী বলল।**

ঃ "আমার নাম চেং লি। আমার বোন এবং আমি আমার বাবা মাকে না খেয়ে মরতে দেখেছি। আমরা ইয়ালূ নদী পার হওয়ার জন্য গিয়ে ছিলাম, তখন ছিল বরফাচ্ছন্ন। একবার অন্য পাড়ে আমার বড় বোন বলল 'তুমি ওখানে দাঁড়াও, আমার নিজের কাজে সামান্য একটু দূরে যেতে হবে। তারপর ফিরে এসে তোমাদের পাড় করে নিয়ে আসব।' সে আর কখনো ফিরে আসেনি।" চেং-এর বয়স মাত্র ছয় বছর।

এগার বছর বয়সের বালক হং জান বলেছিলঃ "আমি উত্তর কোরিয়াতে ফিরে যেতে চাই এবং অন্যদেরকে ঈসা মসীহের বিষয়ে বলতে চাই।" তারপর কেঁদে কেঁদে একটা গান গাইলঃ

সুসমাচারের কণ্ঠস্বর মোদের দাও গো প্রভু,
যেন কইতে পারি তোমার কথা, যাদের সাথে হয়নি বলা কভু।
পাঠাও মোদের কোরিয়াতে
প্রিয় ভাই-বোনদের দেখতে যেতে ॥
যেখানেই থাকনা ওরা, দাও সুযোগ ফুল হয়ে ফুটতে।
মোরা তাদের কাছে তোমার সাক্ষী হব ॥

কয়েক মাস পরে হং জানকে অপহরণ করা হয় এবং জোরপূর্বক উত্তর কোরিয়ায় ফেরৎ পাঠানো হয়। সম্ভবতঃ যে তাকে অপহরণ করেছিল, তাকে হং জান ঈসা মসীহের বিষয়ে তবলিগ করেছিল।

*উৎসাহ হল এমন একটা বিষয়, যা মানুষ একটা পরিস্থিতিতে এর প্রয়োজন না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারে না। ক্রুশীয় মৃত্যুর মুহূর্তে ইহার প্রয়োজন পড়বে তখন তারা এটাকে গ্রহণও করতে পারে, অথবা গ্রহণ নাও করতে পারে। একই কথা বলা যায় চরিত্রের বিষয়ে----- বিশেষ পরিস্থিতিগুলো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ে, আমরা ইহা ধারণ করি অথবা নাই করি। ফলতঃ চরিত্র এবং উৎসাহ হল দুইটি জিনিস, যা নকল করা কঠিন। সৌভাগ্য ক্রমে ঈসা মসীহ্ আমাদেরকে উৎসাহিত করেন। কেবলমাত্র ঈসা মসীহ্ আমাদের সেই সময় চরিত্র দান করেন যে সময় আমাদের পক্ষে তাকাতে কাউকে পাওয়া যাবে না। আপনি কোথায় আপনার জীবনে উৎসাহ এবং চরিত্রকে কাজ করতে দেখেছেন? আপনার জীবনে তা খুঁজে দেখুন।*

## পাকিস্তানঃ জাহিদ

২৬৯তম দিন

"ঈসা থোমাকে বললেন, আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।" (ইউহোন্না ১৪ঃ৬ আয়াত)

**জাহিদ ছিলেন পাকিস্তানের মুসলিম ধর্ম যাজক যিনি ঈসায়ীদের অতর্কিত গুপ্ত হামলায় হত্যা করেছিলেন এবং তাদের কিতাবুল মোকাদ্দস পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। একবার তিনি একটা কিতাবুল মোকাদ্দস নিলেন এবং ইহা পড়তে শুরু করলেন এই তথ্য প্রমাণ বের করতে যে, ঈসায়ী ধর্মমত একটি মিথ্যা মতবাদ।**

ঃ "আমি কিতাবুল মোকাদ্দস পড়লাম, ঈসায়ী ঈমানের বিপরীত তথ্য প্রমাণ গুলো ইহাতে খুঁজতে থাকলাম, যা আমি ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারি। হঠাৎ একটা বিরাট জ্যোতি আমার রুমে এসে পড়ল এবং আমার নাম ধরে ডাকা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। জ্যোতিটি আমার ঘরের সবখানে দীপ্তি ছড়াল।"

আমি শুনতে পেলাম একটা কণ্ঠস্বর আমাকে ডেকে বলছে, "জাহিদ কেন তুমি আমাকে অত্যাচার করছ?" আমি ভয় পেয়ে গেলাম। আমি জানতাম না আমাকে কে ডাকছে। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ "আপনি কে মাবুদ?" অদৃশ্য কণ্ঠস্বরটি আমাকে জবাব দিলঃ "আমি পথ, সত্য এবং জীবন"।

পরবর্তী তিন রাত ধরে নূরটি এবং কণ্ঠস্বরটি ফিরে আসল এবং চতুর্থতম রাতে আমি হাঁটু গেড়ে তার অদৃশ্য চেহারার সামনে প্রণত হলাম এবং ঈসা মসীহ্‌কে আমার নাজাত দাতা হিসাবে গ্রহণ করলাম।

ঈসায়ী ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে জাহিদ গ্রেফতার হলেন এবং ইসলামের বেইমান হিসাবে জেলখানায় বন্দী হলেন। জেলখানায় দুই বছর ধরে তাকে অত্যাচার করা হয়, পরিশেষে তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। যখন ফাঁসির দড়ি তার গলার চারপাশে পরানো হল, তখন তিনি তার জল্লাদকে বললেনঃ "ঈসা-ই পথ, সত্য এবং জীবন।"

তারপর হঠাৎ স্ববেগে গার্ড আসলেন এবং বললেন যে, মৃত্যু দন্ড স্থগিত করা হয়েছে এবং জাহিদ মুক্ত হলেন। কেউ জানে না কিভাবে জাহিদের মৃত্যুদন্ডের রায়কে রদ করা হল কিন্তু এখন জাহিদ একজন ঈসায়ী মোবাল্লিগ হিসাবে সমগ্র পাকিস্তান সফর করেন।

*যে সব মোবল্লিগগণের মৃত্যুর দুয়ারে গিয়ে ফিরে আসার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তারা এই একই রকম কথা বলবে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তাদের জীবনের আয়ু বাড়ানোর মধ্যে খোদার একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারগুলোতে যা উদ্দেশ্য হওয়ার ছিল তা থেকে পিছনে ফিরিয়ে সংক্ষেপে অন্য একটা ধারণা প্রচার করা হয়, তারা কি তাদের জীবনে খোদার পরিকল্পনার বিষয়টা উদ্‌ঘাটন করতে পেরেছে? প্রকৃত পক্ষে খোদা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের জন্য একই রকম উদ্দেশ্য রেখেছেন। তিনি চান যেন আমরা তাকে জানি এবং অন্যদেরকেও তার সম্বন্ধে জানাই। যে এলাকায় তারা খোদাকে অন্যদের কাছে পরিচিত করাবে, সেই বিশেষ জায়গায় পৌঁছাতে জাহিদের মত আমাদেরকেও অতুলনীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তারপরও আমাদের তবলিগী অভিযান মূলত মৌলিকভাবে এক। আপনার কি এ অনুভূতি কখনো হয়েছে, খোদা আপনাকে বিশেষ একটা উদ্দেশে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন? এই উদ্দেশ্যটা হল খোদাকে জানা এবং অন্যদেরকে খোদার সম্পর্কে জানানো।*

## রোমঃ ভিনসেন্ট

২৭০তম দিন

**তার কোমরের এবং গোঁড়ালির দড়িগুলো লম্বা করা হল এবং টান দেওয়া হল যে পর্যন্ত না এই রোমান ঈসায়ী ভিনসেন্ট পড়ে গেল। তার বাহুগুলো টেনে কাঁধের উপরে তোলা হল এবং তার কোমড়ের জয়েন্ট আলগা হয়ে গেল।**

"কারণ আল্লাহ্ তাঁর মহা কুদরতী অনুসারে সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমাদের শক্তিমান করছেন যাতে তোমরা সব সময় আনন্দের সঙ্গে ধৈর্য ধরে সব সহ্য কর এবং পিতা আল্লাহ্কে শুকরিয়া জানাও।" (কলসীয় ১ঃ১১ আয়াত)

যে র‍্যাকে শাস্তি দেয়ার জন্য ভিনসেন্টকে টান টান করে বাঁধা হয়েছিল, রোমান সম্রাট ডেসিয়াস সেই র‍্যাকের পাশে দাঁড়ানো ছিলেন। তিনি যুবক ঈসায়ীকে বললেনঃ "তুমি চরম যন্ত্রণা ভোগ করে মরবে"। ভিনসেন্ট দৃঢ় ঈমানের সাথে রাজাকে জবাব দিলঃ "শহীদি মৃত্যুর চেয়ে আর কোন মৃত্যু সম্মান জনক নয়। আমি জান্নাতকে দেখতে পাচ্ছি এবং আমি আপনার মূর্তিগুলোকে তীব্র ঘৃণা করি।"

হিংস্রতায় রাজা র‍্যাকের মধ্যে পঙ্গু ঈসায়ীকে আরো বেশি কষ্ট দেওয়ার আদেশ করলেন। তথাপি তারা ভিনসেন্ট-এর মুখের প্রসন্নতার হাসি দূর করতে পারল না। সে রাজাকে বললঃ "আপনি কেবল আমার দেহ ধ্বংস করতে পারবেন। যা কোন না কোনভাবে একদিন ধ্বংস হয়ে যাবেই। আমার অভ্যন্তরে অন্য একটা ভিনসেন্ট বাস করে এবং তার উপর আপনার কোন শক্তি নাই। সেই ভিনসেন্টকে র‍্যাকের মধ্যে বেঁধে কষ্ট দেয়া যায় না এবং তাকে হত্যাও করা যায় না।"

তারপর ভিনসেন্ট প্রসন্নতার মৃদু হাসি মুখে নিয়ে মৃত্যুকে স্বাগত জানাল। অবশেষে রোমান সৈন্যগণ তাকে র‍্যাক থেকে টেনে নামাল কিন্তু তারপরও পীড়ণ শেষ হয়নি। তারা তার শরীর থেকে টেনে পোষাক খুলে ফেলল এবং জেলখানার একটা রুমে নিক্ষেপ করল, সেই রুমের মেঝেতে কাঁচের টুকরা বিছানো ছিল। এমনকি সেখানেও ভিনসেন্টের সাথে খোদার শান্তি বিদ্যমান ছিল। জেলখানার গার্ড পরে সম্রাটের কাছে প্রতিবেদন পেশ করেছিল যে, কাঁচের টুকরা বিছানো মেঝেতে ভিনসেন্ট 'পুষ্প শয্যা' মনে করে বিশ্রাম নিচ্ছে।

*আধুনিক সংস্কৃতিতে ক্ষমতার ধারণা কর্তৃপক্ষ এবং অফিসের মধ্যে বাঁধা পড়ে আছে। কর্তৃত্বের গুরুত্বের জন্য ক্ষমতা হেফাজত করে রাখা হয়। ইতিহাস আমাদের দেখায় যে, নিম্ন পর্যায়ের ক্ষমতার অধিকারী লোকজন তাদের উপর অর্পিত কাজ করতে অভ্যন্তরীন শক্তি ব্যতিরেকে ব্যর্থ হয়। খোদার লক্ষ্যমাত্রা হল আমাদের অভ্যন্তরীন শক্তি যা পাক রূহের মধ্যদিয়ে আসে। আমরা কল্পনার চেয়ে বেশী সহ্য করি। আমরা আমাদের সামর্থের বাইরেও সাহসী। আপনার এরূপ মনে হতে পারে আপন দুঃখ কষ্টভোগ আপনাকে দুর্বল করে দিয়েছে। খোদা তা'য়ালার কাছে যাচঞা করুন আপনাকে শক্তিশালী করতে। আপনার মাংসপেশী বলিষ্ঠ করুন তারপর আপনি দেখতে পাবেন আপনি যতটা চিন্তা করেন, আপনি তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী।*

# রোম সম্রাটঃ চল্লিশ জন ঈমানদার মানুষ

২৭১তম দিন

"মসীহ্ ঈসার একজন উপযুক্ত সৈনিকের মত তুমি আমাদের সঙ্গে কষ্ট সহ্য কর।" (২য় তীমথিয় ২ঃ৩ আয়াত)

**রোম সম্রাট কলটান্টাইর ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে ঈসায়ী ধর্মমতকে আইন সম্মত করেন তথাপি লিসিনিয়াম রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগের অর্ধাংশ নিয়ন্ত্রণ করে রেখে ছিলেন। তিনি পূর্ব অংশের লোকদের একতাবদ্ধ আনুগত্যে ফাটল ধরালেন। তিনি ঈসায়ীত্বের উপর অত্যাচার চালু রাখলেন।**

যখন লিসিনিয়াম দাবী জানালেন যে, তার আদেশের অধীন সৈনিকদের প্রত্যেককে রোমীয় দেবতার নিকট পুজা করতে হবে। চল্লিশ ঈসায়ী "বজ্রের মত সেনাবাহিনী"-কে অস্বীকার করল।

গার্ডদের জেনারেল লাইয়েসিস তাদেরকে চাবুক মারলেন তাদের শরীরে হুক লাগিয়ে রাখলেন এবং তারপর চেইন দিয়ে বেঁধে রাখলেন। যখন তারা এর পরেও তাদের দেবতাদের সামনে মাথা নত করতে এবং তাদের উপাসনা করতে অস্বীকার করল, তখন সম্রাট নির্দেশ দিলেন তাদের শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলতে এবং নগ্ন শরীরে বরফাচ্ছন্ন হ্রদের মাঝখানে তাদের ফেলে আসতে, যে পর্যন্ত না তারা নরম হয়?

বলাহল, যে তাদের দোষ স্বীকার করবে তাকে গরম পানির গোসল দেয়া হবে। যাহোক, যখন আঁধার ঘনিয়ে এল তখন একজন এই ঠান্ডায় থাকা সহ্য করতে পারল না সে গরম পানিতে গোসল করার জন্য দৌড়ে এল।

গার্ডদের একজন যে চল্লিশজন সাহসী সৈনিককে ঈসা মসীহের প্রতি গান গাইতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, অথচ একজন তো জেনারেল লিসিনিয়ামের নিকট আত্মসর্মপন করে গরম পানির গোসলের জন্য উঠে এসেছে। তার রাগ গিয়ে পড়ল যে লোকটি মিথ্যার কাছে আত্মসর্মপন করল এবং ঈসা মসীহের জন্য কষ্ট ভোগ করা সহ্য করতে পারল না তার উপর। উক্ত গার্ড তার গায়ের কাপড় ছিঁড়ে খুলে ফেলল এবং দৌড়ে হ্রদের মধ্যে নেমে পড়লেন। যাতে "ঈসা মসীহের জন্য চল্লিশজন সৈনিক" কথাটা ঠিক থাকে, এই সংখ্যা যাতে কম না হয়। তিনি নিজে ওদের মাঝে গিয়ে সংখ্যাটি পুরণ করলেন।

*সেই রাত্রে চল্লিশ জন এক সাথে মারা গেলেন। যে লোকটি তার জীবন বাঁচাতে ঠান্ডা হ্রদ থেকে উঠে এসেছিল, সেও মারা গেল। সে মারা গেল চিরদিনের জন্য, কিন্তু বাকি যে চল্লিশজন মারা গেছে তারা এখন জীবিত। তারা আখেরী জীবনের অধিকারী হয়ে জান্নাতে অবস্থান করতেছেন। ঈসা মসীহ্ বলেছেনঃ "যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা করে সে তাহা হারাবে, কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করবে"। (ইঞ্জিল শরীফ, লুকঃ ৯ঃ ২৩ আয়াত)*

# লেনিন গার্দঃ আইদা স্কিপিপনিকভা

২৭২তম দিন

"এই সব বাইরের সাজ-পোশাক দিয়ে নিজেকে সাজাতে ব্যস্ত হয়ো না, বরং যার সৌন্দর্য ধ্বংস হয়ে যাবে না সেই নরম ও শান্ত স্বভাব দিয়ে তোমাদের দিলকে সাজাও।" (১ম পিতর ৩ঃ৩-৪ আয়াত)

**"জেলখানায় সবচেয়ে কঠিন বিষয়টা যা ছিল তাহল বাইবেল ছাড়া জীবন যাপন করা।"**

আইদা স্কিপিপনিকভা ছিলেন এক লাস্যময়ী যুবতী মহিলা। তার জীবনের প্রথম বিশ বছর তিনি লেলিনগার্দ স্ট্রিটের এক কর্ণারে বাস করতেন এবং ঈসা মসীহের প্রতি তার ভালবাসার কবিতা লিখে বিতরণ করতেন। এবং ঈসা মসীহ্‌কে তার মাবুদ এবং নাজাত দাতা হিসাবে জানাতেই ছিল তার আনন্দ। তার বিষয়ে জানার অনতি পরেই তাকে গ্রেফতার করা হল। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে তার নির্দোষিতা প্রমান করলেন। এমনকি তবু তাকে এক বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হল।

সময়ের পরিক্রমায় আইদার সাত বছর বয়সে তিনি চতুর্থ মেয়াদে কারাবাসের সম্মুখীন হলেন ঈসা মসীহের ইঞ্জিলের সপক্ষে তার দৃঢ় অবস্থানের কারণে। তিনি খোলামেলা ভাবে তবলিগ করতে থাকলেন।

"আমাদের সমগ্র জীবন যে তাৎপর্যের উপর স্থাপিত সেই ঈসা মসীহের বিষয়ে কথা বলতে আমরা নীরব থাকতে পারি না।"

তার চতুর্থবারের কারা জীবন মসীহের জন্য তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন বাস্তবতাকে প্রমান করে। জেলখানার গার্ড তার ঈমানকে কলুষিত করতে অবিরত চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার জন্য জেলখানায় সবচেয়ে কষ্টকর যে বিষয়টা ছিল, তা হল খোদার কালাম ছাড়া জীবন যাপন করা। তার কাছে যে কিতাবুল মোকাদ্দসের একটা কপি ছিল তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। শাস্তি হিসাবে তাকে দশদিন নিঃসঙ্গ অন্ধকার কারাগারে রাখা হল। পরে তিনি ইঞ্জিল শরীফের একটা কপি পেলেন। এবং তিনি এটাকে তার নিজ জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করে পাহারা দিলেন।

যখন তিনি চূড়ান্তভাবে মুক্তি পেলেন, আইদা তখন তার নিজেকে যেন চিনতেই পারলেন না-তার চেহারার চোখ ধাঁধাঁনো সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাকে তার প্রকৃত বয়সের চেয়ে আরো দশ বছরের বেশি বয়স্কা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তার খোদার মহব্বতের জ্যোতির বিকিরণ বিদ্যমান রয়েছে তার মুখের প্রসন্নতার হাসিতে এবং এতে তার অতুলনীয় সৌন্দর্যের ঝিলিক প্রকাশ পায়। যা বাহ্যিক চোখে দেখা সৌন্দর্য নয়, এটা রুহানী সৌন্দর্য্য, এর মূল্য অনেক বেশী।

*মুদি দোকানগুলির তাকে বাহারী রঙ্গে গন্ধে ও বিজ্ঞাপনের সৌন্দর্য বর্ধনকারী ক্রীম ঠাসাঠাসি করে রাখা হয়। ক্রীমগুলির লেবেলে ত্বকের নতুন সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার চটকদার বিজ্ঞাপন থাকে। আমরা যেমন আমাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য ফুঁটিয়ে তোলার প্রচারে অন্যদের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করি, তেমনিভাবে যদি আমরা আমাদের অভ্যন্তরীন সৌন্দর্য বিষয়ে অর্থাৎ আত্মার সৌন্দর্য বিষয়ে উৎকণ্ঠিত থাকতাম, তাহলে সেটাই হতো আমাদের জন্য বেশী প্রয়োজনীয় বিষয়। বাহ্যিক সৌন্দর্য স্থায়িত্ব স্বল্পকালীন কিন্তু আত্মার সৌন্দর্য কোনদিন নষ্ট হবার নয় তা জান্নাতে চিরদিন টিকে থাকবে। ঈসায়ী শহীদগণ আমাদের অভ্যন্তরের প্রকৃত যে আমি তাকে নূতনীকরণের মূল্য শিক্ষা দেয়। ঈসা মসীহের পথে নির্যাতন ভোগ করে আমাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য নষ্ট হলেও এর দ্বারা আত্মা নতুন সৌন্দর্যের নূর প্রাপ্ত হয়। আপনি কি আপনার বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রতি যেমন খেয়াল করেন তেমনিভাবে আপনার ভিতরের মানুষের সৌন্দর্যের জন্য চিন্তা করেন? আপনি আপনার নিজের অন্তরের উপর দৃষ্টিপাত করে তাকে কলুষিত আকারে দেখে থাকলে আজই তার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য খোদার কাছে মুনাজাত করুন।*

২৭৩তম দিন

আমি শক্তি যাচঞা করলাম-
আমাকে শক্তিশালী করতে খোদা আমাকে
কঠিন সমস্যা দান করলেন।

আমি প্রজ্ঞা যাচঞা করেছিলাম-
এবং খোদা আমাকে সমাধান করতে
সমস্যা দান করলেন।

আমি সমৃদ্ধি যাচঞা করলাম-
এবং খোদা আমাকে বুদ্ধি এবং
কাজ করার শক্তি দান করলেন।

আমি সাহস যাচঞা করলাম-
খোদা আমাকে জয় করার জন্য বিপদ দিলেন।

আমি ভালবাসা যাচঞা করলাম-
এবং খোদা আমাকে সুযোগ দান করলেন।

আমি যা চেয়েছিলাম, তার কিছুই পেলাম না-
আমি পেলাম, যা আমার প্রয়োজন তার সব কিছু
এভাবেই আমি আমার প্রার্থনার জবাব পেলাম।

-মিখায়েল জব।
মিখায়েল জব ভারতের একজন মেডিকেল স্টুডেন্ট ছিলেন।
তার বাবার ঈসায়ী তবলিগী কার্যক্রমের জন্য তাকে ১৯৯৯ সালে হত্যা করা হয়।

# ইংল্যান্ডঃ ডঃ রোন্যান্ড টেইলর

২৭৪তম দিন

"যদি কেউ আমাকে মহব্বত করে তবে সে আমার কথার বাধ্য হয়ে চলবে। আমার পিতা তাকে মহব্বত করবেন এবং আমরা তার কাছে আসব আর তার সঙ্গে বাস করব।" (ইউহোন্না ১৪ঃ২৩ আয়াত)

**হ্যাডলির জনগণ ডঃ রোন্যান্ড টেইলরকে উয়িন চেষ্টার এর বিশপ এবং লর্ড চ্যান্সেলর এর সাথে দেখা করতে না যেতে অনুরোধ করলেন। তারা জানতেন বিশপ ডঃ টেইলরের শিক্ষায় ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আছেন।**

প্রায় বিশ বছর ধরে বৈধভাবেই ইংরেজি অনুবাদ কৃত কিতাবুল মোকাদ্দস ইংল্যান্ডে বিতরণ করা হয়েছিল। ডঃ টেইলর সহজ সরলভাবে তার জামাতে লোকদেরকে শিক্ষা দিতেন ইংরেজি অনুবাদ কৃত বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দস যেন তারা নিজেরা পড়েন এবং এর শিক্ষা অনুসরণ করেন। এর বিপরীতে তৎকালীন ধর্মনেতাগণ রাণী মেরীর পাশবিক আইনের অধীনে জামাতের প্রচলিত প্রথার সাথে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকতেন এবং পবিত্র আসমানী কিতাবকে সাধারণ লোকদের ধরা ছোয়ার বাইরে রাখতে চাইতেন।

বিশপ কর্তৃক তিরস্কৃত, অপমানিত এবং ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পর রোন্যান্ড জবাব দিলেনঃ "আমি একজন ঈসায়ী। আমি খোদাদ্রোহী বা খোদার নিন্দুক নই। আমি ঈসায়ী জামাতের বিরুদ্ধে নই। আসলে আপনি যে অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে উত্থাপন করেছেন, আপনিই সেই অভিযোগে অপরাধী। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করায় আপনিই ধর্মদ্রোহী কাফির। ঈসা মসীহ্ একবার মৃত্যুবরণ করেছেন সমস্ত মানুষের পাপের জন্য। ইহাই আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের জন্য পর্যাপ্ত আপনি এবং আপনাদের প্রচলিত বিধান এর চেয়ে বেশী কিছুই মানুষকে দেয় না।"

পরবর্তী দুই বছর ধরে ডঃ টেইলর জেলখানায় ছিলেন। যখন তিনি জানলেন যে, তাকে হেডলি-র বাইরে কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে একটা খুঁটিতে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে, তখন তিনি এজন্য দুঃখার্ত হওয়ার বদলে বরং আনন্দে উৎফুল্ল হলেন। তিনি তার নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন না। এর পরিবর্তে তিনি হেডালীর মধ্য দিয়ে সফর করে যাওয়ার সুযোগের জন্য এবং পুনরায় একবার তার ঈমানী ভ্রাতা-ভগ্নীদের দেখা পাওয়ার সুযোগের জন্য আনন্দিত হলেন।

*১৫৫৫ সালে আলাদা আলাদা ভাষায় ভালবাসার কথা বলা হয়। ভালবাসার অর্থ বুঝার জন্য ভালবাসার কথাটা লোকদেরকে তাদের নিজ নিজ ভাষায় শুনা প্রয়োজন। অনেক স্বামী তাদের ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য তাদের স্ত্রীদের জন্য বিছানায় সকালের জন্য নাস্তা দিয়ে যায়। তথাপি অন্যান্য দম্পতিদের 'আমি তোমাকে ভালবাসি' এই কথাটি শুনার জন্য একটা বিবেচনা প্রসূত উপহারের প্রয়োজন হয়। ঈসা মসীহ্ আমাদের বলেন যে, তার ভালবাসার ভাষাটা হল বাধ্যতা। এই বাধ্যতার মধ্য দিয়েই তার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে পারি। আমরা যখন তার বাধ্য হই, আমরা তখন এর দ্বারা দেখাই যে, আমরা তাকে ভালবাসি। টেইলর তার জামাতের লোকদেরকে ঈসা মসীহের প্রতি মহব্বতের কথা বলার ভাষা শিক্ষা দেয়ার জন্য শহীদ হন। তিনি তার অনুসারীদেরকে কিতাবুল মোকাদ্দস তাদের নিজের ভাষায় বুঝে পড়তে এবং এর শিক্ষা অনুসরণ করতে শিক্ষা দিতেন। ঈসা মসীহ্কে দেখান যে, আপনি তাকে ভালবাসেন এবং আজকে দিনে ডঃ টেইলরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করুন।*

# ইংল্যান্ডঃ ডঃ রোন্যান্ড টেইলর

২৭৫তম দিন

"আমার হুকুম পালন কর, তাতে তুমি বাঁচবে। আমার দেওয়া শিক্ষা তোমার চোখের মণির মত করে পাহারা দিয়ে রাখ।" (মেসাল ৭ঃ২ আয়াত)

**লোকদেরকে আল্লাহ্‌র কালাম কিতাবুল মোকাদ্দস মাতৃ ভাষায় শিক্ষা দেয়ার কারণে ডঃ রোন্যান্ড টেইলরকে খুঁটিতে বেঁধে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে মারার পূর্বে তিনি এই সৌন্দর্যমন্ডিত বাণী লিখে গিয়েছিলেনঃ**

"আমি আমার স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদেরকে বলি, খোদা তা'য়ালা তোমাদেরকে দান করেছিলেন আমার কাছে এবং খোদা তা'য়ালাই আমার কাছে থেকে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কাছ থেকে আমাকে নিয়ে নিচ্ছেন। খোদার নামে, আমার মাবুদ ঈসা মসীহের নামে তোমাদের উপর আর্শীবাদ হোক। যে কোন বিশ্বস্ত এবং সহায়ক স্বামী এবং বাবা যে রকম হয় তার চেয়ে তোমরা আমাকে বিশ্বস্ত এবং অনুগ্রহশীল স্বামী এবং বাবা হিসাবে আবার দেখতে পাবে জান্নাতে। তোমরা খোদার উপর নির্ভর কর আমাদের মাবুদ ঈসা মসীহের নামে। তাঁর উপর বিশ্বাস কর, তাঁকে ভালবাস, তাঁকে ভয় কর এবং তাকে মান্য কর। তাঁর নিকট মুনাজাত কর, কারণ তিনি সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমাকে মৃত মনে করো না। কারণ আমি অনন্ত জীবি হয়ে উঠব এবং কখনো মরব না। আমি তোমাদের পূর্বে যাচ্ছি এবং তোমরা আমাকে অনুসরণ করে পরে আসবে জান্নাতে আমাদের অনন্তকালীন আবাসে।

হেডালী-র আমার প্রিয় বন্ধুদেরকে বলছি- এবং তাদের সবাইকে যারা আমার নসীহত শুনেছিলেন। আপনাদের যে তা'লীম আমি দিয়েছিলাম তার বিষয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ বিবেক ও চেতনায় আমি এখান থেকে প্রস্থান করছি। আমার সাথে তোমরা খোদার শোকরিয়া জানিও। কারণ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতায় যে শিক্ষাকে সঞ্চয় করেছিলাম এবং অন্যদের কাছে এই শিক্ষাগুলি ঘোষণা করেছিলাম, যা আমি খোদার কালাম থেকে সংগ্রহ করেছিলাম। অতএব আমি অথবা আসমানী কোন ফেরেস্তা যদি অন্য একটা ইঞ্জিল বা ঈসা মসীহের শিক্ষা দেয়, যা তোমরা পেয়েছ, তার চেয়ে ভাল, তাহলে খোদার গজব সেই প্রচারকের উপর পড়ুক। নিশ্চিত প্রত্যাশা নিয়ে কোন সন্দেহ না রেখে অনন্ত নাজাতের নিশ্চয়তা নিয়ে তোমাদের এখান থেকে প্রস্থান করে আমি আমার বেহেস্তী পিতা মাবুদ খোদার শোকরিয়া জানাই। আমি শোকরিয়া জানাই আমার নিশ্চিত নাজাত দাতা ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে।

ইতি।

রোন্যান্ড টেইলর

*আপনি আপনার সবচেয়ে স্মরণীয় শৈশবের কথা মনে করতে পারেন? হয়ত ইহা আপনার কাছে সুগন্ধি দ্রব্যের মত, যা তিনি আপনার কচি মনে ফেলে দিয়েছিলেন। অথবা এমন কোন কিছু যা আপনার মনে গেঁথে আছে। যাহোক আমরা যখন বেড়ে উঠি তখন আমরা বিভিন্ন কারণে শিক্ষকের মূল্য অনুধাবন করি। আমরা স্মরণ করি, যা শিক্ষকগণ শিক্ষা দেয় কিছু শিক্ষা আমরা কোনদিন ভুলে যাই না। আমরা সব সময় স্মরণ করি একজন কে যিনি প্রথম খোদার কালাম শিক্ষা দিয়েছেন। খোদার ভালবাসা এবং নাজাত সম্বন্ধে যে সত্য শিক্ষার ভাগ তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন তা ভুলে যাবার সাধ্য আমাদের নাই। যখন কেহ আপনাদের কাছে অভিজ্ঞতার আলোকবর্তীকা অথবা একাডেমিক স্বীকৃতির নামে আসেন, তাহলে খোদার সত্য আপনাদেরকে মিথ্যা শিক্ষাকে প্রতিহত করতে এবং সনাক্ত করতে সাহায্য করবে। যারা সত্য শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শহীদ হন তাদের মূল্য অনেক। তারা বিলিয়মান স্মৃতির চেয়ে বড়। তাদের শিক্ষা এবং স্মৃতি আপনার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।*

# কম্বোডিয়াঃ হেইস এবং তার পরিবার

২৭৬তম দিন

"আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যারা পালন করে তারাই আমার ভাই, বোন ও মা।" (মার্ক ৩ঃ৩৫ আয়াত)

**কম্বোডিয়ার জংগলে হেইস এবং তার পরিবারকে নিয়ে গিয়ে শাবল এবং কুদাল দেয়া হল তাদের নিজ কবর খনন করার জন্য। Khmer Rouge নামের এক ব্যক্তির জিম্মায় তাদের রাখা হয়েছিল, যে লোকটা মনে করত ঈসায়ীগণ "কম্বোডিয়ার গৌরবান্বিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের" শত্রু।**

কবরে নামানোর পূর্বে সৈনিকগণ হেইস এবং তার পরিবরকে হাঁটু গেড়ে বসে হাত তুলে মুনাজাত করার অনুমতি দান করেছিল। তারপর হেইস সৈন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করলেন এবং মিনতি করে বললেনঃ "আমাকে মেরে ফেলার জন্য আমার কোন দুঃখ নাই, আপনাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগও নাই। আপনাদের কাছে আমার কেবল একটাই অনুরোধ, অনুতাপ করুন, পাপ থেকে মন ফেরান এবং নাজাতদাতা মসীহ্‌ ঈসাকে গ্রহণ করুন আপনার মাবুদ এবং নাজাতদাতা হিসাবে।" মৃত্যু পথযাত্রী এক ব্যক্তির কাছে থেকে এমন সহানুভূতির কথায় সৈন্যরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল।

যখন তিনি কথা বলতেছিলেন, তখন তার পুত্রদের একজন লাফিয়ে উঠল এবং বনের ভিতর পালিয়ে গেল। সৈনিকরা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু হেইস তাদেরকে থামালেন। তার শান্তভাব সৈনিকদের প্রভাবিত করেছিল। তাই তারা অপেক্ষা করল তিনি কি করেন তা দেখতে। তিনি পা চালিয়ে বনের দিকে গেলেন এবং তার পুত্রকে ডাকলেন। "প্রিয় পুত্র, জীবন থেকে মাত্র আর কয়েকটা দিন চুরি করে এই পলাতক হিসাবে কবরের পাশে অপেক্ষমান তোমার পরিবারের লোকদের সাথে কি তোমার পলাতক জীবন তুলনা করতে পার? আমরা তো অতি শীঘ্রই পালিয়ে জান্নাতে গিয়ে মসীহের সাথে যুক্ত জীবনে থাকব।"

এক মুহূর্ত পর হেইসের পুত্র ঝোঁপ থেকে বেরিয়ে এল এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে পিতার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল। হেইস সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "এখন আমরা যেতে প্রস্তুত।" কিন্তু কোন সৈনিক-ই বন্দুকের ট্রিগার টিপতে পারল না। একটু পরেই একজন অফিসার আসলেন এবং যিনি হেইসের মূল্যবান কথাগুলো শুনেন নি এবং তার পুত্রের ফিরে আসার ঘটনাও জানেন না। তিনি সৈনিকদেরকে ধমকালেন, গালাগালি করলেন এবং তাদেরকে ভীরু কাপুরুষ বলে নিজেই গুলি করে সবাইকে হত্যা করলেন।

*কিছু পরিবার তাদের সদস্যদের মধ্যে ভালবাসার ঘনিষ্ট বাঁধনে আবদ্ধ হিসাবে পরিচিত। অন্যরা চরম সম্পদের জন্য গর্ববোধ করেন। তাছাড়া কোন পরিবার তাদের ব্যবসায়িক পরিচিতি দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যখন খোদা অন্য বিষয় ব্যবহার করেন, তখন তার প্রভাবিত করার ধারণা খুব ভিন্ন তাৎপর্য হয়। কি বিষয় একটা পরিবারকে খোদার রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় করে তোলে? তাহল চরম বাধ্যতা। পরিবারের আকৃতি ও মর্যাদা বড় কথা নয়, ইহা হল খোদার প্রতি তাদের অঙ্গীকারের পূর্ণতা। খোদা তা'য়ালা পরিবারকে এমন ডিজাইন করেছেন যা একটা স্থানের মত, যেখানে কিভাবে সন্তানগণ মসীহের বাধ্য হবে তা শিক্ষা করতে সন্তানদের জন্য পিতামাতা দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিচালনা করবেন। হেইস এর দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা নিয়ে আমরা কেবল আমাদের পরিস্থিতির মধ্যে মসীহের বাধ্য থাকতে পারি। আপনি কিভাবে আপনার পরিবারের অঙ্গীকারকে উত্তম চরিত্র মন্ডিত করতে পারেন? আপনার পরিবার একটা চরম পরিবার হওয়ার উদাহরণ?*

## রাশিয়াঃ একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র

২৭৭তম দিন

"আল্লাহ্‌র সত্যকে ফেলে তারা মিথ্যাকে গ্রহণ করেছে। সৃষ্টিকর্তাকে বাদ দিয়ে তারা তাঁর সৃষ্ট জিনিসের পূজা করেছে, কিন্তু সমস্ত প্রশংসা চিরকাল সেই সৃষ্টিকর্তারই। আমিন।" রোমীয় ১ঃ২৫ আয়াত)

নাস্তিক প্রফেসর লেলিনের ছবিটির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। ছবিটা দরজার বিপরীত পাশে ঝুলানো রয়েছে। প্রফেসর টেবিলে রাখা পানির পাত্রের কাছে গেলেন। গ্লাসে পানি ঢাললেন একটা পাউডারের প্যাকেট বের করে পাউডারগুলি পানিতে ঢাললেন। সংগে সংগে পানি লাল বর্ণ হয়ে গেল।

প্রফেসর তার ক্লাশ শুরু করলেন, "এইতো একটা পূর্ণ মোজেজা ও কেরামতির কাজ। ঈসার পানিকে আঙ্গুর রসে পরিণত করার কাজটাকে যারা অতি আশ্চর্য বলে বিশ্বাস কর, তারা প্রকৃত সত্য জেনে নাও। ঈসা এইরকম কিছু পাউডার লুকিয়ে রেখেছিলেন এবং আঙ্গুর রস বানিয়ে দিয়ে আশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী বনে গেলেন তোমাদের মত বোকা মানুষের কাছে। ঈসা যে কাজ করেছিলেন আমি তার চেয়েও আরো আশ্চর্য কাজ করতে পারি।"

তিনি তার একটা প্যাকেট বের করে ছিঁড়লেন এবং তা লাল বর্ণ হওয়া পানিতে ঢাললেন। তার লাল পানিটা একদম সাদা ও স্বচ্ছ হয়ে গেল। তারপর তিনি অন্য আর একটা পাউডার পানিতে ঢাললেন তাতে পানিটা আবার লাল হয়ে গেল। "এই তো আমার মোজেজা। আমার মোজেজাটি ঈসার চেয়েও আশ্চর্য।" বিজয়ের ভঙ্গিতে প্রফেসর বললেন। ছাত্রদের একজন তার ডেস্কের সামনে বসেছিল। সে প্রফেসরের যুক্তিপূর্ণ শিক্ষায় প্রভাবিত না হয়েই মাথা ঝাঁকাল। অবশেষে সে প্রফেসরকে চ্যালেঞ্জ করল ঃ "স্যার, আপনি আমাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করেছেন। আপনি আমাদের কমরেড প্রফেসর। আমি আপনার কেবলমাত্র আর একটা কাজ দেখতে চাই আপনি পানিকে পরিবর্তন করেছেন, তা থেকে কিছুটা পান করুন। আপনার মোজেজার মদ পান করুন।"

প্রফেসর বিদ্রুপের চাপা হাসি হাসলেনঃ "আমি এগুলো খেতে পারব না, কারণ পাউডার গুলো ছিল বিষাক্ত।"

ঈসায়ী ছাত্রটা জবাব দিলঃ "এটাই হল ঈসা এবং আপনার কাজের সবচেয়ে বড় পার্থক্য। তিনি এবং তার পানিকে আঙ্গুর রস বানানো, এগুলো আমাদের আনন্দ দান করে, পক্ষান্তরে আপনি এবং আপনার পানিকে বিষাক্ত করণ আমাদের ভুল পথে চালিত করে।" প্রফেসর ছাত্রের যুক্তি খন্ডন করতে না পেরে রাগে উত্তেজনায় ক্লাশ রুম থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং তিনি ছাত্রটিকে পুলিশ দ্বারা গ্রেফতার করালেন এবং জেলখানায় বন্দী করে রাখলেন। কিন্তু এই ঘটনাটা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল এবং অনেক ঈসায়ী ঈমানদারগণের ঈমান শক্তিশালী হল।

*শত্রুদের সহজ বিনিময়ে পথ হল মিথ্যা। অধিকাংশ ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোর গুলোতে বন্ধুত্ব পূর্ণ ব্যবহারের পলিসি রয়েছে, এতে অনেক ব্যবহারকারীকে ব্যবহার করা দ্রব্য ফেরত দেয়ার পলিশি রয়েছে। এটা রাখা হয়েছে ক্রেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য। অনেক লোকের জীবন একটা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে খোদার সত্য হাতে নিয়ে।*

# ইন্দোনেশিয়া ঃ দিলোরেজ

২৭৮তম দিন

"হে পবিত্র ও সত্যময় মালিক, যারা এই দুনিয়ার, তাদের বিচার করতে ও তাদের উপর আমাদের রক্তের শোধ নিতে তুমি আর কত দেরি করবে?" (প্রকাশিত কালাম ৬ঃ১০ আয়াত)

দিলোরেজ-এর বয়সের ভারে নুব্জ দেহ দৌঁড়ানোতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন। "হে মাবুদ খোদা, তোমার সন্তানদের প্রতি দয়া কর, আমাদের প্রতি দয়া কর।" দিলোরেজ অন্যান্য ঈমানদারদের সাথে জীবন বাঁচানোর জন্য পালিয়ে এসেছিলেন। তার হাতের লাঠিটা ব্যবহার করে তিনি ধাপে ধাপে একটি পাহাড়ে উঠতে থাকলেন।

দিলোরেজ তের হাজার দ্বীপের দেশ ইন্দোনেশিয়ার লক্ষ লক্ষ ঈসায়ী ঈমানদারগণের একজন। ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুসলিম অধ্যুষিত দেশও বটে। তথাপি বংশ পরম্পরায় মুসলিম এবং ঈসায়ীগণ পরস্পরের ঈমান সহভাগীতা করে শান্তির সাথে বাস করে আসতেছিল। কিন্তু বর্তমানে তারা এক নতুন শত্রুর মুখোমুখি হয়েছে। তাহল, উগ্রপন্থী মুসলিমগণ এই দ্বীপে অনেক জিহাদ (পবিত্র যুদ্ধ) উস্কে দিয়েছে। তাই বর্তমানে মুসলিম এবং ঈসায়ীদের মধ্যে কোন শান্তি নেই।

একটা শহরের ঈসায়ীগণ একত্র হল এবং খোদার শানে হামদ্ গাইল, "আমার সকল কিছু সঁপে দিয়ে করি আত্ম সমর্পণ।" কতজন ঈসায়ী স্বশস্ত্র মুসলিমদের হাতে নিহত হয়েছে, তা জানাতে সরকারের কাছে কৈফিয়ত চাইল। এমনকি ঈসায়ী ঈমানদারগণ শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় গান গাওয়ার সময় ও উগ্রপন্থী স্বশস্ত্র মুসলিমগণ অন্য একটা গ্রাম আক্রমন করল এবং তা বিধ্বস্ত করে দিল। যে গ্রামটি এক সময় সমৃদ্ধ ছিল, তা এখন কেবল ইট পাথর এবং ছাঁই-এর স্তুপ।

*অসংখ্য নির্যাতিত ঈসায়ী ঈমানদারগণের মধ্যে দিলোরেজ কেবলমাত্র একজন মহিলা যিনি এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য খোদার নিকট মুনাজাত করেছিলেন। যারা খোদার ন্যায়বিচারের আকাঙ্খা করতেছিলেন, সেই সব শহীদগণের নিকট খোদা তা'য়ালা দর্শনের মাধ্যমে কথা বলেছিলেন। আমরা যারা বেঁচে আছি, আমাদের অবশ্যই তাদের কাকুক্তির সাথে কণ্ঠ মিলাতে হবে। যখন আমরা আমাদের নিরাপত্তা এবং মুক্তির জন্য আমাদের মুনাজাত পেশ করি, তখন আমরা আমাদের হৃদয় দিয়ে তাদের সাথে যুক্ত হই। যারা ঈসা মসীহের ভ্রাতা-ভগ্নীদের জন্য মুনাজাত করেন? তাদের রূহানী সফরে তাদের রক্ষা করতে এবং তাদের মুক্তির প্রার্থনা কবুল করতে আপনি কি মুনাজাতের মাধ্যমে খোদার নিকটে কাকুতি জানাবেন? আপনি নিজের জন্য এবং ইন্দোনেশিয়ার নির্যাতিত ঈমানদারগণের জন্য মুনাজাত করুন।*

# সুইজারল্যান্ড ঃ মিখায়েল স্যাটলার

২৭৯তম দিন

"পাক-রূহের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মনে-প্রাণে সব সময় মুনাজাত কর। এইজন্য সজাগ থেকে আল্লাহ্‌র সমস্ত বান্দাদের জন্য সব সময় মুনাজাত করতে থাক।" (ইফিষীয় ৬ঃ১৮ আয়াত)

**মিখায়েল স্যাটলার তার দম্ভের জন্য একটুও বিস্মিত হননি। বিচারে তার জিহ্বা কেটে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার দন্ড প্রদান করা হয়। সময়টা ছিল ষোড়শ শতাব্দী। মিখায়েল ছিলেন এ্যানা ব্যাপ্টিষ্ট। তৎকালীন ইউরোপীয়ান ধর্মীয় মতবাদ এবং সামাজিক শিক্ষা ব্যবস্থা এই এ্যানা ব্যাপ্টিষ্ট মতবাদকে একটা হুমকি হিসাবে দেখত।**

দর্শকদের একটা বড় দল উন্মুক্ত স্থানে জড়ো হতে থাকল। দোষীকৃত ব্যক্তিটির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন পঁচিশ বছরের ক্লজ ভঁ গ্রাফেনেক তিনি মিখায়েলের আসন্ন মৃত্যুর জন্য জল্লাদের প্রস্তুতি দেখতে ছিলেন।

মিখায়েল বিড় বিড় করে মোনাজাত করলেনঃ "মাবুদ গো এই যুবক ছেলেটির অন্তর চক্ষু খুলে দাও। ....."

ক্লজ অনুভূতিতে শক্ত ধাক্কা খেয়ে যেন লাফিয়ে এক কদম পিছনে ফিরে এল "এই দোষী সাব্যস্ত লোকটা আমার জন্য দোয়া করছে।" জল্লাদ যখন মিখায়েলকে বাঁধল, তখন তিনি উপস্থিত ভীড় করা জনতার দিকে মুখ ফিরালেন এবং বিড় বিড় করে বললেনঃ "তোমরা তোমাদের ভুল ধর্মীয় মতবাদ পরিত্যাগ করে পরিবর্তিত হও।" তারপর তিনি তার চোখ বন্ধ করলেন এবং মোনাজাত করলেনঃ "সর্বশক্তিমান অনন্ত খোদা, ..... আমি তোমার কাছেই চলে যাব ..... আজকের এই দিনে সত্যকে ঘোষণা করছি এবং আমার রক্ত দ্বারা সত্যকে মোহরাংকিত কর।"

জল্লাদ মিখায়েলকে আগুনে নিক্ষেপ করলেন। যখন মিখায়েলের মাথায় বাঁধা দড়ি আগুনে পুড়তে ছিল তখন তিনি শুন্যে লাফিয়ে উঠলেন এবং শেষ মোনাজাত করলেনঃ "মাবুদ পিতা, আমার আত্মাকে তোমার হাতে সমর্পণ করি।"

ক্লজ মিখায়েলের মরণকালীন দোয়ায় এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি মিখায়েল স্যাটলারের মৃত্যুকে একটা নিদর্শন হিসাবে রেকর্ড করে রেখেছিলেন। তিনি তার লেখায় এই বিষয়ে বলেছেনঃ "মাবুদ সাহসীকতা ও ধৈর্যের সাথে আমাদেরকেও তার সাক্ষী হতে মঞ্জুর কর।"

*মোনাজাত হল ঈসায়ীদের গোপন অস্ত্র শস্ত্র। ইহা মসীহে কারো ঈমান সম্বন্ধে নীরব অথবা উন্মুক্ত অতি সত্য বর্ণনা দেয়। যখন ক্লজ একজন দোষী ব্যক্তিকে তার জন্য মোনাজাত করতে শুনল তখন এই দোয়া তাকে থামিয়ে দিল, তার পূর্বের মনোভাবও চিন্তা ধারাকে থামিয়ে দিল এবং নতুন করে চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করল। যেমন অন্যরা যখন আমাদের কে খাবার হোটেলে দেখে যে আমরা খাওয়ার পূর্বে খোদার শোকরিয়া জ্ঞাপন করি এবং খাবারে খোদার আর্শীবাদ যাচ্ঞা করি তখন এদৃশ্য দ্বারা আমরা অন্যদের থামিয়ে দেই, তাদের মনোযোগ আমাদের উপর পড়ে এবং তারা খোদার সম্বন্ধে চিন্তা করে। এমনকি আমরা যদি কেবল এক মূহুর্তের জন্যও লোকজনের চিন্তা চেতনাকে ধরতে পারি এবং তাদের মন মসীহের দিকে পরিচালিত করতে পারি, তাহলে আমাদের কর্তব্য করা হয়ে যায়। যেমন মিখায়েল এর দোয়া ক্লজ এর জীবন পরিবর্তিত করে দিয়েছিল এবং তার ঈমানী অঙ্গীকারে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। আপনি আপনার মোনাজাত পেশ না করলে খোদা আপনার মোনাজাতকে ব্যবহার করেন না। আজ যার সাথে আপনার দেখা হয়েছে তাদের কোন একজনের উপকারের জন্য নীরবে মোনাজাত করতে একটা সময় আপনি আলাদা করে নিন। আপনি কখনো জানবেন না এর ফল কত গভীর প্রভাব বিস্তারকারী হবে।*

২৮০তম দিন

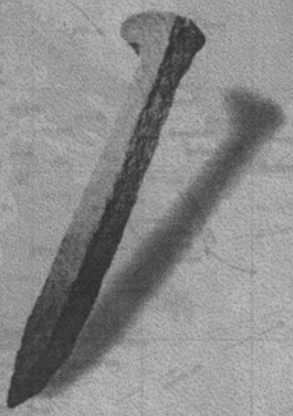

## 'মিশনারী' বা 'মোবাল্লিগ'- এই শব্দটা কিতাবুল মোকাদ্দাসে নেই- কিন্তু কিতাবুল মোকাদ্দাসে যে শব্দটা আছে তা'হল সত্যের পক্ষে 'সাক্ষী হওয়া'।

-জিম এলিয়ট।

জিম এলিয়ট ছিলেন ইকুয়েডরের মোবাল্লিগ। ইকুয়েডরের অকা ইন্ডিয়ান উপজাতীদের কাছে ঈসা মসীহের সুসমাচার নিয়ে আসার সময় তিনি শহীদ হন। উপরের উদ্ধৃতিটি এলিজাবেথ এলিয়ট তার "In My Savage, My Kinsmen" বইতে লিপিবদ্ধ করেন।

# ই তা লী ঃ ই উ সি বি উ

২৮১তম দিন

"যাদের এখনও জন্ম হয় নি, তাদের কাছে গিয়ে লোকে তাঁর ন্যায্যতার কথা ঘোষণা করবে; বলবে, তিনিই এ কাজ করেছেন।" (জবুর ২২ঃ৩১ আয়াত)

**রোম ৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে "মহা ধর্মীয় নির্যাতন" শুরু হয়। ইহা ছিল সেই সময়, যখন ডাইও ক্লেশিয়ান ঈসায়ী ধর্মমতের বিরুদ্ধে ঈসায়ী ঈমানকে ধ্বংস করার একটা প্রচেষ্টা সরকারীভাবে একটা অধ্যাদেশ জারী করেন। ডাইও ক্লেশিয়ানের অনুশাসনগুলি ছিল নিম্নরূপঃ**

-ঈসায়ীগণের জনসমক্ষে কোন কার্যালয়কে উচ্ছেদ করা হবে।

-ঈসায়ীগণের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগকে স্বাগত জানানো হবে এবং গ্রহণ করা হবে।

-ঈসায়ীগণকে তাদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে নির্যাতন করতে হবে।

-ঈসায়ীগণের ধর্মীয় কিতাব অতিসত্বর বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

-একজন ঈসায়ী নাগরিক অধিকারগুলো বলপূর্বক প্রত্যাখান করতে হবে এবং ঈসায়ী জামাতগুলোর সভাপতি, বিশপ এবং ধর্মনেতাগণকে রোমীয় দেবতাদের নিকট কোরবানী দেয়ার জন্য গ্রেফতার করতে হবে।

এই সময় ইউসিবিউ নামের একজন তরুণ লেখক প্রথম যুগের ঈসায়ী জামাতের উপর নিষ্ঠুরতার বিবরণ তার বই-এ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পামফিলুস নামের একজন ধর্মনেতা তাকে এই কাজে উৎসাহ যোগান। পামফিলুসকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৩০৮ সালে তার উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। কিন্তু এর পূর্বে তিনি ইউসিবিউ-এর জীবনে এক গভীর প্রভাব ফেলেন।

ইউসিবিউ লিখেছেনঃ "আমরা আমাদের প্রকৃত অর্ন্তচক্ষু দিয়ে দেখি উপাসনালয় গুলো ধ্বংস হচ্ছে নতুনভাবে তাদের ভিত্তি গাঁথার জন্য ..... এবং অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং পবিত্র কালাম অনুপ্রেরণার শিখা জ্বালাবে .....। ৩০৯ সালে পামফিলুসকে শহীদ করা হয়। তার এই মৃত্যু ইউসিবিউকে "ঈসায়ী জামাতের ইতিহাস" নামের বই-এর পান্ডুলিপি রচনা থেকে নিবৃত করতে পারেনি।

*ইউসিবিউকে এই অবদানের জন্য গ্রেফতার করা হয়। তথাপি তার জীবন রক্ষা পায়। খোদা তার জীবন রক্ষা করেছিলেন যাতে তিনি ভবিষ্যৎ ঈসায়ী জামাতের জন্য বার্তা লিখে যেতে পারেন। প্রাথমিক যুগের জামাত যে দুঃখ দুর্দশা মোকাবিলা করেছিল, তা অনুধাবন করার জন্য তার লেখা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ঈসায়ীগণের দৃষ্টি খুলে দিয়েছিল। তার জীবনের রেকর্ড এবং ঈসায়ী ঈমানের জন্য তার মৃত্যুর উইল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ঈসায়ী বীরগণের এক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মত। যদি আজ আমরা আমাদের সেইসব পূর্ব পুরুদের উৎসাহী ঈমান এবং অমর ভালবাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি, যারা তাদের ঈসায়ী ঈমানের জন্য, নির্যাতিত হয়েছিলেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, তাহলে আমরা বুঝতে পারব তার লেখা বৃথা যায়নি এবং উৎসর্গীকৃত পূর্ব পুরুষদের দুঃখকষ্ট ভোগও বৃথা যায়নি। সেজন্য আপনি কি রেখে যাচ্ছেন? পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি আপনার নিজের উইল রেখে যাওয়ার জন্য খোদার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন।*

## সৌদি আরবঃ একজন স্ত্রী এবং একজন স্বামী

২৮২তম দিন

"এমন কিছু লুকানো নেই যা প্রকাশিত হবে না, বা এমন কিছু গোপন নেই যা জানা যাবে না কিংবা প্রকাশ পাবে না।" (লূক ৮ঃ১৭ আয়াত)

**অন্য একটা দেশ থেকে তেল সমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরবে একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী এসে পৌঁছালেন।**

তারা এই মুসলিম দেশে কাজ করেন, যাকে তাদের নতুন আবাস বলা যেতে পারে। ঘটনাক্রমে তারা অন্যান্য বিদেশী শ্রমিকদের সাথে কাজ করেন যারা ঈসায়ী ধর্ম বিশ্বাসী তাদের সাথে সহভাগীতা করেন। যাহোক ঈসায়ী ধর্মমত পালন ও চর্চা মুহম্মদী ধর্ম বিশ্বাসের কেন্দ্রে কেবল অগ্রহণযোগ্যই নয়, রীতিমত বেআইনীও বটে। তা জানা স্বত্ত্বেও এই দম্পতি বন্দী হওয়ার, দেশ থেকে বহিস্কার হওয়ার, এমনকি মৃত্যুর সম্ভাবনার ঝুঁকি নিয়ে তারা ঈসা মসীহ্‌কে গ্রহণ করলেন এবং তাদের ঈসায়ী উপাসনা চালিয়ে গেলেন।

তারা অনেক বছর শান্তিতে বাস করে আসছিলেন। একদিন সৌদি পুলিশ তাদের বাসায় হানা দিল। তাদেরকে তাদের পূর্বের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হল। তাদের কম্পিউটারে অন্যান্য ঈসায়ীগণের তত্ব ছিল, তাই কম্পিউটারটি বাজেয়াপ্ত হল। তারপর পুলিশ তাদেরকে ভয় দেখাল যে, ওদের মত ভাগ্য তাদেরও বরন করে নিতে হবে যদি তারা ঈসায়ী ধর্ম সৌদী আরবে প্রচার করে ও পালন করে।

স্বামীকে জেলখানায় বন্দী রাখা হল, কিন্তু স্ত্রীকে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়া হল। তিনি তার স্বামীকে মুক্ত করার জন্য এবং অভিযোগ থেকে খালাস করার জন্য বাইরের দেশের সরকারগুলোর নিকট কতিপয় আপিল করলেন। তিনি তাদের উপর নির্ভর করলেন যারা তার মুক্তির পক্ষে উঠে দাঁড়াবে। তথাপি অন্যদেশগুলি তার ব্যপারে অনধিকারচর্চা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল। যদি তার স্বামীর সাথে আবার দেখা হয়, তাহলে তাদের বিবাহ জীবন আশ্চর্য অনুভূতিতে ছেয়ে যাবে। তাদের এই ঘটনাটা সৌদি আরবের ঈসায়ীদের বিরুদ্ধে গুপ্ত ধর্মীয় নির্যাতনের কাহিনীগুলোর একটি। তা সত্ত্বেও সত্য একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

*সৌদি আরব এমন একটা দেশ যেখানে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রাণ দন্ড দেয়া হয়। ১৯৯৯ সালে সেদেশে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা গোপন রাখতে পাবলিক রিলেশন ফার্মে দশ লক্ষ ডলারের ও বেশি খরচ করা হয়েছে। তথাপি তাদের গোপনীয়তা ধরে রাখতে পারেনি। আমাদের অবশ্যই মুনাজাত করতে হবে যে আমাদের জীবদ্দশায় যাতে সৌদি আরবে ঈসায়ী বন্দীদের কণ্ঠস্বর খোদা তা'য়ালা শুনেন এবং তাদের মুনাজাতের জবাব দেন। আমরা জানি যে, যখন ঈসা মসীহ্‌ আবার ফিরে আসবেন তখন কোন 'পাবলিক রিলেশন ফার্ম' তাদেরকে ঈসা মসীহের বিচার থেকে রক্ষা করতে পারবে না। কিন্তু বর্তমানে কি ঘটছে? একটা পরিবর্তনের জন্য, পরিস্থিতি পাল্টে দেয়ার জন্য মুনাজাত হচ্ছে প্রথম ধাপ। ইহা গোপনীয় বিষয় নয়----- আমাদের বিরোধিতাকারীরা শক্তিশালী। তথাপি খোদা আরো বেশি শক্তিশালী। যারা জেলখানায় বন্দী তাদের পক্ষে খোদার শক্তিকে সক্রিয় করে তুলতে আপনি আজকের দিনে কি করতেছেন? আপনার কাছে এটাই আমাদের প্রশ্ন।*

## রোমান সম্রাটঃ থীব নগরের সেনাবাহিনী

২৮৩তম দিন

"আপনাদের হুকুম পালন করব, না আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করব?" প্রেরিত ৪ঃ১৯ আয়াত)

**২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট মাক্সিমাস ৬৬৬৬ জন থীব সেনাবাহিনী গল পর্যন্ত মার্চ করে যেতে বারগানডির বিদ্রোহী জনতার বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করার জন্য হুকুম জারী করলেন। এই দলের প্রত্যেকটা সদস্য ছিলেন নিবেদিত প্রাণ ঈসায়ী।**

আল্পস্ পর্বতের উপর দিয়ে কঠিন যাত্রার পরে সম্রাট মাক্সিমাস যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে একটা সাধারণ ত্যাগ ও রোমের দেবতার নিকট প্রণত হওয়ার দাবী জানাল থীবের সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সদস্য খোদার অসম্মান করে দেবতার নিকট প্রণত হওয়ার ব্যপারে অসম্মতি জানাল। তাদের এই অবাধ্যতায় সম্রাট ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাই তিনি তাদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে প্রত্যেক দশম ব্যক্তিকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করতে প্ররোচিত করলেন। তথাপি তারা একটুও নমনীয় হলনা। সম্রাট প্রত্যেক দশম ব্যক্তিকে হত্যা করার দ্বারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করার চেষ্টা করলেন। এই লোকগুলো এমন মর্যাদা এবং ধৈর্যের সাথে মারা গেল যে, যেন তারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ হল।

মৃত্যু থেকে বাদ পড়া সৈনিকগণ তাদের সহকর্মীগণের মৃত্যুর পর আরো বেশী দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। মরার কোন আকাঙ্খা নেই। তাদের অফিসারগণের নির্দেশ মোতাবেক তারা সম্রাটের প্রতি বাধ্যতার একটা অঙ্গীকারনামা তুলে ধরল। তারা ঘোষণা করল যে, তাদের ঈমান এবং খোদার প্রতি আত্মোৎসর্গ কেবল তাদেরকে সম্রাটের প্রতি আরো অনুগত করেছে। ওরা আশা করেছিল তাদের এই উত্তর সম্রাটকে সন্তুষ্ট করবে। কিন্তু ইহা সম্রাটের উপর বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তিনি থীবের বাকী সেনাদেরকেও হত্যার হুকুম দিলেন।

*অবাধ্যতা সামরিক আইনে মারাত্মক অপরাধ। তথাপি থীব এর সেনাবাহিনীর জন্য অন্য কোন পথ বেছে নেবার উপায় ছিল না। কারণ খোদার অবাধ্য হলে তা আরো বেশি গুরুতর অপরাধ হতো। মানবীয় শাসন কর্তৃত্বের সাথে হয়। তথাপি কেবলমাত্র খোদা তা'য়ালাই কর্তৃত্বের মঞ্জুর করেন। কিভাবে খোদার লোকজন মানবীয় কর্তৃত্বকে বাতিল করেছে তার অনেক উদাহরণ কিতাবুল মোকাদ্দসে বর্নিত হয়েছে। চিন্তা করে দেখুন ইহুদী ধাত্রী মহিলা ও মুসা (আঃ) এর মা-বাবার কাহিনী, তারা মানবীয় কর্তৃপক্ষের অবাধ্য হয়েছিলেন। দানিয়েলের এবং তার সঙ্গীদের কাহিনী নিয়ে চিন্তা করুন যারা বিজাতীয় দেবতার সেবা করতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। তাদের দৃষ্টান্ত এবং এইসব সাহসী সৈন্যদের দৃষ্টান্ত আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মানবীয় কর্তৃত্বকে সনাক্ত করতে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। সবকিছুর উপর খোদার কর্তৃত্বকে আমাদের অবশ্যই সম্মান দেখাতে হবে। যখন মানবীয় কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ খোদার হুকুমের সাথে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে তখন অবশ্যই অবাধ্যতার ঝুঁকি নিতে আপনাকে চিন্তা করে দেখতে হবে।*

# রোমঃ সিবাসটিয়ান

২৮৪তম দিন

"সমস্ত কুপথ থেকে আমার পা আমি সরিয়ে রেখেছি, যাতে আমি তোমার কালাম পালন করতে পারি।" (জবুর ১১৯ঃ১০১ আয়াত)

**সিবাসটিয়ান প্রতিদিন রাজ প্রাসাদের হল ধরে হাঁটতেন। রাজকীয় গার্ডের এই মর্যাদা পেতে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু একদিন তাকে নিয়ে আসা হল। তার অপরাধ তিনি রোমীয় সাম্রাজ্যের মূর্তিপূজক জীবন রীতির মধ্যে আত্ম সংযম করে থাকতেন।**

যখন সম্রাট ডাইও ক্লেশিয়ান তার সংযমের বিষয়ে শুনলেন, তখন সম্রাট এতে সামান্যই আগ্রহ দেখালেন। তিনি সিবাসটিয়ানকে তার সামনে আসার আহ্বান করলেন এবং তিনি সিবাসটিয়ানের ঈমান সম্পর্কে বুঝে ফেললেন। এতে তিনি সিবাসটিয়ানকে শহরের বাইরে নিয়ে গেলেন এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার শরীরে তীর নিক্ষেপ করতে হুকুম দিলেন। তারপর ঈসায়ী ঈমানদারগণের একটা দল তার কবরের ব্যবস্থা করলেন।

যখন তারা সিবাসটিয়ানের লাশটিকে তুলল তখন তাদের একজন চিৎকার করে উঠলঃ "ও যেন নড়ে উঠছে।" অন্যজন সতর্ক করে দিল- "শ্ ওকে নিরাপদ কোন জায়গায় নিয়ে যেতে দাও!"

সিবাসটিয়ানকে ওদের একজনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল এবং চিকিৎসা করা হল তারপর তিনি তার আহত অবস্থা থেকে আরোগ্য লাভ করলেন। সাথে সাথে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ ভাল হয়ে গেলেন। তিনি নিজেকে আবার সম্রাটের সম্মুখে পেশ করলেন। একবার তিনি জান্নাতী আশার স্বাদ নিয়েছিলেন, পৃথিবীর আনন্দের প্রত্যাশাও তার জন্য সামান্য আবেদন জাগিয়েছিল।

মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা সিবাসটিয়ানকে দেখে সম্রাট অবশ্যই মনে একটা শক্ত আঘাত খেয়েছিলেন। তিনি সিবাসটিয়ানকে ধরতে এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত প্রহার করতে হুকুম দিলেন এবং তার লাশটা ময়লা আবর্জনা নিষ্কাশনের ড্রেনে ফেলে দিতে আদেশ করলেন। তার লাশটি আবারও একজন ঈসায়ী ভ্রাতা আবিষ্কার করলেন এবং ক্যাটাকম্বে (গুহার ভেতরে কবরে) কবর দিলেন।

*অবৈধ যৌনাচার, অশোভন ভাষা, চুরি, মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, এই রকম আরো অনেক বিষয় আছে, যা ঈসায়ী জীবনের বাঁধা নিষেধের সীমা নির্দেশক। নিশ্চয়ই অনেক বর্জনীয় বিষয় এবং পালনীয় কার্যাবলী রয়েছে যা, খোদা তার লোকদের নির্দেশ করেছেন কিছু কাজের অভ্যাস গড়ে তুলতে এবং কিছু কাজের অভ্যাস কিছুতেই না করতে। যা হোক সংযম সব কিছুতে নিজে নিজে উপকারী নয়। সিবাসটিয়ান কেবলমাত্র তার সংযমের জন্য শাহাদাত বরণ করেননি----- অন্যথায় তিনি একজন ভাল মানুষ হওয়ার কারণে নিহত হতে পারতেন। তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন সরাসরি তার ঈসায়ী ঈমানের কারণে। সেই মত আমরা অবশ্যই সংযম করব এবং মন্দতা থেকে ফিরে আসব সম্পূর্ণভাবে খোদার আহ্কাম গুলোকে আলিঙ্গন করতে। বাধ্যতা, উপাসনা, ভালবাসা, সেবা, যে সবকাজ আপনার করা উচিৎ এগুলো দ্বারা তার সীমা নির্দেশিত হয়। আপনি কি একজন ভাল মানুষ হওয়া সম্বন্ধে জানেন, না কি স্পষ্টভাবে ঈমানের সাথে ভাল মানুষ হওয়া সম্বন্ধে জানেন?*

## ম র ভি য়া ঃ পৌ ল গ্লু ক

২৮৫তম দিন

"পরে তাঁরা সেই সব শহরগুলোর মধ্য দিয়ে গেলেন এবং জেরুজালেমের সাহাবীরা ও জামাতের নেতারা যে কয়েকটা নিয়ম ঠিক করেছিলেন তা লোকদের জানালেন আর সেই সব নিয়ম পালন করতে বললেন।" (প্রেরিত ১৬ঃ৪ আয়াত)

**পৌল গ্লক একটা দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার মধ্যে ছিলেন। তিনি তার এ্যানা ব্যাপ্টিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসের কারণে বন্দী হয়েছিলেন। তিনি পালিয়ে যাবেন না এই অঙ্গীকার করায় জেলখানায় তার রক্ষী তাকে কিছুটা মৌলিক স্বাধীনতা দিয়েছিল। কাঠ আনতে, জুতা সেলাই করতে, অদ্ভুত কিছু কাজ করতে এবং সংবাদ আদান প্রদান করতে তাকে অনুমোদন দেয়া হল। কিন্তু যখন আগন্তুক আসে তখন তাকে আড়ালে থাকতে হতো, যাতে ধর্মীয় নেতাগণ তার স্বাধীনতা সম্বন্ধে না জানতে পারেন।**

পৌল তার স্বাধীনতায় হতবুদ্ধির অবস্থায় ছিলেন। তার পাহারাদার ক্লজ ভঁ গ্রাফেনেক ১৫২৭ সালে পৌলের সাহচর এ্যানা ব্যাপ্টিষ্ট ঈসায়ী বিশ্বাসী মিখায়েল স্যাটলার-এর শাহাদাত বরণের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। মিখায়েলের শাহাদাতের সময় তিনি তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে মিখায়েল ক্লজ এর জন্য দোয়া করেছিলেন। এই দোয়া দ্বারাই তিনি ক্লজকে জয় করেছিলেন। হয়তবা এ্যানা ব্যাপ্টিষ্ট মতবাদে ঈমানদারদের প্রতি অবিচারমূলক অত্যাচারের প্রতি তিনি তার হৃদয়ে কোমল সহানুভূতি রাখতেন।

পৌলের হারানোর মত কিছুই ছিল না। তার স্ত্রী এবং সন্তানগণ ইতোমধ্যেই মারা গেছে। মোরেতিয়াতে কেবল তার অনুসারী কয়েকজন বিশ্বাসী ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু পৌল পালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হতেন না। যদি তিনি পালিয়ে যান, ক্লজ নামের যে লোকটা তার সাথে এত ভাল আচরণ করল, সে প্রচন্ড আইনগত সমস্যায় পড়বে, নির্যাতিত হবে এবং ভবিষ্যতে জেলখানাতে এ্যানা ব্যাপ্টিষ্ট বন্দীদের পুংখানুপুঙ্খ ভাবে যাচাই করা হবে এবং কড়াকড়ি ব্যবস্থা আরোপ হবে। পৌল তার বাক্যে একজন সৎ ও দৃঢ় মনোবলের হতে চান।

খোদা তা'য়ালা পরে পৌলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। ১৫৭৬ সালে তিনি যে দূর্গে ছিলেন, সেখানে আগুন লাগে। তিনি এবং তার সহবন্দীদের এক ভ্রাতা আগুন নিভাতে সাহায্য করেন। তাই তিনি ধর্মনেতাদের সামনে মুক্ত হওয়ার ফরমান লাভ করেন। যে সব ধর্মনেতাগণ পৌলের বিরোধীতা করত তারাও তাদের বিরোধীতা প্রত্যাহার করে নিলেন।

*শহীদ বন্দীগণের কাহিনী গুলো হলিউডের চলচ্চিত্র নয়, যেখানে এক দক্ষ অভিনেতা এক সুড়ঙ্গ খনন করে বন্দীত্ব থেকে পালিয়ে বেরিয়ে আসে। কিভাবে বন্দী লোকটি বিপদ থেকে পালিয়ে বেরিয়ে আসে তার উপর কাহিনীটি নির্ভর করে না। আসলে পৌল গ্লক যখন তার পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিল, তখন তিনি পালিয়ে যান নি। তাদের কাহিনীগুলো তাদের পরিস্থিতিকে উপেক্ষা করে প্রত্যেক অবস্থায় খোদা তা'য়ালার গৌরব হওয়াকে বিবেচনা করে। চিন্তা করে দেখুন পৌল কিভাবে তার জেলখানার কর্মকর্তাকে পরিচালনা দান করেছিলেন। আপনি কি সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার কোন উপায়কে লাভ করেছেন? খোদা যেখানে চান, আপনি যদি সেখানেই থাকেন, তাহলে কি করবেন? হয়ত বা মুক্ত হওয়ার চেয়ে আপনার বন্দীত্বের কষ্ট ভোগ করাটাই খোদা চান। তাই আগে জেনে নিন খোদা আপনার জীবনে কি চান?*

## পা কি স্তা ন ঃ সি রা জ

২৮৬তম দিন

"আমরা যা দেখেছি আর শুনেছি তা না বলে তো থাকতে পারি না।" প্রেরিত ৪ঃ২০ আয়াত)

**চিঠিগুলোর শক্তি এর লাইনে বিদ্যমান শব্দগুলো থেকে নির্গত হয়নি। "মুসলিমদের কাছে ঈসায়ী মতবাদ তবলিগ করা বন্ধ কর" চিঠিটির বিতরণ করার পদ্ধতিটি একটা বিরাট প্রভাব ফেলেছিল, ইহা একটি কিতাবুল মোকাদ্দস কলেজের সিরাজ নামের এক ছাত্রের রক্তাক্ত শরীরের সাথে যুক্ত ছিল। চিঠিটি এবং পাকিস্তানের লাহোরে একটা ঈসায়ী এবাদতখানার সামনের গেটে ফেলে রাখা হয়েছিল।**

সিরাজ চিঠিটির উপদেশ অনুসরণ করেননি। তিনি প্রত্যেক জায়গায় তবলিগ করতেন। তিনি তার নাজাতদাতা ঈসা মসীহের মহব্বতকে ক্রমাগত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে যেতেন। তিনি যে ফ্যাক্টরীতে কাজ করতেন তার কর্মচারীদের কাছে তিনি তবলিগ করতেন, তার বাইবেল স্কুলে তিনি প্রচার করতেন এবং তার নিজ পরিবারেও তিনি প্রচার করতেন।

এক সপ্তাহ পূর্বে সিরাজ তার পিতা-মাতা এবং তিন বোনের ভরণ পোষনের জন্য এক ফ্যাক্টরীতে কাজ করতেছিলেন। যখন তিনি তার মুসলিম সহকর্মীদের সাথে ঈসায়ী ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা করতেছিলেন তখন তারা রেগে গেলেন এবং অন্যান্যরা তার বিরুদ্ধে ঘৃনা মন্তব্য করে রিপোর্ট দিল। এটাই ছিল সিরাজকে জীবিত অবস্থায় দেখা শেষ সময়।

সিরাজ ঝুঁকি নিতে জানতেন। অনেক লোকই পাকিস্তানে তাদের ঈসায়ী ঈমান শেয়ার করার কারণে মৃত্যু বরণ করেছেন। অন্যরা খোদা দ্রোহীতার আইনে অভিযুক্ত হয়েছেন এবং জেলখানায় বন্দী হয়েছেন। কিন্তু ঈসায়ী সুসমাচারের বার্তাও খুব ভাল ছিল। সিরাজ ইহা কেবল তার নিজের মধ্যেই ধরে রাখতে পারেন নি।

সিরাজের পরিবারের লোকজনও চিঠিটির উপদেশবাণী অনুসরণ করেননি। যারা ইসলামের ঘৃণা ও ভয়ের বাঁধনে আবদ্ধ ছিল, তাদেরকে ঈসা মসীহের মহব্বতের উপহার বিলিয়ে দিয়ে তারাও মুসলিমদের মাঝে তবলিগ করতেন। তারাও ঝুঁকি নিতে জানতেন। কিন্তু তারা কাজ চালিয়ে গিয়েছিলেন। যদি তাদের সিরাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে হয়, তাহলেও তারা প্রচার কাজ চালিয়েই যাবেন।

*একটা আন্তরিক তবলিগই সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়। ঈসা মসীহ্ আমাদের জীবনটা বদলে দিয়েছেন ইহা তবলিগ করতে আমাদেরকে ধর্মতত্ত্বের প্রায়শ্চিত্তবাদের গদবাঁধা বুলি মুখস্থ করতে হবে না। ঈসা যে সকল বিষয় চান, তাহল আমরা যা আমাদের নিজ কানে শুনি এবং নিজ চোখে দেখি তা যেন তবলিগ করি। আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটাই হল ঈসা মসীহে আমাদের ঈমানের সবচেয়ে বড় যুক্তি। কেহই এই যুক্তি খন্ডন করতে পারে না। কারণ ইহা আমাদের জীবনে ঘটে গেছে। আপনি কি আপনার ঈমান শেয়ার করতে দ্বিধাগ্রস্ত? কারো প্রশ্নবানে আপনি স্তব্ধ হয়ে যাবেন অথবা ভুল বলবেন, আপনি কি এই ভয়ে ভীত? যা সত্য হতে পারে বলে আপনি জানেন ঈসা তাই বলেছেন। ঈসায়ীত্বের তবলিগী ক্ষেত্রে আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটাই আপনাকে একজন দক্ষ তবলিগকারী বানাবে।*

২৮৭তম দিন

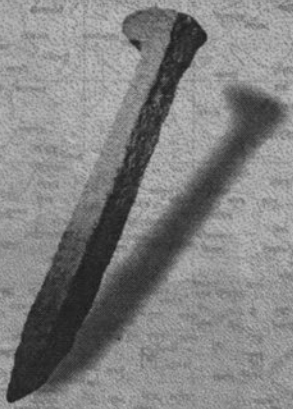

ঈসা মসীহ্ বলেছেন আমাদের চলা উচিৎ। তিনি কখনো বলেননি আমাদের পিছনে ফিরে আসতে হবে।

-এই মহান উক্তিটি কে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তা জানা যায়নি।

# আফগানিস্তানঃ ফরেন এইড ওয়ার্কার

২৮৯তম দিন

"আমাদের গুনাহের জন্যই তাঁকে বিদ্ধ করা হয়েছে; আমাদের অন্যায়ের জন্য তাঁকে চুরমার করা হয়েছে। যে শাস্তির ফলে আমাদের শান্তি এসেছে সেই শাস্তি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে; তিনি যে আঘাত পেয়েছেন তার দ্বারাই আমরা সুস্থ হয়েছি।" (ইশাইয়া ৫৩ঃ৫ আয়াত)

**তালিবান। আফগানিস্তানের উগ্রপন্থী মুসলিম সরকারের এই নাম আজ সারা দুনিয়া জোড়া সুপরিচিত। তালিবান শাসিত অত্যাচারিত এই জাতিতে ঈসায়ীত্বের চর্চা সব সময় একটা অপরাধ হয়ে যায়।**

ওরা তাদের পিতাদের চায়। যে সব সন্তানদের ঈসায়ী ধর্মমত শিক্ষা দেয়ার অভিযোগ রয়েছে, পরে তাদের গ্রেফতার করা হল। যে সব বিদেশী মানবাধিকার কর্মীকে সাহায্যের জন্য আফগানিস্তানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল তারাও ঈসায়ী কিতাব এবং তবলিগের অন্যান্য উপাদান বয়ে নিয়ে এসেছিল। অনেকে মানবীয় সাহায্যের সাথে খোলাখুলিভাবে ঈসায়ী সুসমাচার প্রবেশ করে। যা হোক, আফগান সরকার তবলিগের উপাদানগুলো দ্রুত বাজেয়াপ্ত করলেন।

সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ঈসায়ী তা'লীম কে প্রকাশ করার জন্য শিশুদেরকে অভিযুক্ত করা হবে না। তাদের আব্বা-আম্মারা তাদেরকে দিক নির্দেশনা দিতে এবং তাদের তত্ত্বাবধান করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আব্বা-আম্মাদেরকে দায়ী করতে হবে। তালিবান সরকারের ডেপুটি মিনিষ্টার ধর্মীয় গুণাবলীর উন্নতি এবং গুনাহ্‌কে পাপকে প্রতিহত করতে ঘোষণা করলেনঃ "গ্রেফতারাব্বা-আম্মাদের জন্য একটা শিক্ষা হতে পারে যাতে তারা বুঝতে পারে যে তাদের সন্তানদের প্রতি নজর দেয়া উচিৎ এবং তারা কি করতেছে তা যেন জানতে পারে।"

উক্ত কর্মকর্তার মন্তব্যে ২০০১ সালে আগষ্ট মাসে আটজন বিদেশী সাহায্যকর্মীকে গ্রেফতার করা হয় যারা ঈসায়ী অর্গানাইজেশনের সাথে যুক্ত ছিলেন। যখন ২০০১ সালে বিদেশীরা মুসলিমদের কাছে ঈসা মসীহের বিষয়ে তবলিগ করার চেষ্টা করতে ছিলেন। তখন তাদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আনা হল যাতে বিচারে তাদের মৃত্যু দন্ড হয়। আফগান কর্মীরা ইসলামে ফিরে যাওয়ার একটা সুযোগ পেল। তথাপি তারা স্বধর্ম ত্যাগ করার চেষ্টা করত। তারাও মৃত্যুদন্ডের শাস্তির মুখোমুখি হতে পারত, যদি তারা স্বধর্মে ফিরে যেতে অস্বীকার করত।

*অবশেষে দুজন আমেরিকান কর্মীর কাহিনী অন্যায্য দন্ড ভোগ আকস্মিক আপাততঃ বিপদের মত মনে হয়। খোদা তা'য়ালার অধিকতর মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য একটা দুঃখদায়ক ঘটনা সত্যিকারভাবে কিছু একটা পরিবর্তন করে দিতে পারে। যেমন ঈসা মসীহের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করুন। বাহ্যিকভাবে ঈসা মসীহের মৃত্যু ঘটনা সবচেয়ে মন্দ একটা ঘটনা মনে হতে পারে। তথাপি খোদা তা'য়ালা তার অন্যায্য শাস্তিটাকে ব্যবহার করলেন আমাদের জন্য নাজাতের পথে নিয়ে আসতে। একইভাবে প্রকৃত রহস্য ইহাই যে, আফগানিস্তানে এই সকল বিদেশী কর্মীরা অন্যদের জন্য খোদার শুভ সমাচার নিয়ে আসতে এবং অনেক লোককে ঈসায়ী ঈমানে নিয়ে আসতে এবং ঈসায়ী ঈমানদারগণকে উৎসাহিত করতে তারা মৃত্যুদন্ড ভোগ করতে ইচ্ছুক হলেন। আপনিও কি অন্যায্য পরিস্থিতিতে কষ্ট ভোগ করতেছেন? হতে পারে তা খোদার বিশেষ পরিকল্পনা।*

# সৌদি আরবঃ নির্যাতিত ঈসায়ীগণ

২৮৮তম দিন

"যে জয়ী হবে সে এই রকম সাদা পোশাক পরবে। জীবন-কিতাব থেকে তার নাম আমি কখনও মুছে ফেলব না, বরং আমার পিতা ও তাঁর ফেরেশতাদের সামনে আমি তাকে স্বীকার করে নেব।" (প্রকাশিত কালাম ৩ঃ৫ আয়াত)

**ধর্মীয় পুলিশ সৌদি আরবের জেদ্দায় এক ঈসায়ী পরিবারে হামলা করে সেই পরিবারের ব্যক্তিগত কম্পিউটারে রক্ষিত স্থানীয় ঈসায়ীগণের নাম ও ঠিকানা দেখতে পেয়ে কম্পিউটারটি বাজেয়াপ্ত করার পর জেদ্দায় প্রত্যেক ঈসায়ীর অন্তরে একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়েছিলঃ "আমার নামটাও কি তালিকাটিতে রয়েছে? পুলিশ কি আমার দরজায়ও নক করবে?"**

সৌদি আরবের মোতা'আ বা ধর্মীয় পুলিশ ইসহাক এর বাড়িতে প্রথমে তল্লাশি করেন। ইসহাক ভারতের নাগরিক কিন্তু সৌদি আরবে ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্ম প্রচার করা বেআইনী। এমনকি একটা ক্রুশের চিহ্ন প্রদর্শনও অপরাধ। সৌদি আরবের নাগরিকগণ ঈসায়ীদের দ্বারা মিশ্রিত হয়ে পড়বেন এই বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তারা ইসহাককে ভারতীয় দূতাবাসে যোগাযোগ করার অনুমোদন দিল না। পুলিশ তার স্ত্রীকেও জেরা করল এবং বাইরের যোগাযোগের বিষয়ে তাকে সতর্ক করে দিল।

তারপর অন্য ঈসায়ী ঈমানদার ইস্কানদার মেংগিসকে গ্রেফতার করা হল। তার নাম ইসহাকের কম্পিউটারে সংরক্ষিত ছিল। তারপর উয়িলফ্রেডু ক্যালিগকে গ্রেফতার করা হল। তার গ্রেফতারের অল্প পরেই ক্যালিগকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হল "গরমের কারণে স্ট্রোক" করেছে এই বলে। যাহোক যারা ক্যালিগকে দেখেছে, তারা বলেছে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল পুলিশের অত্যাচারে।

সৌদি আরবের সাথে ঈসা মসীহের সুসমাচারের নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সাহসী যে সব ঈসায়ীগণ সৌদি আরবের মত মুসলিম দেশে চাকুরী নিয়ে গমন করেন, তারা সেখানে ঈসায়ী বীজ বুনার একটা পরিকল্পনা নেন এবং তাদের সহকর্মীদের মাঝে তবলিগ করেন। এই কাজটি কঠিন এবং এতে বিরাট ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু সুসমাচার খোদার রাজ্যের বিস্তৃতি করছে।

*সৌদি আরবের ঈসায়ীগণ এই ভয়ে ভীত যে, তাদের নামটা সৌদি পুলিশের ব্ল্যাকডাউন লিষ্টে উঠে না যায়। তথাপি তাদের কম্পিউটার বাজেয়াপ্ত হওয়ার পূর্বে তাদের নাম টার্গেটে উঠার পূর্বে তাদের নাম অন্য একটা ভিন্নধর্মী লিষ্টে লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। কিতাবুল মোকাদ্দস "জীবন পুস্তক" এর বিষয়ে বর্ণনা করেছে। জান্নাতে এই জীবন পুস্তক একের পর এক ঈসায়ী ঈমানদারগণের নাম লিপিবদ্ধ থাকবে। যাদের নাম এই জীবন পুস্তকের তালিকায় পাওয়া যাবে না, তারা রক্ষা পাবে না এবং জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না। যদি আপনি ঈসা মসীহকে আপনার নাজাতদাতা হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার নাম সব ভয় সত্ত্বেও সব বিরোধীতা সত্ত্বেও জীবন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হবে। আপনার নিকট এখন প্রশ্ন----- আপনি কি আপনার নাম জীবন পুস্তকে তুলতে আগ্রহী?*

## রোমানিয়াঃ শিনিয়া কোমারভ

২৯০তম দিন

"আমার আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতা পাঠিয়ে সিংহদের মুখ বন্ধ করেছিলেন। তারা আমাকে আঘাত করে নি, কারণ আল্লাহ্‌র চোখে আমি নির্দোষ ছিলাম। হে মহারাজ, আপনার কাছেও আমি কোন দোষ করি নি।" (দানিয়েল ৬ঃ২২ আয়াত)

**কুকুরটি সামনে এগিয়ে এল, বিষাক্ত দাঁত বের করল- কুকুরটির মালিক জেলখানার গার্ড নাদানী চেঁচিয়ে বললঃ "কামড় দে"।**

ঈসায়ী বন্দী শিনিয়া কোমারভ চিৎকার করে বললেনঃ "হুজুর, আমার প্রতি দয়া করুন। তিনি জানতেন পাষন্ড গার্ডের কুকুরটি অনেক বন্দীকে হত্যা করেছে এবং তিনি খোদার কাছে তাকে রক্ষা করার জন্য মুনাজাত করতেন।

বৃহদাকার জার্মান কুকুরটি দ্রুত বেগে তারদিকে ছুটে এল, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। সে ভয় পেল এবং ঈসায়ী বন্দীকে কামড় দিতে আদেশ করল, কিন্তু কুকুরটি কোমারভের ভয়ে কামড় দিল না।

জেলখানায় বন্দীদের প্রায়ই তেমন খাবার দেয়া হতো না এবং যখন কোমারভ বিনীতভাবে আর একটু খাবার দেয়ার জন্য অনুরোধ করল, তখন খাবারের পরিবর্তে তিনি নাদনীর ক্রোধ পেলেন।

দিন কয়েক পরে কোমারভ মুনাজাত করেছিলেনঃ "মাবুদ, ক্ষুধা, ঘৃণা এবং দুঃখের দ্বারা আমার জীবনের আশা শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে। দয়া করে আমার সবকিছু শেষ করে দাও। যাতে আমি মরে যাই এবং বিশ্রাম পাই অথবা যে কোন মোজেজা আমার জীবনে ঘটাও যেমন ঘটিয়েছিলে নবী ইলিয়াসের জীবনে।"

হঠাৎ নাদনী কোমারভ এর কাছে আসল- এবার তিনি তার কুকুর নিয়ে আসেন নি। কোমারভ ভাবলেন, খোদা হয়ত তার মুনাজাত শুনেছেন এবং তিনি শীঘ্রই মরতে পারবেন। তিনি যা ভাবছিলেন তার পরিবর্তে গার্ড তাকে ধরে নিয়ে গেল রান্না ঘরে এবং তাকে স্যুপ এবং রুটি খেতে দিল। তিনি অন্য বন্দীদেরকেও খেতে দিলেন। জেলখানার গার্ড নাদনী ঈসায়ী বন্দীদেরকে বললঃ "তোমাদের আক্রমন করতে কুকুর পাঠানোর জন্যে আমাকে ক্ষমা কর। তোমাদের প্রতি এই ব্যবহারের জন্য আমি এখন মনে মনে কষ্ট পাচ্ছি।"

কোমারভ গার্ডকে ক্ষমা করলেন এবং খোদাকেও এই মোজেজা দেখানোর জন্য শোকরিয়া জানালেন।

*দানিয়েলের সিংহের গহ্বরের ঘটনাটিকে অনেক লোকই নিজের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করতে পারে। তাদের জীবনের সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিগুলো দানিয়েল যে মন্দশক্তির হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন, তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি তার শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কারণ তিনি তার রক্ষার জন্য খোদার উপর নির্ভর করেছিলেন। একইভাবে আমরা কোন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে পারি---- কোন কোন পরিস্থিতি জীবনের উপর ঝুঁকি পূর্ণ হতে পারে- যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আমাদের ভীতির বাস্তবতা থেকে খোদা আমাদেরকে সমস্যার গহ্বর থেকে মুক্তি পেত আমাদেরকে অবশ্যই কেবলমাত্র খোদার উপর নির্ভর করতে হবে। আপনি কি রকম ভীতিপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন? আপনাকে একটা তাঁর রক্ষাকারী উপস্থিতি অনুভূতি দান করতে খোদার নিকট মুনাজাত করুন। আপনার পরীক্ষার মধ্যে নিরাপত্তার জন্য খোদার উপর নির্ভর করুন।*

# ইন্দোনেশিয়াঃ যুবতী ঈসায়ী মেয়ে

২৯১তম দিন

"আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি তোমরা মন ফিরিয়ে শিশুদের মত না হও তবে কোন মতেই বেহেশতী রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।" (মথি ১৮ঃ৩ আয়াত)

**ইন্দোনেশিয়ার গ্রাম্য মসজিদ-এর সামনে জমায়েত হওয়া লোকদের উপর ঠান্ডা পানি ছড়িয়ে পড়ল। বন্দুকধারী, সাদা পোষাক পরিহিত জিহাদী সৈনিকগণ এলাকাটি ঘিরে ছিল। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেয়ার জন্য জোর পূর্বক গোসল দেয়া হচ্ছিল। জমায়েত হওয়া লোকগুলো জানত যে, তাদেরকে ধর্মান্তরিত হতে হবে, অন্যথায় তাদেরকে শিরচ্ছেদ করা হবে, অথবা গুলি করে হত্যা করা হবে।**

যুবতী মেয়েটি তার ঈমানের জন্য কান্না করল। কারণ সে ভাবছিল আনুষ্ঠানিক এই ধর্মীয় গোসল তার ঈমানকে বাতিল করে দিবে। সে জানত না তার শরীরে প্রতি যা-ই ঘটুক না কেন ঈসা মসীহের প্রতি তার ঈমান তার আত্মায় বিদ্যমান রয়েছে। সে ভয়ে কান্না শুরু করে দিল, কারণ সে জানত অন্যান্যদের সাথে তাকে মুসলমান বানানোর পর ত্বকচ্ছেদ করানো প্রয়োজন সে নতুন ধর্ম চায় না তাই সে খোদার কাছে কাঁদতে লাগলেন।

ইন্দোনেশিয়া সহনশীলতার স্বর্গ হিসাবে অভ্যস্ত একটি দেশ। যদিও দেশটিতে পৃথিবীর অন্য দেশের চেয়ে বেশি মুসলমান রয়েছে, তবু এখানে কিছুটা সমস্যা রয়েছে। মুসলিম, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, পাশাপাশি বাস করে, সামান্য বিদ্বেষের সাথে পাশাপাশি কাজ করে।

যা পরিস্থিতি পাল্টে দেয়, তাহল জিহাদ। উগ্রপন্থী মুসলিমগণ সারা দেশে এক জিহাদের ডাক দিয়েছে এবং এই জিহাদে টার্গেট হল ঈসায়ীগণ। অনেকেই মুসলিমদের কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল, কেবলমাত্র তাদের জীবন বাঁচানোর জন্য। তথাপি তাদের হৃদয় খোদা তা'য়ালার কাছে নাজাতের জন্য কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করত।

*লোকজন আমাদের বাইরের অবস্থা বদলানোর জন্য প্রলুব্ধ করে। কিন্তু কেবলমাত্র খোদা তা'য়ালাই আমাদের অবস্থা পাল্টে দিতে পারেন----- তিনি আমাদের ভিতরের অবস্থাও পাল্টে দিতে পারেন। ঈসা মসীহের কাছে আসার পূর্বে আমাদের পার্থিব মানের ভিত্তিতে আমাদের জীবনের জন্য আমরা উপযুক্ত ছিলাম এবং আমাদের প্রকৃত সত্ত্বা সম্বন্ধে আমরা অন্ধ ছিলাম। আমাদের জোর পূর্বক যা বানানো হচ্ছে, আমরা আসলে তা নই। যাহোক একবার খোদা মানুষের অন্তরের অবস্থা বদলে দিলে তা চিরদিনের জন্যই বদলে যায়। আমাদেরকে আমাদের অন্তরের অবস্থা থেকে সরানো যাবে না। আমাদের নিজেদের প্রকৃত অবস্থাকে পরিবর্তন করা যেতে পারে না----- বাইরে থেকে ভয় দেখিয়ে আমাদেরকে যা-ই বানানো হউক না কেন। এই কাহিনীতে মেয়েটির মত অন্যরা আমাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু ঈসা মসীহ্ আমাদের যে রকম পরিবর্তন করে দিয়েছেন তা থেকে কিছু মাত্র পরিবর্তন ওরা করতে পারবে না। কিতাবুল মোকাদ্দস "পরিবর্তনের" যে শিক্ষা দিয়েছ আপনি কি তার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন?*

# রাশিয়াঃ পিয়ট

২৯২তম দিন

"তোমরা আমাদের প্রভু ও নাজাতদাতা ঈসা মসীহের রহমতে ও তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞানে বেড়ে উঠতে থাক। এখন এবং অনন্ত কাল পর্যন্ত তাঁরই গৌরব হোক। আমিন।" (২য় পিতর ৩ঃ১৮ আয়াত)

**ইম্মায়ু গ্রামের পথে পুনরুত্থিত নাজাত দাতা মাবুদ ঈসা মসীহ্ ছদ্মবেশে দুইজন শিষ্যের সাথে হেঁটে যাচ্ছিলেন, সম্প্রতি জেরুজালেমে যে ঘটনা ঘটতেছিল সে বিষয়ে কথা বলতেছিলেন। যদিও তারা তাকে চিনতে পারেনি, তবু তিনি মসীহের জন্য খোদার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাদের সাথে কথা বলতেছিলেন। যখন তারা তাদের শহরে এসে পৌঁছাল, তখন তিনি আরো দূরে যাওয়ার ভাব দেখালেন। কেন? কেন তিনি তাদের সাথে থেকে যেতে চাননি এবং কথাবার্তা চালিয়ে যেতে চাননি?**

পিয়ট নামের একজন রাশিয়ান ঈসায়ী বিশ্বাসীর কাছে বিষয়টা ঈসা মসীহের চরম ভদ্রতা হিসাবে দেখা গিয়েছিল। সত্যিকার ভাবে তাকে না চাওয়া পর্যন্ত তিনি থেকে যেতে চাননি। পিয়ট তার দেশের উপর কমিউনিষ্টদের আধিপত্য বিস্তার করতে দেখেছেন। পুলিশ হঠাৎ যে কোন লোকের বাড়িতে প্রবেশ করত, যখন তারা চাইত তখন-ই। তারা ভদ্রতার ধার ধারে না। তারা জোর করে লোকদেরকে তাদের মতবাদ শিখাত। অবশেষে একজন ঈসায়ী পিয়ট এর নিকট ঈসা মসীহের কাহিনী শেয়ার করলেন। তিনি এই ঘটনা থেকে বুঝেছেন তার নাজাতদাতা প্রভু ভদ্রতার সাথে তার হৃদয়ের দরজায় আঘাত করেন। ভিতরে প্রবেশের জন্য অপেক্ষা করেন। পিয়ট এই ভদ্র ঈসার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং ইচ্ছাকৃত ভাবেই তার জন্য হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেন। তারপর ঈসা মসীহ্ পিয়টের জীবনে নাজাতদাতা এবং মাবুদ হয়ে যান।

পিয়ট ধর্মান্তরের অর্থ জানতেন। তিনি পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। খোদা তাকে রাশিয়ার আন্ডারগ্রাউন্ড ঈসায়ী জামাতে কাজ করার জন্য পাঠালেন। সেখানে তিনি অন্যদের দৃষ্টান্ত থেকে ঈসায়ী হওয়ার তাৎপর্য শিক্ষা করলেন। বাড়ন্ত ঈসায়ীগণ তাকে দেখিয়ে দিলেন কিভাবে তার তবলিগী সাক্ষ্যে উন্নতি আসবে। এবং তারা ঈমানের অনুশীলন করা ও শিখিয়ে দিলেন। অতিশীঘ্র পিয়ট অগণিত ঈসায়ী তবলিগী কিতাব রাশিয়াতে চোরাচালান করে নিয়ে আসলেন। তিনি অধিক থেকে অধিকভাবে রুহানী বৃদ্ধি পেতে থাকলেন। তিনি কেবল একজন ঈসায়ী শিষ্য হওয়ার জন্য চালিত হলেন না, বরং তিনি একজন শিষ্য তৈরীকারী, অন্যদের ঈসা মসীহের কাছে আনয়নকারী হয়ে উঠলেন।

*রোমানিয়ার ঈসায়ী জামাতের ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড একবার বলেছিলেন. "ঈসা মসীহের জন্য একটা আত্মা জয় করার কাজ আমাদের কখনো থামানো উচিৎ নয়। এই কাজ দ্বারা আমরা তাঁর জন্য অর্ধেক কাজ করতে পারি। প্রত্যেকটা আত্মা জয় করা হয় তাকে অন্য আত্মা জয়কারী বানানোর জন্য। তাই যাকে জয় করা হল, তাকে আত্মা জয়কারী বানাতে পারলে তার জন্য সম্পূর্ণ কাজ করা হল। রাশিয়ানরা কেবলমাত্র ধর্মান্তরিত হননি তারা আন্ডারগ্রাউন্ড ঈসায়ী জামাতের জন্য প্রত্যেকেই একজন মিশনারী হয়েছিলেন। তারা ঈসা মসীহের জন্য বেপরোয়া এবং সাহসী হয়ে উঠেছিলেন ..... কিভাবে পিয়ট নামের এই লোকটি মুক্তি পেয়ে অপরের মুক্তির কারণ হয়ে রুহানী ভাবে বেড়ে উঠেছিলেন? হয়ত কেহ কেবলমাত্র তাকে দেখিয়েছিল কিভাবে একজন ঈসায়ী হওয়া যায়। কেহ তাকে কেবল দেখিয়েছিল কিভাবে ঈমানে বৃদ্ধি লাভ করা যায়। লোকজনদেরকে অবশ্যই দেখাতে হবে কিভাবে মসীহের জন্য আরো বেশি কিছু হওয়া যায়। আপনার ঈমানী বৃদ্ধি কি অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে দেখা দেয়? খোদা আপনাকে ঈসা মসীহের একজন শিষ্য হতে এবং সেই সাথে একজন শিষ্য তৈরীকারী হতে আহ্বান করেন।*

# কিউবা ঃ টম হোয়াইট

২৯৩তম দিন

"আর এইভাবে আমরা চিরকাল প্রভুর সঙ্গে থাকব। সেইজন্য তোমরা এই সব কথা বলে একে অন্যকে সান্ত্বনা দাও।" (১ম থিষলনীকীয় ৪ঃ১৮ আয়াত)

**কিউবার বিচ্ছিন্ন দ্বীপে তাদের বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার পূর্বে টম এবং তার পাইলট বিমান থেকে ঈসায়ী তবলিগী কিতাবাদি ফেলে দেয়ার কাজে মাসের পর মাস ব্যস্ত থাকতেন, কিন্তু জানতে পারতেন না কিউবার জনগণ সেগুলো পেয়েছে কিনা। তিনি এখন কিউবার কম্বিন্যাডো ডেল ইষ্ট জেলখানায় চব্বিশ বছরের কারাদন্ড লাভ করায় কিউবার ঈসায়ী জামাত সম্পর্কে সরাসরি ভাবে জানতে পারলেন। ইহা ছিল খুব বেশি প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা।**

জেলখানায় অনেক ঈসায়ী বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করায় তিনি অনেক বেশি উপকারিতা অনুভব করতেন। ক্যাপ্টেন স্যানটজ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাকে নিঃসঙ্গ, বরফ হয়ে যাওয়ার মত ঠান্ডা কক্ষে আটকে রাখতে হবে। তখন বেঁচে থাকাটা ছিল কঠোর সংগ্রামের বিষয়।

ঘুমানোটা ছিল অসম্ভব ব্যপার, কারণ মেঝেটা ছিল খুবই ঠান্ডা। তার আরাম বলতে ছিল কেবল কংক্রিটের দেয়ালের সাথে ঠেস্ দিয়ে দেয়ালের সাথে কপাল ঠেকিয়ে জুবথবু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। যখন তিনি এই অবস্থায় মানসিক আলোড়নের মধ্যে থাকতেন, তখন ধর্মীয় কোরাস গান গাইতেন। তিনি তার সমস্ত শক্তি তলব করতেন এবং জেলখানায় অন্যান্য বন্দীদের শক্তির প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতেন তারা টমকে অনুপ্রাণিত করতেন এবং বলতেন যে, তারা টমের জন্য মুনাজাত করেন তার মা তাকে কিশোর বয়সে একটা বই উপহার দিয়েছিলেন। তিনি জেলখানার এই কষ্ট এবং নিঃসঙ্গতা কাটাতে সেই বই থেকে অনুপ্রেরণা দানকারী ঘটনাগুলি স্মরণ করতেন। এই বইটিতে বর্ণিত ঈসা মসীহের জন্য কষ্ট ভোগ করা কাহিনী মনে করে বইটির চরিত্র গুলোর সাথে অদৃশ্য সঙ্গ লাভ করার দ্বারা তিনি নিঃসঙ্গ, অন্ধকার, কষ্টকর জেলখানায় বন্দী অবস্থায় জীবন টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। বইটির নাম ছিল "Foxes Book of the Martyrs"।

*যখন আমাদের সামনে এই রকম কষ্টকর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে কেহ জীবন অতিবাহিত করে, তখন তার আত্মিক উদ্দীপনা দেখে ঐ রকম পরীক্ষার পথে চলা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। ইহাকে বলা হয় ব্যক্তিগত কাহিনীর শক্তি। কারো অভিজ্ঞতার কাহিনী পাঠ করা আমাদেরকে সেই একই রকম প্রেক্ষাপটে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে। একবার আমরা টমের নিঃসঙ্গ অন্ধকার কারা প্রকোষ্টের জীবনকে আমাদের জীবনের সংস্করণে প্রত্যক্ষ দেখতে পারি। তখন আমরা হয়ত একদম একাকীত্বের মধ্য দিয়ে চলতে পারি। এই নিঃসঙ্গতার সময় আমরা ঈসা মসীহের জন্য কষ্ট ও একাকীত্বের যন্ত্রণা ভোগ করা সাহসী ঈমানদার ভ্রাতা-ভগ্নীদের কাহিনী স্মরণ করে তাদেরকে আমাদের সঙ্গী হিসাবে ধরে নিতে পারি। ঈসায়ী শহীদ গণ এবং ঈসায়ী জীবনীকারগণ আমাদের নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারেন, আমাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা দান করতে পারে। আপনি কি যাতনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন? ঈসায়ী ভ্রাতা-ভগ্নীদের কাহিনীর উপর আপনার একাকীত্বের বাস্তবতা সমর্পণ করুন আজকের শক্তি আহ্বান করুন এবং আগামীর জন্য প্রত্যাশা।*

২৯৪তম দিন

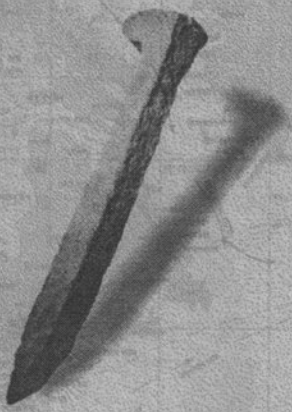

# যতই নির্যাতন আসবে- ততই জামাত বৃদ্ধিলাভ করবে।

-ইহা ইমাম শমূয়েল ল্যাম্ব-এর একটি জনপ্রিয় উক্তি।
তিনি ছিলেন চীনের গৃহ জামাতের একজন ইমাম।
তিনি তার ঈসায়ী ঈমানের জন্য বিশ বছর জেলখানায় ছিলেন।

# ভারতঃ এমি কার মিখায়েল

২৯৫তম দিন

"কিন্তু যারা কষ্ট ভোগ করে তাদের উদ্ধার করবার জন্য তিনি সেই কষ্ট ব্যবহার করেন, আর অত্যাচারের মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা দেন।" (আইয়ুব ৩৬ঃ১৫ আয়াত)

**১৯৩১ সালের ২৪শে অক্টোবর এমি কার মিখায়েল মুনাজাত করেছিলেনঃ "হে খোদা, তুমি আমার সাথে যেমন ইচ্ছা তেমন ব্যবহার কর। তুমি তেমন যে কোন কিছু কর যা তোমার সেবা করতে আমাকে অধিকতর সাহায্য করবে।" ভারতে একজন মোবাল্লিগ হিসাবে এবং ভারতীয় শিশুদের একজন মা হিসাবে তিনি মূর্তিপূজকদের দেবালয়ের বেশ্যালয় থেকে তিনি মুক্ত হয়েছিলেন। এমি যে কোন পরিণতির জন্য মুনাজাত করতে এবং খোদার উপর নির্ভর করতে অভ্যস্থ ছিলেন।**

পরে সেই একই রকম দিনে তিনি স্থান চ্যুত হয়ে পড়ে গেলেন এবং তার পা ভাংলেন। ফাঁদে পড়ার করণে এমি নিরাশ হয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন এবং তার পরবর্তী বিশ বছরের অধিকাংশ সময় তিনি তার ঘরে নিঃসঙ্গতার মধ্যে কাটান। কিন্তু তিনি তার অবস্থার জন্য চিন্তা করে সময় নষ্ট করেননি। সারা দুনিয়ার সাধুদেরকে উদ্দীপনা দান করতে লেখালেখির কাজে তিনি তার শক্তিকে নিবদ্ধ করেন। তিনি হাজার হাজার চিঠি পাঠান তার বেড থেকে। এবং তিরিশটি বই লিখেন এবং অনেক আকর্ষনীয় কবিতা লিখেন এখানে তার একটা দেয়া হল।

তুমি কি আহত হওনি?
তুমি কি ক্ষত-বিক্ষত হওনি?
হ্যাঁ, যেমন প্রভু, দাসও তেমন হবে
এবং ক্ষত পাগুলো আমাকে অনুসরণ করবে
কিন্তু সম্পূর্ণ তুমি: শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে
যার আঘাত বা ক্ষত নেই সে কি?

[কবিতাটি এমি কার মিখায়েলের Mountain Breezes বই থেকে নেয়া হয়েছে]

*এমি খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি তার আহত অবস্থা তাকে খোদা তা'য়ালার সান্নিধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি তার একজন নাজাতদাতার সাথে মধুর সহযোগীতায় হাঁটতেন। তিনি তার ক্ষতের অধিকতর ভাল তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যারা একটা বিশেষ দুঃখদায়ক ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, তারা একজন অন্যজনকে অনুভব করে পরস্পর একটা উপায়ে এমন সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, যা অন্যরা পারে না। এই একই বিষয় মসীহের ক্ষেত্রেও সত্য। যখন আমরা আমাদের ঈমানের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করি, তখন আমরা সম্পূর্ণ অন্য একটা স্তরে মসীহের সাথে যুক্ত হই। আমরা অনুভব করি তিনি আমাদের হৃদয় সম্পর্কে জানেন এবং আমরা কোন ভাবে তাঁর সম্বন্ধে একটা মহত্তর অনুভূতি লাভ করি। আপনার ব্যথা আপনাকে মসীহ্ সম্বন্ধে কি বিষয় শিক্ষা দিতেছে? আপনি কি আপনার ব্যথাগুলোকে ঈসা মসীহের মধ্যে আপনার আরো ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিতে অনুমোদন দিচ্ছেন? কষ্টের মধ্যে এটাই হল আপনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।*

# রোমানিয়াঃ ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড

২৯৬তম দিন

"সেইজন্য মসীহ্ শরীরে কষ্ট সহ্য করেছিলেন বলে তোমরাও নিজেদের দিলে সেই একই মনোভাব গড়ে তোল, কারণ শরীরে যে কষ্ট ভোগ করেছে সে গুনাহের অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে।" (১ম পিতর ৪ঃ১ আয়াত)

**জেলখানার ভূগর্ভস্ত কক্ষে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থেকে ইমাম খোদা তা'য়ালার নিকট অভিযোগ জানালেনঃ "মাবুদ গো, তুমি বলেছ, তুমি ভাল এবং মন্দ সব লোকের উপর-ই সূর্যের আলো এবং বৃষ্টি দান কর। তাহলে এখানে আমার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে? আমি কি ভাল এবং মন্দ কোনটাই নই তোমার দৃষ্টিতে?"**

খোদা তা'য়ালা এর জবাবে তার হৃদয়ে এই কথা বলেছিলেনঃ "সামগ্রিকভাবে তুমি কোন একটা কিছু----- তুমি তো খোদার সন্তান। একজন খোদার সন্তান রোদ এবং বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে না। সে তো রোদ দানকারী হবে। তুমি তো অন্ধকার দুনিয়াতে আলো, অতএব দুনিয়াতে আলো দান কর। তুমি কি পেয়েছ সে সম্বন্ধে অভিযোগ করার পরিবর্তে তুমি কিছু দান করছ না কেন? তোমার বন্দী সেলের চারপাশে তো অনেক বন্দী আত্মা রয়েছে, যাদের আলো প্রয়োজন।"

এই উত্তর পাওয়ার পর ইমাম ওয়ার্মব্রাণ্ড খোদাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "যখন আমি নিজেই একাকী এক অন্ধকার কক্ষে বন্দী তখন কিভাবে অন্য একজনকে ঈসা মসীহের নাজাতের কাছে নিয়ে আসতে সক্ষম হব?" খোদা জবাব দিলেনঃ "তুমি নিজে নিজে চিন্তা করে দেখ!"

তারপর রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড একটা ধারণা খুঁজে পেলেন----- তাহল দেয়ালে সাংকেতিক শব্দ করা। নিশ্চিতভাবে তিনি অন্য কক্ষ থেকে তার কথার জবাব হিসাবে সাংকেতিক শব্দে জবাব পেয়েছিলেন। তারপর তিনি জেলখানার বন্দীদের টেলিগ্রাফে পাঠানো শব্দ সংকেত শিখিয়ে ছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে তিনি কার্যকরভাবে অন্যকক্ষের বন্দীদের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ঈসা মসীহের নাজাতের সুসমাচারও তবলিগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যে পরিস্থিতিকে আশাহীন মনে হয়েছিল, তাকে পরিবর্তন করার জন্য খোদা এই নুতন পদ্ধতিকে অনুমোদন দান করলেন। জেলখানার সবকয়টি কামরায় ঈসা মসীহের নাজাতের সুসমাচার এই কার্যকর পদ্ধতিতে বিস্তৃতি লাভ করল।

বছর খানেক পর তিনি শুনতে পেলেন যে, একজন সাক্ষ্য দিচ্ছে জেলখানায় বন্দী অবস্থায় তার পাশের কক্ষ থেকে সাংকেতিক শব্দ প্রেরণ করে কেহ তাকে ঈসা মসীহের বিষয়ে জানিয়েছিলেন এবং এতে তিনি মসীহের কাছে এসেছিলেন এবং তাঁকে নাজাতদাতা মাবুদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

*বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়াটা একটা কঠিন করনীয় কাজ হয়ে যেতে পারে। যখন ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড তার পরিস্থিতিকে মূল্য দিলেন, তখন বাস্তবতা ভাল দেখাল না। তথাপি তার কষ্টগুলো প্রকৃতপক্ষে তাকে এক নতুন আবিষ্কারের দিকে পরিচালিত করল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, একজন ব্যক্তির মনোভাব তার বাস্তবতার চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নতুন আশার একটা মনোভাবের অস্ত্র দ্বারা তিনি বাস্তবতাকে উন্নত করতে শুরু করেছিলেন। তিনি কথা বলতে পারতেন না। তথাপি তিনি দেয়ালে টেলিগ্রাফের সাংকেতিক শব্দের মত শব্দ করতে পারতেন। এইভাবে তিনি মসীহের সুসমাচার শেয়ার করতে পারতেন----- তিনি তার সত্যিকার ভালবাসাকে অন্য কক্ষের বন্দীদের সাথে শেয়ার করতে পারতেন। যখন আমরা আমাদের পরিস্থিতি গুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমানে জমা হতে দেখি, তখন আমাদেরকে আমাদের মনোভাবের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। দুঃখ কষ্ট ভোগের জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া যেমন ভাবে ঈসা মসীহ্ তার কষ্ট ভোগের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাছাড়া আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে যে, এই দুঃখ কষ্ট আমাদেরকে পরাজিত করতে পারবে না। আমরা ইহার মধ্যেও বেঁচে থাকব বাস্তবতার প্রতি কি আপনি আরো বেশি মনোযোগী হয়েছেন? অথবা আপনি একজন ঈমানের ব্যক্তি হতে পেরেছেন? নিজেকে প্রশ্ন করুন।*

# উত্তর ভিয়েতনামঃ ব্রাদার 'দ'

২৯৭তম দিন

"ঈমানের দরুন তোমরা যে কাজ করছ, মহব্বতের দরুন যে পরিশ্রম করছ এবং আমাদের হযরত ঈসা মসীহের উপর আশার দরুন যে ধৈর্য ধরছ, সেই কথা আমরা সব সময়ই আমাদের পিতা ও আল্লাহ্‌র সামনে মুনাজাতে মনে করে থাকি।" (১ম থিষলনীকীয় ১ঃ৩ আয়াত)

**ব্রাদার দ' যখন তার শর্টওয়েভ রেডিও-তে প্রথম ঈসায়ী ধর্মের কথা শুনলেন, তখন তিনি উত্তর ভিয়েতনামের কমিউনিষ্ট পার্টির একজন বিশ্বস্ত সদস্য ছিলেন। প্রথম অবস্থায় তিনি ঈসায়ী ধর্মমতকে একটা অপদার্থ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণা বলে প্রত্যাখান করেছিলেন, কিন্তু দুই মাস অনুষ্ঠান শুনার পর তিনি আর ঈসা মসীহ্‌কে বাধা দিতে পারলেন না। খোদার জন্য তার মহব্বতে তিনি আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং এ আনন্দ তার হৃদয়কে অভিভূত করে ফেলল। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি তার প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেককে মসীহের জন্য জয় করলেন।**

কিন্তু তার এই আনন্দ উত্তেজনা অল্প সময় স্থায়ী হল। ১৯৯৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর ভিয়েতনামের পুলিশ মি. দ'-এর ঈসায়ী ধর্মমতের কার্যকলাপে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, তার বাড়িতে হামলা চালাল এবং তাকে বাইরে গান-পয়েন্টে নিয়ে গেল। তার স্ত্রী এবং তার চার সন্তান কেবল তাকে একটা ক্যাম্পে নিয়ে যেতে দেখল।

অমার্জিত নিষ্ঠুর লেবার ক্যাম্পে মি. দ'-কে ইট ভাটায় কাজ করতে বাধ্য করা হল। প্রত্যেকদিন তাকে দুই হাজার ইট বহন করতে হতো। যদি দ'- তার কোটা পুরণ করতে না পারতেন, তাহলে তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করা হতো। যখন তিনি আর কোন পরিশ্রম করতে পারবেন না বলে ধারণা করা হল, কেবল তখন-ই ২০০০ সালের ১৫-ই অক্টোবর তাকে মুক্তি দেয়া হল।

এখনও তিনি গৃহবন্দীত্বের অধীনে আছেন এবং তার ঈসায়ী ঈমান অন্য কারো কাছে শেয়ার করা বন্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে। তাকে বলা হয়েছিলঃ "তোমাকে আবার লেবার ক্যাম্পে ফিরিয়ে আনা হবে। তুমি কি আবার লেবার ক্যাম্পে ফিরে যেতে চাও? সতর্কতার সাথে ব্যাপারটা ভেবে দেখবে।"

কিন্তু মিঃ দ' খোদার ভালবাসার শ্রম করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। গৃহবন্দীত্বের অবস্থায়ও তিনি ঈসা মসীহের বিষয়ে তবলিগের কাজ তিনি চালিয়ে গেলেন। কোন শারীরিক পরিশ্রমের কাজের ভীতি- এমনকি প্রতিদিন দুই হাজার ইট বহন করার কাজের ভীতিও তাকে ঈসা মসীহের বিষয়ে তবলিগ করার কাজকে প্রতিহত করতে পারল না।

*কিছু কিছু লোক হয়ত স্বীকার করবেন যে, প্রত্যেকদিন তারা কাজ করতে ভালবাসেন কিছু কিছু লোকের জন্য কাজ হল একটা আবশ্যকীয় মন্দ বিষয়। তথাপি যারা খোদার তবলিগী কাজের সাক্ষী হতে পরিশ্রমের কাজ করে তারা একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতা সম্পন্ন হয়। খোদার কাজ কখনো বেগার খাটা শ্রম হতে পারে না। তাছাড়া আমরা সবসময় খোদার রাজ্যের একটা ঘড়ির কাটা হয়ে আছি, ঈসা মসীহের সুসমাচার সর্বত্র বিস্তার লাভ করাতে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি। তিনি এই অর্পিত কাজের জন্য আমাদেরকে শক্তি দান করেন এবং যখন সময়টা দুরুহ হয়ে যায়, তখন তিনি সহ্যগুন দান করেন। কেন ঈসায়ীগণ এত পরিশ্রম করেন? ইহা কি প্রাপ্য মজুরীর জন্য? ইহা কি বোনাস পাওয়ার জন্য? অথবা অন্য কোন উপকারের জন্য? না, খোদার ভালবাসা খোদার কাজে আমাদের সবকিছু বিলিয়ে দিতে আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। যদি আপনি ঈসা মসীহকে মহব্বত করেন, তাহলে আপনি আনন্দের সাথে তার জন্য কাজ করবেন। চিন্তা করে দেখুন, আজকের দিনে মসীহ তাঁর সেবা কাজে আপনাকে কি করতে আহ্বান করেছেন?*

## উত্তর কোরিয়াঃ একজন পরিদর্শনকারী মোবাল্লিগ

২৯৮তম দিন

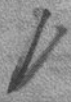

"আমার আল্লাহ্ তাঁর গৌরবময় অশেষ ধন অনুসারে মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে তোমাদের সব অভাব পূরণ করবেন।" (ফিলিপীয় ৪ঃ১৯ আয়াত)

যখন হোটেলের বয় পরিদর্শনকারী "ব্যবসায়ী" লোকটাকে সনাক্ত করল, তখন সে দৌড়ে তার কাছে গেল এবং তার হাত চেপে ধরল। বিস্ময়ে হতবাক পরিদর্শক বালকটিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বুঝতে পারলেন যে, বালকটি আঙ্গুল দিয়ে তার হাতের তালুতে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে দিয়েছে----- অতএব বালকটি একজন ঈসায়ী। লোকটি একজন মোবাল্লিগ, যিনি জামাতি কাজের একটা কন্টাক্ট করতে মুনাজাত করেছিলেন। শীর্ণ চেহারার বালকটির মুখমন্ডলের দিকে তিনি তাকালেন এবং তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন যে, উত্তর কোরিয়াতে ঈসায়ী জামাতের অস্থিত্ব রয়েছে।"

পরবর্তী দিন মোবাল্লিগ বালকটির সাথে গোপনে মিলিত হলেন। তিনি জেনেছিলেন যে, বালকটির আব্বা একজন ঈসায়ী ছিলেন এবং তিনি কয়েক বছর পূর্বে জেলখানায় বন্দী হয়েছেন। বালকটির পরিবার পাশবিক সরকারের অধীনে খুব কষ্ট ভোগ করেছে এবং খাবারের জন্য ভিক্ষা করতে হয়েছে। এখন খরার কারণে জনগণ সব জায়গায় খাবার অভাবে দারুন অপুষ্টিতে ভুগে মারা যাচ্ছে।

যখন মোবাল্লিগ বালকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন সে কি করতে পারবে, তখন তিনি নিশ্চিতভাবে ভেবেছিলেন যে বালকটি হয়ত তার পরিবারের জন্য খাদ্যের অনুরোধ করবে কিন্তু বালকটি কেবল তার কাছে চারটি বিষয়ের অনুরোধ করলঃ "অনেক বছর ধরে জমানো তার দশমাংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করল, তাকে ঈসা মসীহের নামে অবগাহন বা তরীকাবন্দী দিতে অনুরোধ করল, তাকে কিতাবুল মোকাদ্দস মোতাবেক প্রভূর ভোজ দিতে অনুরোধ করল এবং তাকে একটা ভাল বাইবেল দিতে অনুরোধ করল।

বালকটির জ্ঞান ও বিজ্ঞতা দেখে মোবাল্লিগ লোকটার হৃদয়ের একটা আবেগ নাড়া দিয়ে গেল এবং তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। শরীরের প্রয়োজন মিটানোর সাহায্য তার জন্য একদিন বা দুইদিন স্থায়ী থাকত, আবার সে তার অভাব এবং কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ফিরে যেত। কিন্তু বালকটি যে বিষয়ের অনুরোধ করেছে, তার সেই আধ্যাত্মিক সাহায্য তাকে চিরদিনের জন্য প্রস্তুত রাখবে।

*অধিকাংশ লোকজনের কাছে কোন কিছু চাওয়া এবং কোনকিছুর অভাব বোধ হওয়া সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন বিষয় হয়ে যায়। যা তারা চায় তা তাদের প্রয়োজন নয়। তথাপি যা তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা তারা চায় না। এই কারণে অধিকাংশ মানুষ হতাশাগ্রস্থ। এই কাহিনীর বালকটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমাদের জীবনে যা ঘটে, তা তখন ঘটে, যখন আমাদের সকল প্রয়োজনের দ্বারা আমাদের সকল চাওয়া গুলো সারিবদ্ধ হয়। সে ইহা সঠিকভাবে পেয়েছিল। তার যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, সে সেইসব বিষয় গুলোই চেয়েছিল। তার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টা ছিল ঈসা মসীহ্। যখন আপনার সকল চাওয়াই আপনার সকল প্রয়োজন হয়, তখন আপনি একটা বিরাট পরিতৃপ্তি লাভ করেন। আপনি বলতে পারেন আপনার টাকার প্রয়োজন, কিন্তু আপনি অতি শীঘ্রই জানতে পারবেন যে টাকা কেবল কতগুলো অভাব মিটাতে পারে এবং অতি শীঘ্র আপনি আরো অন্য বিষয় চাইবেন। কেবলমাত্র ঈসা মসীহ্-ই আপনার সকল চাওয়ার পরিতৃপ্তি দান করতে পারেন। তাই তার কাছেই সব অনুরোধ রাখুন।*

# না ই জে রি য়া ঃ সা রা তু তু রু ন দু

২৯৯তম দিন

"তুমি কে, যে অন্যের চাকরের বিচার কর? সে দাঁড়িয়ে আছে না পড়ে গেছে, তা তার মালিকই বুঝবেন। কিন্তু সে দাঁড়িয়েই থাকবে, কারণ প্রভুই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন।" (রোমীয় ১৪ঃ৪ আয়াত)

**"আমি পালিয়ে যাব না। আমি প্রতিরোধ করতে তৈরী হয়ে আছি।"**

সারাতু তুরুনদুর বয়স ছিল পয়ত্রিশ বছর এবং তিনি ছিলেন অবিবাহিতা। তিনি ছোট বাচ্চা খুব পছন্দ করতেন এবং প্রচন্ডভাবে নিজের বাচ্চা চাইতেন, কিন্তু খোদা তা'য়ালা তার প্রার্থনার জবাব দেননি।

সারাতু তার নিজেকে খোদার প্রতি এবং জামাতের প্রতি নিয়োজিত করতে পছন্দ করতেন। তিনি তার জামাতের পরিবারকে তার সমস্ত অন্তর দিয়ে জড়িয়ে ধরতেন এবং বিশেষভাবে সান্ডেস্কুলে শিক্ষা দিতে পছন্দ করতেন। ছোট বাচ্চাদের সাথে তার প্রতিক্রিয়া এবং তাদেরকে ঈসা মসীহের পথ দেখানোর সুযোগ সারাতুকে অবর্ণনীয় আনন্দে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি জানতেন, তিনি কখনো ঈসা মসীহকে ছাড়া সুখী হতে পারবেন না।

কিন্তু উগ্রপন্থী মুসলিমগণ, যারা নাইজেরিয়াতে সারাতুর নিজ শহর কাদুনাতে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, তারা ঈসায়ীগণকে নির্যাতন করা শুরু করল। তিনি অন্য গ্রামে নির্যাতিত হওয়া ঈসায়ীগণের কাহিনী শুনেছিলেন, যেখানে বাড়ি ঘর এবং সম্পদ পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। কয়েকজনকে প্রহার করা হয়েছিল এবং হত্যা করা হয়েছিল।

তাই তখন দাঙ্গাকারী জনতা কাদুনাতে হামলা চালাতে এল, তখন সারাতু ঈসা মসীহের পক্ষে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে দৃঢ় মনোবলে দাঁড়াতে সিদ্ধান্ত নিলেন। সারাতুর ভাই তাকে তাদের সাথে বনে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু যখন তিনি ক্রুদ্ধ জনতাকে তার প্রিয় জামাত ঘর পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে দেখলেন, তখনও পালিয়ে গেলেন না। এমনকি যখন মুসলিম জনতা তার বিল্ডিংটা পেট্রোল দিয়ে ভিজিয়ে আগুন দিল, তখনো তিনি তার এপার্টমেন্টের মেঝে হাঁটুগেড়ে বসে মুনাজাত করতে থাকলেন।

*তার পরিবার ও বন্ধুদের কাছে তিনি দয়ালু, সান্ত্বনাদানকারী হিসেবে স্মরণীয় যিনি সবাইকে মহব্বত দেখাতেন। তিনি তার নাজাতদাতা মাবুদকে মহব্বত করে মৃত্যুবরণ করলেন। অতিমানুষীয় শক্তি এমন উদ্দীপনা দায়ী হয় যে, তা অবিশ্বাস্য। একটা দুর্ঘটনায় জ্বলন্ত গাড়ি থেকে মা তার সন্তানদের বের করে আনেন এই কাহিনী দ্বারা আমরা আতংকে আড়ষ্ট হয়ে পড়ি। এ্যাড্রিনালিন দ্বারা চালিত হয়ে মানব শরীর কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করতে আশ্চর্যজনকভাবে সক্ষম হয়। একই রকম ভাবে এ্যাড্রিনালিন যেমন মানুষের মাংস পেশীতে প্রভাব ফেলে, তেমনি আমাদের ঈমান আমাদের রুহানী মাংস পেশীকে সেই সব কাজ করতে সক্ষম করে, যা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভবপর নয়। সারাতু যখন তার সম্প্রদায়ে ঈসা মসীহের পক্ষে একটা প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়াতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখন তিনি তার রুহানী মাংস পেশীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সম্ভবতঃ সেই মুহূর্তের পূর্বে তিনি কখনো উপলব্ধি করতে পারেননি যে তিনি এমন কিছু করতে শক্তি সাহস পাবেন। তথাপি খোদা তাকে ইহা করতে সক্ষম করেছিলেন। আপনি যা কখনো করতে পারার চিন্তা করেন নি এমন কিছু কি কখনো আপনি করতে পেরেছেন? আপনাকে শক্ত হয়ে দাঁড় করানোর জন্য খোদা তা'য়ালার শোকরিয়া জানান।*

# স্পেনঃ বারটোলাম মার্কুয়েজ

৩০০তম দিন

"শান্তিদাতা আল্লাহ্ শীঘ্রই শয়তানকে তোমাদের পায়ের নীচে ফেলে গুঁড়িয়ে দেবেন।" (রোমীয় ১৬ঃ২০ আয়াত)

**"আমি আপনাকে প্রতিশোধ নিতে অনুরোধ করছি .....।"**

স্পেনের ঈসায়ী শহীদ বারটোলাম মার্কুয়েজ-এর চিঠি থেকে পড়ে এর পাঠকগণ তার শেষ চিঠিতে প্রতিশোধ নেয়ার আহ্বান দেখে মর্মাহত হন। তারপর তারা দেখেন যে, তার আহ্বানটা তার প্রতিশোধ নিতে মানুষের রক্তপাতের জন্য নয় বরং ঈসা মসীহের রক্তের নীচে আসতে সকল লোকের জন্য প্রতিশোধ নেয়ার আহ্বান।

মার্কুয়েজ অন্যান্য বিশ্বাসীদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেনঃ "যারা আমার প্রতি মন্দ আচরণ করেছে তাদের জন্য ভাল কিছু করার চেষ্টা করার দ্বারা ঈসায়ী প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আমি মিনতি করি। আমি যেখানে, সেই জান্নাতে তোমাদেরকে দেখতে আশা করি।"

স্পেনের কমিউনিষ্টরা ১৯৮৩ সালে আরো অনেক ইমামের সাথে মার্কুয়েজকে হত্যা করেছিল। তার শেষ চিঠিটা তার স্ত্রী এবং ঈসায়ী ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিকট একটা আনন্দদায়ক পত্র ছিল।

"কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমি আর্শীবাদের অপ্রকাশিতব্য আনন্দ সম্পর্ক জানব। ঈসা মসীহের জন্য এই সকল নির্যাতিতদের মৃত্যুটা কেমন সহজ। খোদা তা'য়ালা আমার অনুপযুক্ত মর্যাদা আমাকে দান করেছেন, এই মর্যাদাটা হল খোদার অনুগ্রহ উপভোগ করার মৃত্যু!" তিনি তার নববধুকে লিখেছিলেনঃ "যতক্ষন পর্যন্ত আমার হৃদপিন্ড স্পন্দিত হবে ইহা তোমার প্রতি ভালবাসায়-ই স্পন্দিত হবে। আমি যখন ধর্মীয় উচ্চ আদর্শ রক্ষার জন্য মৃত্যুদন্ড ভোগ করছি, তখন আমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যাবে। আমাদের ভালবাসার স্মরণের মধ্যে এমনকি এখন আরো তীব্রতার সাথে তোমার সর্বোচ্চ কর্তব্য হিসাবে দয়া করে আমাদের আত্মার নাজাত সম্বন্ধেও চিন্তা করো। এইভাবে আমরা চিরন্তনভাবে জান্নাতে যুক্ত হব। সেখানে আমাদেরকে কেউই আলাদা করতে পারবে না।

*যারা ঈসা মসীহের জন্য দুঃখ কষ্ট ভোগ করে তাদের অবশ্যই এই প্রেক্ষাপটের বৃহত্তর দৃশ্য দেখার সামর্থ থাকতে হয়। কিতাবুল মোকাদ্দস বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জীবনের কাহিনীতে পূর্ণ। সেই জীবন গুলো খোদার বড় পরিকল্পনায় উপযুক্ত হয়েছিল----- পরিকল্পনাটা হল খোদা এবং মন্দ শয়তানের মধ্যে যুদ্ধ। বৃহত্তর ছবি আমাদের দেখতে সক্ষম করে তোলে যে, আমাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের পিছনে শয়তান রয়েছে, তাই যারা আমাদের উপর অত্যাচার করে তাদের উপর প্রতিশোধ নেয়ার দরকার নেই। তার কেবল শয়তানের পরিকল্পনার বন্দী হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। মার্কুয়েজ এর মত ঈসায়ী শহীদগণ আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, যখন আক্রমনকারীরা ঈসা মসীহের দিকে পরিচালিত হয় তখন শয়তানের বিরুদ্ধে এর চেয়ে বড় আর কোন প্রতিশোধ হতে পারে না। অত্যাচারকারী সরকার এবং শাসন কর্তৃপক্ষের নেতাদের জন্য মুনাজাত করুন। তাদের কাছে ঈসা মসীহের সুসমাচার শেয়ার করতে যেসব মোবাল্লিগ এবং অন্যরা অবস্থান নিয়েছে, তাদের সাহায্য সহযোগিতা করুন।*

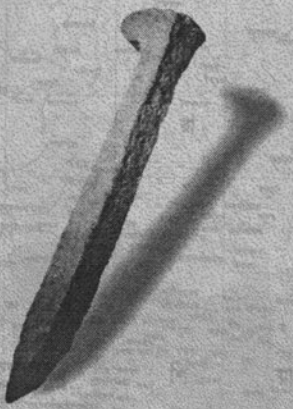

ঈসায়ী জামাত অত্যাচারিত হয়ে আসছে এবং সব সময় অত্যাচারিত হবে। প্রত্যেকেই আমাদের পর্যবেক্ষণ করে। যদি আমরা ঈমানে, আশায় এবং ভালবাসায় মৃত্যুবরণ করি তাহলে ইহা জাতীয় ইতিহাস বদলে দিবে। যদি আমরা আমাদের ঈমানের জন্য ভালবাসায় দাঁড়াতে ব্যর্থ হই, তাহলে জাতি বার বার ঈসা মসীহ্‌কে প্রত্যাখান করতে পারে।

-এই বানীটি নেয়া হয়েছে, চীন এবং উত্তর কোরিয়াতে তবলিগের কাজে নিয়োজিত একজন মোবাল্লিগের লেখা থেকে।

## রো মা নি য়া ঃ যো য়া না মি ন্দ্রু জ

৩০২তম দিন

"তুমি আমাকে জীবন দিয়েছ, অটল মহব্বত দেখিয়েছ; তোমার যত্নে আমার প্রাণ রক্ষা পেয়েছে।" (আইয়ুব ১০ঃ১২ আয়াত)

**যোয়ানা মিন্দ্রুজ তার কাজ দ্বারা অনেক বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সাহসিকতার সাথে হেঁটে এক পুলিশ অফিসারের কাছে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেনঃ "ঈসা মসীহের ছয়জন শিষ্যকে খোদা তা'য়ালা কষ্টভোগ করার জন্য বেছে নিয়েছেন। আমি এই সংখ্যাটা বাড়াতে চাই। আমি নিজেও তাদের সাথে কষ্ট ভোগ করতে চাই।" তৎক্ষণাৎ তিনি সেই দিনের অগ্রভাগে যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন তাদের সাথে গান গাইতে থাকলেন। যে ছয়জন গ্রেফতার হয়েছিলেন, তারা হলেন- একজন ইহুদী হতে উদ্ভূত ঈসায়ী ইমাম, তার স্ত্রী এবং অন্য চার জন ঈসায়ী।**

রোমানিয়ান সরকার জার্মানীর নাৎসী বাহিনীর সাথে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর থেকে বিপদ সংকেতের হারে ইহুদীদের উপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে এবং হত্যা করে আসছে। কিন্তু এই ইহুদী ঈসায়ী দম্পতিটি রোমানিয়াতে ব্যাপকভাবে সুপরিচিত ছিলেন এবং সারা রোমানিয়া জুড়ে ভালবাসার পাত্র হয়ে ছিলেন এবং দম্পতিটি হলেন, ইমাম রিচার্ড ওয়ার্ম্ব্রাণ্ড এবং তার স্ত্রী সাবিনা।

বিচারের দিনে রিচার্ড ওয়ার্ম্ব্রাণ্ডের পক্ষে ওকালতি করার জন্য কতিপয় সুপরিচিত ধর্ম নেতাগণ আসলেন এই আশা নিয়ে যে, তাদের হস্তক্ষেপে হয়ত ওয়ার্ম্ব্রাণ্ড এবং সাবিনাকে মুক্ত করা যাবে। কিন্তু হঠাৎ রোমানিয়ার আকাশ সোভিয়েত যুদ্ধ বিমানে ছেয়ে গেল প্রত্যেক বন্দী সহ সবাই দ্রুত বোমা থেকে রক্ষা পাওয়ার আশ্রয় কেন্দ্রের দিকে পালিয়ে যেতে লাগল। সেখানে ইমাম ওয়ার্ম্ব্রাণ্ড বিচারকসহ সেই দলের জন্য মুনাজাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার মোনাজাতটি ছিল ঈসায়ী ঈমানের প্রতি ছদ্মবেশী আহ্বান। যখন বিপদ কেটে গেল এবং বিচার কাজ পুনঃরায় শুরু হল তখন একটা আশ্চর্য মোজেজা ঘটে গেল।

খোদা তা'য়ালা বিচারকদের হৃদয় সংকটের সময় বদলে দিয়েছিলেন এবং ওয়ার্ম্ব্রাণ্ড বেকসুর খালাস পেলেন। একজন জর্জ বললেনঃ "পুলিশ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে, কিন্তু এখানে আমার সামনে সাতজন দেখছি। এখানে সুস্পষ্ট জড়িয়ে পড়ার বিষয় রয়েছে। মামলা ডিস্‌মিস্।"

*ইহা অবর্ণনীয় অভিজ্ঞতা। ইহা অবিশ্বাস্য। যখন খোদা আমাদের বাস্তবতায় পদক্ষেপ নেয়, তখনই তাঁর পদচ্ছাপ নির্ভুল নিশানা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে বিষয়গুলি এমন উপায়ে ঘটে যে, এমনকি যারা ঈমানদার নয়, পর্যবেক্ষক তারাও স্বীকার করে যে কেহ অথবা কোনকিছু অদৃশ্যভাবে আমাদের পর্যবেক্ষণ করে আসতেছে। তারা তাকে "উপর তলার মানুষ" হিসাবে আখ্যা দিতে পারে অথবা আমাদের জন্য "পরিচালনাকারী স্বর্গদূত" হিসাবে দেখতে পারে। ঈসায়ী হিসাবে আমরা জানি আমাদের বেহেস্তী পিতা ক্ষমতাশালী এবং যখন আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন আমাদের জন্য পর্যাপ্ত আশ্চর্য মোজেজার ঘটনা নিয়ে আসেন। আপনি কি আপনার জীবনে অথবা আপনি যাকে ভালবাসেন তার জীবনে খোদার হস্তক্ষেপের সুবিধা পেয়েছেন? তাহলে আপনার জীবনে খোদার হস্তক্ষেপের জন্য তাঁর শোকরিয়া জানাতে আজকে কিছুটা সময় চিন্তা করে কাটান।*

# ইউক্রেনঃ ভেরা ইয়াকুভলেনা

৩০৩তম দিন

"যেন তিনি ন্যায়বিচার বজায় রাখতে পারেন, আর তাঁর ভক্তদের পথ রক্ষা করতে পারেন।" (মেসাল ২ঃ৮ আয়াত)

**তাদের ঈসায়ী ঈমানের কারণে ইউক্রেনে অগণিত ঈসায়ীগণকে বন্দী করে সাইবেরিয়ার শ্রমিক শিবিরে পাঠানো হয়েছিল। তখন ভেরা ইয়াকুভলেনা-র পালা আসল। সাইবেরিয়ার কুখ্যতি ব্যাপকভাবে সবার জানা ছিল। ইয়াকুভলেনা নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি কখনো সাইবেরিয়াতে বেঁচে থাকতে পারবেন না।**

যখন গার্ড তাকে ঈসা মসীহের বিষয়ে তবলিগ করতে দেখল, তখন তাকে শাস্তি হিসাবে খালি পায়ে বরফের উপর দাঁড়িয়ে থাকার শাস্তি প্রদান করল। যখন তার জন্য নির্ধারিত কাজের মাত্রা তিনি পুরণ করতে পারতেন না, তখন তাকে প্রহার করা হতো এবং তাকে রাতের খাবার দিতে অস্বীকার করা হতো।

একদিন সন্ধ্যা বেলায় তিনি হতাশ হয়ে পড়লেন এবং কান্না করলেন, একা হওয়ার জন্য জেলখানার প্রাঙ্গনের দিকে হেঁটে গেলেন। তার দুর্দশার মধ্যে তিনি লক্ষ্য করেননি যে বন্দীদের জন্য নিষিদ্ধ এলাকার সীমা তিনি লঙ্ঘন করেছেন, যেখানে গেলে বন্দীদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

হঠাৎ একটা কর্কশ কণ্ঠ গর্জে উঠলোঃ "এই মেয়ে তোমার আম্মা কি একজন ঈসায়ী মহিলা?" ভেরা স্তম্ভিত এবং ভীত হলেন, সেই মুহূর্তে তিনি সত্যি তার আম্মার কথা ভাবতে ছিলেন। তিনি জবাব দিলেনঃ "কেন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন?"

গার্ড বলল, "কারণ, আমি তোমাকে দশ মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করছি, কিন্তু আমি তোমাকে গুলি করতে পারছিনা, আমি আমার বাহু নাড়াতে পারছি না। আমার হাত খুব স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী। আমি আমার হাত সারাদিন নাড়াতে পারি, তাই আমি তোমার সম্বন্ধে ভেবেছি, তোমার অবশ্যই এমন কোন আম্মা আছেন, যিনি ঈসায়ী এবং যিনি তোমার জন্য মুনাজাত করছেন। দৌড়ে চলে যাও----- তোমাকে অন্যভাবে হত্যা করা যায় কিনা তা আমি পরে ভেবে দেখব।"

*ভেরা পরের দিন গার্ডকে দেখলেন। তখন গার্ড তার দিকে তাকিয়ে হাসল এবং তার হাত তুলে বললঃ "এখন আমি আবার আমার হাত নাড়াতে পারছি।" বিপদ সংকুল অবস্থার উপরে আমরা নিরাপত্তা চাই। আমরা চ্যালেঞ্জ এর চেয়ে স্বচ্ছন্দ বেশি পছন্দ করি। যখন ইহা এসেই পরে যতটা সম্ভাব্য সন্দেহ এবং ভয় থেকে আমরা তখন আমাদের জীবনের নিরাপত্তা বেষ্টনী চাই। তথাপি আমরা ভুলে যাই যখন আমরা তার সেবার ফ্রন্ট লাইনে অবস্থান করি, তখন তিনি আমাদের জন্য তাঁর নিরাপত্তা দিতে চান। খোদার প্রতিরক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে ঢাল এর চেয়ে বেশি নিরাপদ। যখন আপনার ঈমানী পদক্ষেপের শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন কি আপনি খোদার প্রতিরক্ষার উপর নির্ভর করেন? আপনি কি আপনার নিজের জীবন রক্ষার ব্যবস্থায় এতটাই ব্যস্ত যে, কিভাবে খোদার উপর নির্ভর করবেন তা ভুলে গেছেন? আপনি কি এতটাই সচেতন যে আপনি কখনো খোদার জন্য বিপদের ঝুঁকি নেন না? পরিণাম যাই হোক না কেন, তবলিগী সাক্ষ্য দেয়া কেবল একটা 'বিপদের ঝুঁকি' নেয়া নয়। ইহা হল ঈমান।*

## রোমানিয়াঃ রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড এবং সাবিনা ওয়ার্মব্রাণ্ড

৩০৪তম দিন

"যে কেউ তার নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায় সে তার সত্যিকারের জীবন হারাবে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া সুসংবাদের জন্য তার প্রাণ হারায়, সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে।" (মার্ক ৮ঃ৩৫ আয়াত)

**এতটা বেশি দেরি হয়ে যায়নি যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া যাবে না। এখনো হাজার হাজার লোক দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। দেশ ছেড়ে চলে যাবে কি যাবে না এই দ্বন্দ্বে ইমাম এবং তার স্ত্রী সংগ্রাম করতেছিলেন। "আমরা যদি বন্দী হয়ে জেলে যাই, তখন আমাদের অনেক বছর জেলখানায় পড়ে থাকতে হবে। সে অবস্থায় আমাদের একমাত্র সন্তান মিহাইয়ের কি হবে?"**

কিন্তু তারা তাদের জামাত ছেড়ে যেতে চাইলেন না। জামাতের সদস্যগণকে ছেড়ে চলে যেতে নিজেদেরকে অপরাধী বোধ করলেন। জামাতের একজন বন্ধু কিতাবুল মোকাদ্দসের লোটকে বলা ফেরেস্তার উক্তিটি শুনালেনঃ "নিজ প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন কর, পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করো না" এবং দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া-ই বুদ্ধিমানের বিষয় বলে পরামর্শ দিলেন।

ইমাম এই কথা শুনে বিস্ময়ের সাথে ভাবলেনঃ "এটা কি খোদার পক্ষ হতে আমাদের জন্য একটা সতর্কতা সূচক বার্তা? আমাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য কি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া উচিৎ?"

ইমামের স্ত্রী কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে আর একটা আয়াত পাঠ করলেনঃ "যে কেহ আপন প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা করে সে তাহা হারাইবে, কিন্তু যে কেহ আমার নিমিত্ত, আমার সুসমাচারের নিমিত্ত আপন প্রাণ হারায়, সে তাহা রক্ষা করবে।" (ইঞ্জিল শরীফঃ মার্ক ৮ঃ৩৫ আয়াত)

একটা গৃহে এক গোপন সভায় সারারাত ধরে এনিয়ে বিতর্ক চলল। সেখানে জামাতের বিশজন ভ্রাতা-ভগ্নী উপস্থিত ছিলেন। মধ্যরাত পর্যন্ত হাঁটু গেড়ে মুনাজাত করতেছিলেন একজন মহিলা। শেষে তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেনঃ "এবং আপনি, যিনি দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার চিন্তা করতেছেন----- মনে রাখবেন খোদার ভেড়ার পালের রাখাল কখনো পাল ছেড়ে পালিয়ে যায় না। সে শেষ পর্যন্ত পালের সাথে থাকে।"

এই প্রিয় মহিলাটি ইমাম এবং তার স্ত্রীর মনের সংগ্রামও দ্বন্দ্বের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। কিন্তু তাদের প্রতি মহিলাটির বার্তাটি ছিল সুস্পষ্ট। তাই ইমাম এবং তার স্ত্রী রোমানিয়াতে থেকে যেতে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাদের উপর অর্পিত পাল রক্ষকের দায়িত্ব পালন করে যেতে সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তীতে কমিউনিষ্ট জেলখানায় নির্যাতন ভোগ করেছিলেন।

*ইমাম ওয়ার্মব্রাণ্ডের মত আমাদেরও অবশ্যই আমাদের সিদ্ধান্তের বিষয়ে মুনাজাত করতে হবে। কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে উত্তর খুঁজে নিতে হবে এবং অন্যদের পরামর্শ শুনতে হবে এবং ওয়ার্মব্রাণ্ডের মত একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে বাধ্যতার সাথে খোদার উত্তর মেনে নিতে হবে। ইহাই হল একটা রুহানী চাবি। আমাদের কি করা উচিৎ তা জিজ্ঞাসা করার পূর্বে আমরা যেন আমাদের মুনাজাতের পূর্বে দৃঢ়তার সাথে খোদার উত্তরে একটা "হ্যাঁ" বলতে পারি। আমাদের অবশ্যই আমাদের জীবন দিতে ইচ্ছুক হতে হবে এবং আমাদের নিজস্ব সবকিছু হারাতে ইচ্ছুক হতে হবে। কেবলমাত্র তখনই আমরা আমাদের সত্যিকার জীবন খুঁজে পেতে পারি এবং খোদাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি এবং ইহাতেই আমাদের জীবন পূর্ণ হবে।*

# রাশিয়াঃ যুবক যুবতিগণ

৩০৫তম দিন

"যিনি সব রকম ভাবে রহমত করবার আল্লাহ্ তিনি তাঁর চিরস্থায়ী মহিমার ভাগী হবার জন্য তোমাদের ডেকেছেন, কারণ মসীহের সঙ্গে তোমরা যুক্ত হয়েছ। তোমরা কিছুদিন কষ্টভোগ করবার পরে আল্লাহ্ নিজেই তোমাদের পূর্ণ করবেন ও স্থির রাখবেন, শক্তি দেবেন এবং শক্ত ভিত্তির উপর তোমাদের দাঁড় করাবেন।" (১ম পিতর ৫ঃ১০ আয়াত)

**যুবতী ঈসায়ী মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলঃ "আজ আমার জন্মদিন। তোমার জন্মদিন কবে?" তার চোখের তারায় খুশির আলো ঝিকমিক করে উঠল।**

তার আব্বা বললেনঃ "আজ তোমার জন্মদিন। আমার জন্মদিনটা ছিল গত সপ্তাহে।" কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে ঈসায়ী ঈমানদারগণের প্রকাশ্যে একত্রে মিলিত হওয়ার একটা বড় অজুহাত হল এই জন্মদিনের উৎসব। কিছু কিছু পরিবার প্রত্যেক সপ্তাহেই কারো কারো জন্মদিনের উৎসবের অনুষ্ঠান করে এই অজুহাতে ঈসায়ী ঈমানদারগণকে এক জায়গায় মিলিত করত। আসলে তাদের এই জন্মদিনের অনুষ্ঠান হতো ধর্মীয় আলোচনা সভা।

যুবক/যুবতীগণ এই জন্মদিনের অনুষ্ঠান-এ মসীহের সাথে সুসমাচারের প্রতি অঙ্গীকারকে শক্তিশালী করত। রাশিয়াতে ১৯৬৬ সালে তিনজন যুবক এবং চারজন যুবতী মেয়ে রেলগাড়িতে ধর্মীয় গান গাওয়ার অপরাধে গ্রেফতার হয়। আদালতে এই সাতজন হাঁটু গেড়ে মুনাজাত করছিলঃ "আমরা খোদা তা'য়ালার হাতে নিজেদেরকে সমর্পণ করলাম। ওরা বিচারকগণের সম্মুখে একত্র হয়ে এই সাক্ষ্য দিলঃ "মাবুদ, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দেই যে, তুমি আমাদেরকে ঈমানের জন্য দুঃখকষ্ট ভোগ করার অনুমোদন দান করেছ।"

তাদের দোষ স্বীকারের পর কোর্টে উপস্থিত অন্যান্য ঈসায়ীগণ যাদের সন্তান গ্রেফতার হয়েছিল তারা খোদার শানে হামদ্ গাইতে লাগল। তারা বললঃ "আমাদের জীবনটা ঈসা মসীহের জন্য উৎসর্গ করতে দাও।"

কমিউনিষ্টরা জামাতী কার্যক্রম বন্ধ করতে পারেনি, রশিয়ার একটা সংবাদপত্র একজন ইমাম সম্বন্ধে লিখেছিল। যে ইমাম তিনবার ধর্মীয় কাজ করার জন্য গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রত্যেক বারই মুক্তি পাওয়ার পর পরই তিনি চলে যেতেন এবং ধর্মীয় সভার আয়োজন করতেন।

খোদার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য যতটা সম্ভব, যে কোন উপায় তারা অবলম্বন করতেন। তারা বিপদের ঝুঁকি নিতে এবং খোদার জামাতে সেবা কাজের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক নিন্দিত, দোষারোপিত এবং নির্যাতিত হতেন।

*আমাদের শারীরিক মাংস পেশীকে শক্তিশালী করতে প্রথম তাদেরকে ভাংতে হবে এবং পরে ব্যয়াম ও কসরৎ করে শক্ত ও শক্তিশালী করতে হবে, কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তেমনি ভাবে আমাদের ঈমান হল মাংস পেশীর মত, যা কেবলমাত্র তখনি বৃদ্ধি লাভ করতে পারে, যখন দুঃখকষ্ট ভোগে তা নমনীয় হয়ে পড়ে। দুঃখ কষ্ট আমাদের ঈমানের মাংস পেশীকে নিস্তেজ করে দেয়। আমরা প্রসারিত হই এবং দুঃখকষ্টের পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে খোদার সম্মুখে আত্মায় "ভেঙ্গে পড়ি" তথাপি এর প্রভাবে আমরা শক্তিশালী হয়ে বেড়ে উঠি। ধর্মীয় বাঁধা নিষেধ আরোপিত দেশ সমূহে ঈসায়ীগণ তাদের দুঃখকষ্টের কারণে বিপুল পরিমাণ ঈমানী শক্তি প্রদর্শন করেছে আমেরিকাতে কি একই রকম কথা ঈসায়ীগণ বলতে পারেন? নির্যাতন ভোগের চিন্তা আপনাদেরকে বিরক্ত করতে পারে। যাহোক, আপনি যদি আপনার ঈমানকে দুঃখ কষ্টের পরীক্ষার সামনে অবনত না করেন তাহলে আপনার রূহানী বৃদ্ধি হতে পারে না।*

## রাশিয়াঃ একজন অজ্ঞাতনামা কয়েদী

৩০৬তম দিন

"আল্লাহ্‌র প্রিয় সন্তান হিসাবে তোমরা আল্লাহ্‌র মত করে চল।" (ইফিষীয় ৫ঃ১ আয়াত)

**তার শহীদ স্বামীর লাশটি জানালার পাশেই ছিল। তার চার সন্তান লাশটির দুই হাত ধরে ছিল। তার স্বামী জেলখানায় মারা গিয়েছিল। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখে বুঝা যায় মৃত্যুটা ঘটেছে যন্ত্রণা দায়ক অবস্থায় আস্তে আস্তে আঘাতের ফলে।**

যদিও শত শত লোক তার কবর দেয়ার সময় এসেছিল, তবু অন্য ঈসায়ীগণও জানতেন যে, এরকম পরিণতি তাদের ভাগ্যেও ঘটতে পারে। লোকটা তার ঈসায়ী ঈমানের কারণে জেলখানায় নির্মম অত্যাচারে মারা গেছেন। মাত্র তিন মাস আগে তিনি ঈসায়ী হয়েছিলেন। এখন তার জন্য ওরা বিলাপ করতেছে।

যেখানে কফিন রাখা হয়েছিল, সেই ঘরের চারপাশে লোকজন ভীড় করে দাঁড়াল, তার এই ঈমানী দৃষ্টান্তে অনেকেই অনুপ্রাণিত হল সেদিন আশি জন লোক প্রকাশ্যে ঈসা মসীহ্‌কে গ্রহণ করল। এর মাঝে অনেক যুবক লোকও ছিল, যারা কমিউনিষ্ট যুব সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিল।

ঈসায়ীগণ শহরের রাস্তা বরাবর হেঁটে নদী পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তারা ঈসা মসীহ্‌কে নাজাতদাতা হিসাবে গ্রহণ করার নিদর্শন স্বরূপ পানিতে তরীকাবন্দী গ্রহণ করলেন। ভীড় করা তরীকাবন্দী নেওয়া লোকদের সংখ্যা পনের শ-তে দাঁড়াল।

খবর পেয়ে দ্রুত পুলিশ এসে পৌঁছাল। তারা এই কাজের নেতাদেরকে গ্রেফতার করল, কারণ তারা সেখানের প্রত্যেক লোককে গ্রেফতার করতে পারল না। ঈসায়ীগণ তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে বসে মুনাজাত করল, খোদার কাছে সাহায্য যাচঞা করল যাতে তারা ধর্মীয় কাজটা শেষ করতে পারে। তারপর তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াল পুলিশের সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করল, কারণ তখন নতুন বিশ্বাসীদের পানিতে ডুবিয়ে ঈসা মসীহের নামে তরীকাবন্দী দেয়া হল। সকল নতুন বিশ্বাসীদের তরীকাবন্দী দেয়ার পরই কেবল ভীড় কমল এবং পুলিশ সামনে এগিয়ে যেতে পারল।

একজন নতুন বিশ্বাসীর জীবন উৎসর্গের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক হাজারের ও বেশি লোক মসীহ্‌কে গ্রহণ করল।

*"শোভাযাত্রা" শব্দটার প্রতিশব্দগুলো প্রদর্শন, বিন্যাস পূর্বক প্রদর্শন, সমবেত ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি। শব্দটির অর্থ সুস্পষ্ট। তথাপি ঈমানের প্রদর্শন বা শোভাযাত্রা কি দৃশ্যমান বিষয়? এই কাহিনীর মানুষটি ঈসা মসীহের অনুসরণ করেছিলেন, খুবই সাদাসিদা ভাবে। তার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তের ফল হিসাবে অন্যদের একটা বিরাট দল তাদের নিজেদের ঈমানের একটা শোভাযাত্রা প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়েছিল। তাই সকলকে দেখানোর জন্য আমাদের জীবনেও ঈসা মসীহের প্রতি আমাদের ঈমানকে সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা উচিৎ যাতে অন্যরা আপনার উদাহরণ দ্বারা জানতে পারে যে, কিভাবে ঈসা মসীহের অনুসরণ করতে হবে? অধিকতর ভাল দৃষ্টান্ত কি এটাই নয় যে, তারা আপনার ঈমানের অনুসরণ করে? সতর্ক হোন যাতে আপনার ঈমানী প্রদর্শন বাগাড়ম্বর পূর্ণ জাগতিক মতবাদের দ্বন্দ্ব অথবা অন্য ধর্মীয় হতবুদ্ধিকর অবস্থার সাথে তালগোল পাকিয়ে না যায়। কেবল মাত্র সরলভাবে মসীহের অনুকরণ করুন এবং এতে অন্যরা আপনার অনুসরণ করবে।*

# কমিউনিষ্ট দেশগুলোঃ আন্ডারগ্রাউন্ড ঈসায়ী জামাত

৩০৭তম দিন

"তোমার সব ওয়াদা আমার জিভে কেমন মিষ্টি লাগে। তা আমার মুখে মধুর চেয়েও মিষ্টি মনে হয়।" (জবুর ১১৯ঃ১০৩ আয়াত)

**"কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াতগুলো সত্যই থাকবে, এমনকি শয়তানও যদি তার উদ্বৃতি করে।"**

মূলতঃ এই ধারণাটি ঈসায়ীদের বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দসকে উপহাস করার জন্য ব্যবহার হয়েছিল। এমন উপহাসের বিষয় তৈরী করা হয়েছিল যে, কোন আত্ম-সম্মান জাহিরকারী ব্যক্তিও তা বিশ্বাস করবে না। এই পরিকল্পনাটা চালিয়ে নেয়ার জন্য লক্ষ লক্ষ বই ছাপা হয়েছিল। The Comical Bible এবং The Bible for Belivers and Unbelivers নামে বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দসকে বিকৃত ও উপহাসের পাত্র বানানোর বই দুইটিও এর সাথে অন্তর্ভূক্ত।

বই দুইটিতে ঈসা মসীহকে নিয়ে কৌতুক করা হয়েছে। তাঁর মোজেজার কাজগুলি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। ঈসায়ীগণের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রেক্ষাপট নিয়েও উপহাস করা হয়েছে। কিন্তু সমালোচনাগুলো এতটাই ক্রোধের উদ্রেককর ছিল যে, কেহই এগুলোকে আন্তরিকতার সাথে নিত না। কিতাবুল মোকাদ্দস এর অগণিত আয়াত কমিউনিষ্ট মন মানষিকতার প্রতারণা মূলক বই-এ অন্তর্ভূক্ত করা হতো।

ছাপা হওয়ার সাথে সাথে আন্ডারগ্রাউন্ড জামাতের সদস্যগণ এই 'কমিক' বাইবেল/কিতাবুল মোকাদ্দসগুলো ছিনিয়ে নিত। এসব বইগুলোতে হাসি ঠাট্টা করার জন্য দেয়া কিতাবুল মোকাদ্দসের উদ্বৃতি গুলো যারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত সেই সব বস্তুবাদী লোকদের জন্য শূন্য গর্ভ হাসি-তামাশায় আনন্দের খোরাক হয়ে উঠত। খোদার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনকারী সরকার কর্তৃক ইহাতে যা ছাপা হতো, তার সবই ছিল আইন সম্মত।

বইগুলো পুনঃরায় ছাপানোর জন্য হাজার হাজার চিঠি পেয়ে প্রকাশক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। তারা দ্রুত গতিতে ছাপাখানায় গড় গড় শব্দ করে আরো অনেক কপি বই ছাপাত। তারা প্রায় জানতই না যে, প্রশংসা মূলক চিঠিগুলো আসত ঈসা-তে বিশ্বাসী আন্ডারগ্রাউন্ড জামাতের সদস্যগণের কাছ থেকে। ইহাতে এক সুক্ষ কৌশল বিদ্যমান ছিল। কমিউনিষ্ট দেশগুলোতে বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দস সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য বস্তু, ইহা ছাপানোও বেআইনী। তাই বাইবেলের আয়াত জামাতের সদস্যদের শিখানোর একটাই উত্তম পথ, তাহল কমিউনিষ্টদের বইগুলো থেকে কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াতগুলো শেখা যেতে পারে। এভাবে আন্ডারগ্রাউন্ড জামাতের সদস্যগণ কিতাবুল মোকাদ্দসের বিরুদ্ধে সমালোচনা মূলক, বিদ্রুপাত্মক বই থেকে উদ্বৃত আয়াতগুলো শিখত এবং সমালোচনা, টিটকারীর অংশটুকু পরিহার করত। এই কৌশল ব্যবহার করে কিতাবুল মোকাদ্দসের দুষ্প্রাপ্যতা সত্ত্বেও ঈসা মসীহের বিষয়ে শিক্ষা দেয়া সহজতর হয়ে উঠল।

*ধর্মীয় বাধা নিষেধ আরোপিত দেশ সমূহে কিতাবুল মোকাদ্দস পাঠানোর জন্য ইহা কি গুরুত্বপূর্ণ? একটা জাতিতে যেখানে কিতাবুল মোকাদ্দস সস্তা মূল্যে বিক্রয় হয় সে সব দেশে বাসকারী আমরা যারা আধ্যাত্মিক দুর্ভিক্ষের মধ্যে আছি তাদের অভিজ্ঞতাকে সত্যিকার ভাবে প্রশংসা করি না। পাক কালামের প্রতি তাদের আকাঙ্খাকে বুঝি না। যে সময় আমরা কফি-টেবিলে দেখানোর জন্য বাইবেলের স্তুপ করি ঠিক সেই সময়েই হয়ত সারা জামাতে একটা বাইবেল নিয়ে উচ্চরব হচ্ছে কোন কমিউনিষ্ট দেশে। যেখানে কোন কোন বাধা নিষেধ আরোপিত দেশের ঈমানদারগণ এক কপি কিতাবুল মোকাদ্দস পাচ্ছে না, সেখানে মুক্ত দেশগুলোর ঈসায়ীগণের নিকট বাইবেল জমা করে রাখা কি ভাল কোন বিষয়? যারা ইতোমধ্যে একালামের জন্য ক্ষুধায় কাতর তাদের কাছে ইহা পৌঁছে দেয়ার জন্য খোদা যেন আমাদের অন্তরে পাক কালামের জন্য ক্ষুধা জাগ্রত করে দেন। আজ আপনি চিন্তা করে দেখুন কিভাবে ধর্মীয় বিধি নিষেধ আরোপিত দেশে আপনি খোদার কালাম পৌঁছে দেবেন?*

৩০৮তম দিন

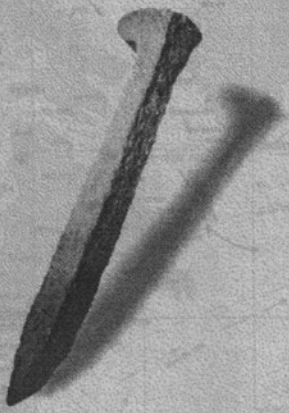

ঈসা মসীহের সাথে বন্ধুত্ব করা খুবই মূল্য সাপেক্ষ। ঈমান একা-ই আমাদেরকে রক্ষা করে কিন্তু আমাদের ঈমান'-রক্ষা কখনো একাকী হয় না। ইহা সব সময় হয় ঈসা মসীহের জন্য ত্যাগ স্বীকার দ্বারা।

-ইমাম রিচার্ড ওয়ার্মব্রাণ্ড

# সুদানঃ কুওয়া বশির

৩০৯তম দিন

**যদি আমি মারা যাই তাহলে আমি খুব খুশি হব, কারণ আমার মৃত্যু দ্বারা অন্যান্য ঈসায়ীগণকে আমার পথে চলার জন্য একটা দৃষ্টান্ত রেখে যেতে পারব।**

"কিন্তু ঈসায়ী হিসাবে যদি কেউ কষ্ট ভোগ করে তবে সে লজ্জা না পাক, বরং তার সেই নাম আছে বলে সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করুক।" (১ম পিতর ৪ঃ১৬ আয়াত)

কুওয়া বশির ছিলেন সুদানের একজন তরুন ইমাম। যখন তিনি ভয়াবহ অথচ অপ্রত্যাশিত সংবাদটা শুনলেন, তখন তিনি কিতাবুল মোকাদ্দস পাঠে ব্যস্ত ছিলেন। সময়টা ছিল ১৯৮৭ সাল। সুদানের মুসলিম সরকার জোরপূর্বক সুদানের ঈসায়ী অধ্যুষিত এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করেন।

মুসলিম সৈন্যরা সে এলাকার প্রত্যেক ঈসায়ীকে মুসলমান বানানোর দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে বশিরকে গ্রেফতার করে। ওরা বশিরকে কখনো যুব কল্যাণ কার্যক্রম সংগঠিত করতে এবং পুনঃরায় ঈসায়ী এবাদতখানায় যেতে দেয়নি। কিন্তু বশির ভীত হয়ে পড়েননি। তিনি জানতেন ইসলামিক শক্তি তার আত্মাকে স্পর্শ করতে সক্ষম হবে না।

যখন তিনি দ্বিতীয়বারের মত গ্রেফতার হন, তখন বশির সাক্ষ্য দেন যে "ঈসা মসীহ্ যেমন ক্রুশের উপর প্রাণ দিতে ভয় পান নি, তেমনি আমিও ভয়হীন ভাবে আনন্দের সাথে মৃত্যুবরণ করব।" তাকে গ্রেফতারকারী লোকটার কাছে তিনি খোদা তা'য়ালার নাজাতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাবলিগ চালিয়েই গেলেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে গুলি করে মারার হুমকি দিলেন। কিন্তু পরে তাকে গুলি করলেন না। এর পরিবর্তে বশির বার বার ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে অস্বীকার করায় তার হাতে এসিড ঢেলে দিয়ে কষ্ট দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হল।

কিন্তু বশিরের ঈসায়ী ঈমান অটল রইল। বর্তমানে তার এসিড দগ্ধ অক্ষম হাত সুদানের বংগা শ্বরণার্থী শিবিরে ঈসায়ী যুবকদের জন্য একটা জীবন্ত তবলিগী সাক্ষ্য হয়ে আছে। সেখানে এখন তিনি সুদান ও ইথিওপিয়ার সীমান্ত এলাকায় মসীহী সুসমাচার তবলিগ করে যাচ্ছেন।

*আমাদের জন্য বার্তা হল----- ঈসায়ী শহীদগণ তাদের নাটকীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বলে যান, আমাদের প্রতিদিনের জীবনের মধ্য দিয়ে আমাদের অবশ্যই মসীহী সুসমাচার অন্যদের সাথে শেয়ার করতে হবে। খোদার অনুগ্রহে আমাদের অবশ্যই একটা জীবন্ত তবলিগী সাক্ষ্যে পরিণত হতে হবে। ঈসা মসীহের জন্য জীবন ধারণ করার সুযোগ আমাদের প্রতিদিন রয়েছে। এরকম বলা হয় যে, "যা আমাদেরকে হত্যা করতে পারে না, তা আমাদেরকে শক্তিশালী করে। আমরা দুঃখকষ্ট ভোগের মধ্য দিয়েও বেঁচে থাকি, যাতে আমরা অন্যদের কাছে খোদার রহমতের কথা বলতে পারি। আপনার জীবন কি নির্যাতনের দ্বারা ক্ষত বিক্ষত হয়েছে? লজ্জিত হবেন না। আপনার নির্যাতনের ক্ষতগুলো আপনার তবলিগী সাক্ষ্য হয়ে থাক। তাদের সকলের কাছে আপনার কাহিনী বলুন, যারা আপনার অনুসরণীয় ঈমানকে দেখতে পায়।*

# রোমানিয়াঃ ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে

৩১০তম দিন

"চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ কর, পাবে; দরজায় আঘাত দাও, তোমাদের জন্য খোলা হবে।" (মথি ৭ঃ৭ আয়াত)

**যখন সোভিয়েত হানাদার বাহিনী রোমানিয়াতে আতংক ছড়াল, তখন রোমানিয়ার সন্তানগণ উষ্ণ আন্তরিকতা ও আত্মবিশ্বাসের প্রসন্নতার রেশ তাদের মুখমন্ডলে ধরে রেখে সোজা হেঁটে গেলেন রাশিয়ান সৈন্যদের কাছে ঈসায়ী সুসমাচার তবলিগ করতে।**

রাশিয়ান সৈন্যরা তাদের সাথে স্নেহের ব্যবহার করতেন এবং মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতেন। সৈন্যরা যুদ্ধে ব্যস্ত, তারা নিজেদের সন্তানদেরকে ফেলে এসেছেন প্রত্যেক সৈন্য-ই নিজেদের সন্তানদের বিষয়ে ভাবতেন, যাদের তারা বাধ্য হয়ে রাশিয়ায় ফেলে এসেছেন। তাই রোমানিয়ার ছোট বাচ্চাদেরকে তারা ভালবাসতেন।

অফিসার বালকটির দিকে একমুঠি চকলেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেনঃ "খোকা, চকলেট নাও।" বালকটি বললঃ "ধন্যবাদ স্যার। আমরাও আপনাদের জন্য উপহার নিয়ে এসেছি।" বালকটি তাদের জামার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ধর্মীয় প্রচার পত্র এবং রাশিয়ান ভাষার ইঞ্জিল শরীফ বের করল এবং অফিসারকে দিল।

সৈনিকেরা জিজ্ঞাসা করলেনঃ "এগুলো কি?"

মুখ ভর্তি চকলেট নিয়ে ছেলেটি বললঃ "ইহা সুসমাচারের বই।" সৈনিক প্রচার পত্রগুলো খপ্ করে ধরে নিলেন। একজন অফিসার বুঝতে পারলেন যে, প্রচার পত্রগুলো ধর্মীয় বিষয়ের এবং তিনি জানতেন এগুলো বিপদ ঘটাতে পারে। তিনি বালকটির প্রতি গভীর উদ্বেগের দৃষ্টিতে তাকালেন। যদি কোন প্রাপ্ত বয়স্ক লোক বালকটিকে দিয়ে ধর্মীয় প্রচার মূলক কাজ করিয়ে থাকে, তাহলে তাকে গ্রেফতার করতে হবে। তিনি ভাবলেন, কিন্তু এই বালকটি কি ক্ষতি করতে পারে?

উক্ত অফিসার যা জানে না তাহল এই শিশু সন্তানগণ শত শত তবলিগী প্রচারপত্র এবং পুস্তিকা সৈন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিয়েছে এবং অনেক রাশিয়ান সৈন্যকে খোদা তা'য়ালার পরিচয় লাভ করিয়ে দিতে সাহায্য করেছে। এই শিশুগণ অন্য একটা আধ্যাত্মিক যুদ্ধ ক্ষেত্রের "ক্ষুদে সৈনিক" হিসাবে তালিকা ভূক্ত হয়েছে।

যেখানে প্রাপ্ত বয়স্ক লোকেরা নিরাপত্তার সাথে তবলিগী কাজ করতে পারত না, সেখানে এই ক্ষুদে সৈনিকরা তবলিগের উন্মুক্ত প্রশস্ত দরজা দিয়ে প্রবেশ করে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছে।

*একজন আশাবাদী এবং একজন নিরাশাবাদীর মধ্যে পার্থক্য হল "পারব" এবং "পারব না"-র মধ্যে পার্থক্যের মত। ধর্মীয় বাঁধা নিষেধ আরোপিত দেশ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকৃত দেশ উভয় স্থানের বিশ্বাসীগণ তবলিগের ক্ষেত্রে রুদ্ধ দ্বার পদ্ধতির বিরোধী। কোন কোন দেশে কেউ এক কপি কিতাবুল মোকাদ্দস পাওয়ার অর্থ একটা কারাদন্ড পাওয়া। আমেরিকাতে "ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক" রাখার নীতি মাঝে মাঝে চরম আকার ধারণ করে। ঈসায়ী হিসাবে আমাদেরকে যেভাবে তৈরী করা হয়েছে সে অনুসারে মাঝে মাঝে আমরা যা বিশ্বাস করি না তা করতে গিয়ে খোদা তা'য়ালার সুযোগকে হারাই। উদাহরণ স্বরূপ যখন মোবাল্লিগগণ ধর্মীয় বাঁধা নিষেধ আরোপিত দেশে প্রবেশ করতে পারে না তখন পেশাদারী লোকগণ সেখানে ভর্তি হয়। আমরা জাতীয় ঈসায়ী কার্যকারীদের কাজে সমর্থন ও সাহায্য করতে পারি, যারা সেখানে স্থায়ীভাবে বাস করে। এভাবে দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এর মধ্য দিয়ে আপনিও তবলিগী কাজে হেঁটে যান।*

## সুদানঃ

৩১১তম দিন

"শিমোন-পিতর ঈসাকে বললেন, 'হুজুর, আমরা কার কাছে যাব? আখেরী জীবনের বাণী তো আপনারই কাছে আছে। আমরা ঈমান এনেছি আর জানতেও পেরেছি যে, আপনিই আল্লাহ্‌র সেই পবিত্রজন।'" (হউহোন্না ৬ঃ৬৮ আয়াত)

**যখন মাথার উপর প্রচন্ড আতংক জনক শব্দ শুনা গেল, তখন ২৩ জন ঈসায়ী ছাত্র বিরাট গাছটার ছায়ার নিচে কাঠের গুড়ির উপর বসে সবে মাত্র ইংরেজি শেখার আসর বসিয়েছিল। একটা উড়োজাহাজ স্কুল প্রাঙ্গণের উপর দিয়ে গর্জন করতে করতে চক্কর দিয়ে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ইসলামী জঙ্গীরা পাঁচটি বোমা ফেলল।**

ভয়ার্ত এবং আর্তনাদকারী ছাত্ররা তৎক্ষণাৎ দৌড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। দুইটি বোমা গ্রামের চারপাশে খনন করা শুকনো পরিখার মধ্যে পড়ল। অন্য একটি বোমা বিস্ফোরিত হতে পারল না।

দুর্ভাগ্য বশতঃ অন্য দুটি হাতবোম ভয়ার্ত ছাত্রদের মধ্যে পড়ল। বিস্ফোরণটা ছিল প্রচন্ড ভয়ানক উচ্চ শব্দের এবং বোমার ক্ষতিটা ছিল অচিন্তনীয়।

সোয়া নয়টার মধ্যে বোমা নিক্ষেপকারীরা চলে গেল। তারপর ভয়ানক বাস্তবতা শুরু হল। ছাত্ররা হতবুদ্ধিকর অবস্থায় স্কুলের প্রাঙ্গনে ছুটতে লাগল। তারা কাঁদতে লাগল। তাদের ক্ষত-বিক্ষত দেহ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল। তাদের বার জন ক্লাসমেট ছুটে আসল। বিস্ফোরণে নয় থেকে ষোল বছরের কেহই বাঁচতে পারেনি। তাদের প্রিয় শিক্ষক রোদা ইসমাইলও মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে নুড়ি পাথরের মধ্যে পড়ে রইলেন।

অন্য সাতজন বোমা হামলার পরবর্তী দিন কয়েকের মধ্যে তাদের জীবন হারালো এবং তিনজনের হাত কেটে ফেলতে হল।

পরের দিন ছাত্ররা নিয়ম মাফিক স্কুলে আসল। হতাশ স্কুল শিক্ষক তাদেরকে বাড়ি ফিরে যেতে বললেনঃ "আমি তোমাদেরকে বলতে পারছিনা আমরা আবার কখন ক্লাস শুরু করতে পারব, না কি কোন দিন পারব না।"

দশ বছরের এক বালক তার কাছে আসল এবং বললঃ "প্লিজ, আমাদের ক্লাস চালিয়ে যান। আমরা শিখতে চাই। খোদার যদি ইচ্ছা হয়, তাহলে হয়ত আমরা আজ মরব না।"

*জীবন একটা আড়াআড়ি রাস্তায় অবস্থান করে। আমরা সবাই সেই রাস্তার পথিক। চলতে থাকব এবং চলা থামিয়ে দেব এই দুই-এর মধ্যে আমরা দোদুল্যমানতায় থাকি। স্কুল বালকদের মত যারা ঈসা মসীহের অনুসরণ করে একদিন উপলব্ধি করেছিল, যে পথে তারা রয়েছে সে পথটি বিপদের সাথে যুদ্ধ করার পথ। হতাশ স্কুল শিক্ষকের মত অনেকেই বাড়ি ফিরে যেতে মন দেয়। (অর্থাৎ পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়) কবে আবার ঈসা মসীহের অনুসরণ করা যাবে, কিংবা আদৌ যাবে কিনা তা বলতে পারে না। এখনও স্কুলে পিটার এবং অন্যান্য শিষ্যরা টিকে রয়েছে। স্কুলের ছাত্ররা পিটারের জবাবের প্রতিধ্বনি তুললঃ "আমাদের ক্লাশ চলতে থাকুক।" যখন আমরা আমাদের কাজ ছেড়ে দিতে প্রলুব্ধ হই, তখন ইহা চলতে দিন। যখন ঈসা মসীহের অনুসরণ করা কঠিন মনে হয়, তখন চলাটা চালিয়ে যান। ঈসা মসীহের সাথে অঙ্গীকারের ক্রস রোডের মুখোমুখি হয়েছেন? তাহলে পথ চলা ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে শক্তিলাভের জন্য খোদা তা'য়ালার নিকট মুনাজাত করুন।*

# উত্তর কোরিয়াঃ একটি অনন্য সাক্ষ্য

৩১২তম দিন

"এই কথা বিশ্বাসযোগ্য এবং সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণযোগ্য যে, গুনাহ্গারদের নাজাত করবার জন্যই মসীহ্ ঈসা দুনিয়াতে এসেছিলেন। সেই গুনাহ্গারদের মধ্যে আমিই প্রধান।" (১ম তীমথিয় ১ঃ১৫ আয়াত)

**যখন তিনি ধীরে ধীরে সুস্থির হয়ে উঠলেন, তখন তার চোখ ধোয়াকে মানিয়ে নিল। তিনি তার জামাতের জন্য চিৎকার করে তার সম্বন্ধে জানতে চাইলেন, কিন্তু কেহই কোন জবাব দিলেন না।**

সেদিন সকালে যখন পুলিশ ঝড়ের বেগে হঠাৎ এসে উপস্থিত হল, তাদেরকে ঘিরে ফেলল এবং টাওন সেন্টারের দিকে মার্চ করে যেতে বাধ্য করল, তখন তিনি ১৯০ জন উত্তর কোরিয়ান ঈসায়ী ঈমানদার-এর একটা দলের সাথে ছিলেন।

জাতীয় নেতা দ্বিতীয় কিম সাং তাদের সামনে দাঁড়ালেন। নির্দয়, পাষন্ড একনায়ক স্কয়ারের কেন্দ্রের দিকে হেঁটে গেলেন এবং বর্শা দিয়ে একটা লাইন আঁকলেন তারপর আদেশ করলেন, 'যারা ঈসাকে অস্বীকার করে বেঁচে থাকতে চায় তারা এই লাইনটি অতিক্রম করুক।

কেহই পা বাড়িয়ে সামনে অগ্রসর হল না। উত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয়ে দ্বিতীয় কিম সাং এই গ্রুপটিকে একটা মাইনের সুড়ঙ্গে নিক্ষেপ করে ডিনামাইট ফাটিয়ে সবাইকে ধ্বংস করে দেয়ার আদেশ করলেন।

শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা ঈমানদার ব্যক্তিটি তাদের জামাতের আমীরের সান্ত্বনা দায়ক এবং উৎসাহ দায়ক বাণীগুলো স্মরণ করলেন। তিনিই একমাত্র বেঁচে আছেন এটা উপলব্ধি করে তিনি চিৎকার করে উঠলেনঃ "কেন খোদা? কেন আমাকে মরতে দিয়ে অন্যদেরকে বাঁচতে দিলে না?"

খোদা তা'য়ালা তৎক্ষণাৎ তার হৃদয় শান্তিতে পূর্ণ করে দিলেন এবং তিনি জানতেন যে, কোন একজন অবশ্যই বেঁচে থাকবেন এবং তাদের ঈসায়ী ঈমানের সত্যতার সাক্ষী হবেন। দ্বিতীয় কিম সাং-এর অনেকগুলো পাশবিক আক্রমনের এটাই ছিল প্রথম আক্রমন। ডিনামাইট বিস্ফোরনে একজনের বেঁচে যাওয়ার এই বীরোচিত ঘটনা দ্রুত উত্তর কোরিয়ার ঈসায়ী জামাতের ঈমানদারদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং এখনো এই কাহিনী তাদের মাঝে বলা হয়।

*এই কাহিনীর ঈমানদারদের মত অগ্নিযোদ্ধা যে সব ঈমানদার বিশ্ব বানিজ্য কেন্দ্রে সন্ত্রাসী হামলার মধ্যে বেঁচে ছিলেন তাদের ঈমানী সাক্ষ্যও নীরব ছিল না। যদিও তারা ব্যাখ্যা করে বুঝাতে পারেন না কেন তারা বেঁচে রয়েছেন এবং কেন তাদের সঙ্গীরা বাঁচতে পারে নি। তবুও তারা সুস্পষ্ট দেশপ্রেমিক, তারা জানে যে, যারা অন্যদের জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন, তাদের কাহিনী বলতে কিছু লোকের বেঁচে থাকা আবশ্যক। একজন ঈসায়ী হিসাবে এর চেয়েও মহত্তর টিকে থাকার গল্প বলার সুযোগ আপনার জীবনেও আসতে পারে। ঈসা ক্রুশে বেঁচে থাকেন নি। তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং তারপর ক্রুশীয় মৃত্যুকে পরাভূত করেছিলেন। তিনি তাঁর ভাগ্য পরীক্ষায় কেবল টিকেই থাকেন নি, তিনি বিজয়ী ও হয়েছিলেন। তিনি তাঁর পুনঃরথিত দেহে ফিরে এসেছিলেন তাঁর শিষ্যদের সেই কাহিনী শুনাতে, যাতে তারা দুনিয়াবাসীকে সেই কাহিনী শুনাতে পারেন। ঈসা অন্যদের বাঁচাতে নিজে মরেছিলেন। তাছাড়া মৃত্যু থেকে ফিরে এসে, দুনিয়াবাসীকে নাজাতের প্রস্তাব বিলিয়ে দিয়ে তিনি এখনো বেঁচে আছেন।*

# তাজিকিস্তানঃ মুনিরা

৩১৩তম দিন

"কালকের চিন্তা কালকের উপর ছেড়ে দাও। দিনের কষ্ট দিনের জন্য যথেষ্ট।" (মথি ৬ঃ৩৪ আয়াত)

**"আমি তোমাকে হত্যা করার পূর্বে তুমি পাঁচ মিনিট সময় পাবে। এখন বল কাকে তুমি বেঁছে নিবে,- তোমার পরিবারকে, না কি তোমার ঈসাকে?"**

মাস খানেক ধরে মুনিরা তার ঈসায়ী ঈমান গোপন রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার পরিবারকে খুব ভালবাসতেন এবং তাদেরকে কোন কষ্ট দেয়ার আকাঙ্খা তার ছিল না। কিন্তু যখন মুনিরার আব্বা তার বিয়ের বন্দোবস্ত করলেন, তখন তিনি তাদেরকে ঈসা মসীহের প্রতি তার ভালবাসার কথাটা জানালেন।

মুনিরা শেষ পর্যন্ত তার ঈমানী ওজনের দিকে ঝুঁলে পড়লেন। তিনি তার আব্বাকে জবাব দিলেনঃ "আমি অবশ্যই ঈসা মসীহ্-কেই বেছে নিব।"

তাজিকিস্তানের যে ইসলামিক পরিবেশে তিনি লালিত পালিত হয়েছেন তা প্রত্যাখান করে পরিবারের বিরুদ্ধে উঠে যাওয়ায় মুনিরার আব্বা তার লাবন্যময়ী কন্যার প্রতি খুবই রেগে গেলেন এবং দুই ঘন্টা ধরে তাকে প্রহার করলেন।

কিন্তু খোদা তার সমস্যায় হস্তক্ষেপ করলেন। একজন ঈসায়ী বন্ধু তাকে একটা সময়ের জন্য নিরাপত্তার মাঝে তুলে নিলেন। মুনিরা বললেনঃ "আমার এই সময় অতিবাহিত হওয়াকালীন অবস্থায় খোদা আমার প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা প্রকাশ করেছিলেন। অনেক মুনাজাতের পরে আমি জেনেছিলাম এই পর্যায়টা ছিল আমার প্রিয় পরিবারের সাথে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের সময়।

যখন মুনিরা বাড়ি ফিরে আসলেন, তখন তার আব্বা ব্যতিত প্রত্যেকেই খুশি হল। মুনিরার বাড়ি ফেরার পর তার আব্বার প্রথম কথাটি ছিলঃ "আমি তোমাকে ঘৃণা করি। বের হয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। আমার মেয়ে তিন মাস পূর্বে মারা গেছে।"

মুনিরা তার আব্বার পায়ের উপর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললেনঃ "আমার খোদা আমাকে তোমার কাছে ফিরে আসতে বলেছেন। আমি তোমাকে কখনো ছেড়ে যাবনা, এমনকি তুমি আমাকে প্রহার করলে এবং হত্যা করলেও আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।"

মুনিরার পিতা পিতৃস্নেহে ভেঙ্গে পড়লেন এবং মুনিরাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি মুনিরার নতুন ঈমানের জন্য তার রাগ প্রতাহার করলেন এবং তাকে বাইবেল কলেজে যাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানালেন।

*কিছু কিছু পাঠক এই কাহিনীতে এতটাই অভিভূত হয়ে পড়বেন যে, তারা পরবর্তীতে কি ঘটল তা জানতে কাহিনীর বাকী অংশ পড়তে অগ্রসর হবে। তারা একের পর এক অধ্যায় ছেড়ে যাবে অথবা বইয়ের প্রথম অংশে ফিরে যাবে। তাদের কেবল এতটুকুই জানতে হবে শেষ পর্যন্ত গল্পের মূল চরিত্রের বিজয় হয়েছে কিনা। তাদের দেখা প্রয়োজন সবকিছু পরিকল্পনা মাফিক সমাধা হয়ে কিনা। দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনি আপনার জীবনের কাহিনীর সামনের অংশ পাঠ করতে পারেন না। মুনিরার মত আপনাকে জীবনের কাহিনীর একটা অধ্যায় নিতে হবে। একদিনে একবার পড়ার জন্য। তার মত আপনিও ফলাফলে হতাশ হবেন না। আপনার বাধ্যতা আপনাকে কোথায় পরিচালিত করবে সে বিষয়ে কি আপনি উদ্বিগ্ন? পরবর্তী সময়ের জন্য খোদা আপনার জন্য কি পরিকল্পনা করেছেন আপনি কি তা খুঁজে পেতে চান? আপনার জন্য সবচেয়ে ভাল হবে, আজকে খোদার বাধ্য হওয়া এবং আগামীকালকে খোদার হাতে*

# মিশরঃ অরিজেন

৩১৪তম দিন

"আমি তোমাদের ভাই ইউহোন্না; ঈসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে একই কষ্ট, একই রাজ্য এবং একই ধৈর্যের ভাগী হয়েছি। আল্লাহ্‌র কালাম ও ঈসার সাক্ষী প্রচার করেছিলাম বলে আমাকে পাটম দ্বীপে নিয়ে রাখা হয়েছিল।" (প্রকাশিত কালাম ১ঃ৯ আয়াত)

**"ওরা আমাদের সম্পদ পুড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু ওরা আমাদের হৃদয় থেকে ঈসা মসীহকে পুড়াতে পারেনি।"**

অরিজেন খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিশরে ঈসায়ী জামাতের একজন মোয়াল্লেম ছিলেন। সেই সময়ে ঈসায়ী জামাত ভীষণ অত্যাচারের শিকার হয়। অরিজেন মেয়েদের পিছনে ঘুরে ঘুরে অথবা তার বন্ধুদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে সময় নষ্ট করতেন না।

যারা তার আব্বাকে হত্যা করেছিল, সেই সন্ত্রাসীদের পিছনে যাওয়ার পরিবর্তে অরিজেন নির্যাতিত ঈসায়ী জামাতের একজন সঙ্গী হওয়া পছন্দ করে নিলেন। যাদেরকে তাদের ঈসায়ী ঈমানের কারণে গ্রেফতার করে আদালতে নিয়ে যাওয়া হতো, তাদের উৎসাহ প্রদান করে ঈমানকে মজবুত করার কাজে তিনি সময় ব্যয় করতেন। যখন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হতো, তখন তিনি তাদেরকে চুমু খেতেন। এমনকি তিনি জেলখানায় পরিদর্শনে গিয়ে ঈসায়ী বন্দীদেরকে উৎসাহ দিতেন।

কিন্তু দোষী সাব্যস্ত ঈসায়ীদের প্রতি তার সহানুভূতির কারণে নিজে বড় ধরণের বিপদের মধ্যে পড়লেন। ঈসায়ী জামাতের প্রতি তার প্রভাবের কারণে তার বাড়ির চারপাশে সেনা মোতায়েন করা হল। তার অনেক শত্রুছিল এবং তার প্রতি তাদের ক্রোধ দিন দিন উত্তপ্ত হতে থাকল।

এর ফলশ্রুতিতে তাকে জোর পূর্বক শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য করা হল। তিনি এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে চলে যেতে থাকলেন তার জীবনের উপর অনেক হুমকি আসতে ছিল। কিন্তু ইহুদী জাতির ঈমানী দৃষ্টান্তের দ্বারা তার উদ্দীপনা মূলক শিক্ষা দেয়ার কারণে তিনি নির্যাতিত ঈমানদারগণের সঙ্গী হলেন। এমনকি তিনি ধর্ম গ্রন্থের হস্ত লিখিত পান্ডুলিপি তৈরী করার চাকরীও নিলেন।

তার আশ্চর্যজনক মনোভাব তার কোন কোন শত্রুকেও ঈসা মসীহের কাছে নিয়ে এল। যাহোক, পরিশেষে তিনি জেলখানায় বন্দী হলেন, নির্যাতিত হলেন। তাকে হত্যা করা হল।

*যারা ঈসায়ী ঈমানের কারণে নির্যাতিত, তাদের সঙ্গী হওয়ার অর্থ কি? লোকজন তাদের বন্ধু হয় না, কারণ তারাও ঠিক একই রকম অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ধর্মীয় বাঁধা নিষেধ আরোপিত দেশ সমূহের ঈমানদার ভ্রাতা-ভগ্নীদের অবস্থা থেকে হয়তবা আমরা সম্পূর্ণ আলাদা পরিস্থিতিতে রয়েছি। তথাপি এখনও আমরা তাদের বন্ধু হতে পারি। বাহ্যিক দূরত্ব আমাদেরকে বন্ধুত্ব গড়তে দেয় না। কিন্তু ব্যক্তিগত আত্মনিয়োগ আমাদের বন্ধুত্ব স্থাপন করতে দেয়। অবিচলিত সমর্থন, মুনাজাত এবং আমাদের অন্তরের মত তাদের চিন্তা করা আমাদেরকে সব ব্যবধান কাটিয়ে একত্র করে দেয়। যারা ঈসা মসীহের সুসমাচারের জন্য নির্যাতিত, অরিজেন-এর মত আমরা কি তাদের সাথে সহমর্মিতায় নিজেদেরকে তাদের পাশে দাঁড় করাচ্ছি? যখন আমরা মুনাজাতের আহ্বান সম্বলিত ঈসায়ী শহীদগণের কণ্ঠস্বর শুনি তখন কি আমরা আমাদের সত্যিকার বন্ধুর মত তাদের কান্নার প্রতি মনোযোগ দেই?*

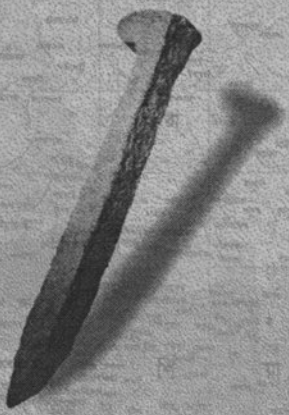

তাঁর সাথে, আমার প্রেমময় মাবুদের সাথে প্রত্যেক জায়গাতেই আমি ভাল থাকব। তাঁর সাথে থেকে আমি ভূগর্ভস্থ্য অন্ধকার কারা-প্রকোষ্ঠেও আলোক পাই। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম, আমাকে সেই স্থানে রাখতে যেখানে আমাকে রাখা প্রয়োজন। আমার বাহ্যিক মনুষ্যের জন্য যেখানে অধিকতর ভাল সেখানে নয়, বরং যেখানে আমি ঈমানী ফল প্রসব করতে পারি আমাকে সেখানে রাখতে অনুরোধ করেছিলাম। ইহাই ছিল আমার আহ্বান।

-এই বাণীটি রাশিয়ান ইমাম পি, রোমাৎশিক এর।
যখন তিনি পনের বারের মত বন্দী হন
তখনকার একটা চিঠি থেকে এ অংশটুকু নেয়া হয়েছে।

# জার্মানী ঃ ডাইয়েট্রিক বন হোফার

৩১৬তম দিন

"আমার জন্য সবাই তোমাদের ঘৃণা করবে, কিন্তু কোনমতেই তোমাদের একটা চুলও ধ্বংস হবে না। তোমরা স্থির থাকলে তোমাদের সত্যিকারের জীবন পূর্ণতা লাভ করবে।" (লূক ২১ঃ১৭-১৯ আয়াত)

**যখন চল্লিশ বছর বয়স্ক ডাইয়েট্রিক বন হোফার খোদার জামাতের একজন পরিচর্যাকারী হওয়ার আকাঙ্খার কথা ঘোষণা করলেন, তখন তার সম্পদশালী পরিবার জামাতের সমালোচনা করল। ডাইয়েট্রিক তাদের বললেন যে, তিনি জামাতের সংস্কার করবেন।**

একুশ বছর বয়সে লেখা তার "The Communion of Saints" নামের গবেষণামূলক প্রবন্ধ একটা 'ধর্মতত্বের মোজেজা' হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিল। একজন দায়িত্ব প্রাপ্ত জামাতের বেক হিসাবে, ধর্মতত্বের একজন প্রফেসর হিসাবে এবং একজন লেখক হিসাবে বন হোফার ঈসায়ী জামাতের প্রত্যেক বিতর্কিত এবং প্রচলিত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করেছিলেন।

১৯৩৩ সালে যখন এডলফ হিটলার জার্মানীতে ক্ষমতায় আসেন, তখন ইহুদী উত্তরাধিকার সূত্রে ঈসায়ী জামাতের পরিচালনার অধিকার হিটলারের ইহুদী বিদ্বেষ নীতির একটা হিসাবে গ্রহণ করা হল এবং জামাতের পরিচালনার অধিকার অস্বীকার করা হল। তখন কেবলমাত্র বনহোফার প্রকাশ্যে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে খোলাখুলি কথা বললেন এবং এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেয়ার পক্ষে কথা বললেন।

বক্তৃতা এবং প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে বন হোফার মন্দ নাৎসীবাদের বিরোধীতা করেন এবং প্রমান করেন যে, ঈসায়ী জামাত "ইহুদীর পক্ষে বলা কণ্ঠস্বর নয়"।

১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাসে বন হোফার কে "Subversion of The Armed Forces" (স্বশস্ত্র বাহিনীর ধ্বংস) বইটির জন্য গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু জেলখানায় থাকাকালীন সময়েও তিনি তার লেখনি চালিয়ে গেলেন। তিনি লিখলেনঃ "যখন প্রতিবাদে চিৎকার করা উচিত ছিল, তখন ঈসায়ী জামাত নীরব ছিল।"

১৯৪৫ সালে বন হোফারকে ফ্লোসেনবার্গের বেসামরিক বন্দী শিবিরে স্থানান্তর করা হল। সেখানে তাকে ৯-ই এপ্রিল তারিখে, অন্য ছয়জন বন্দীর সাথে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। ক্যাম্পের ডাক্তার তাকে পর্যবেক্ষণ করলেন। ফাঁসিতে ঝুলানোর আগে তিনি হাঁটু গেড়ে বসে মুনাজাত করলেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, "খোদার ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত হয়ে তার মত মৃত্যুবরণ করা লোক আমি কমই দেখেছি।"

*এরকম বলা হয় যে, "যদি আমরা কোন কিছুর সমর্থনে না দাঁড়াই, তাহলে আমরা নিশ্চিত ভাবে অন্য কিছুর দ্বারা পতিত হব। এরকমটা হয়েছিল নাৎসী জার্মানীতে। খ্রীষ্টিয় দেশগুলো ঈসায়ী জামাতের ইতিহাসের তীরে মন্দশক্তির ঢেউয়ের উপর ঢেউ আঘাত হানার সময় জামাত নীরব ছিল, ঈসায়ীত্বের বিরুদ্ধে নিয়োজিত শক্তির বিপক্ষে কথা বলার জন্য কেউ উঠে দাঁড়াল না, বন হোফার-এর চিৎকার পরাভূত হল। এই রকম ইস্যূতে নিরব থেকে কি আমরা বলতে পারি যে, আমরা সত্যের পক্ষে ওকালতি করছি? এই সব ইস্যূতে আমাদের নিরবতার সংকেত কি ধর্মীয় বিধি নিষেধ আরোপিত দেশগুলোতে ঈসায়ীদের উপর নৃশংস অত্যাচারের প্রতি আমাদের নীরব সম্মতি প্রকাশ পাচ্ছে না? একজন সত্যের পক্ষের সমর্থক অবশ্যই ঈমানে কঠোরভাবে সোজা সত্যের সমর্থনে সামনে এগিয়ে আসবে। অন্যথায় আমরা মসীহের পক্ষে দাঁড়াব কি দাঁড়াব না এই সিদ্ধান্ত করার সময় "অন্য কিছু দ্বারা পতিত হওয়ার" ঝুঁকি আসবে আমাদের জীবনে।*

# রোমানিয়াঃ সাবিনা ওয়ার্মব্রাণ্ড

৩১৭তম দিন

"মাথা রক্ষার জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া নাজাত মাথায় দিয়ে পাক-রূহের ছোরা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালাম গ্রহণ কর।" (ইফিষীয় ৬ঃ১৭ আয়াত)

ভোর পাঁচটায় দরজায় ধাক্কা দেয়ার শব্দ শুনা গেল এবং তৎক্ষণাৎ জানলেন যে, পুলিশ হানা দিয়েছে। সাবিনার স্বামী জেলখানায় বন্দী হয়ে আছেন এবং তিনি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন এইভেবে যে, যদি তাকেও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে একমাত্র অল্প বয়সী ছেলেটার কি হবে? তাই যখন রোমানিয়ান পুলিশ হঠাৎ সেদিন ভোরে বাসায় হানা দিল এবং চেঁচামেচি করতে থাকল, বাড়িতে অতিথি লোকটাকে ভয় দেখাতে থাকল, তখন সাবিনা নীরবে মুনাজাত করলেন এবং তাকে ও তার পরিবারকে খোদার হস্তে সমর্পণ করলেন।

পুলিশ দাবী করে বললঃ "সাবিনা ওয়ার্মব্রাণ্ড! আমরা জানি তুমি এখানে অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছ। আমাদেরকে বল, কোথায় তোমার অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছ?" সাবিনা কিছু বলার পূর্বেই তারা সবকিছু তছনছ করল, ট্র্যাঙ্ক খুলে ছুঁড়ে মারল, টেবিলের ড্রয়ার খুলে মেঝেতে কাগজ পত্র ছড়াল। ওরা চিৎকার করে চেঁচিয়ে উঠলঃ "তার মানে তুমি আমাদেরকে দেখাবেনা কোথায় অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছ? আমরা এই জায়গাটাই ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলব।"

সাবিনা নীরব থাকার চেষ্টা করলেন এবং সহজ ভঙ্গীতে বললেনঃ "এই বাড়িতে আমাদের কেবল একটাই অস্ত্র রয়েছে। এইতো সেই অস্ত্র।" সাবিনা ওদের পায়ের নিচ থেকে একটা কিতাবুল মোকাদ্দস তুলে দেখালেন।

অফিসার জবাব দিলেনঃ "যদি আমাদের কাছে সত্যি না বল, তাহলে তোমাকে এই অস্ত্রগলো সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ দিতে আমাদের সাথে থানায় যেতে হবে।"

সাবিনা কিতাবুল মোকাদ্দসটি টেবিলের উপর তুলে ধরে জবাব দিলেনঃ "প্লিজ, আমাকে কয়েক মিনিট মুনাজাত করার অনুমতি দান করুন। তারপর আমি আপনাদের সাথে যাব।"

যখন তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল, তখন তিনি তার হারিয়ে যাওয়া অস্ত্র অর্থাৎ কিতাবুল মোকাদ্দস-এর জন্য বিলাপ করলেন, আবার একটু পর তিনি সান্ত্বনা পেলেন এই ভেবে যে, এই কিতাবের আয়াতগুলো তার অন্তরে লুকানো আছে। সেখান থেকে সে গুলো বের করে ওরা বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না।

*কেবলমাত্র একটা অস্ত্রের তালিকা বর্ণনা করা হয়েছে যাকে সাধারণভাবে 'খোদার বর্ম' হিসাবে উল্লেখ করা হয়। কিতাবুল মোকাদ্দসে ইফিষীয় কিতাবে পৌল ঈসায়ী ঈমানের আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। তিনি অস্ত্রগুলোকে উপস্থাপন করেছেন----- ধার্মিকতার বুকপাটা, বিশ্বাসের ঢাল, নাজাতের শিরস্ত্রাণ, আত্মার খড়্গ..... ইত্যাদি উপমায়। যাহোক তিনি কেবলমাত্র একটা অস্ত্রের বিষয়ে উৎসাহিত করেছেন, তাহলঃ 'খোদার কালাম'। ইহা বাছাই করে নেয়া অস্ত্র। যেমন একজন প্রাচীনকালের সৈনিক তার তলোয়ারে নির্ভর করতেন, তেমনি আমাদের অবশ্যই দুই দিকেই সমান ধার দেয়া অস্ত্র 'খোদার কালাম' এর উপর নির্ভর করতে হবে এবং এ অস্ত্র দিয়ে আমাদের নিরাপত্তার পথকে পরিস্কার করতে হবে। দুঃখজনক বিষয়, অনেক ঈসায়ী প্রতিরক্ষাহীনভাবে রূহানী সংগ্রামে এই অস্ত্র ফেলে রাখে। তারা কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াত মুখস্থ করে না। যে রকমভাবে সাবিনা ওয়ার্মব্রাণ্ড মুখস্থ করে হৃদয় মধ্যে এই অস্ত্র লুকিয়ে ছিলেন। তারা ইহার শক্তিকে তুলে ধরতে অক্ষম। আপনি আজকেই আপনার এই রূহানী অস্ত্র হাতে তুলে নিন।*

## রোমানিয়া ঃ ডায়না এবং ফ্লোরা

৩১৮তম দিন

"আল্লাহ্ যে দুঃখ দেন তাতে গুনাহ্ থেকে মন ফেরে এবং তার ফলে নাজাত পাওয়া যায়, আর তাতে দুঃখ করবার কিছু থাকে না। কিন্তু দুনিয়ার দেওয়া দুঃখ মানুষের মৃত্যু ডেকে আনে।" (২য় করিন্থীয় ৭ঃ১০ আয়াত)

**ডায়নার বয়স যখন মাত্র উনিশ বছর, তখন তার আব্বাকে ঈসায়ী বিশ্বাসের কারণে জেলখানায় পাঠানো হয়। সে এবং তার বোন ফ্লোরার উপর তাদের পরিবারের পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। কিন্তু তার আব্বা রাজবন্দী এই কারণে ফ্যাক্টরীতে তাদের যে চাকরী ছিল তা হারাতে হয়।**

বাড়িতে এক অসুস্থ্য আম্মা এবং ছোট চার ভাইকে নিয়ে ডায়না এবং ফ্লোরা হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। তাই যখন একজন যুবক তাদের একটা কাজের পারমিট দেয়ার আশ্বাস দিল তখন তারা আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে সেই প্রস্তাবে রাজি হল। ডায়না তার সাথে ডিনারে মিলিত হল। সেখানে সে ডায়নাকে প্রচুর পরিমানে মদ পান করাল এবং তার সতীত্ব নাশ করল। পরে সে তাকে কিছু টাকা দিল। এভাবে টাকা দেয়া এবং ওকে ভোগ করা একটা নিয়মে পরিণত হল, কিন্তু একটা কাজের পারমিট করে দেয়ার কোন কথা বলল না। ডায়না যুবকটার টাকা গ্রহণ করল, কারণ সে খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিল।

ডায়না তার পরিবারের ভরণ পোষনের জন্য এই দেহ ব্যবসার কাজ চালিয়ে গেল। তারপর তার বোন ফ্লোরাও এই কাজে জড়িয়ে পড়ল এবং তারা একত্রে লজ্জা জনক কাজ চালিয়ে গেল।

যখন তারা তাদের আম্মার মুখের দিকে তাকাল, তখন তারা বললঃ "তুমি কিভাবে আমাদেরকে ক্ষমা করলে? আমরা ভেবেছিলাম আমরা ঘৃণিত হয়ে পড়েছি।"

আম্মা তাদেরকে সান্ত্বনা এবং ভালবাসার বাক্য শুনালেনঃ "তোমরা যা করেছ তাতে তোমাদের লজ্জা অনুভব করা উচিৎ, তাই তোমরা এতে লজ্জা অনুভব করেছ। কিন্তু তোমাদের এই পাপ বোধ ও লজ্জার অনুভূতি তোমাদেরকে এক ধার্মীকতার আলোর দিকে ধাবিত করেছে। স্মরণ কর, ঈসা মসীহ্ ব্যভিচারী মহিলাকে ক্ষমা করেছিলেন।"

*আমাদের পাপের জন্য দুঃখিত হওয়া এবং আমাদের নিজেদের জন্য দুঃখ অনুভব করা দুটো আলাদা জিনিস। অনেক মানুষ যারা দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করে তারা নিজেদের জন্য দুঃখ অনুভব করে। তারা সকলেই তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য অন্যদের দোষারোপ করে। এই কাহিনীর মেয়ে দুটি কিভাবে তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য তাদের আব্বার ভুলকে দোষারোপ করে? "যদি তিনি একজন ঈসায়ী না হতেন, তাহলে তিনি গ্রেফতার হতেন না এবং আমরা এই কঠিন সংকটে পড়ে লজ্জাজনক পাপে জড়িয়ে পড়তাম না।" মেয়ে দুইটি কি এরকম কথা বলবে? তথাপি তারা তাদের সত্যিকারের লজ্জা নিয়ে তাদের আম্মার কাছে গিয়েছিল এবং তাদের ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতার জন্য এবং পাপ কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল এবং তারা ক্ষমা পেয়েছিল। আপনি কি আপনার দুঃখকষ্ট ভোগের জন্য দুঃখ অনুভব করতেছেন? নিজেকে পর্যবেক্ষণ করুন। ইহা দ্রুত আপনাকে অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত করতে পারে। তাই পরিস্থিতির চাপে পাপে জড়িত হয়ে পড়লে লজ্জিত এবং অনুতপ্ত হোন, পাপ কাজ ছেড়ে দিন, ঈসা মসীহ্ আপনাকে ক্ষমা করবেন।*

## সৌদি আরবঃ ইমাম ওয়ালি, একজন ফিলিপীয়ান কর্মী

৩১৯তম দিন

"কারণ তিনি তাঁর দূতদের তোমার বিষয়ে হুকুম দেবেন যেন সব অবস্থায় তাঁরা তোমাকে রক্ষা করেন। তাঁরা হাত দিয়ে তোমাকে ধরে ফেলবেন। যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।" (জবুর ৯১ঃ১১-১২ আয়াত)

**তিনি ছিলেন সৌদি আরবে এমন একজন তালিকা ভূক্ত অপরাধী, যাকে গ্রেফতার করতে সৌদি পুলিশ সবচেয়ে বেশি ইচ্ছা পোষণ করে আসছিল। ডাকাতি, খুন অথবা ধর্ষণ করার অপরাধে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে চাইত না। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে চাইত, কারণ তিনি ঈসায়ী ইমাম হয়েছিলেন। সৌদি আরবের রাজধানীতে একটা বৃহৎ গোপন ঈসায়ী জামাতের পরিচালনা করেছিলেন।**

কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই ইমাম ওয়ালিকে তার বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তিনজন মানুষের সাথে তাকে একটা কক্ষে ঢুকানো হল এবং সেখানে তাকে থাপ্পর মারা হল, লাথি মারা হল এবং ঘুষি মারা হল। সবচেয়ে মন্দ যে আচরণ তার সাথে করা হয়েছিল, তা হল তার পায়ের পাতায় চাবুক মারা হল। যখন চাবুক মারা হচ্ছিল তখন তার শরীরটা তার হাত এবং তার পা বেগুনে বর্ণ হয়ে গেল। যন্ত্রণার মধ্যে নির্যাতনকারী লোকটা ইমাম ওয়ালিকে দাঁড়াতে আদেশ করলেন। তিনি তাদেরকে বললেনঃ "আমি দাঁড়াতে পারি না।" তার পায়ের প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চিতে আঘাতের ক্ষত ফেটে উঠেছিল। তার শরীরের ভার বহন করার কোন সামর্থ তার পায়ে ছিল না। তিনি তাদেরকে মিনতি করে বললেনঃ "দয়া করে আমাকে হাঁটু গেড়ে বসে মুনাজাত করতে দিন।" নির্যাতনকারীরা তার এই কাকুক্তিকে প্রত্যাখান করল।

তিনজন লোক তাকে প্রহার করার সময় ইমাম ওয়ালি তাদের জন্য মুনাজাত করলেন। তার মুনাজাত তাকে যবুর শরীফের একটি আয়াত মনে করিয়ে দিলঃ "কারণ তিনি তার ফেরেস্তাগণকে তোমার বিষয়ে হুকুম করবেন, যেন তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করেন। তাহারা তোমাকে হস্তে তুলে নিবেন, যাতে তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না লাগে।" তার পায়ের অবস্থা প্রহারের ফলে খুবই খারাপ হওয়া সত্ত্বেও ওয়ালি এই আয়াতটি মনে পড়ার সাথে সাথে লোকদের সামনে সোজা উঠে দাঁড়ালেন। এত আঘাতের পরেও তিনি উঠে দাঁড়াতে পারলেন, এটা দেখে তারাও মনে একটা শক্ত ধাক্কা খেল। ইমাম ওয়ালি পরে বলেছিলেনঃ "আমি খোদার ফেরেস্তার হাতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছি। ওরা খোদার ফেরেস্তাকে দেখতে পারে নি, কিন্তু আমি অনুভব করছিলাম, আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে ফেরেস্তাগণ আমাকে সাহায্য করতেছিল।"

*কিছু কিছু মানুষকে মনে হয় তাদের অভিভাবক,- ফেরেস্তাগণ তাদেরকে অতিরিক্ত সময়ের দিকে পাঠিয়েছেন। ইমাম ওয়ালির মত তারা প্রতিনিয়ত মসীহের উপর নির্ভর করেছেন এক শক্তিশালী প্রার্থনার দ্বারা, এক মসীহী আত্মার দ্বারা। এখনও আমরা কল্পনা করতে পারি যে, কিছু পথ প্রদর্শক ফেরেস্তা তাদের উপর অর্পিত কাজে সাহায্য করেছিল সেই সব ঈসায়ীগণকে, যাদের খোদার রাজ্যের জন্য কিছুই করার ছিল না। মাঝে মাঝে আমরা খোদার ফেরেস্তার হাতে ভর করে দাঁড়াই, ঈসা মসীহের প্রতি আরো বাধ্য হওয়ার জন্য। আমরা কি আমাদের কার্যক্ষেত্রে এই প্রকার উষ্ণ আগ্রহের জন্য শরীরের ঘাম ঝরাই? আমাদের বাড়িতে? আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে? আজকে ঈসা মসীহের পক্ষে উঠে দাঁড়াবার জন্য যেখানেই আমরা ইহাকে কঠিন হিসাবে দেখতে পাই, সেখানেই যেন খোদার কাছে তার ফেরেস্তাদেরকে আমাদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করার জন্য মিনতি করি।*

# ফিলিপীঃ পৌল এবং সীল

৩২০তম দিন

"তোমার সত্যে আমাকে পরিচালনা কর আর আমাকে শিক্ষা দাও, কারণ তুমিই আমার উদ্ধারকর্তা আল্লাহ্; সব সময় তোমার উপরেই আমি আশা রাখি।" (জবুর ২৫ঃ৫ আয়াত)

**পৌল বলেছেনঃ "সে আমাকে বলেছিল, মেসোডনিয়ার উপর দিয়ে এসো এবং আমাকে সাহায্য করো।"**

সীল জবাব দিলেনঃ "তুমি কি বিশ্বাস কর ইহা খোদায়ী স্বপ্ন?" "হ্যাঁ আমি বিশ্বাস করি।"

সীল মৃদু হাসলেন এবং জবাব দিলেনঃ "তাহলে আমরা মেসোডনিয়াতে যাচ্ছি।"

যখন তারা ফিলিপী পৌঁছালেন, একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী ধর্মান্তরিত হয়ে ঈসা মসীহ্‌কে গ্রহণ করলেন। সত্যি তারা খোদার কালাম সঠিকভাবে শুনেছিলেন এবং তারা পৌলের পরিচালনা অনুসরণ করেছিলেন।

গন্ডগোলকারী জনতার প্রধান ব্যক্তিটি চেঁচিয়ে উঠলঃ "এইতো এখানে" পূর্বেই পৌল এবং সীল জানতেন যে কি ঘটতে যাচ্ছে----- তাদেরকে ধরে শহরের বিচারকর্তার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। তাদের নাজাতের বার্তা দ্বারা শহরে শান্তি নষ্ট করার অভিযোগ তোলা হল পৌল এবং সীল-এর বিরুদ্ধে। প্রধান বিচারক তাদের সম্মুখে রাগে কাপড় ছিঁড়ে ফেললেন, তাদেরকে লোহার রড দিয়ে প্রহার করার আদেশ করলেন এবং জেলখানায় বন্দী করে রাখলেন। সে রাতে রক্তাক্ত, ক্ষত বিক্ষত এবং পায়ে লোহার বেড়ি অবস্থায় পৌল এবং সীলের এরকম ভাবার অধিকার ছিল যে, খোদা তাদেরকে ভুল পথে চালিত করেছে। কিন্তু "কিভাবে খোদা আমাদের উপর এরূপ ঘটতে দিলেন? কখনো এ প্রশ্ন উঠতেই পারেনি। এর পরিবর্তে মধ্যরাতে তারা গান গাইতেছিলেন। তারা জানতেন, খোদা তাদের ছেড়ে যাবেন না।

পৌল এবং সীল তাদের একত্র সফরে খোদার দিক নির্দেশনা অনুসরণ করা চালিয়ে গেলেন। পরিশেষে সীল করিন্থীয় জামাতের ইমাম হয়েছিলেন। এই দুজন লোক খোদার পরিচালনা অনুসরণ করতেন এবং উভয়েই ঈসায়ী ঈমানের কারণে শহীদ হয়েছিলেন।

*যদি আমাদের জীবনের জন্য কেবলমাত্র খোদার ইচ্ছা আমাদের স্বপ্নের মধ্যে আসত! যদি কেবলমাত্র তাঁর পরিকল্পনাগুলো আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে পরিচালিত করত! আমাদের জন্য অধিকতর ভাল হতো, যদি একদম কি করতে হবে তা একটা কণ্ঠস্বর আমাদেরকে বলে দিত। তথাপি দেখতে সুন্দর মনে হলেও এই রকম সরাসরি নির্দেশনা প্রদর্শনের পদ্ধতি ঈমানী উপাদানগুলোকে একত্রে শাসন পরিচালনা করতে পারত না। যখন আমরা আমাদের জীবনের নির্দেশনার সিদ্ধান্ত নিতে থাকি তখন খোদা আমাদেরকে তার পরিচালনার মানচিত্রে নির্ভর করাতে চান। পৌল এবং সীল আসলে সঠিকভাবে জানতেন না ফিলিপীতে কি ঘটবে। তারা কেবলমাত্র জানতেন যে, খোদা তাদেরকে সেখানে যেতে বলেছেন। যখন খোদা আপনার সাথে কথা বলতে থাকেন তখন আপনি হয়ত তা জানেন না। কিন্তু আপনি কি কোন উপায়ে তার অনুসরণ করতে ইচ্ছুক হতেছেন? আপনি খোদার পরিকল্পনার জায়গায় যেতে পারবেন না, যদি না আপনি সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর উপর নির্ভর করেন।*

## সৌ দি আ র ব ঃ ই মা ম ও য়া লি

৩২১তম দিন

**ইমাম ওয়ালি মুনাজাত করলেনঃ "মাবুদ এখানে আজকের রাত্রিতে কিছু একটা ঘটতে পারে। কিন্তু আমার প্রাণ হরণ করতে তাদেরকে তুমি অনুমোদন দিও না।"**

"আর আল্লাহ্‌র থাকবার ঘরে প্রতিমার স্থান কোথায়? আমরা তো জীবন্ত আল্লাহ্‌র থাকবার ঘর।"

(২য় করন্থীয় ৬ঃ১৬ আয়াত)

যখন প্রহার চলতে থাকত, তখন ইমাম ওয়ালি তার উপর অত্যাচারকারী সৌদি লোকটার জন্য দোয়া চালিয়ে যেতেন। তার মুনাজাতের মধ্যে কিতাবুল মোকাদ্দসের আয়াত বিদ্যমান থাকত, যেখানে বলা আছে, 'আমাদের দেহ রুহুল কুদ্দুসের এবাদতখানা'। ওয়ালি মুনাজাত করতঃ "মাবুদ তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাকে তোমার এবাদতখানা হওয়ার অনুমোদন দান করেছ, এ জন্য তোমার শোকরিয়া জানাই। আমি বিশ্বাস করি যে, তুমি যাকে তোমার এবাদতখানা বানিয়েছ, তাকে তুমি ধ্বংস হতে দিবে না। তুমি একটা এবাদতখানা চাও, যা গৌরবান্বিত হবে, যা তোমার মহিমার নূরে উদ্ভাসিত হবে। আমি আমার দেহের পুনঃসুস্থির অবস্থা ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানাচ্ছি। মাবুদ আমার উপর অত্যাচারকারীগণ কি করে তাতে কিছু যায় আসে না। আমি মুনাজাত করি যে, যখন আমি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ্য হয়ে উঠব, তখন তুমি সব দিক দিয়ে গৌরবান্বিত হবে। এই অত্যাচারকারী লোকটা আমার শরীরে যে নির্যাতনের চিহ্ন এঁকে দিয়েছে তা লোকজন আর দেখতে আসবে না।"

ইমাম ওয়ালি ফিরে আসলেন। জেলখানায় তার হাত এবং পা চূর্ণ বিচূর্ণ করা হয়েছিল এবং ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। যখন এই ঈসায়ী-র উপর নির্যাতন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন নির্যাতনকারীরা ইমাম ওয়ালিকে তার কক্ষে ফিরিয়ে আনল।

ওয়ালি ঘন্টাব্যাপী মুনাজাত করলেন, তারপর তিনি একটা পূর্ণ ঘুম দিলেন এবং তিনি খোদার উপস্থিতি এবং সুস্থ্য করার স্পর্শ টের পেলেন। যখন তিনি জাগলেন তখন তার হাত এবং পা সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ্য হয়ে গেছে। তিনি তার শরীরে প্রহারের কোন ব্যাথা-ই অনুভব করলেন না। খোদা তাকে সুস্থ্য করেছেন এজন্য ইমাম ওয়ালি খুশিতে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

*যখন ইমাম ওয়ালি তার আরোগ্যের জন্য মুনাজাত করছিলেন, তখন তাকে কি খুব বেশি দূরে যেতে হয়েছিল? তিনি কি তার জ্বলন্ত অনুরোধের জন্য খোদার কালামের সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন? ঘটনাগুলো থেকে মনে হয় ইমাম ওয়ালি কাজ গুলোর একটিও করতে পারতেন না। আসলে ইমাম ওয়ালি কেবল তার কাজে খোদাকে গ্রহণ করেছিলেন। এই কাজটা করার দ্বারা অনেক ঈসায়ী উপকার পেতে পারে। তথাপি যদি আমরা তার সম্বন্ধে না জানি, তাহলে আমরা খোদাকে আমাদের কাজে নিতে পারি না। আমরা খোদাকে আমাদের কাজে নিতে পারি না, প্রয়োজনের সময় কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে উৎসাহ প্রদানকারী আয়াত গুলো তিনি মনে করতে পারতেন, কারণ তিনি পূর্বে আয়াতগুলো মুখস্থ করার জন্য সময় ব্যয় করেছিলেন। অনেক বিশ্বস্ত ঈসায়ী রয়েছেন, যারা প্রহারিত হওয়ার সাথে সাথে সুস্থ্য হয়ে উঠেন না। যখন প্রয়োজন হয়, তখন কি আপনি খোদার কালাম মনে করতে পারেন? খোদাকে বলুন যে, আপনি তাঁকে আপনার কাজে গ্রহণ করতে চান।*

৩২২তম দিন

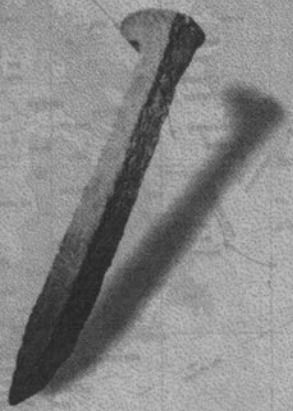

"যে কেহ তার উপর ঈমান আনে, সে বিনষ্ট হয় না, কিন্তু আখেরী জীবন লাভ করে।" (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না ৩ঃ১৬ আয়াত) এখানে মসীহের কথার উপর চিন্তা করি।

আমি অপরাধী লোকদের মধ্যে বাস করতেছি। এখানের মানুষ পশুর মত হয়ে গিয়েছে বললে কমই বলা হবে। পশুদের পাপ থাকে না, কিন্তু এখানের মানুষেরা শয়তানীর গভীরতম অন্ধকারে পৌঁছে গেছে, যেখানে পৌঁছানো পশুদের দ্বারা সম্ভব নয়।

জেলখানায় এই ক্রিমিনালদের মাঝে বাস করার চেয়ে বরং পশুদের আস্তাবলে বাস করা আমার জন্য সহজ ছিল। এখানের প্রত্যেকটি বাক্য অশ্লীল। প্রত্যেকটি অংগভঙ্গী ঘৃণ্য। "তাদের মুখ যেন খোলা কবর জিভ্ দিয়ে তারা খোশামুদের কথা বলে। তাদের ঠোঁটের নীচে যেন সাপের বিষ আছে তাদের মুখ বদ্ দোয়া এবং তেতো কথায় ভরা।"

কিন্তু এই পশ্চাদ্‌পটের বিপরীতে খোদার মহব্বতের অসাধারণ জ্যোতি বিদ্যমান রয়েছে। কারণ যতলোক ঈসা মসীহের প্রতি ঈমান আনল---
-- এমনকি এই রকম পশু চরিত্রের মানুষেরা--- আখেরী জীবন লাভ করতে পারে। তাই আমি মনে করি, খোদা আমাকে জেলে পাঠিয়েছেন এই রকম পশু চরিত্রের মানুষদের ঈসা মসীহের এই মহব্বতের কাছে আনতে।

-এই অংশটুকু নেয়া হয়েছে রাশিয়ার
জেলখানায় বন্দী একজন ঈসায়ীর চিঠি থেকে।

# ইরানঃ এক সাগর পাড়ের শহর

৩২৩তম দিন

"আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগ কর; সময়ে হোক বা অসময়ে হোক, সব সময়েই তবলিগের জন্য প্রস্তুত থাক; খুব ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষা দিয়ে লোকদের দোষ দেখিয়ে দাও, তাদের সাবধান কর ও উপদেশ দাও।" (২য় তীমথিয় ৪ঃ২ আয়াত)

**"ইরানের ইমাম তার স্ত্রীকে বললেনঃ "প্রিয়তমা, এখন আমরা ছুটিতে আছি। প্লিজ, তাই এমন কিছু করো না, যাতে পুলিশ আমাদেরকে প্রশ্ন করে। এই সময়টাকে এক সাথে নষ্ট হতে দিও না।"**

ইমামের স্ত্রী ঈসা মসীহের জন্য এক চলমান তবলিগকারী হয়েছিলেন। তিনি ইরানে মুসলিমদের কাছে হাজার হাজার কপি কিতাবুল মোকাদ্দস এবং পাঁচ হাজারেরও উপরে জিজাস ফিল্ম বিতরণ করেছিলেন।

যেখানে তারা অবকাশ যাপনের জন্য গিয়েছিলেন, সেই সাগর পাড়ের শহরে তারা কেনাকাটার জন্য শপিং মলে গেলেন। তারা পৃথকভাবে বিভিন্ন জিনিস লক্ষ্য করতে থাকলেন, যা তারা কিনতে চান। যখন ইমাম ফিরে আসলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, অনেক লোকের সাথে তার স্ত্রী ঈসা মসীহের বিষয়ে কথা বলতেছে।

চারপাশে তাকিয়ে গোয়েন্দা পুলিশ দেখে তিনি অতি দ্রুত স্ত্রীকে ঘটনা স্থল থেকে বের করে নিয়ে এসে সোজা গাড়িতে উঠলেন। তারপর বললেনঃ "প্রিয়তমা, আমরা এখন অবকাশ যাপনের মধ্যে আছি। আমি মনে করি, আমাদের এখানে এসব করা ঠিক নয়।" "ইমামের স্ত্রী এক পলক তার স্বামীর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন এখানে অনেক লোক আছে যারা ঈসা মসীহের বিষয় জানেনা। যদি তারা মারা যায় এবং নরকে যায় তাহলে তুমি এবং আমি তার জন্য দায়ী হব, কারণ আমরা এখানে এসেছিলাম এবং ওদের কাছে ঈসা মসীহের বিষয়ে বলার সুযোগ আমাদের হয়েছিল।"

ইমামের মন পরিবর্তন হল এবং তিনি তার গাড়ী ঘুরালেন এবং দ্রুত শপিং মলে ফিরে আসলেন। তার স্ত্রী দ্রুত ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের কপি ও জিজাস ফিল্ম বিতরণ করলেন।

একজন মহিলা সামনে এগিয়ে এলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেনঃ "ওহ্ঃ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। প্রায় পাঁচ বছর ধরে আমি এক কপি কিতাবুল মোকাদ্দস পাওয়ার জন্য মুনাজাত করেছি। এখন মাবুদ আমার মুনাজাতের জবাব দিলেন।"

*অবকাশ যাপন অনেক মহৎ স্মৃতির জন্ম দেয়। সৈকতে হাঁটাহাঁটি করা, শহরে বাজার করা। এরই মাঝে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গতানুগতিক কাজের ধারা ভেঙ্গে ঈসা মসীহের বিষয়ে তবলিগ করতে পারি। আসলে এই তবলিগী কাজটা এতবেশি আমাদের ব্যক্তিত্বের অংশ হওয়া উচিৎ যে, আমরা যেন আমাদের জীবন থেকে এই দুটো বিষয় আলাদা করতে না পারি। প্রেরিত পৌল একজন "পর্যটক" হিসাবে কোথাও ভ্রমণে যাননি। অথচ তিনি অনেক জায়গা ভ্রমণ করেছেন। তার এই ভ্রমণ অবকাশ যাপনের নেশায় ছিল না। তার ভ্রমণগুলো ছিল শুধুমাত্র ঈসা মসীহের বাণী তবলিগ করার জন্য। এই কাহিনীর ইমামের স্ত্রীর কথা আমরা চিন্তা করতে পারি। তার তবলিগী সাহসীকতা সময়ে অসময়ে তার স্বভাবের সহজাত অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে। আপনার ঈমানকে আপনার প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় মুক্তভাবে বৃদ্ধি লাভ করতে দিন এবং তবলিগ করার প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগান।*

# উত্তর আফ্রিকাঃ একজন নতুন ঈমানদার

৩২৪তম দিন

"হে আল্লাহ্, তুমি আমার ডাকে সাড়া দেবে, সেজন্য আমি তোমাকে ডাকছি; আমার কথায় কান দাও, আমার মুনাজাত শোন। তোমার অটল মহব্বত আশ্চর্যভাবে প্রকাশ কর।" (জবুর ১৭ঃ৬ আয়াত)

**গোয়েন্দা পুলিশ ঈসায়ী লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "কেন তুমি এই রকম মাহ্ফিল চালিয়ে যাচ্ছ? তুমি কি মনে কর তোমার প্রতিবেশীরা আমাদের কাছে তোমার বিষয়ে রিপোর্ট দেয় না?"**

যুবক লোকটি ছিলেন একজন নতুন ঈসায়ী, কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি অন্য বিশজনকে ঈসা মসীহের কাছে এনেছেন। তারা মুনাজাত করতেছেন যেন খোদা তা'য়ালা তাদেরকে এমন একটা নিরাপদ জায়গা দান করেন, যেখানে তারা একত্রে হতে পারেন এবং খোদার উপাসনা করতে পারেন।

তিন সপ্তাহ ধরে উত্তর আফ্রিকার ঈসায়ীগণ একটা এপার্টমেন্টে অবৈধ মাহ্ফিলে মিলিত হয়ে আসছে। এটা এমন বেআইনী যে, পুলিশ জানতে পারলে তাদেরকে গ্রেফতার করতে পারে। তাদের ধর্মীয় হামদ্ নাত্ প্রতিবেশীদের সতর্ক করে দিল। তারা গোয়েন্দা পুলিশকে খবর দিল। এই সময় যুবক ঈসায়ী লোকটিকে চারটি প্রশ্ন করা হলঃ

"তুমি কি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বল?"- এই প্রশ্নের জবাবে যুবক ঈসায়ী লোকটি জবাব দিলঃ "না। আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে কিছুই বলি না। আমরা ঈসা মসীহের এবাদত করি।"

ঃ "তুমি কি আমাদের ধর্মনেতাদের বিরুদ্ধে কথা বল?"

ঃ "না, জনাব, ঈসা মসীহ্ যেমন আমাদের বলেছেন, আমি তো কেবল সে অনুসারে নেতাদের জন্য মুনাজাত করি।"

ঃ "তোমরা মাহ্ফিল করার জন্য অন্য স্থান খুঁজে নাওনি কেন? তাহলে তো তোমার প্রবিবেশীরা তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা বন্ধ করত।"

ঃ "তা কিভাবে করতে পারি স্যার? আমাদেরকে তো যথাযথ অনুমতিই দেয়া হয় না।"

পুলিশ অফিসার তার ডেস্কের কাছে গেলেন এবং একটা ফরম তুলে নিলেন। তিনি কয়েক মিনিট ধরে কিছু একটা লিখলেন এবং ফরমটি ঈসায়ী লোকটার কাছে হস্তান্তর করলেন। এই ফরমটিতে ঈসায়ীগণকে একটা জামাত ঘরে মিলিত হয়ে ধর্মীয় মাহফিল করার অধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে। ইহা একটা সুন্দর বিল্ডিং। সরকার এতে ধর্মীয় কাজে ঈসায়ীগণকে জমায়েত হওয়ার অধিকার দিয়েছেন----- ইহা হল উক্ত জামাতের ঈসায়ীগণের মুনাজাতের উত্তর।

*খোদার নিকট হতে উত্তর প্রাপ্ত মুনাজাতের তুল্য আর কোন বিষয় নেই। খোদা সবসময় আমাদের প্রত্যেক মুনাজাতের জবাব দেন। তথাপি আমরা যখন মুনাজাত করি সেই সময় তিনি হয়ত মুনাজাতের জবাব দেন না। মাঝে মাঝে তার উত্তর হয় "অপেক্ষা কর"। তখন সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই খোদার নির্ধারিত সময়ের অপেক্ষা করতে হবে। মাঝে মাঝে তার উত্তর হয় "বৃদ্ধিলাভ কর"। তখন আমাদের অনুরোধের টার্গেট টা হয়ত ঠিক, কিন্তু তার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হতে আমাদের কিছুটা বৃদ্ধি লাভ করা প্রয়োজন রয়েছে। তথাপি আমরা খোদার এই রকম উত্তর শুনে হতাশ হয়ে পড়ি। 'না'। আমাদের অনুরোধটা তাঁর ইচ্ছার লাইনে নয়, অথবা অনুরোধটা খোদার নির্ধারিত সময়ে করা হচ্ছে না। মাঝে মাঝে আমাদের মুনাজাতের প্রতি খোদার জবাব হচ্ছে- 'অগ্রসর হও'। অর্থাৎ আমাদের মুনাজাতটি সঠিক টার্গেটে হয়েছে। আমরা আত্মিকভাবে প্রস্তুত এবং আমরা যে বিষয়ে দোয়া করতেছি তার জন্য নির্ধারিত সময়টাও সঠিক। অতএব চিন্তা করে দেখুন, ঠিক এখন আপনার মুনাজাতের প্রতি খোদার উত্তরটা কি?*

# ইরানঃ ইমাম রৌবাক

৩২৫তম দিন

"যারা তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাদের তাঁকে নম্রভাবে শিক্ষা দিতে হবে। সেই শিক্ষা যেন তিনি এই আশায় দেন যে, আল্লাহ্ তাদের তওবা করবার সুযোগ দেবেন যাতে আল্লাহ্র সত্যকে তারা গভীর ভাবে বুঝতে পারে।" (২য় তীমথিয় ২ঃ২৫ আয়াত)

তখন মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে। বন্দী কয়েদীরা ছিল ক্লান্ত। খোদা যেন তাকে সহ্য করার ক্ষমতা দান করেন, এই মুনাজাত করতে করতে ইমাম রৌবাক ইরানের নিঃসঙ্গ অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে আঠাইশ দিন বন্দী ছিলেন। যখন তার দরজায় শব্দ হল তখন তিনি ছিলেন ক্লান্ত এবং বিরক্ত। দরজায় শব্দ করে জেলখানার গার্ড ডেকে বললেনঃ "ইমাম সাহেব, আমি আপনার সাথে ঈসা মসীহের বিষয়ে কথা বলতে চাই।" ইমাম গোংগানির স্বরে বললেনঃ "চলে যান, আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই না।"

গার্ড বললেনঃ "কিন্তু আপনাকে আমার কথা শুনতে হবে। আমার সাথে আপনার কথা বলতে হবে। কেননা, আপনি একজন ইমাম। ধর্মীয় আলেম।"

জেলখানার এই তরুণ ইরানিয়ান গার্ডের অনেক প্রশ্ন ছিল। তিনি ঈসায়ী ধর্মমত এবং ইসলামের মধ্যেকার ভিন্নতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ্র ধর্মীয় বিধি বিধানের দায়ভার এবং জান্নাতী পিতা আল্লাহ্র মহব্বতপূর্ণ আহ্বান এর মধ্যে ভিন্নতার বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন।

চার ঘন্টা ধরে দুইজন লোক কথা বললেন। ইমাম ঈসায়ী আকিদা সম্পর্কে, ঈসা মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গুনাহ্ থেকে নাজাত লাভের বিষয়ে এবং কিভাবে তিনি তার জীবনে ঈসা মসীহ্কে গ্রহণ করতে পারেন, সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বললেন।

পরের দিন ভোর সাড়ে চারটায় এই দুইজন মানুষ একত্রে মুনাজাত করলেন। তার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি ঈসা মসীহ্কে নাজাতদাতা হিসাবে গ্রহণ করলেন। অশ্রু পূর্ণ নয়নে ইমাম তাকে খোদার রাজ্যের জন্য গ্রহণ করলেন।

যখন গার্ড এক নতুন জীবনে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি তার হৃদয়ে এ পরিবর্তন অনুভব করলেন। পরে তিনি বলেছিলেনঃ "প্রথমবারের মত আমার হৃদয় থেকে সকল তিক্ততা বেরিয়ে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তের পর থেকে তার দ্বীনি সেবা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি লাভ করতেছিল। পরে যারা তাকে গ্রেফতার করেছিল তাদের প্রতি এবং তার মাতৃভূমির মুসলিমদের প্রতি তার অন্তরে কেবল তিনি মহব্বতই অনুভব করতেন।

*যে আসবাবপত্রগুলো বংশ পরম্পরায় চলে আসে তাতে সৌন্দর্যের কি কমতি রয়েছে তা সেন্টিমেন্টকে জাগ্রত করে। একটা বিশেষ চেয়ার যা আপনার পীর- দাদার কাছ থেকে পেয়ে আসছেন, তা একটা বিশেষ স্মৃতি হিসাবে আপনার বিবেচনায় থাকে এবং তার কোন দোষ ত্রুটির প্রতি আপনি অন্ধ থাকেন। খোদা আমাদের অসুন্দর বিষয়ের জন্যও এক বিশেষ অসাধারণ মহব্বত দিতে পারেন। আমাদের অযোগ্যতার মধ্যে তিনি আমাদের যোগ্য ও গুরুত্ব দেখতে সাহায্য করতে পারেন। তাঁর মহব্বত অন্য একজন ব্যক্তির দোষ ত্রুটির উপর ছায়া ফেলতে পারেন। ইহা চেষ্টা করুন এবং দেখুন। অন্যদের তার দৃষ্টির মধ্যদিয়ে দেখার দ্বারা আপনি অসুন্দরকে মহব্বত করুন এবং এজন্য সাহায্য করতে খোদার কাছে সাহায্য মুনাজাত করুন।*

# আইরিয়ান জয়াঃ স্টেন লি আলবার্ট ডেল

৩২৬তম দিন

"তিনি সব কিছুর জন্য উপযুক্ত সময় ঠিক করে রেখেছেন। তিনি মানুষের দিলে অনন্তকাল সম্বন্ধে বুঝবার ইচ্ছা দিয়েছেন, কিন্তু তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি করেন তা মানুষ বুঝতে পারে না।" (হেদায়েতকারী ৩ঃ১১ আয়াত)

**একের পর এক তীর তার শরীরে বিদ্ধ হল এবং ষ্টেন লি তার শরীর থেকে একটা একটা করে তীর তুললেন এবং তার হাঁটুতে মারতে মারতে বেতের চাবুক ভাঙ্গা হল। তার শরীরের অনেকগুলো ক্ষত থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।**

ইয়ালি যোদ্ধারা অন্য একটি গ্রামে ইতিপূর্বে আলবার্ট ডেলকে হত্যাকরার চেষ্টা করেছিল। ওরা ডেল এর মেসেজ এ ভীত হয়ে পড়েছিল। কারণ ডেল এর অনুসারীরা ওদের ঐতিহ্যগত মূর্তিগুলোকে পুড়িয়ে ফেলেছিল এবং সেখানে রূহানী এবাদত প্রতিস্থাপন করেছিল। ওরা ডেলকেও গুলি করেছিল, কিন্তু তিনি সুস্থ্য হয়ে গিয়েছিলেন।

ডেল ১৯৬০ সালে ঈসা মসীহের মহব্বত শেয়ার করতে আইরিয়ান জয়ার পার্বত্য এলাকায় (অর্থাৎ বর্তমানের ইন্দোনেশিয়ায়) চলে গিয়েছিলেন। তখন তিনি শত শত সৈনিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি তার শরীরে বিদ্ধ তীর গুলো খুলে ফেলেছিলেন। এই ইয়ালি যোদ্ধারা এই বিষয়ে সতর্ক হয়েছিলেন যে, ডেল এর ভিতরের আত্মিক শক্তি খুবই শক্তিশালী। অবশেষে ডেল এবং অন্য মোবাল্লিগ লোকটা পতিত হলেন। প্রায় ষাটটিরও বেশি ভাঙ্গা তীর তার পায়ের কাছে স্তুপিকৃত হয়েছিল। তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন এই ভয়ে তারা ডেল-এর দেহের অংশ গুলো ছিন্ন ভিন্ন করল।

ইয়ালি যোদ্ধারা মনে করেছিল, ঈসা মসীহের ইঞ্জিলের বার্তা তাদের এই পার্বত্য উপত্যকা থেকে শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তা হয়নি। এখানে ডেল এর পর অন্য ঈসায়ীগণ এসেছেন এবং এই রকম অন্য যোদ্ধারাও এসেছে। তারা ডেল এর শরীরে বিদ্ধ তীরগুলো আগুনে পুড়িয়েছে এবং ইসায়ী ঈমানদার হয়ে গেছে।

*যদিও ইয়ালি-রা ভেবেছিল যে, হয়ত ডেল এর পার্থিব দেহটা অমর, কিন্তু আসলে অমর হল তার আত্মা যা কোনদিন মরে না। যেসব মোবাল্লিগগণ ডেল এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল তারা ইয়ালিদের অনন্ত জিন্দেগীর অর্থ বুঝাতে সাহায্য করেছিল। তারা খোদার বিষয়ে ইয়ালিদের কাছে বলেছিল। এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করুন কি ঘটেছিল। নিশ্চয়ই জীবনের ব্যবহারিক বাস্তবতা আমাদেরকে অনন্ত জীবনের অভিজ্ঞতাগুলো অন্যের কাছে শেয়ার করার আহ্বান জানায়। ডেলের জীবনটা তারই অগ্রাধিকার হওয়া উচিৎ। আপনার প্রাত্যহিক জীবনের কোন্ অংশটা আখেরী জীবনের তাৎপর্য বহন করছে? চিন্তা করে দেখুন। আপনি যদি এর জন্য সময় করে না নেন তাহলে কে আপনার প্রাত্যহিক জীবনের একটা অংশ অনন্ত জীবনের তাৎপর্যবাহী করে দিবে?*

# রা শি য়া ঃ আ লে ক জা ন্ডা র

৩২৭তম দিন

**যখন আলেকজান্ডার জাৎসেপা নামের কমিউনিষ্ট সেনাবাহিনীর একজন রাশিয়ান সৈনিক এক অপারেশনে মারা গেলেন, তখন তার পকেটে এই কবিতাটি পাওয়া গিয়েছিল।**

"কোন কোন লোক মনে করে প্রভু তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করতে দেরি করছেন, কিন্তু তা নয়। আসলে তিনি তোমাদের প্রতি ধৈর্য ধরছেন, কারণ কেউ যে ধ্বংস হয়ে যায় এটা তিনি চান না, বরং সবাই যেন তওবা করে এটাই তিনি চান।"
(২য় পিতর ৩ঃ৯ আয়াত)

ঃ "হে খোদা,
শোন আমার কথা।
জীবন ভরে তোমার সাথে কভু হয়নি আমার একটা কথা বলা,
কিন্তু এখন হচ্ছে মনে তোমার তরে পাঠিয়ে দিচ্ছি আমার অভিবাদন কথার মালা।
'সৃষ্টিকর্তা খোদা তোমার নাই কোনই ঠিক-ঠিকানা'.....
আমার শিশুকালের থেকে ওরা শিখিয়ে আসছে মোরে এই তত্ত্বখানা।
তাদের কথা শুনে, গেলাম বোকা বনে।
মাবুদ, আমার সেসব কথা সবই তোমার জানা।
তোমার সৃষ্টিকে আমি কভু করিনি তো একটু খানি ঘৃণা।
আমার ঘরের বাহির পানে আজি এ রাতের বেলা,
তাকিয়ে থাকি, চমকে উঠি, আকাশ মাঝে দেখে তোমার ঝিকিমিকি তারার মেলা।
হঠাৎ আমি জেনে গেলাম মিথ্যা মতবাদের নিঠুর খেলা।
কিন্তু আমি তোমার কাছে বলব আমার কথা এবং তুমি বুঝে নিবে সবই.....
হে আমার খোদা, হাত বাড়িয়ে তোমার কাছে নিয়ে আমায় চমকে দিবে কি?
তোমার জ্যোতি পড়বে আমার উপর, ইহাতো নয় আজব কথার মায়া।
(কমিউনিজমের) এই নরকের রাতের মাঝেও আমি কি দেখতে পাব তোমার কায়া?
তোমার সম্মুখে যদিও তোমার বন্ধু আমি পারব না-ক হতে.....
যখন যাব আমি, অনুমতি দিবে কি তুমি তোমার কাছে যেতে?
কেন কাঁদছি আমি। হে মাবুদ আমার, তুমি তাকিয়ে দেখ নিজে,
তাকিয়ে দেখ কি সব ঘটেছে আমার মাঝে।
আজকে রাতে আমার দৃষ্টি গেল খুলে,
বিদায় দুনিয়া! খোদা আমার, আমি যাচ্ছি তোমার কাছে চলে।
এ যাওয়া তো নয় এমন যাওয়া, আবার ফিরে আসব বলে।
ইহা কি আজব কিছু নয়?
কিন্তু হে মৃত্যু, তোমায় আমি একটু খানিও করি না তো ভয়।

*শহীদগণ আমাদেরকে খোদার বিশ্বস্ততা, তাঁর শান্তি, তার ভালবাসা, তার প্রতিরক্ষা-র বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দেয়। এই কাহিনীগুলিতে কেবল শহীদগণের নিজেদের সম্বন্ধে বলা হয়নি বরং তাদের শত্রুদের সম্বন্ধেও বলা হয়েছে। যারা কমিউনিষ্ট থেকে পরিবর্তিত হয়ে ঈসায়ী হয়েছিলেন, তারা অন্যদের কাছে এসব কাহিনীর একটা দিক তুলে ধরেছেন। খোদার দয়া, ধৈর্য, তাঁর গুনাহ্-গারদের ক্ষমা করার ইচ্ছা, এমনকি সবচেয়ে মন্দ পাপী, যে পাপের ক্ষমা যাচঞা করে তাকেও খোদার ক্ষমা করার আগ্রহের কথা----- ইত্যাদি তারা অন্যদের কাছে প্রকাশ করেন। আলেকজান্ডারের কবিতাটি সেইসব যেকোন অনুতাপকারীর পক্ষে ভাষা পেয়েছে, সত্যের প্রতি যাদের চক্ষু খুলে গিয়েছে। তাদের কাহিনী আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা এক প্রেমময় খোদার সেবা করি, যিনি আমাদের বুঝাতে আকাঙ্খী। ইহাই শহীদগণের শক্তি বার্তা। চিন্তা করে দেখুন, এই বার্তাটা কি আপনারও?*

# আফগানিস্তানঃ এরিক এবং ইভ বেরেন্ডসন

৩২৮তম দিন

"কারণ প্রথমে যে নিশ্চয়তা আমাদের ছিল, যদি আমরা তাতে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকি তবে দেখা যাবে যে, আমরা মসীহের সঙ্গে অংশীদার হয়েছিল।" (ইবরানী ৩ঃ১৪ আয়াত)

**ইভ বেরেন্ডসন এবং তার স্বামী এরিক-এর কাছে ঔষধ এবং সাহায্য খুঁজতে লোকজন অনেক মাইল দূর থেকে আসত। হাজার হাজার আফগানদের জন্য আফগানিস্তানের কাবুলে তাদের অস্থায়ী বাড়িটা একটা প্রত্যাশার স্থান হয়ে গিয়েছিল-- মুসলিম এবং ঈসায়ীদের জন্যও। যারা জানতে চাইত, তাদের প্রত্যেককে তারা ঈসা মসীহের বিষয়ে বলতেন। তথাপি তাদের মিশন তাদেরকে বিরোধীতার টার্গেটে পরিণত করে।**

১৯৮০ সালে এরিক এবং ইভ সাময়িক ছুটি কাটাতে দূরবর্তী স্থানে ভ্রমণে যান কিন্তু তাড়াতাড়ি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটাতে ফিরে আসেন, যা তাদের বাড়ি হয়ে উঠেছিল। ফিরে আসার পর কয়েকজন জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনারা কিভাবে ফিরে আসলেন? আপনারা কি ভয় পাননি? এভাবে ফিরে আসাটা কি আপনাদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারত না?"

এরিক এবং ইভ এর মধ্যে ভয়কে দেখেননি। তারা দেখেছিলেন সুযোগকে। তারা সম্ভাব্য হত্যাকারীদের দেখেননি, তারা দেখেছেন সম্ভাব্য হবু ঈসায়ীদেরকে। ইভ বলতেনঃ "আমি একটা বড় বিপদকে জানি----- লোকগুলো যদি মসীহকে গ্রহণ না করে মারা যায়, তাহলে নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।"

এই হত্যাকান্ডের কয়েকদিন পূর্বে ইভের মা একটা দর্শন দেখেছিলেন যে, ইভ এবং এরিক বেহেস্তে অবস্থান করতেছেন এবং তাদের মাথায় সোনার মুকুট। এই দর্শনটা ইভ এবং এরিক এর দুঃখদায়ক মৃত্যু সংবাদ শুনার পর তাদেরকে শক্তি দিয়েছিল।

*একটা মুসলিম দেশে একজন সক্রিয় ঈসায়ী হওয়াটা হল সবচেয়ে কঠিন সম্ভাব্য বিপদ। যাহোক ইভ এবং এরিক বিপদের ধারণার এক নতুন ভাগ্যজাল তৈরী করে ছিলেন। যখন তাদের বন্ধুরা তাদেরকে বলেছিল যে, তারা কাবুলে থাকতে সক্ষম হবেন না, তখন তারা বলেছিলেন কাবুল ছাড়া অন্য জায়গায় থাকার সামর্থ তাদের হবে না। তারা এই বিষয়টাকে তাদের জন্য খোদায়ী আহ্বান হিসাবে দেখেছিলেন। তারা এটাকে খোদার ইচ্ছা হিসাবে দেখেছিলেন। যখন আমরা খোদার বন্দোবস্তের বাইরে পা বাড়াই, তখন আমরা খোদার প্রতিরক্ষা হারানোর ঝুঁকিতে পতিত হই। যদি খোদার ইচ্ছার কেন্দ্রস্থলে বিপদ হয়ে পড়ে তাহলে তা মোকাবিলা করার সামর্থ আপনার নেই। আপনার নিজস্ব বন্দোবস্তের নামে আপনি কিভাবে খোদার কাছ থেকে দূরে গিয়ে পার্শ্ব-পদক্ষেপ নিয়ে নিজেকে প্রকৃত বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত করতে পারেন? এতে আপনার মঙ্গল নেই। খোদার ইচ্ছার মধ্যে থেকে চরম বিপদে পতিত হওয়ার মাঝে পরবর্তী সময়ের জন্য সংরক্ষিত চরম মঙ্গল ও পুরস্কার নিহিত রয়েছে।*

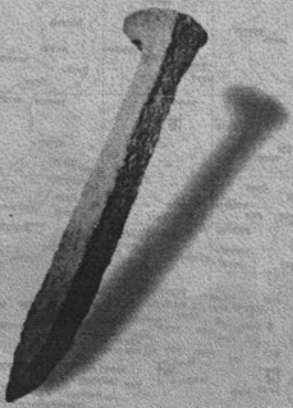

যেখানে ক্রুশ নেই, সেখানে গৌরবের মুকুট নেই। এই শিক্ষাটা কিতাব থেকে শিক্ষা করা যেতে পারে না এবং মানুষ সাধারণত এই মজার স্বাদ পায় না। এই সমৃদ্ধ জীবনের অস্তিত্ব আরামদায়ক পরিবেশে থাকে না। যদি তেল বানাতে সুগন্ধী নির্যাসকে পরিশুদ্ধ করা না হয়, তাহলে তা দিয়ে তৈরী পারফিউম ভাল হতে পারে না। যদি আঙ্গুর ফলকে দ্রাক্ষাকুন্ডে মন্থন করা না হয় তাহলে তা দ্রাক্ষারসে পরিণত হতে পারে না।

-এই অংশটুকু নেয়া হয়েছে,
একজন চীনা ঈসায়ীর লেখা থেকে।

# চীনঃ মিস লিউ ঈং

৩৩০তম দিন

"মাবুদের কথায় খাদ নেই; তা যেন আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া রূপা, সাতবার করে শুদ্ধ করা রূপা।" (জবুর ১২:৬ আয়াত)

কমান্ডিং গার্ড বললেনঃ "ওর ফার্নিচারগুলো নিন এবং বাড়িতে বাইবেল খোঁজ করুন। যখন চার জন কমিউনিষ্ট গার্ড মিস লিউ ঈং এর বাড়ি তছনছ করে তল্লাশি চালাল, তখন তা দেখে উনার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

গার্ড গর্জন করে উঠলঃ "আমি পেয়েছি"। কিন্তু যখন কিতাবুল মোকাদ্দসটি কমান্ডিং অফিসারের হাতে তুলে দিবেন এমন সময় লিউ ঈং সাহসিকতার সাথে গার্ডের কাছ থেকে তা খপ করে কেড়ে নিলেন। কিতাবুল মোকাদ্দসটি বুকের সাথে চেপে ধরে আবেগপূর্ণ ভাবে তিনি বললেন-

ঃ "আমার প্রিয় মাবুদ এবং নাজাতদাতা ঈসা মসীহের বিষয়ে যা আমার জানা প্রয়োজন তার সবই এই কিতাবে রয়েছে এবং আমি এই কিতাবটি আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইনা।"

কমান্ডার গর্জে উঠে বললেনঃ "ওকে বাইরে নিয়ে যাও। আমরা দেখব ঈসা সম্বন্ধে বাজে কিতাবটা ও কতক্ষণ নিজের কাছে ধরে রাখতে পারে।"

চারজন গার্ড মিস লিউ ঈং কে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় নিয়ে গেল। উপহাস করল। চড় থাপ্পর মারল। যে পর্যন্ত তার দাঁড়াবার শক্তি শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত প্রহার করল। গার্ড উপহাস করে বললঃ "তুমি কি এখনও পৌরানিক কাহিনীর এই কিতাবে বিশ্বাস কর?"

যদিও তার মুখমন্ডল মারের চোটে ফুলে গিয়েছিল এবং রক্ত ঝরতেছিল, তথাপি তিনি কিতাবুল মোকাদ্দসটিকে বুকে চেপে ধরে ছিলেন। গার্ডের উপহাসপূর্ণ প্রশ্নের জবাবে তিনি কিতাবুল মোকাদ্দসের প্রতি তার ঈমানের কথা পুনঃরাবৃত্তি করলেন।

হাত নুলা করে দিলে কিতাবুল মোকাদ্দসটি আর ধরে রাখতে পারবে না, এই ভেবে গার্ড একটা লোহার দন্ড হাতে নিল এবং ধপাস করে একটা শক্ত আঘাত করে হাত ভেঙ্গে দিল। কিতাবুল মোকাদ্দসটি রাস্তায় পড়ে গেল এবং তারপর ওটাকে বাজেয়াপ্ত করা হল।

প্রায় বিশ বছর পরে এক মিশন কুরিয়ার মিস লিউ ঈংকে একটা কিতাবুল মোকাদ্দস সরবরাহ করল। মিস লিউ ঈং-এর চোখ আনন্দ-অশ্রুতে ভরে গেল। তিনি তার ভাঙ্গা বিকলাঙ্গ হাত দিয়ে কিতাবুল মোকাদ্দসটি আঁকড়ে ধরলেন এবং ফিস ফিস করে বললেনঃ "এবার আমি এটাকে আমার হাত ছাড়া হতে দেব না।"

*অনেক মানুষের অর্ধ সত্য বিষয়ের উপর পূর্ণ উপলব্ধি থাকে। তারা নাস্তিকই হোক, অথবা অতিন্দ্রীয়বাদী হোক, বৌদ্ধ-ই হোক কিংবা হিন্দুই হোক, সকল প্রকার ত্যাগে তারা উপচিয়ে পড়তে পারে, কিন্তু তাদের মিথ্যা ঈমানকে তারা সত্য ঈমানে পরিবর্তিত করতে পারে না। পূর্বের মূল বিষয়ের কোন ধারণার কমতিতে পরিবর্তীত নতুন বিষয়ের প্রতি তাদের আন্তরিকতা থাকে না। তা সত্য হলেও পূর্বের ভুল বিষয়ের প্রতি আন্তরিকতা বেশি থাকে। ঈসায়ীগণের অপরিবর্তনীয় নিশ্চিত সত্য খোদার কালাম রয়েছে, তাদের ঈমানকে চাঙ্গা করে দেয়ার জন্য এবং তারা জানে যে, খোদার কালাম সত্য। যদিও অন্যরা আমাদের বিরোধীতা করতে এগিয়ে আসে তবুও আমরা বাইবেলকে অসর্তকতার সাথে ব্যবহার করতে দিতে পারি না। আপনি কি আপনার অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ যেমন আপনার নিজ জীবন অর্থ সম্পদ, অথবা আপনার সুনাম সুখ্যাতি প্রভৃতিকে আঁকড়িয়ে ধরার চেয়ে খোদার কালামকে আঁকড়ে ধরতে বেশি জেদী হয়ে উঠেন? আপনার আঁকড়ে ধরা অন্য সবকিছু পিছলে পড়ে যেতে দিন। কিন্তু খোদার কালামকে যে কোন মূল্যে ধরে রাখুন।*

# চীনঃ মিঝাং মিয়াও

৩৩১তম দিন

"তারা ফিলিপের কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ করে বলল, এই যে শুনুন, আমরা ঈসাকে দেখতে চাই। ফিলিপ ছিলেন গালীল প্রদেশের বৈৎসৈদা গ্রামের লোক।" (ইউহোন্না ১২ঃ২১ আয়াত)

কমিউনিষ্ট বন্দী লেবার ক্যাম্পের অবস্থা ছিল পাশবিক। সেখানে রেশনের খাবার প্রায় কিছুই দেয়া হতো না বললেই চলে, তাপমাত্রা ছিল হিমাংকের কাছাকাছি এবং মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। যখন শীতকাল শুরুহল তখন সেখানে ত্রিশ হাজার কয়েদী ছিল। যখন বসন্ত কাল আসল, তখন সেখানে কেবলমাত্র দুই হাজার পঞ্চাশজন বেঁচে রইল।

মিঝাং মিয়াওকে ঈসা মসীহের বিষয়ে তবলিগ করতে এবং তার ঈসায়ী ঈমানকে অস্বীকার করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করতে ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছিল। যখন তিনি বন্দী শিবিরে কয়েদীদের কাছে ঈসায়ী তবলিগ করা বন্ধ করতে অস্বীকৃতি জানালেন, তখন তার পাঁচ বছরের কারাদন্ড তিন গুন বর্ধিত করা হল।

কঠিন শীতকাল চলাকালীন সময়ে বন্দী শিবিরের গার্ডেরা মনে করলেন মিঝাং মিয়াও মরে গেছেন। মিয়াও এর শরীর জমে প্রায় বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার আত্মা জীবিত ছিল এবং তিনি মুনাজাত করতেছিলেন। লাশ রাখার মর্গে একাকী পড়ে থেকে তিনি সাদা পরিচ্ছদ বিশিষ্ট, উজ্জ্বল মুখমন্ডলের পরিদর্শনকারী এক ফেরেস্তাকে দেখতে পেলেন ফেরেস্তা তার নিকটে এলেন এবং তার উপর দিয়ে ফু দিলেন। যখন ফেরেস্তা তার উপর ফু দিলেন তখন তার দুর্বলতা দূর হয়ে গেল, তার মধ্যে উষ্ণতা প্রবেশ করল। তিনি তৎক্ষণাৎ হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং খোদার শোকারিয়া জ্ঞাপন করলেন।

তিনি মর্গে থেকে বেরিয়ে এসে জেলখানার ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার তার মুখমন্ডলে সম্মান দেখানোর দ্যুতি মাখানো দৃষ্টিতে মিঝাং মিয়াও-এর দিকে তাকালেন। তিনি মনে করলেন, তিনি বুঝি ভূত দেখেছেন! মিঝাং মিয়াও বললেনঃ "ভয় করো না, আমি মিঝাং মিয়াও খোদা তা'য়ালা আমার মধ্যে সুস্থ্যতা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন আপনাকে খোদার পথ দেখাতে।

শ্রদ্ধার সংগে মাথা নত করে ডাক্তার বললেনঃ "আপনার খোদা-ই বাস্তব সত্য।" সেই রাতে তিনি ঈসা মসীহ্‌কে তার নাজাতদাতা হিসাবে গ্রহণ করলেন।

*দেখাই হল ঈমান আনয়ন। আমরা খোদার সম্বন্ধে কথা বলতে পারি। আমরা ঈসা মসীহ্ সম্বন্ধে জানতে পারি। তথাপি ঈমানের দ্বারা আমাদের অবশ্যই তার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। যেমন বন্দীশিবিরে ডাক্তার স্বীকার করেছিলেনঃ "খোদা বাস্তব সত্য।" চীনের বন্দী শিবিরের সুযোগটা ডাক্তারকে ঈসা মসীহের কাছে নিয়ে এসেছিল। যাহোক, যখন একটা জীবন্ত মোজেজার মুখোমুখি হলেন তখন তিনি মিঝাং মিয়াও এর খোদার উপর নির্ভর করলেন। আমরা মাঝে মাঝে অনুভব করি নাজাতের কথায় আমাদের প্রিয় কারো মুখমন্ডল অদ্ভুদ আকার ধারণ করে। আমাদের অবশ্যই তাদের জন্য মুনাজাত করতে হবে। তারা হয়ত মসীহের বিরোধীতা করতে পারেন। মহব্বতের সম্পর্কের মধ্যে তারা হয়ত মসীহ্‌কে দেখতে পারেন। মিঝাং মিয়াও-এর মোজেজার মত বিরল মোজেজার সময়ে আপনার মহব্বতের কারো জন্য দোয়া করুন জীবন্ত, প্রেমময় মাবুদের দ্বারা জীবন পরিবর্তিত করার জন্য।*

# পশ্চিম ইউরোপঃ জেলখানার সহচর

৩৩২তম দিন

"তোমার ধৈর্য আছে এবং তুমি আমার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছ, ক্লান্ত হয়ে পড় নি।" (প্রকাশিত কালাম ২ঃ৩ আয়াত)

**তবলিগকারী লোকটা সবে মাত্র প্রথম পয়েন্টটা তুলে ধরেছেন, এমন সময় জেলখানার গার্ড হঠাৎ বেগে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল, তাকে হঠাৎ খপ করে ধরল এবং প্রত্যেককে ধাক্কা মেরে মেঝেতে ফেলে দিল।**

তাদের একজন ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জন করে উঠলঃ "তোমার জানা আছে যে, এই রকম তবলিগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাই এখন তুমি শাস্তির মুখোমুখি হবে।" কর্কশ স্বভাবের গার্ড তাকে টেনে হিঁছড়ে জেলখানার বাইরে নিয়ে গেল এবং উপুড় করে ফেলে দিল। অন্যান্য বন্দীরা জানত যে, পশ্চিম ইউরোপের কমিউনিষ্ট গার্ডেরা তাদের বন্ধুকে 'প্রহার করার কক্ষে' নিয়ে গেছে। ওরা ভয়ঙ্কর কক্ষটার দরজাটা স্বশব্দে বন্ধ করার শব্দ শুনল এবং যখন গার্ডেরা ওদের বন্ধুকে পাশবিকভাবে প্রহার করল।

যে লোকটি জেলাখানায় তবলিগ করতে ছিল, তাকে ধাক্কা মেরে চাবুক মারার রুমে ঢুকানোর পর প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেল। অন্য বন্দীরা দেখল যে, তার পোষাক রক্তাক্ত এবং তার মুখমন্ডলে প্রহারের দাগ। তিনি তার সহবন্দীদের দিকে তাকালেন, যেন কিছু বলার জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তারপর তিনি বললেনঃ "ভাইয়েরা আমার, যখন নিষ্ঠুর গার্ডেরা আমাকে প্রহার করার জন্য নিয়ে গিয়ে আমার কথার মধ্যে বাঁধা সৃষ্টি করল তখন আমি যেন কোন্ পর্যন্ত বলেছিলাম?" তারপর আবার তার তবলিগী বয়ান চলতে থাকল। বন্দীরা জানত, ধর্মীয় আলাপ আলোচনার জন্য তাদের কি মূল্য দিতে হবে, তবু তারা তবলিগ করেই যেত। কারো কারো ধর্মতত্ত্বের প্রশিক্ষন ছিল না, কিংবা জামাতী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাও ছিল না। তবু তারা আবেগপূর্ণ ভাবে বাকপটুতার সাথে জেলখানায় তবলিগী বয়ান করত।

পরে একজন ইমাম লিখেছিলেনঃ "ইহা ছিল একধরনের চুক্তিঃ আমরা তবলিগ করব, ওরা প্রহার করবে। আমরা তবলিগ করে সন্তুষ্ট ছিলাম, ওরা প্রহার করে খুশি হতো----- তাই প্রত্যেকেরই আনন্দ পাওয়া হতো।"

*এই দুনিয়াতে একটা চুক্তি বেশি দিন টিকে থাকে না। একটা পরিবার ভেঙ্গে যায়। অসংখ্য বিবাহ বন্ধনে বিচ্ছেদ আসে। ঈসায়ীগণকে অবশ্যই অঙ্গীকার বা চুক্তিকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে----- যে কোন মুল্যে তা করতে হবে। অঙ্গীকারের মূল্য কি থাকল, যদি এর কোন অর্থ না থাকে? ঈসা মসীহের সাথে আমাদের অঙ্গীকারের সম্পর্কের মূল্যটা অত সস্তা নয়। ইহা বিশ্ব মানদন্ড অনুসারে খুবই সফল হওয়ার একটা সুযোগকে দাবী করতে পারে। ইহা বন্ধু-বান্ধব এবং জনপ্রিয়তা দাবী করতে পারে। ইহা আমাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মূল্য দাবী করতে পারে। ইহা আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মূল্য দাবী করতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে আমাদের জীবনের বিনিময়ে মূল্য দাবী করতে পারে। অঙ্গীকারের অবশ্যই একটা মূল্য থাকতে হবে। কারাবন্দী ঈসায়ীরা এই মূল্যটা ভালভাবেই উপলব্ধি করেছে। তা ছাড়া ঈসা মসীহের পুরস্কারও এই চুক্তির অংশ।*

## রো মা নি য়া ঃ ক্যা প্টে ন রি ক

৩৩৩তম দিন

"আমাদের দিলে আল্লাহ্‌র যে শক্তি কাজ করে সেই শক্তি অনুসারে তিনি আমাদের চাওয়া ও চিন্তার চেয়েও অনেক বেশী করতে পারেন।" (ইফিষীয় ৩ঃ২০ আয়াত)

**বন্দী ইমামকে কমিউনিষ্ট ইমাম দিন ভর প্রহার করত, তারপর তার শক্তি ফিরে পেতে সাহায্য করতে তাকে ভাল খাবার দেয়া হতো, এবং তারপর আবার প্রহার করা হতো। তাকে পদ্ধতিগত ভাবেই এমন প্রহার করা হতো যাতে মারা যান। কিন্তু দ্রুত মৃত্যু নয়, কষ্ট ভোগ করে করে দেরীতে যেন মৃত্যু হয়। কমিউনিষ্টরা উনাকে কষ্ট দিতে চেয়েছিল।**

একদিন ক্যাপ্টেন রিক এক বন্দী ইমামকে প্রহার করার সময় বলেছিলেনঃ "আমি ঈশ্বর। তোমার উপরে জীবন এবং মৃত্যুর ক্ষমতা আমার আছে। যিনি আসমানে বা স্বর্গে আছেন বলে তুমি বিশ্বাস কর, তিনি তোমার জীবনকে ধরে রাখতে পারেন না, তোমার সবকিছু আমার উপর নির্ভর করে। যদি আমি ইচ্ছা করি, তুমি মরবে অথবা বাঁচবে, আমিই তোমার ঈশ্বর।"

ইমাম শান্তভাবে জবাব দিলেন, "আপনি যা বলেছেন, আপনি তার গভীর বিষয়টা জানেন না। আপনাকে একজন মানুষ হত্যাকারী অথবা মানুষের উপর অত্যাচারকারী হিসাবে সৃষ্টি করা হয়নি। আপনাকে খোদার মত হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনার মত অনেক অত্যাচারকারী সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। যেমন পৌল উপলব্ধি করেছিলেন। নিষ্ঠুরতা মানুষের জন্য লজ্জানজক। আপনার মত লোকেরা আরো অনেক ভাল কিছু করতে পারেন, আমাকে বিশ্বাস করুন ক্যাপ্টেন রিক, আপনার প্রতি সঠিক আহ্বান হল খোদার মত হওয়া, খোদা হয়ে যাওয়া নয়। আপনার খোদার স্বভাব থাকতে পারে কিন্তু একজন অত্যাচারকারীর স্বভাব নয়।"

রিক ঈসায়ী ইমামের কথাগুলো না শুনার ভান করলেন এবং ইমামকে ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের কারণে অনবরত প্রহার করতে থাকলেন। যাহোক তার প্রতি আহ্বান এর বিষয়ে তিনি চিন্তা না করে পারলেন না। অবশেষে ক্যাপ্টেন রিক তার প্রতি খোদার আহ্বানের অর্থ বুঝে অন্তরে ঈসা মসীহ্‌কে গ্রহণ রলেন।

*প্রত্যেকটা মুককীট সঠিকভাবে পরিচর্যা লাভ করতে পারলে একটা প্রকৃত প্রজাপতি হয়ে যেতে পারে। সেইমত মানব হিসাবে আমাদের প্রতি সত্যিকার আহ্বান ঈসা মসীহের প্রতি ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের এবং ইহা উন্নতি লাভ করে আমাদের ঈসা মসীহের তুল্য চরিত্রের অধিকারী বানায়। ঈসা মসীহ্‌ ব্যতিত হয়ত আমরা কতিপয় দিক দিয়ে আমাদের নাম সুখ্যাতি খুবই সুসম্পন্ন উন্নতি লাভ করতে পারি। কিন্তু আমরা আমাদের খোদার আহ্বান অনুসারে আমাদের প্রকৃত ব্যক্তি সত্তার উন্নয়ন করতে পারি না। আমরা হয়ত প্রশংসনীয় বিষয়গুলো হারাতে পারি----- যেমন, একজন সফল ব্যবসায়ী, একজন প্রেমময়ী আম্মা, একজন নিবেদিত প্রাণ আব্বা। তথাপি আমরা যদি খোদার সত্য আহ্বান মিস্‌ করি তাহলে তো মূলতঃ আমাদের যে রকম ব্যক্তি হওয়ার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা কখনো হতে পারব না। একটা মুককীট আকর্ষনীয় হতে পারে, কিন্তু একটা প্রজাপতির যোগ্যতা এবং সৌন্দর্য ইহাকে অনেক দূর ছাড়িয়ে যায়। আপনার কি পার্থিব সফলতাপূর্ণ একটা জীবন রয়েছে এবং তা সত্ত্বেও কি আপনি আপনার প্রতি খোদার সত্য আহ্বানকে মিস্‌ করেছেন?*

## ব্যাবিলনঃ শদ্রক, মৈশক এবং অবেদনগো

৩৩৪তম দিন

"কারণ আর কোন দেবতা এইভাবে উদ্ধার করতে পারেন না।" (দানিয়াল ৩ঃ২৯ আয়াত)

ঃ "এই ব্যাপারে আপনাকে জবাব দেয়ার কোন দরকার আমরা মনে করি না। আমরা যে খোদার ইবাদত করি, তিনি যদি চান তবে জ্বলন্ত চুল্লি থেকে ও আপনার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু হে মহারাজ, যদি তিনি তা না-ও করেন তবুও আমরা আপনার দেবতাদের সেবা করব না, কিংবা স্থাপন করা সোনার মূর্তিকে আমরা সেজদা করব না" (দানিয়েল ৩ঃ১৬-১৮ আয়াত)।

রাজা এই তিনজন যুবকের প্রতি রাগে ফুঁসে উঠলেন। রাজা তার জাতির জন্য যে স্বর্ণ মূর্তি নির্মাণ করেছেন, এই তিন যুবক তার সামনে মাথা নত করতে অস্বীকার করেছে। ইহা তাদের জন্য অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে মৃত্যুদন্ড দেয়ার মত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়েছে। রাজা হুকুম করলেনঃ "আগুনের উত্তাপ বাড়াও। আমি চাই স্বাভাবিক উত্তাপের চেয়ে ইহার উত্তাপ সাত গুন বাড়ানো হোক।" তিনি তার সৈনিকদের মধ্য থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিকে আনলেন যুবকদের হাত বেঁধে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্য। অগ্নিকুন্ড প্রচন্ড উত্তাপে গর্জন করে উঠল। অগ্নিকুণ্ডের দেয়াল লাল বর্ণ হয়ে গেল এবং এমন অবস্থা হল যে দেয়ালটা বুঝি গলে যাবে উত্তাপে। তখন রাজা হুকুম করলেনঃ "ওদেরকে এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর।"

যারা তিনজনকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে গেল, তারাই আগুনের শিখায় পুড়ে মরল। আগুন উত্তপ্ত হয়ে এত উজ্জ্বল শিখা বের হচ্ছিল যে, তাকানোই যাচ্ছিল না।

যখন রাজা ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করতেছিলেন, তখন রাজা বখ্‌তে নাসার লাফিয়ে উঠলেন, আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "দেখ! আমি লক্ষ্য করতেছিল আগুনের ভিতরে চারজন হাঁটাহাঁটি করেতেছে। তাদের বন্ধন খোলা এবং চতুর্থ জনকে খোদার একজন পুত্রের মত মনে হচ্ছে।"

(দানিয়েল ৩ঃ২৫ আয়াত) হঠাৎ রাজা বখ্‌তে নাসার একমাত্র সত্য খোদার সামনে তার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারলেন।

*যখন মন্দতা এবং ভালর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তখন ইহা একটা সুন্দর যুদ্ধ হয় না। শত্রু ক্ষমতাশালী। কিন্তু খোদা তাদের চেয়ে আরো বেশী শক্তিশালী। শয়তান খুব শক্তিশালী। তথাপি খোদা আরো বেশি শক্তিশালী। শয়তান তার শয়তানী কার্যকলাপ করার জন্য তার দূতগণকে সারা দুনিয়া জুড়ে প্রেরণ করেন। অপর পক্ষে খোদা একাই সর্বত্র বিরাজমান সব সময়ের জন্য সর্বত্র তাঁর পূর্ণ উপস্থিতি রয়েছে। তাই আমরা যখন বিরুদ্ধবাদীদের চাপের নীচে থাকি, তখন শত্রুদের সীমাবদ্ধতাটা অতটা স্পষ্ট করে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়না। সেই সময়ে শত্রুদের ভীতিপ্রদ মনে হয়। আমরা সাময়িকভাবে খোদার অসীম ক্ষমতার কথা ভুলে যাই। যখন আপনি শত্রুর অগ্নিকুণ্ডে থাকেন তখন কি আপনার দৃষ্টিতে তাপ নিয়ন্ত্রক কিছু থাকে? অথবা আপনি খোদার উপস্থিতির উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেন এবং এই তাপ সহ্য করার শক্তি পান? দুনিয়ার সব শক্তির সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করুন এবং খোদার প্রতি আপনার নির্ভরতা বৃদ্ধি করুন।*

# ইংল্যান্ডঃ থমাস হকার

৩৩৫তম দিন

"যা দেখা যায় আমরা তার দিকে দেখছি না, বরং যা দেখা যায় না তার দিকেই দেখছি। যা দেখা যায় তা মাত্র অল্প দিনের, কিন্তু যা দেখা যায় না তা চিরদিনের।" (২য় করিন্থীয় ৪ঃ১৮ আয়াত)

**থমাস একজন মেধাবী, প্রিয় ব্যক্তিত্ব, সুদর্শন এবং ভদ্র যুবক। তিনি ঈসা মসীহের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্ক অস্বীকার করতে পারতেন না। এই জন্য তাকে খুঁটিতে বেঁধে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করার রায় প্রদান করা হয়।**

তাকে হত্যার কয়েকদিন পূর্বে তার বন্ধুরা জেলখানার কক্ষে এলেন। একজন বললেনঃ "আমি শুনেছি, যাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়, খোদা তা'য়ালা তাদের উপর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষন করেন। যাতে তারা অগ্নিশিখাকে সহ্য করতে পারেন। তোমার খাতিরে তোমার উপর অমন নিষ্ঠুরতা যেন আমি সেদিন সহ্য করতে পারি তার কোন নিদর্শন কি তুমি আমাকে দিতে পার? অগ্নিকুণ্ডে তোমার কষ্টটা তোমার কাছে সহনীয় মনে হচ্ছে কিনা তা না জেনে আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা যে সেদিন তোমার প্রতি নিষ্ঠুরতা আমি সহ্য করতে পারব।"

থমাস এক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন, "যদি যন্ত্রণাটা আমার কাছে সহনীয় হয়, মৃত্যুর পূর্বে আমি চিহ্ন হিসাবে আসমানের দিকে আমি আমার হাত উঁচু করে তুলে ধরব।"

থমাসকে হত্যা করার দিন, ভীড় করা লোক গুলো থমাসের কথার অনুসারে আগুনের মধ্য থেকে হাত উঁচু করে কিনা তা দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব ছিল। যখন তাকে খুঁটির সাথে চেইন দিয়ে বাঁধা হল, তখন তিনি শান্তভাবে কথা বললেন এবং তার চারপাশে যারা আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠের স্তুপ করেছিল তাদের আশীর্বাদ করলেন। তারপর তিনি চক্ষু বন্ধ করলেন এবং তার চারপাশে আগুন জ্বালানো হল। থমাস তার চারপাশের লোকদের নসীহত করতে থাকলেন। কিন্তু যখন অগ্নি শিখা শা শা করে জ্বলে উঠল তখন তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। সকলেই ভাবল তিনি মারা গেছেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি উঁচুতে হাত উঠালেন। উপস্থিত জনতার মধ্যে সমস্বরে তিন মিনিট পর্যন্ত হাত তালি চলল। ভীড়ের মধ্যে একটা আনন্দ কান্নার ধ্বনি উত্থিত হল। তখন ধপ ধপ করে সর্বত্র আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলে উঠল, সেই শিখার মাঝে থমাস ডুবে গেলেন এবং তার আত্মাকে পরিত্যাগ করলেন।

*"আমি আর এ যাতনা সহ্য করতে পারছি না"। এরকম অভিব্যক্তি আমরা মাঝে মাঝেই প্রকাশ করি। ক্ষুদ্র সমস্যার পরীক্ষার মধ্যে আমরা হতাশার অভিব্যক্তি প্রকাশ করি। যাহোক, শহীদ হওয়ার কাহিনীটি আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তা ধারায় বার বার উদিত হয়, বিশেষ করে যখন আমরা সমস্যার চাপে বেসামাল হয়ে পড়ি। আমাদের সহ্য করার যতটুকু ক্ষমতা আছে, আমরা আমাদের সমস্যার কথা প্রায়ই তার চেয়ে বাড়িয়ে বলি। প্রকৃত কথা হল, আমাদের জীবন যতটা কষ্ট সহ্য করতে না পারবে, খোদা তার চেয়ে বেশি কষ্ট কখনো আমাদের উপর চাপিয়ে দিবেন না। থমাস অগ্নি শিখার ভিতরে থেকেই হাত উঁচু করে খোদার ধন্যবাদ গান, প্রশংসা ও আরাধনা করেছেন। যখন আপনার সমস্যার যাতনা অসহনীয় মনে হবে, তখন থমাসের উদাহরণ চিন্তা করবেন। আর মনে রাখবেন খোদা হলেন বিশ্বস্ত খোদা। তিনি জানেন আসলে আপনি কতটুকু পারবেন এবং পারবেন না।*

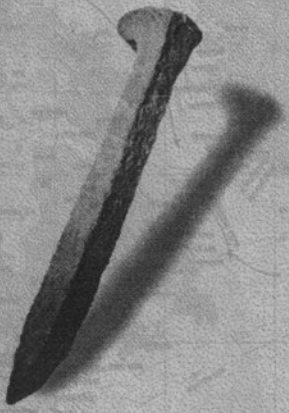

"হে খোদা, আমার সকল কষ্টভোগকে তুমি গ্রহণ কর, আমার ক্লান্তিগুলোকে, আমার অপমান গুলোকে, আমার অশ্রুগুলোকে, আমার আপন ঠিকানায় ফেরার ব্যকুলতাকে, আমার ক্ষুধার্ত হওয়াকে, আমার শীতে কষ্ট পাওয়াকে এবং আমার আত্মায় স্তুপীকৃত হওয়া সকল তিক্ততাকে তুমি গ্রহণ কর। প্রিয় মাবুদ, যারা আমাকে দিন রাত অত্যাচার নির্যাতন করেছে, আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তাদের প্রতি দয়া কর। তোমার ভালবাসার স্বাদ ও আনন্দ তুমি তাদেরকেও দান কর।"

-এই অংশটুকু একজন ঈসায়ী মহিলার মোনাজাত।
যিনি কয়েকবার সাইবেরিয়ার লেবার ক্যাম্পে বন্দী জীবন কাটিয়েছিলেন।

# জার্মানী ঃ মার্টিন লুথার

৩৩৭তম দিন

"আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগ কর; সময়ে হোক বা অসময়ে হোক, সব সময়েই তবলিগের জন্য প্রস্তুত থাক; খুব ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষা দিয়ে লোকদের দোষ দেখিয়ে দাও, তাদের সাবধান কর ও উপদেশ দাও।" (২য় তীমথিয় ৪ঃ২ আয়াত)

**১৫১৭ সালের ৩১শে অক্টোবর জার্মানীর উয়িটেন বার্গের এক জামাতের দরজায় বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দস ভিত্তিক ধর্ম বিশ্বাসের পঁচানব্বইটি বিবৃতি পেরেক বিদ্ধ করে আটকিয়ে দেন। তারপর তিনি তার শেষ দিনগুলো কাটিয়ে দেন। বিপদ সত্ত্বেও তিনি তৎকালীন ঈসায়ী সমাজে প্রচলিত মতবাদগুলোর বিপক্ষে পবিত্র কিতাবুল মোকাদ্দসের মতবাদের প্রামানিকতা নিয়ে যুক্তি তুলে ধরার সুযোগ থেকে পিছপা হন নি।**

যদিও তাকে সতর্ক করা হয়েছিল, জনসমাবেশে উপস্থিত না হওয়ার জন্য তবু তিনি বলতেন, "যেদিন আমাকে পাঠানো হয়েছে, সেদিন থেকে আমি আমাদের মাবুদ ঈসা মসীহের নামে লোকদের ধর্মের প্রতি শিক্ষা দেয়ার সমাবেশে যোগ দান করতে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়েছি এবং আমি যে কোন লোকদের মাঝে উপস্থিত হবই। যদিও আমি জানি আমাকে প্রতিহত করতে সেখানে অনেক শয়তান মোতায়েন আছে, যে রকম ভাবে ঘরের ছাদে টাইল দ্বারা ঢাকা থাকে তেমন ভাবে বর্তমান ঈসায়ী জামাতে ঐসব শয়তান দ্বার ঢাকা রয়েছে।

যখন মার্টিন লুথারকে তার মতগুলো প্রত্যাহার করে নিতে বলা হল, তখন তিনি জবাব দিলেন, "আমার চেতনাগুলো এতোটাই খোদার পবিত্র কালাম দ্বারা পরিবেষ্টিত যে, আমি আমার ঘোষিত মতবাদের কোন কিছুই প্রত্যাহার করব না। প্রত্যাহার করতে পারব না। আমার চেতনার বিরুদ্ধে, আমার বিবেকের বিরুদ্ধে যাওয়া আমি খোদায়ী পথ এবং বিধি সম্মত ভাবতে পারি না। এই বিচারের উপর আমি দাঁড়িয়েছি এবং শেষ পর্যন্ত স্থির থাকব। আমার আর কিছু বলার নেই। খোদার রহমত আমার উপর থাকবে।"

তিনি তাদের কাছে থেকে পালিয়ে গেলেন, যারা তাকে মারতে চেয়েছিল- এবং লুকিয়ে থেকে তিনি কিতাবুল মোকাদ্দসকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করলেন। যদিও তিনি প্রতিনিয়ত বিপদের মধ্যে ছিলেন, তবু তিনি তেষট্টি বছর বেঁচে থাকলেন।

*লোকজন জামাতের প্রচলিত বিধানগুলোর উপর একটি থেকে আরেকটি কারণে সমালোচনা করতে তৎপর হয়ে উঠল। জামাতের সদস্যগণ সকলে উপাসনা পরিচালনার একটা মাত্রা নির্ধারণে খুবই আগ্রহী হয়ে উঠল, যাতে তা ভালভাবে সম্পন্ন হয়। প্রার্থনা সভায় ধর্মীয় গান খুব উচ্চশব্দে গাওয়া হল। ধর্মীয় নসীহত ও খুতবা খুব সংক্ষিপ্ত হল। নসীহতের ভাষা হল নির্জীব। যাহোক, লুথার যদিও তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত ঈসায়ী জামাতের সমর্থক ছিলেন না, তথাপি তিনি ধর্মের প্রকৃত সত্যের সমালোচক ছিলেন না। তিনি প্রচলিত ভুল সংস্কার গুলোর তিরস্কার করেছেন, বিরোধীতা করেছেন তিনি সত্যের বিরোধীতা করার জন্য সমালোচনা করেননি। তিনি সতর্কতার সাথে খোদার কালামের সত্যতা তুলে ধরেছেন। খোদার কালামের ভুল অর্থ করে যে প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস, খোদার কলামের সাহায্যেই ভুল বিষয়ের যুক্তি খন্ডন করে তিনি খোদার কালামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরেছেন। তিনি জামাতের বিরোধীতা করেননি, জামাতের কর্ণধার কট্টরপন্থী ধর্ম নেতাদের বিরোধীতা করেছেন এবং এই খোদায়ী আহ্বানে তিনি নিজের উপর সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়েছিলেন।*

## রোমঃ ইগ্নেশিয়াস

৩৩৮তম দিন

**"মানুষের জীবনটা একটা চলমান অবিরাম মৃত্যু যদি না তার মধ্যে ঈসা মসীহ্ বাস করে।"**

"কিন্তু এখন আমি অনেক জেলেকে ডেকে পাঠাব আর তারা তাদের মাছের মত ধরবে। তারপর আমি অনেক শিকারীকে ডেকে পাঠাব আর তারা প্রত্যেক বড় ও ছোট পাহাড় ও পাথরের ফাটল থেকে তাদের শিকার করে আনবে।" (ইয়ারমিয়া ১৬ঃ১৬ আয়াত)

ইগ্নেশিয়াস ছিলেন ঈসা মসীহের সাহাবী ইউহোন্নার সাহাবী এবং তিনি প্রকাশ্যে সম্রাট ট্র্যাজনকে মূর্তি পূজা করার জন্য নিন্দা করেছেন। যখন তাকে সিংহের খাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, তখন তিনি অন্য একজন ঈসায়ী ঈমানদারকে বললেনঃ "আমার প্রিয় ঈসা নাজাতদাতা মাবুদ গভীরভাবে আমার হৃদয়ে লিখে দিয়েছেন যে, আমি নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস অনুভব করি, যদি আমার কলিজাটা কেঁটে টুকরো টুকরো করে, তাহলে ঈসা মসীহের নাম আমার কলিজার প্রতিটি টুকরোয় পাওয়া যাবে।

যখন বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হল তার মৃত্যুর সাক্ষী দিতে, তখন ইগ্নেশিয়াস সাহসিকতার সাথে উৎফুল্ল জনতার কাছে তার বক্তব্য তুলে ধরেনঃ "আমি খোদার শস্য, আমি পশুদের দাঁত দ্বারা চূর্ণিত হচ্ছি। আমি সঠিকভাবে গুড়ো হতে পারলে আমি মসীহের রুটি হতে পারি। আর মসীহ্ ছিলেন জীবন রুটি।"

যেই মাত্র তিনি এই বাক্য বললেন, তো সেই মাত্র দুইটি ক্ষুধার্ত সিংহ তাকে খেয়ে ফেলল। তিনি বেঁচে রইলেন তার একটা উপাধিতে- থিওফরাম-এর অর্থ হল খোদার বাহক। তার জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি খোদার নাম বহন করেছিলেন এবং তার নাজাত দাতার নাম তার ঠোঁটে ছিল। তিনি প্রায়ই বলতেন, "ক্রুশবিদ্ধ ঈসাই আমার একমাত্র এবং সম্পূর্ণ ভালবাসা।" জীবনের মেষ মুহূর্তে তিনি একটা সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন, তার এই সাধারণ সত্যেঃ "যদি দুনিয়া ঈসায়ীদের ঘৃণা করে, তাহলে খোদা তাদেরকে ভালবাসেন।"

*বিবাহের প্রথাগত নিয়ম হল স্ত্রী স্বামীর নামের একটা অংশ ধারণ করে তাদের মধ্যে একতার প্রতীক চিহ্ন হিসাবে। বিবাহ হওয়ার পরে তারা আর দুজন নয়, বরং একজন দম্পতি হিসাবে তারা বেড়ে উঠে। তারা একই বন্ধুত্ব এবং একই আগ্রহ ও লাভকে সহভাগিতা করে। একইভাবে যারা 'ঈসায়ী' অথবা 'ক্ষুদে ঈসায়ী' এই নাম বহন করে, তারা অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি করে- একমাত্র নাজাতদাতা মাবুদ ঈসা মসীহের সংগে। আপনি ঈসা মসীহের নামকে আপনার জীবনে ভালভাবে পরিধান করছেন? ইগ্নেশিয়াসের মত তার নামের সহভাগিতা কি আপনাকেও তাঁর মত কষ্ট ভোগ সহভাগিতা করতে, তাঁর জামাতের পরিচর্যা করতে এবং তাঁর জীবনের সহভাগিতা করতে আপনাকে অনুপ্রাণিত করে?*

# যুক্তরাষ্ট্রঃ ক্ষুদে স্ক্রিপ রাইটার

৩৩৯তম দিন

**"আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি না। আমরা উত্তর জানি না।"**

"তার ফলে, আল্লাহ্‌র দেওয়া যে শান্তির কথা মানুষ চিন্তা করেও বুঝতে পারে না, মসীহ ঈসার মধ্য দিয়ে সেই শান্তি তোমাদের দিল ও মনকে রক্ষা করবে।" (ফিলিপীয় ৪ঃ৭ আয়াত)

ক্ষুদে স্ক্রিপ রাইটার-রা "স্তিফানের ঈমানী নামের ছোটদের ভিডিও চিত্রের জন্য কাজ করতেছিল। যাতে এক তরুণ বালক ঈসায়ী জামাতের উপর নির্যাতনের ইতিহাস জানার জন্য সফর করেছিল। তারা একটা চিত্র নির্মাণ করার কাজ করছিল, যেখানে ঈসায়ীগণকে ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর রোমে আগুনের মধ্যে ফেলা হয়েছিল।

"আমরা স্তিফানকে জিজ্ঞাসা করতে পারি নাই। যদি খোদা দানিয়েলকে সিংহের খাদ থেকে রক্ষা করে থাকেন, তাহলে কেন তিনি স্তিফানকে রক্ষা করেন নাই?"

কেন খোদা তাঁর সন্তানদের একজনকে রক্ষা করেন এবং অন্য একজনকে ধ্বংস হতে দেন? উক্ত ভিডিও চিত্রের স্ক্রিপ রাইটার চিন্তা করলেন এবং জবাব দিলেন, "ইহা সমস্যাটার জবাব নয়, ইহা সমস্যাটির জিজ্ঞাসা আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় কেন? আমাদের জিজ্ঞাসা করা উচিৎ- 'আপনি কি ইচ্ছুক খোদার জন্য ধ্বংস হতে? দানিয়েল ক্ষুধার্ত সিংহের সম্মুখে ধ্বংস হতে ইচ্ছুক ছিলেন। রোম শহরে সম্রাট নিরো যখন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তখন ঈসায়ী ঈমানদারগণও মরতে ইচ্ছুক ছিলেন। আসল কথা হল, কেহ মুক্তি পায় এবং অন্যরা তাদের হৃদয়ের অবস্থা পবির্তন করেনি বা করে না।

যখন শদ্রক, মৈশক ও অবেদনগোকে রাজা বখ্‌তে নাসার অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্য আদেশ করলেন। তখন তারা বললেনঃ "যে খোদার এবাদত আমরা করি, তিনি আমাদেরকে অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা করতে পারেন। এমনকি যদি তিনি আমাদের রক্ষা নাও করেন, তবুও আমরা আপনার নির্মিত স্বর্ণের মূর্তির পূজা করব না।" (দানিয়েল ৩ঃ১৭-১৮ আয়াত)

*বর্তমানের দুনিয়ার অনেক লোক জিজ্ঞাসা করতেছে 'কেন' আমরা বর্তমানে ব্যাখ্যাতীত ট্র্যাজেডির অমীমাংসিত জিজ্ঞাসার যুগে প্রবেশ করেছি। দুনিয়া ইহার প্রশ্নের জবাবের জন্য চিৎকার করেছ, তথাপি আমরা জানি যে, যন্ত্রণা লাঘবের জন্য কোন উত্তরই যথেষ্ট নয়। এমনকি যদি আমরা জানতাম, প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ স্তরে দুঃখদায়ক ঘটনা ঘটার কারণটা তবুও তা হৃদয়ে যন্ত্রণাকে সামান্যই লাঘব করতে পারত। এর উত্তর জানার পরিবর্তে আমাদের প্রয়োজন দানিয়েলের সঙ্গীদের মত ঈমান। যারা বলেছিল যদি যে বিষয়ে আমরা মুনাজাত করেছি, সে সমস্যা থেকে বের করে আনা খোদা পছন্দ না করে থাকেন, তবু খোদা আমাদের জন্য যাই মনোনীত করেন না কেন তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেছেন আমরা খোদার কাজে বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমরা কেন, এই প্রশ্ন করার পরিবর্তে বিষয়টা অনুধাবণ করার জন্য মুনাজাত করব। আমাদের অবশ্যই মুনাজাত করতে হবে শান্তির জন্য যা সকল সমস্যাকে অতিক্রম করতে পারে।*

# যুক্তরাষ্ট্রঃ এ্যানি হাৎশিংসন

৩৪০তম দিন

"এক বংশের লোকেরা তার পরের বংশের লোকদের কাছে তোমার কাজের গুণ গান করবে; তারা তোমার শক্তিশালী কাজের কথা ঘোষণা করবে।" (জবুর ১৪৫ঃ৪ আয়াত)

**যখন দরজায় তীরের তীক্ষ্ণ আঘাতের শব্দ শুনলেন, তখন এ্যানি হাৎশিংসন নামের মহিলাটি চিৎকার করে বললেনঃ "শিশুরা নেমে যাও।" তারপর তারা ইন্ডিয়ানদের চরম দুর্দশাপূর্ণ অতি চিৎকার শুনতে পেলেন, যারা তার বাড়ি ঘেরাও করে ছিল। মনে হল সব জায়গা থেকে আরো অনেক তীর আসতেছে, তিনি শুনতে পেলেন জানালার কাছে ধাবমান মানুষের পায়ের শব্দ। এ্যানি বললেনঃ "মাবুদ, আজকে আমি তোমাকে দেখতে চাই।"**

এ্যানি হাৎশিংসন ছিলেন একজন উদ্যমী মহিলা। সেই সময় তিনি ছিলেন তেইশ বছর বয়স্কা। তার পিউরিটান মতবাদের ঈসায়ী ঈমানের বিষয়ে কথা বলার জন্য তিনি তিনবার জেলখানায় গিয়েছিলেন। পিউরিটান মতবাদীরা জামাতের উপাসনায় মাতৃভাষায় কিতাবুল মোকাদ্দস শুনতে চেয়েছিল। কারণ, ইংল্যান্ডে ঈসায়ীদের নিকট খুবই কম সংখ্যক ইংরেজী অনুদিত কিতাবুল মোকাদ্দস ছিল।

এ্যানি এবং তার স্বামী উইলিয়াম ১৬৩৪ সালে আমেরিকা এসেছিলেন ধর্মীয় স্বাধীনতা অন্বেষণ করতে। কিন্তু আমেরিকাতেও তাদের বাড়িতে ধর্মীয় সমাবেশ করায় নির্যাতনের স্বীকার হন।

যে সব লোক তার জামাতকে সমর্থন করত তাদরকে গ্রেফতার করা হল এবং তাদের ভোটাধিকারও হারাতে হল।

ছিচল্লিশ বছর বয়সে এবং তার আঠারতম সন্তানের গর্ভের সময় এ্যানিকে ধর্মদ্রোহীতার অভিযোগ অভিযুক্ত করা হল এবং চার মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হল। আমেরিকায় তাদের উপনিবেশ থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর তার পরিবার এবং বন্ধুরা রৌভ আইল্যান্ডে আর একটি নতুন শহরের পত্তন করলেন এবং গৃহ জামাত শুরু করলেন।

এ্যানি হাৎশিংসন তার উদ্যোগী উদ্দীপনা দ্বারা একটা আমেরিকান আদর্শে প্রথম ধর্মীয় এবাদতের ধারণা সৃষ্টিতে সাহায্য করেন। তিনি এবং তার পাঁচ সন্তান ইন্ডিয়ানদের আক্রমনে মারা যান। তিনি তার নাজাতদাতার সাথে উৎসাহ এবং ঈমানের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

*স্বাধীনতা কখনো-ই বিনামূল্যে আসে না। ইহা সবসময় একটা কঠিন মূল্যের বিনিময়ে আসে। ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ মূল্য পরিশোধ করার ক্ষেত্রে ঈসা মসীহ্ ছিলেন প্রথম স্থান অধিকারী- তিনি খোদার পথ তৈরী করে গিয়েছেন ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার মধ্য দিয়ে আমাদের পাপ থেকে মুক্তি লাভের জন্য মূল্য পরিশোধকারী তিনিই একমাত্র ব্যক্তি। তার মৃত্যু এবং মৃত্যু থেকে পুনঃরুত্থিত হওয়া সত্যিকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং মসীহ্ স্বাধীনতার অভিজ্ঞতার প্রত্যেকের অধিকার তুলে ধরতে অনেক ঈসায়ী বিশ্বাসী আত্মহুতি দিয়েছেন। এ্যানির মত বিশ্বাসীর ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নটা আজ আমেরিকাতে বাস্তবরূপ লাভ করেছে। আমাদের আত্মত্যাগের উত্তরাধিকার সম্পদের পরিমাণ বিশাল। আপনি যা উপভোগ করতেছেন, সেই ধর্মীয় স্বাধীনতার অভিজ্ঞতার জন্য আপনার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আপনি কি মূল্য পরিশোধ করতে ইচ্ছা করতেছেন? এই ধর্মীয় স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে কিভাবে বহমান রাখবেন তা দেখতে খোদার সাহায্য যাচঞা করুন।*

# উত্তর কোরিয়াঃ কিক

৩৪১তম দিন

**কিক নামের কোরিয়ান যুবক লোকটি একজন গ্রামবাসীকে বলতে শুনেছিলেনঃ "ক্রুশের খোঁজ কর।"**

"কিভাবে চলতে হয় তা আমরা তোমাদের দেখিয়েছি। আমি তোমাদের বার বারই বলেছি আর এখন চোখের পানির সঙ্গে আবার বলছি যে, এমন অনেকে আছে যারা মসীহের ক্রুশের শত্রুর মত চলাফেরা করছে।" (ফিলিপীয় ৩ঃ১৮ আয়াত)

যারা উত্তর কোরিয়া থেকে পালিয়ে চীনে গিয়েছিল, তাদের কাছে এই বাক্য ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তাদের ক্রুশ চিহ্নিত একটা বিল্ডিং খোঁজ করা উচিৎ। তিনি অবশেষে একটা খুঁজে পেলেন এবং এর সাথে খাবার এবং পোষাক পরিচ্ছদ। তিনি ঈসা মসীহের সাথে একটা নতুন সম্পর্কও পেয়ে গেলেন।

জামাতের সদস্যরা তাকে তিন মাস ধরে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু কিক জানতেন যে, অন্যদের ঈসা মসীহের বিষয়ে বলতে তাকে অবশ্যই উত্তর কোরিয়ায় ফিরে যেতে হবে।

কিক এবং অন্য তরুণ বিশ্বাসীকে পাঁচটা কিতাবুল মোকাদ্দস দেয়া হয়েছিল এবং তাদের সফরের জন্য খাবার দেয়া হয়েছিল। যাহোক নদীর তীর দিয়ে উত্তর কোরিয়ার দিকে পার হওয়া মাত্র সীমান্ত রক্ষীগণ তাদের ধরে ফেলল।

সীমান্ত রক্ষীরা কিক এবং বন্ধুর বহন করা বাইবেল বা কিতাবুল মোকাদ্দসগুলোর খোঁজ পেল। তারপর সীমান্ত রক্ষীরা লোহার রড দিয়ে মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত কিকের বন্ধুকে প্রহার করল, তারপর ওরা কিকের পালা নিল। কিন্তু কিক পালিয়ে যেতে পারলেন। কয়েক মাস পরে তিনি অন্যদের কাছে ঈসা মসীহের বিষয়ে বয়ান করলেন এবং উত্তর কোরিয়াতে আন্ডারগ্রাউন্ড ঈসায়ী জামাত শুরু করলেন।

কিক অনুধাবন করলেন যে, দ্রুতগতিতে ইসায়ী ঈমানদার বৃদ্ধিতে তার আরো অনেক কপি কিতাবুল মোকাদ্দস প্রয়োজন। তিনি স্মরণ করলেন, কিভাবে তার বন্ধু তার দেশে খোদার কালাম আনার জন্য নিজ জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন। যখন কিক চীনে গিয়ে আরো কিতাবুল মোকাদ্দস আনার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন জামাতের বিশ্বাসীগণ কিকের জীবনের নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। কিক অনেক আগে দেয়া উপদেশটা স্মরণ করলেন। তিনি সরলভাবে তার প্রতি উত্তর করলেনঃ "কেবল ক্রুশের খোঁজ কর।"

*ক্রুশ হল বিতর্কমূলক বিষয়। অনেক লোক ধর্ম বিষয়ে কথা বলবে, কিন্তু ক্রুশ তাদেরকে অস্বাচ্ছন্দ বোধ করে তুলবে, এমনকি মাঝে মাঝে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ করে তুলবে। কিককে নিরাপত্তার জন্য ক্রুশের খোঁজ করতে বলা হয়েছিল। কিক বুঝতে পারেননি যে, তার শত্রুগণও ভাল কারণের দ্বারা একই বিষয় খোঁজ করতেছিল। তারা জানত যে ঈসায়ীগণ একত্রিত হয় ক্রুশের চিহ্নের নীচে। যেহেতু তারা ঈসায়ীত্বের বিরোধীতা করে, তাই ক্রুশ তাদের শত্রু হয়ে উঠল। আমাদের আত্মিক শত্রুগণ আন্তরিক ঘৃণায়, ভয়ে এবং বিরক্তি নিয়ে ক্রুশের দিকে তাকায়। আপনি কি ক্রুশের দিকে আনন্দ, আশা এবং কৃতজ্ঞতার চাহনীতে দৃষ্টিপাত করেন? আপনার শত্রু সব দিক দিয়ে ক্রুশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে- একটা আক্রমনের পরিকল্পনা নিয়ে।*

# ম্যা ল কু ঃ না স রে ই মা স

৩৪২তম দিন

"আমার জাতি ভাইয়েরা যখন এক মন নিয়ে একসঙ্গে বাস করে তখন তা কত ভাল ও কত সুন্দর লাগে!" (জবুর ১৩৩ঃ১ আয়াত)

**ইন্দোনেশিয়ার এভানজেলিকান ফেলোশীপের জেনারেল সেক্রেটারী নাসরেইমাস বললেনঃ "যখন আমি ১১ই সেপ্টেম্বরে বিশ্ব বানিজ্য কেন্দ্রের দিকে উড়োজাহাজকে উড়ে যেতে দেখলাম, তারপর ইহা আমার জন্য যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি বয়ে আনল।"**

"এক বছরের ও বেশি সময় পূর্বে শতশত স্বশস্ত্র মুসলিম আমাদের ম্যালকু দ্বীপ আক্রমন করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল সকল ঈসায়ীকে নির্মূল করা। প্রায় ছয় হাজার ঈসায়ীকে হত্যা করা হয়েছিল এবং আরো হাজার জন আবাসিক লোক বিরামহীন গোলাগুলি এবং অগ্নিসংযোগের কারণে তাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

খ্রীষ্টিয়ানিটি টুডে-র অক্টোবর ২২, ২০০১ এর এক সাক্ষাৎকারে রেইমাস বর্ণনা করেছেন কিতাবুল মোকাদ্দসের ১ম থিষলনীকীয় ৫ঃ১৮ আয়াতটি প্রয়োগ করা কতটুকু কঠিন হয়েছিল। আয়াতটি হলঃ "সর্ববিষয়ে ধন্যবাদ কর, কারণ ঈসা মসীহে ইহাই তোমাদের উদ্দেশে খোদার ইচ্ছা।" রেইমাস দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন যে, তিনি খোদার বাক্যের শিক্ষায় জীবন কাটাবেন।

তারপর কেবল আমি দাঁড়াতে পারলাম এবং পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারলাম কেহই এরকম বিষয় ঘটা আশা করে না, কিন্তু তা ঘটে যায়।

রেইমাস এখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ঈসায়ী নেতাদের মধ্যে মিটিং সংগঠিত করেন। যেমন আমেরিকার লোকজন এক সভায় একত্র হল এবং তার সাহায্য, সমর্থন এবং মুনাজাত করল, ইন্দোনেশিয় ফেলোশীপের মধ্যে।

রেইমাস মৃদু হাসেন যখন তিনি, "ইহা পূর্বে কখনো ঘটেনি" এই কথার উপর আলোকপাত করেন।

*আমরা পূর্বে কখনো এই পথে আসিনি। টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়ে গেল। পেন্টাগণের ক্ষতের উপর আমেরিকার পতাকা আবরণ হল। আমরা পূর্বে কখনো এ পথ দিয়ে আসিনি। আমাদের লোকজন মুনাজাত করেতেছে। আমাদের জামাতগুলো পূর্ণ। তালাকনাম উঠিয়ে নেয়া হল। না, আমরা পূর্বে কখনো এপথ দিয়ে আসিনি। জাতিতে জাতিতে যে ব্যবধানের দেয়াল ছিল, কৃষ্টি কালচারে যে পৃথিকীকরণ দেয়াল ছিল তা অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্ধকারের রাজপুত্র (শয়তান) আমাদেরকে বিভক্ত করতে চায়। মহব্বতের মাবুদ লোকজনদেরকে তার দিকে আকর্ষণ করে আনতেছেন। আমরা পূর্বে কখনো এপথে আসিনি। সবকিছু বলা এবং করার শেষে আমরা একটা জিনিস জানি, আমরা কখনো আবার এ পথে আসব এবং আমরা একত্রে এই পথে আসব।*

৩৪৩তম দিন

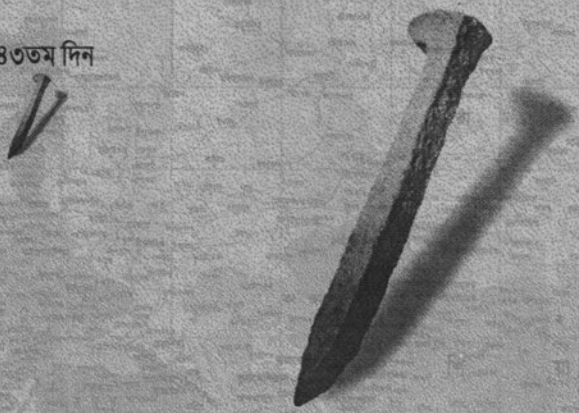

উন্মত্ততা, উদ্বেগ আমার পরিবার সম্বন্ধে, অনবরত টেনশন আমার সব ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু যদি ওরা আমাকে পাগল বানিয়ে দেয় অথবা আমার মস্তিষ্কের স্থিরতা যদি থেকে যায়, তাহলে একজন শিশু যেমন তার বাবার হাত থেকে সবকিছু গ্রহণ করে, আমিও তেমনি খোদার পাঠানো সবকিছু গ্রহণ করি।

এতিম খানায় আমি প্রায়ই চিন্তা করি যে, খোদার ইচ্ছা মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতায় ধরে রাখে।

-ব্রাদার শিমন্

# চেকোস্লোভাকিয়াঃ ব্রাদার জাভারস্কি

৩৪৪তম দিন

"আসলে যাঁর জন্য আমি এই সব ক্ষতি স্বীকার করেছি আমার সেই হযরত ঈসা মসীহ্‌কে জানবার মধ্যে যে তুলনাহীন দোয়া রয়েছে, তার পাশে আর সব কিছুকেই আমি ক্ষতি বলে মনে করি। (ফিলিপীয় ৩ঃ৮ আয়াত)

**অবশেষে হতাশা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল। চেক বন্দী ব্রাদার জাভারস্কি অনুযোগ করলেনঃ "আমার জীবনের সমস্ত সময় আমি দাস-বন্দী শিবিরে কাটিয়েছি প্রতিদিন দশ ঘন্টা কাজ করে আমি বাস্কেট বুনতাম। যা কমিউনিষ্টরা ভাল দামে বিক্রি করত। আমি একজন আলেম হওয়ার জন্য কেন এত পড়াশুনা করেছিলাম। যারা দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায় ছিল কমিউনিজমের পক্ষে কাজ করে তারা আজ জামাতের উচ্চপদে আসীন। তারা তবলিগ করে, তারা নসীহত করে, আর আমি কষ্ট ভোগ করতেছি।"**

জেলখানায় বন্দী অন্য একজন ঈসায়ী বললেনঃ "কেন আপনি অভিযোগ করছেন? আপনার নসীহত এবং আপনার ধর্মতত্ত্বের শিক্ষা খোদার প্রয়োজন নেই। কমিউনিষ্টদের খেলার পুতুল তথাকথিত ধর্মনেতাগণ এই কাজ করতেছে। কিন্তু ওরা নাজাতদাতা মাবুদ ঈসা মসীহের কষ্ট ভোগের সহভাগী হচ্ছে না। খোদা তা'য়ালার শোকরিয়া জানান যে, তিনি ঈসায়ী নসীহতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঈসার জন্য দুঃখকষ্ট ভোগকারীর সুযোগকে পূর্ণতা দান করতে আপনাকে ব্যবহার করেছেন।

জাভারস্কি নিজেকে দমন করলেন। আর কোন অনুযোগ করলেন না, বন্দী হওয়ার জন্য এবং দীর্ঘদিন বন্দী শিবিরে শ্রমিক হয়ে থাকার জন্য। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি ধর্মীয় কাজ করতে পারলেন না। কারণ, জেলখানায় বন্দী জীবন তাকে খুব অসুস্থ করে দিয়েছিল। কিন্তু তার পাশের শয্যার মানুষটি তাকে প্রহারিত এবং ধ্বংস প্রাপ্ত মানুষ হিসাবে দেখতে পেল না। তিনি একটা মানুষকে দেখতে পেলেন যার, মুখে ছিল নাজাতদাতা মাবুদের জন্য একটা দীপ্তি। তিনি স্বীকার করেছিলেন তার জীবন হারিয়ে যায়নি এবং তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়নি। তিনি তার জীবনকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঈসার ক্রুশ বহনকরার জন্য দিয়েছিলেন।

*কি কারণে মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবসায়ে বড় ধরণের ক্ষতি মেনে নেয় যাতে প্রচুর পরিমাণে লাভ পেতে পারে? কি কারণে মানুষ মূর্তিপুজকদের দেশের জন্য নিজ ঈসায়ীদেশ পরিত্যাগ করে? কি কারণে মানুষ প্রলোভনের কাছে মাথা নত করার চেয়ে বরং মৃত্যুকে বেছে নেয়? ইহা ঈসা মসীহের সাথে লোকজনের চরম অঙ্গীকারের কারণে হয়। তারা প্রত্যেক ব্যক্তিগত ক্ষতির মাঝে প্রচুর আধ্যাত্মিক লাভকে দেখে। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের ব্যক্তিগত টাকার তহবিল, কর্মপরিকল্পনা, আরাম-আয়েশ-এর উপর আঘাত হানে খোদার রাজ্যে অগ্রগামী হওয়ার জন্য। কিভাবে আপনি আপনার চরম ভক্তিকে প্রকাশ করবেন? অন্যদেরকে আপনার সম্বন্ধে এই চিন্তা করতে দিন যে, আপনার অঙ্গীকারের জন্য আপনি উন্মত্তের মত মরিয়া হয়ে উঠেছেন। ঈসা মসীহ্‌ বেহেস্তে আপনাকে প্রচুর পরিমাণ দিবেন এজন্য দুনিয়াবী সবকিছু ক্ষতি হতে দিন।*

# পে রু ঃ মা রি য়া এ লি না ম য়ে নু

৩৪৫তম দিন

"এ দেখে ফরীশীরা একে অন্যকে বললেন, আমাদের কোন লাভই হচ্ছে না। দেখ, সারা দুনিয়া তার দলে চলে গেছে।" (ইউহোন্না ১২ঃ১৯ আয়াত)

**যা তাদেরকে সত্যিকারভাবে রাগান্বিত করেছিল, খুন করার মত রাগ প্রজ্জলিত হয়েছিল যে, এই ধর্মান্তরিত লোকটা তাদের মতই সন্ত্রাসী হয়েছে।**

মারিয়া এলিনা ময়েনু পেরু-তে বিপ্লবের চিৎকার তুলেছিলেন। তিনি বন্দুকের শক্তিদ্বারা ভূখানাংগা গ্রাম্য প্রজাদের খাবার খাওয়ানোর পক্ষে কথা বলেছিলেন। তারপর তিনি ঈসা মসীহের সাক্ষাৎ পেলেন এবং একটা নতুন প্রচার বিপ্লবের খোঁজ পেলেন- তার অন্তরে একটা মহব্বতের বিপ্লব।

তিনি লিমা-র সবচেয়ে বড় শহরের মেয়র হয়েছিলেন। তিনি দূরবর্তী অঞ্চলে ত্রাণ সামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন, সবচেয়ে গরীব লোকদের মাঝে। এতিমদের পরিচর্যা, ক্ষুধার্তকে খাবার দান, অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তিনি বলতেন, "ওরা আমাদেরকে খ্রীষ্টিয়ান বলে ডাকে। বিপ্লবের অগ্নিযোদ্ধা বলে ডাকে।" কারণ, ওরা বলে, ওরা যে অগ্নি প্রজ্জলিত করেছিল আমরা তা নির্বাপিত করেছি। ওরা চায় জনগণ সম্পূর্ণভাবে না খেয়ে থাকে এবং আশা করে যে এতে তারা বিপ্লবের জন্য অস্ত্র হাতে নিবে। কিন্তু আমাদের সন্ত্রাসকে ভয় করলে চলবে না। আমরা অবশ্যই বেআইনী বিরোধীতা করব এবং যাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদেরকে সাহায্য করব।"

মারিয়া জানতেন তাকে কষ্ট ভোগ করতে হবে, কিন্তু তিনি ইহাও জানতেন যে তাকে অবশ্যই মসীহের গৌরবের সহভাগী হওয়ার মত তাঁর কষ্টেরও সহভাগী হতে হবে। মাওবাদী সন্ত্রাসীরা যেখানে গরীবদের জন্য খাদ্য মওজুদ ছিল সেই গুদামে আক্রমন চালাল। সুদানের দেয়াল উপড়ে ফেলল। খাদ্য দ্রব্য লুটপাট করল। মারিয়া বললেন "মাঝে মাঝে আমি ভয় পাই। কিন্তু আমি জেদ ধরি যে, আমাদের গন্ডগোলকারী বিপ্লবের উত্থানকে ঠেকানো উচিৎ। সন্ত্রাসকে পরাজিত করা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়।"

মারিয়ার ফলপ্রসূ কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে এবং তার কাজকে বন্ধ করতে না পেরে গেরিলারা ১৯৯২ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারী মারিয়াকে হত্যা করে।

*ঈসার সময়কালীন ইহুদী আলেম ফরীশীরা কৌশলগত আক্রমনে দক্ষ ছিল না। লিমা-র সন্ত্রাসীদের মত তারা লোকজনদেরকে ঈসার অনুসরণ করতে লোকজনকে নিরুৎসাহিত করার কৌশল বেছে নিয়েছিল। ফরীশীদের এবং সন্ত্রাসীদের উভয় দলের কার্যক্রম জনগণের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। ফরীশী আলেমরা চেয়েছিল তাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখতে, পেরুর সন্ত্রাসীরা চেয়েছিল জনগণের পেটকে ক্ষুধার্ত রাখতে। তথাপি জেরুজালেমের লোকজন ঈসার নতুন বিপ্লবের অনুসারী হয়েছিল। সেইরকমভাবে পেরুর লোকজনও মারিয়ার বিপ্লবকে সমর্থন করেছিল। ঈসার কাজের বিরোধীতা করার চেয়ে তার কাজের অগ্রগতি সাধনে সহায়তা করা কঠিন ছিল। যখন আপনি খোদার রাজ্যের জন্য কাজ করবেন, তখন বিরোধীরা আপনার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে উঠবেই, কিন্তু তারা আপনাকে কখনো পরাজিত করতে পারবে না। আসলে বিরোধীতা আপনার অনুকূলে আপনার বিরুদ্ধবাদীর অজ্ঞতা প্রসূত কাজ।*

## রাশিয়াঃ ইমাম জর্জ

৩৪৬তম দিন

"আমরা মানুষের সাক্ষি গ্রহণ করে থাকি, কিন্তু আল্লাহ্‌র সাক্ষি তার চেয়ে বড়; আর তিনি তাঁর পুত্রের বিষয়ে সেই সাক্ষি দিয়েছেন।" (১ম ইউহোন্না ৫ঃ৯ আয়াত)

জামাত ঘরের ছোট কক্ষটায় পায়চারী করার সময় দেয়ালে টাংগানো ক্রুশের প্রতি মাথা নত করলেন রাশিয়ান ক্যাপ্টেন। তিনি বললেনঃ "তুমি জান যে, ইহা মিথ্যা। ইহা কেবল প্রতারণা করার কৌশল। তুমি এটাকে ব্যবহার কর গরীবদের প্রতারণা পূর্ণ শোষণের হাতিয়ার হিসাবে এবং ধনীদের জন্য সহজ করে দাও প্রতারণার জাল তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করার জন্য। এখন আস- আমরা তো এখানে নিরিবিলিতে আছি, আমার কাছে স্বীকার কর যে, তুমি ঈসা মসীহ্‌কে সত্যিকার ভাবে খোদার পুত্র হিসাবে তুমি বিশ্বাস কর না।"

ইমাম জর্জ দেয়ালে ঝুলানো ক্রুশের দিকে তাকালেন এবং মৃদু হাসলেন। তারপর বললেনঃ "আমি অবশ্যই ইহা বিশ্বাস করি। কারণ ইহা সত্য।"

ক্যাপ্টেন গর্জন করে উঠলেন, "আমার সাথে চালাকি করার সুযোগ আমি তোমাকে দেব না। যদি তুমি স্বীকার কর যে, ঈসায়ী ধর্ম মিথ্যা, তাহলে আমি তোমাক গুলি করব না।"

"আমি তা স্বীকার করতে পারি না। কারণ তা মিথ্যা হবে। আমাদের মাবুদ সত্যি খোদার পুত্র। আমাকে গুলি করলেও আমার মত পরিবর্তন হবে না।"

ক্যাপ্টেন রিভলভার মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিলেন। ইমাম আশ্চর্য হয়ে গেলেন, যখন ক্যাপ্টেন তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দেখলেন যে, ক্যাপ্টেনের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তেছে। ক্যাপ্টেন চিৎকার করে উঠলেনঃ "ইহা সত্য। আমি ঈমান আনব ইহা সত্য। যে পর্যন্ত কোন মানুষ এই সত্যের জন্য মরতে প্রস্তুত না হয়, সে পর্যন্ত আমি তার ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারি না। তুমি তোমার ঈমানের সত্যতার প্রমাণ দিয়েছ, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তুমি আমার ঈমানকেও শক্তিশালী করেছ। এখন আমিও আমার ঈমানের জন্য মৃত্যু বরণ করতে চাই, তুমি আমাকে তার পথ দেখাও।"

*যে কোন ধর্মে শহীদ পাওয়া যাবে। আমরা বলি আমরা আমাদের ঈমানের জন্য মরতে ইচ্ছুক। তারা বলে, তাদের জন্য ওরা মরতে চায়। কিভাবে একজন ঈসায়ী শহীদ একজন চরমপন্থী মুসলমানের চেয়ে বেশি তার ঈমানের সত্যতা প্রমাণ করতে পারে? যে মুসলিম তাদের ঈমানের জন্য মরতে ইচ্ছুক হয়, তা তাদের ধর্মের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রমাণ করে না, যেমন আমাদের আত্মাহুতির ইচ্ছা ঈসায়ীদের প্রতি দায়দ্ধতা প্রমাণ করে। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মের জন্য জীবন দেয়নি, তাই মুসলিমদের শহীদ হওয়ার ইচ্ছাটা তাদের ধর্মগুরুর আত্মাহুতির গৌরবের সহভাগী হওয়ার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের শহীদ হওয়ার ইচ্ছাটা হল আমাদের মাবুদ মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যুর গৌরবের সহভাগী হওয়ার জন্য। অন্য ধর্মের শহীদগণের মধ্যে ঈসায়ী শহীদগণের ইহাই পার্থক্য। খোদা নিজে তার সত্যতা প্রমাণ করেছেন আমরা সত্যের মূল্যায়ন করি। অন্যরা দেখতে পারে কিভাবে আমরা ঈসা মসীহের জন্য মৃত্যু বরণ করি, কিন্তু পরিপূর্ণ নিশ্চয়তা দান করেন মৃত্যুটা গুরুত্বহ হয়েছে কিনা।*

# নেদারল্যান্ডঃ হেন্‌স্‌

৩৪৭তম দিন

"কিন্তু আল্লাহ্‌কে শুকরিয়া, আমাদের হযরত ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের জয় দান করেন।" (১ম করিন্থীয় ১৫ঃ৫৭ আয়াত)

**হেন্‌স্‌ একজন তুখোর ছাত্র হিসাবে নেদারল্যান্ডের এন্টার্স শহরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাছাড়া তিনি রবিবারে নতুন ধর্মান্তরিত দেশ ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে সময় কাটাতেন। কিন্তু হেন্‌স্‌ এবং তার আম্মা এতে হুমকির বিষয়ে চিন্তা করতেন। তারা ছিলেন এ্যানা-ব্যাপ্টিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী ঈসায়ী। ধর্মনেতাগণ তাদের মতবাদের ঈমানকে ধর্মদ্রোহীতা হিসাবে দেখত।**

১৫৭৭ সালে বেইলিফ এবং তার কর্মকর্তাগণ হেন্‌স্‌কে গ্রেফতার করলেন এবং কতিপয় অন্য লোকদেরকেও গ্রেফতার করা হল। কিন্তু তার আম্মা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন। ধর্মনেতারা হেন্‌স্‌-এর উপর অত্যাচার চালালেন এবং এ্যানা-ব্যাপ্টিষ্ট মতবাদের বিশ্বাস বলপূর্বক পরিত্যাগ করানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তিনি ওদের নিষ্ঠুর অত্যাচারেও তার নিজ মতবাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করলেন না।

এন্টার্সের দূর্গে অন্ধকার সেঁতসেঁতে কক্ষে একাকী বন্দী জীবন কাটানোর সময়কালীন তিনি তার পরিবার এবং বন্ধুদের কাছে উৎসাহ প্রদানকারী পত্র লিখেছিলেন। হেন্‌স্‌ একটা চিঠিতে লিখেছিলেনঃ

"আমার সবচেয়ে মহব্বতের পাত্র আমার আম্মা, আমি তোমাকে বলতে চাই যে আমার শরীর ভালই আছে। কিন্তু আত্মার অনুসারে আমার স্বাস্থ্যের যে দুর্বলতা, আমি মনে করি খোদা রুহুল কুদ্দুস দ্বারা আমাকে সাহায্য করবেন। তাই আমার মন অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। কারণ এই নিষ্ঠুর নেকড়ে বাঘদের হাত থেকে একমাত্র তাঁর শক্তিই রেহাই করতে পারে। তাই আমার আত্মার উপর ওদের কোন ক্ষমতা নাই।"

হেন্‌স্‌কে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হল, সেখানে তিনি সাহসিকতার সাথে তার ঈমানের পক্ষে সাহসিকতার সাথে কথা বললেন। তারপর তার বিরুদ্ধে খুঁটিতে বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার দন্ড প্রদান করা হল। তার চিঠি ঈসা মসীহের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার প্রমাণ দেয়। কারণ ঈসা-ই তার আত্মাকে রক্ষা করবেন।

*"খোদা মহান, খোদা মঙ্গলময়। তাঁর জন্য দুঃখকষ্ট ভোগের কারণে তার শোকারিয়া .....। ইহা আশীর্বাদের শিশুসুলভ মুনাজাত ছিল না। যা আমরা শুনতে অভ্যস্ত। আমরা হয়ত আমাদের উপর পরীক্ষা হওয়ার চেয়ে আমাদের খাবার দেয়ার জন্য বেশি শোকরিয়া জানাই। হেন্‌স্‌ তার কষ্ট ভোগের জন্য খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন। ইহা শহীদের আন্তরিক প্রার্থনা। তিনি সব সময় যা হতে চেয়েছিলেন, তা বানানোর জন্য অর্থাৎ শহীদ হওয়ার সুযোগ দেয়ার জন্য তিনি খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। আপনিও কি এমন অবস্থায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারেন যদি তা আপনাকে চরম কষ্টের মধ্যে পতিত করে অথবা শহীদ হওয়ার মধ্য দিয়ে বিজয়ী হতে আহ্বান করে?*

# পাপোয়া নিউগিনিঃ জেমস্ চালমারস্

৩৪৮তম দিন

"তাই আমি অনুরোধ করছি, তোমাদের জন্য আমি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি বলে তোমরা সাহস হারায়ো না, কারণ সেই সব তোমাদের গৌরবের জন্যই হচ্ছে।" (ইফিষীয় ৩ঃ১৩ আয়াত)

**তরুন জেমস্ চালমারস্-এর জামাতের প্রতি এক চিঠিতে একজন মোবাল্লিগ একটা চ্যালেঞ্জ করেছিলেনঃ "আমি বরং আশ্চর্য হব, যদি একজন বালক এখানে একখানা কিতাবুল মোকাদ্দস এনে দিতে পারে।" জেম্‌স এসেই বালক হওয়ার জন্য নিজেকে পেশ করলেন।**

১৮৬৬ সালে চালমারস্ এবং তার স্ত্রী দক্ষিণ মহাসাগরে যাত্রা করলেন এবং র‍্যারোটোঙ্গাতে তাদের জাহাজ ডুবে গেল এবং প্রাণ বাঁচিয়ে তীরে উঠে তারা সেখানে বসতি গড়লেন। এগার বছর পর তারা পাপোয়া নিউগিনির উদ্দেশ্যে সে স্থান ত্যাগ করলেন এবং একটা ক্যানিবলের সুআউ নামের একটা গ্রামে তারা পৌঁছলেন।

চালমারস্ সাগর তীর ধরে তার ভ্রমণ চালিয়ে গেলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা একটি গ্রামে তাকে থামিয়ে দিলেন এবং তার কাছে ছুরি এবং টম্যাহক (অর্থাৎ যুদ্ধ কুঠার) এর দাবী জানালেন ছুরি এবং টম্যাহক না দিলে তার স্ত্রীকে এবং তাকে খুন করা হবে। চালমারস্ সেই ভূমিতে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়ালেন এবং স্থানীয় আদিবাসীরা তার দুর্ধর্ষতাকে সম্মান করলেন। এমনকি তারা আগের দিনগুলোর ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইলেন এবং তার বন্ধু হয়ে গেলেন।

১৮৭৯ সালের তার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করলেন। জেম্‌স্ দুঃখে ভেঙ্গে পড়লেন এবং তার এক বন্ধুকে বললেন, "ঈসা মসীহের জন্য আমার দুঃখকষ্টকে কবর দিতে দাও।"

চালমারস্ দুইবার ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন, কেবল তার প্রতি পরবর্তী আহ্বানকে বয়ে নেয়ার জন্য। "আমি ঐ সব হাজার হাজার বন্য লোকদেরকে খোদার কাছে নিয়ে আসা ব্যতিরেকে ছেড়ে দিতে পারি না। আমি অবশ্যই তাদের কাছে মসীহের বিষয়ে শিক্ষা দেব।"

১৯০১ সালে এপ্রিল মাসে চালমারস্, অলিভার টম্পকিন এবং তার সহকারী একটা দল গাওরিবারির একটা দ্বীপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পরের দিন সকালে তিনি এবং টম্পকিন উপকূলে চলে গেলেন এবং একটা বড় বিল্ডিং-এ আশ্রয় নিলেন। স্থানীয় আদিবাসীরা তাদের হত্যা করল এবং তাদের সেই দিনই রান্না করল।

*কেমন নিদারুন দুঃখদায়ক ঘটনা। যখন আমরা জেমস্-এর শহীদগণের কাহিনী পড়ি, তখন আমাদের স্বভাবজাত প্রতিক্রিয়া হতে পারে সহানুভূতি, দুঃখ এবং লজ্জা। যা একটা পরিত্যক্ত বিষয়। কিন্তু আমাদের অবশ্যই তাদের কাহিনীর প্রতি একটা ঘনিষ্ট দৃষ্টি গ্রহণ করতে হবে। চালমারস্ তা দুনিয়াবী জীবনটা দিয়েছিলেন অন্য শহীদগণের সাথে আখেরী জীবনের সহভাগী হতে। চালমারস্ তার শহীদত্বকে একটা বোকামীপূর্ণ ভুল হিসাবে বিবেচনা করেননি। কেন আমরা নিরুৎসাহিত হব? যখন আমাদের দুনিয়ার যাতনাগুলো গৌরব এবং সম্মান বয়ে আনে, তখন আমরা দেখি কষ্টগুলো বৃথা হয়নি। কষ্টভোগ খোদার পরিকল্পনার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পড়ে। অন্যদেরকে বেহেস্তে দাখিলের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কি আপনি এই পার্থিব কষ্টভোগ করতে ইচ্ছুক?*

# ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপঃ সুতারসি সেলং

৩৪৯তম দিন

"হে আল্লাহ্, আমার মন স্থির আছে, টলে নি; আমি কাওয়ালী গাইব, কাওয়ালীর সুর তুলব।" (জবুর ৫৭ঃ৭ আয়াত)

**লোকটি ইন্দোনেশিয়ার মহিলাকে ধরলেন এবং তার মুখে আঘাত করে চেঁচিয়ে বললেনঃ "বল, আল্লাহ্ আকবর। (অর্থাৎ খোদা তা'য়ালা মহান) কেবল বল আল্লাহ্ আকবর।" কিন্তু যুবতী মহিলা সুতারসি সেলং লোকটার কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করলেন এবং এভাবে তার সত্য খোদার অসম্মান করলেন না।**

লোকটা ভয়ঙ্কর মূর্তিতে জোরপূর্বক তার বন্দুকটা মহিলার মুখের উপর ঠেকালেন। মহিলার চক্ষু বিস্ফোরিত হল কিন্তু তখনও তিনি অস্বীকার করলেন। তারপর বন্দুক দিয়ে চেষ্টা করলেন, লোকটা বন্দুকের টিগার টানলেন। গুলিটা সুতারসি-র বাম গাল ভেদ করে বেরিয়ে গেল। তিনি টলমল করে কাঁপতে থাকলেন এবং ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গেলেন। কিন্তু অস্ত্রধারী ক্রুদ্ধ লোকটা এতেও সন্তুষ্ট হয়নি এবং তার বেনেট বের করে মহিলাটির মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল।

সুতারসি সেলং ইন্দোনেশিয়ার মশলা দ্বীপের অনেক ঈসায়ীর মধ্যে একজন। এই দ্বীপের লোকদের উপর উগ্রপন্থী মুসলিম সংগঠন "লস্কর-ই জিহাদ" (বা পবিত্র ধর্ম যুদ্ধের সৈন্যদল) আক্রমন চালাল। সুতারসি সেলং এবং তার অনুসারীরা জানতেন যে, সাদা পোষাক পরিহিত লস্কর-ই জিহাদ এর লোকেরা আক্রমন করতে পারে। তারা নীতা নামক স্থানের জামাতে একত্রিত হলেন। এই জামাতের চার পাশে সাত ফুট উঁচু দেয়াল ছিল। কয়েকজন দেয়ালের উপর উঠে বাইরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে ছিলেন।

যখন ইসলামিক যোদ্ধারা আসল, ঈসায়ীগণ শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে চেষ্টা করলেন। তথাপি তাদের আত্মসমর্পণের সাদা পতাকা তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলা হল। এর কয়েক মিনিটের মধ্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল। এই দৃশ্যটা ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপে একটা কমন দৃশ্য হয়ে গেছে। যখন উগ্রপন্থী মুসলিমরা দাঙ্গা শুরু করে তখন তারা জামাত পুড়িয়ে ফেলে এবং ঈসায়ী ঈমানদারগণকে হত্যা করে।

ইন্দোনেশিয়ার অনেক ঈসায়ী সুতারসি সেলং-এর মত আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করে। ঈসাকে অস্বীকার করে ইসলামকে আলিঙ্গন করার দাবী মেনে নিলে তারা জিহাদ বন্ধ করে।

*একটা ক্ষুদ্র শর্তে কি আমরা পরাজয় স্বীকার করব? ওরা কি ক্ষতি করতে পারবে? শত্রুরা কেবল আমাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করতে পারে। যেমন উগ্রপন্থী মুসলিমরা সুতারসি সেলং-কে করেছিল। তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। যেমন আমাদের ক্যাটাটেরিয়া স্টাইলের বিলাস বহুল অঙ্গীকার নেই----- যখনই প্রলোভন ও কষ্ট বহনের অসাধ্য হয়ে পড়ে তখনই এখানে সেখানে আত্ম-সমর্পণ করে বসি। আমরা হয়ত একটা বিষয় ভাল করে বাছাই করে নেই না। আমাদের অবশ্যই দৃঢ়চেতা হতে হবে। দৃঢ়চেতা হওয়ার অর্থ এই নয় যে, শত্রুর কাছে কিছুটা আত্মসমর্পণ করা। এর অর্থ এই নয় যে, আপনাকে আরো কঠোর কাজ করতে হবে। খোদা আপনাকে দৃঢ় মনোবলের অন্তর দান করবেন যাতে আপনাকে পরাজয় বরণ করতে না হয়। খোদার কাছে চান, যাতে তিনি আপনাকে একটা দৃঢ়চেতা অন্তর দান করেন।*

৩৫০তম দিন

**আমার কোলের উপর হাত ভাঁজ করে নীরবে বসে থাকতে আমি এখানে আসিনি। আমি এখানে এসেছি ঈসা মসীহের বিষয়ে কথা বলতে।**

-গ্যালিনা ভিলচিনস্কভা

১৯৮০ সালের প্রথম ভাগে তেইশ বছর বয়স্কা এই মহিলাটিকে ঈসা মসীহের জন্য রাশিয়ার জেলে পাঠানো হয়। ঈসায়ী গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে শিশুদেরকে ঈসা মসীহের বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

# উত্তর নাইজেরিয়া

৩৫১তম দিন

"তোমরা যারা শুনছ তাদের আমি বলছি, তোমাদের শত্রুদের মহব্বত কোরো। যারা তোমাদের ঘৃণা করে তাদের উপকার কোরো। যারা তোমাদের অবনতি চায় তাদের উন্নতি চেয়ো। যারা তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাদের জন্য মুনাজাত কোরো।" (লূক ৬ঃ২৭-২৮ আয়াত)

উত্তর নাইজেরিয়াতে মুসলিমদের শরী'য়া আইন শিক্ষা দেয়া হয়- ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবশ্য পালনীয় আইনী ব্যবস্থা। নাইজেরিয়া মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, তাই ক্ষমতাসীন ইসলামিক নেতারা নাইজেরিয়ায় শরী'য়া আইন বাস্তবায়ন করতে বদ্ধ পরিকর এবং তারা বলেন যে, ইহা মুসলিমদের অভ্যন্তরীন ব্যাপার। যাহোক বিষয়টা ঈসায়ীগণ ভালভাবেই জানে। তাদের শত শত জামাত ধ্বংস করা হয়েছে। যদি তারা ধ্বংস করা জামাত পুনঃরায় নির্মাণ করে, তাহলে তা পুনরায় আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। অনেক ঈসায়ী শহীদ হয়েছেন।

উত্তর নাইজেরিয়ার কাদোনা শহরে একজন ঈসায়ী জামাতের নেতা বলেছেন যে, চরমপন্থী মুসলিম নেতাগণ নাইজেরিয়ার সকল ঈসায়ী জামাতের নেতাগণের মাথার জন্য অনুদান ঘোষণা করেছেন। হত্যা করতে পারলে প্রত্যেক জনের জন্য প্রায় একহাজার মার্কিন ডলার সমমূল্যের অনুদান ঘোষণা করা হয়েছে। ঠিক এই রকমই ঈসা মসীহের মাথার উপরও অনুদান দেয়া হয়েছিল----- যে তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল তাকে তিরিশটি রৌপ্য মুদ্রা দেয়া হয়েছিল।

অনবরত হুমকি দেয়াতে চরম ভীতিতে কোন কোন ঈমানদার হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি একজন ঈসায়ী নেতা কাদোনার ঈানদারদের আহ্বান করেছেনঃ "এ সবের মাঝেও আমাদের প্রয়োজন, আমাদের মাবুদের 'ভাল দ্বারা মন্দকে পরাভূত করা'-র শিক্ষাকে স্মরণ করা। যা ঘটতে যাচ্ছে সেই কষ্টের মুখোমুখি হতে ধৈর্যের প্রয়োজন এবং যেহেতু নাইজেরিয়া একটি গণতান্ত্রিক দেশ, তাই ঈসায়ীগণের দায়িত্ব রয়েছে প্রত্যেক জনের সাথে সুন্দর এবং ন্যায় আচরণ নিশ্চিত করা।"

ঈসা মসীহ্ প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে এই রকমই একটা আহ্বান করেছিলেনঃ "তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত দিল, সমস্ত প্রাণ এবং সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের মাবুদ আল্লাহকে মহব্বত করবে। ইহাই হল সবচেয়ে দরকারী হুকুমের প্রথমটা, দ্বিতীয়টা হল, তোমরা প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করবে।" (মথি ২২ঃ৩৭-৩৯ আয়াত)

*'আমাদের প্রতিবেশীকে আমাদের নিজেদের মত মহব্বত' করা ঈসা মসীহের এই আদেশ অনুসরণ করা আমাদের জন্য যথেষ্ট কঠিন। প্রতিবেশীকে নিজের মত মহব্বত করার হুকুম পালন করা তখনও কঠিন হয়, যদি তারা ভুল বুঝে এই মহব্বত আমাদের জন্য ফিরিয়ে দেয়। আমরা সকলেই আবেগ সম্বন্ধে জানি। আপনার একজন সহকর্মী থাকতে পারে, যে আপনার কাজ নস্যাৎ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আপনার এমন শিক্ষক থাকতে পারে, যিনি আপনাকে বিনা কারণে নির্যাতন করতেছে। অথবা আপনার উপর যখন মন্দ কিছু ঘটে তখন যাকে অদ্ভুদভাবে সন্তুষ্ট মনে হয়, আপনার সেই তথাকথিত বন্ধু আপনাকে আশীর্বাদ করতে পারে। যারা আপনার কষ্টে আনন্দ করে তাদের অনুভূতি ঈসা মসীহ্ জানেন। যারা আপনার দুর্দশা দেখতে চায়, আপনি কিভাবে তাদের মহব্বত করতে পারেন? যাহোক, খোদার প্রতি এই প্রেক্ষাপটের আওতায় আপনার বাধ্যতা অতুলনীয়।*

# সৌদি আরব ঃ ইস্কান্দার মেংগিস

৩৫২তম দিন

"আমরা আল্লাহ্‌র হাতের তৈরী। আল্লাহ্ মসীহ্ ঈসার সঙ্গে যুক্ত করে আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা সৎ কাজ করি। এই সৎ কাজ তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, যেন আমরা তা করে জীবন কাটাই।" (ইফিষীয় ২ঃ১০ আয়াত)

তখন ছিল মধ্যরাত। অফিসারগণ হঠাৎ সবেগে তাদের ঘরে প্রবেশ করলেন এবং আকস্মিকভাবে ইস্কানদার মেংগিস, তার স্ত্রী এবং তার তিন সন্তানকে ঘুম থেকে জাগালেন এবং বাসার সবকিছু তছনছ করে সৌদি আরবের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে আলামত খুঁজতে লাগলেন।

"আপনারা কি করতেছেন? এইভাবে আমাদের বাড়ি ধ্বংস করার কোন অধিকার আপনাদের নাই।"

তাহলে আপনাদেরকেও বলি, "মুহাম্মদের দেশে আপনাদের মিথ্যা ধর্ম চর্চা করার কোন অধিকারও আপনাদের নেই।"

অফিসার ইস্কানদারকে দরজার বাইরে ঠেলে দিলেন। তখন অন্যরা বাইবেল, ধর্মীয় গানের বই, ফটো এলবাম, অডিও টেপ, এবং যা কিছু পাচ্ছে তাই জড়ো করলেন।

জেরা করার জন্য ইস্কানদারকে পুলিশের হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হল। তার ভয়ার্ত স্ত্রী এবং সন্তানগণ রয়ে গেল। ইস্কানদার এবং তার পরিবার ইথিওপিয়ান ঈসায়ী। বিদেশী জনগণ সৌদি আরবের মোট জনসংখ্যার তিন ভাগের একভাগ। তারা তেল সমৃদ্ধ দেশটিতে কাজ করতেছে। ইস্কানদার এবং তার পরিবার সৌদি আরবের এই বিদেশীদের মধ্যে একজন।

সৌদি আরবে অনেক বিদেশী ঈসায়ী ভয়াবহ বিপজ্জনক ও দুর্দশাপূর্ণ অবস্থার মুখোমুখি হয়, বিশেষ ভাবে যখন তাদের ঈসায়ী ঈমান প্রকাশ করতে হয়। অনেক ঈসায়ী যখন মুসলিম দেশে কাজ করতে যায়, তখন কখনো তাদের ধর্মীয় ঈমানের চর্চা করতে আগ্রহী হয় না। কিন্তু একদা ইসলামের অন্ধকার কালো মেঘের নীচে থেকে তারা বেহেস্তের দিকে তাকাতে শুরু করেছে এবং তাদের চার পাশের অন্য ধর্মের ঈমানের লোকদের সাথে বন্ধুত্বের অনুসন্ধান করছে। অনেকে তাদের মুসলিম চাকরী দাতার সাথে তবলিগী কথা বলছে। তবু সৌদি আরবে মুসলিম থেকে ঈসায়ী ধর্মে ধর্মান্তরের শাস্তি মৃত্যুদন্ড এবং যে ধর্মান্তরের জন্য কাউকে প্ররোচিত করে তারও শাস্তি মৃত্যু দন্ড।

*যেখানে প্রতিষ্ঠিত মোবাল্লিগগণ পা ফেলতে পারেন না, সেখানে সার্বক্ষণিক কাজ করা ঈসায়ী দাসগণ দৃশ্যপটে প্রবেশ করেন। তারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কট্টরপন্থী ধর্মীয় বিধি নিষেধ আরোপিত দেশে নাৎসী এবং শক্তিশালী তবলিগী সাক্ষ্য বহন করেছে। তারা প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ ঈসায়ী, সুচতুরভাবে তারা নিজের পরিচয় আড়াল করে সৌদি আরবের তেলের খনিতে সাধারণ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করতেছেন। তাদের তবলিগী কার্যক্রম সুস্পষ্ট, যদিও তাদের তবলিগ করার পদ্ধতি গোপনীয়তার আবরণে ঢাকা। তাদের তবলিগী সাক্ষ্য শক্তিশালী, যদিও তা গোপনীয়। একজন দাস-এ পরিণত হওয়ার দ্বারা তারা খোদার কালাম উপস্থাপন করার কাজ করেন। তারা এই কাজ করতে গিয়ে তাদের কার্যক্ষেত্রে একজন নিঃস্বার্থ এবং কঠোর পরিশ্রমী সহকর্মী হয়ে উঠেন। এবং বাড়িতে অবস্থানের সময় একজন নিঃস্বার্থ প্রতিবেশী হয়ে উঠেন। তারপর তারা তাদের পাশের জনকে তার ব্যবহার ও সেবা দ্বারা জয় করে তার কাছে ঈসা মসীহের বিষয়টা তুলে ধরেন। আমাদের কাজ হল, খোদার কালাম তুলে ধরার জন্য যারা অন্যের দাসে পরিণত হয় তাদের সমর্থনে মুনাজাত করা। আমরা সকলেই দাস। পৃথিবীকে খোদাবন্দ মসীহের ঈমানের দিকে আনার কাজের অংশ হিসাবে আমরা সবাই দাস। যেমন সৌদি আরবে ইস্কানদার দাসের কাজ করে কিন্তু অন্তরে তার মুল কাজ তবলিগী।*

# রোম ঃ জো

৩৫৩তম দিন

"আমাদের হযরত ঈসা মসীহের আল্লাহ্ এবং পিতার প্রশংসা হোক। ঈসা মসীহ্কে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলে আল্লাহ্ তাঁর প্রচুর মমতায় আমাদের নতুন জন্ম দান করেছেন। (১ম পিতর ১ঃ৩ আয়াত)

**"ওকে হত্যা কর। সম্রাট ডাইওক্লেশিয়ান জিন্দাবাদ।" জো ক্রুদ্ধ উন্মত্ত জনতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই, মূহুর্মূহু শ্লোগানের প্রতিধ্বনিতে তার কানে তালা লাগার অবস্থা হল।**

জো ভাবলেন কেন তিনি সেখানে এবং তারপর তিনি মৃদু হাসলেন। তিনি স্মরণ করলেন সেই দিনটির কথা, যে দিন তিনি জেলখানায় তার স্বামীকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে তার স্বামী কাজ করতেন। দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণিপাত করতে অস্বীকার করার জন্য ঈসায়ীদের বন্দী করা হয়েছিল। ঈসায়ীরা ভ্রান্ত ধর্মের অনুসারী একটা কুসংস্কারের অনুসরণ করে এই কথা শুনতে শুনতে জো বড় হয়ে উঠেছিলেন।

সম্রাট নীরোর শাসনামলে রোম শহরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং ঈসায়ীদের পেরেক বিদ্ধ করে হত্যা করা হয় এবং সিংহের খাদে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু যে দিন জো তার স্বামীর সাথে দেখা করার জন্য জেলখানায় গিয়েছিলেন সে দিন তিনি জেলখানায় একটি পরিবারকে একত্রে মুনাজাত করতে দেখেছিলেনঃ

"মাবুদ, আমাদের মৃত্যুকে তোমার নামের জন্য গৌরব বয়ে আনার জন্য সাহায্য কর। যারা আমাদেরকে বন্দী করেছে, আমরা তাদেরকে ক্ষমা করছি।" এই মুনাজাত শুনে জো হতভম্ভ হয়ে গেলেন। এই ঈসায়ীগণের মধ্যে কেন এত শান্তি রয়েছে? তাদেরকে সিংহের খাদে নিক্ষেপ করা হবে জেনেও তারা কিভাবে শান্তি পায়?

জো গোপনে এই পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে শুরু করলেন এবং তাদেরকে তাদের ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর শীঘ্রই তিনিও ঈসা মসীহের প্রতি তার অন্তরকে উৎসর্গ করলেন। জো-র নতুন ঈমানের কথা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল এবং সরকারী গার্ড তার বাড়িতে পাঠানো হল। তাকে তার ঈমান পরিত্যাগ করার এবং রোমীয় দেবতাদের উপাসনা করার শেষ সুযোগ দেয়া হল। তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। গার্ড তাকে শৃঙ্খলিত করলেন এবং তাকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হল। যেখানে তার স্বামী পাহারাদার ছিলেন।

যখন বারবার জো তার ঈসায়ী ঈমান প্রত্যাহার করার প্রস্তাব প্রত্যাখান করেই চললেন, তখন তাকে পুড়িয়ে মারা হল এবং তার দেহের ছাই নদীতে ফেলে দেয়া হল।

*এই কাহিনীর চরম সাক্ষী কে? চরম সাক্ষী কি সেই পরিবারটি যারা সিংহের খাদে ফেলে দেয়ার জন্য বিচারিত হয়েছিল? অথবা চরম তবলিগী সাক্ষী কি জো, যে জেলখানার গার্ডের সম্মুখে তার নতুন পাওয়া ঈমানকে প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেছিলেন? উত্তর হল হ্যাঁ, এই কাহিনীর চরম সাক্ষী জো। পরিবারটি তাদের দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পথে অন্য একজনকে বেহেস্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। উভয়েই ঈসা মসীহের জন্য চরম সাক্ষী হয়েছিলেন। যারা ইতিহাসের পাতায় এমন স্বাক্ষর রেখে গেছেন, যা কোনদিন মুছে ফেলা যাবে না। জো হয়ত একজন মূর্তিপূজকের স্ত্রী হিসাবে বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যেতেন, কিন্তু তার জীবন কোরবান করে ইতিহাসে ঈসায়ী শহীদগণের নামের তালিকায় স্থায়ী নাম লিখে গেছেন। হাজার হাজার শহীদগণের মধ্যে হয়ত ইতিহাস তার দিকে মন দিত না, তথাপি একজন সাধারণ ব্যক্তির অসাধারণ ঈমান স্মরণে রাখার যোগ্য হয়েছে। ঈসা মসীহের জন্য আপনি কি ইতিহাসের পাতায় চরম সাক্ষী হিসাবে আপনার নাম লিখবেন? তাহলে আজই প্রস্তুত হোন।*

# চীনঃ অল লিং

৩৫৪তম দিন

"কারণ আমি তোমাদের এমন কথা ও এমন জ্ঞান যুগিয়ে দেব যার জবাবে তোমাদের শত্রুরা কিছু বলতেও পারবে না এবং তা অস্বীকারও করতে পারবে না।" (লূক ২১ঃ ১৫ আয়াত)

**অতিশয় ক্রুদ্ধ গার্ড বয়স্ক চাইনিজ ঈসায়ী ঈমানদার লোকটিকে শিক্ষা দিলেনঃ আপনি ভুল বলতেছেন, আপনি বরং ধারণা করতে পারেন "জেলখানা মঙ্গল জনক" তবু "ঈসা আপনার জন্য মঙ্গল জনক" ইহা ধারণা করতে পারেন না, বিশ্বাস করতে পারেন না।**

গার্ডের কথায় অল লিং মৃদু হাসলেন এবং বললেনঃ "কিন্তু জেলখানা আমার জন্য মঙ্গলজনক নয়। আমি কি মিথ্যা বিষয় ভাবব?"

গার্ড আদেশ করলেন, "তাহলে আমাকে পঞ্চাশ বার 'পুশ-আপ' কর। যেরকম গতকাল করেছিলে।"

সত্তুর বছরের অল লিং ডিগবাজি দিয়ে তার ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারতেন। লিং-এর স্বামী ঈসা মসীহের সুসমাচার বিস্তার করার জন গ্রেফতার হয়েছিলেন এবং তিনি মারা গেছেন। তখন লিং জেলখানায় অন্য বন্দীদের কাছে ঈসা মসীহের মহব্বতের বিষয়ে বলতে জেলখানায় বন্দী ছিলেন।

মাঠে সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের কাজ করার পর বন্দীদের দ্বারা উচ্চশব্দে বল পূর্বক, 'খাবার খুব ভাল, জেলখানা খুব ভাল' এই বাক্যটি বলানো হতো। এই কথা বলার সময় ভীড়ের মধ্য থেকে একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর আঘাত হানল। "ঈসা মসীহ্ আরো ভাল।"

গার্ড জিজ্ঞাসা করলেনঃ "অল লিং তুমি কি আজ আরো ডিগবাজি দিতে চাও?" উত্তর দিতে লিং একটু মৃদু হাসলেনঃ "আমি জানি ঈসা মসীহ্ আপনাকে কত বেশি মহব্বত করেন"। তিনি, কম্যুনিষ্ট গার্ড-এর কাছে তবলিগ করার সুযোগ পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এমনকি এর জন্য যদি প্রতিদিন ডিগবাজি খেতে হতো তবুও।

তার জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার সময় শেষবারের মত গার্ড তাকে জোর করতে চাইলেন। "আপনার স্বামী কোথায় কাজ করেন?" গার্ড তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। মহিলাটি জবাব দিলেনঃ "ও! সে তো আন্ডারগ্রাউন্ডে কাজ করতেছে!" কৌতুহলি গার্ড একটা নোট প্যাড তুলে নিলেন। লিং মৃদু হেসে বললেনঃ "সে তো বছর খানেক আগে মারা গেছে।"

*অল লিং ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন না। বক্তৃতা দেয়ার অভ্যাস তার ছিল না। তবু তার নিষ্পাপ, দৃঢ়চেতা এবং বিনয়ী জবাব দ্বারা তিনি কমিউনিষ্ট গার্ডকে পরাভূত করতে সক্ষম হতেন। যদি আমরা একই রকম পরিস্থিতিতে পরতাম, তাহলে আমরা হয়ত মনে মনে তোলপাড় করে ভাবতাম, কি বলব? ঈসা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, যখন আমাদের ঈমানের পক্ষে কথা বলতে হয় তখন কি বলতে হবে ভেবে দুঃশ্চিন্তা করা উচিৎ নয়। একটা পূর্ব প্রস্তুতকৃত বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমরা আহুত নই। আমরা বিজ্ঞতার কথার জন্য তার উপর নির্ভর করতে আহুত----- বিশেষভাবে সেই সময়ে, যখন বিজ্ঞতার কথা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়বে। যখন সেই মুহূর্তটি আসবে, মসীহের জন্য ফলপ্রসূ সাক্ষী হতে খোদা তা'য়ালাই আপনাকে বিজ্ঞতার কথা যুগিয়ে দিবেন।*

# সুদান ঃ কেমেরিনু

৩৫৫তম দিন

"তোমরা কৃতজ্ঞ ও সতর্ক হয়ে মুনাজাতে নিজেদের ব্যস্ত রেখো; আর সেই সঙ্গে আমাদের জন্যও মুনাজাত কোরো যেন মসীহ্ সম্বন্ধে গোপন সত্যের কথা তবলিগ করবার জন্য আল্লাহ্ আমাদের সুযোগ দেন।" (কলসীয় ৪ঃ২ আয়াত)

**দাদী অবশেষে দশ বছরের ক্ষুধার্ত নাতীটাকে খাবারের খোঁজে যেতে দিলেন। তিনি বাইরের বিপদ জানতেন। তিনি কামনা করলেন যেন ছেলেটি অন্ধকার হওয়ার পূর্বে ঘরে ফিরতে পারে।**

কেমেরিনু ও তার বন্ধুরা কয়েক মাইল হাঁটল এবং বৈচি ফল কুড়াল। হঠাৎ তারা তাদের প্রতি সৈন্যদের গর্জন শুনল। ভয় পেয়ে বালকেরা লম্বা ঘাসের ভেতর লুকাতে একটা মাঠের দিকে দৌঁড়াতে লাগল। সৈন্যরা মাঠে আগুন ধরিয়ে দিল এবং বালকদের বেরিয়ে আসার অপেক্ষা করল।

সুদানে ঈসায়ীগণকে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য তাদের নিজ দেশ থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। অনেকেই নিষ্ঠুর মুসলমানদের আক্রমন থেকে বাঁচতে, কেবলমাত্র পিঠে কাপড়ের গাটটি বোচকা বেঁধে পালিয়ে গিয়েছিল।

শুকনো ঘাসে লাগানো আগুন দ্রুত বালকদের নিকট পৌঁছাল এবং তাদের পালাবার বা আগুন থেকে বাঁচবার আর কোন পথ রইল না, কিন্তু তবু তারা তাদের জীবন বাঁচাতে দৌঁড়াল। কেবল তিনজন বালক মাঠের বাইরে যেতে পারল। কেমেরিনু মাঠের মধ্যেই পড়ে রইল। আগুন জ্বলতেই থাকল। সৈন্যরা অন্য তিন বালককেও ধরে আনল। কেমেরিনু যেখানে পরেছিল সেখানে তারা হেঁটে গেল। প্রচন্ড যন্ত্রণা তার শরীরে। দগ্ধ দেহ নিশ্চল। মরে যাওয়ার জন্য তাকে সেখানে ফেলে রাখা হল।

কিছু আশ্চর্য ঘটনার দ্বারা কেমেরিনু গড়িয়ে গড়িয়ে মাঠের বাইরে এসে গেল। তাকে এই অবস্থায় গ্রামবাসী খুঁজে পেল। তারা কেমেরিনু-কে তার দাদীর বাড়িতে নিয়ে গেল। তার শরীরের বেশির ভাগ অংশ পুড়ে গেছে। মুনাজাত করা ছাড়া কেমেরিনুর কষ্টের জন্য তাদের আর কিছুই করার রইল না।

*সুদানের ঈসায়ীগণ প্রেক্ষাপটের মাঝে মুনাজাতের শক্তি স্থাপন করেন। তাদের দুঃখকষ্ট ভোগ এবং প্রাত্যহিক বিপদগুলো নিজেদের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দিয়েছিল এবং খোদার উপর তাদের নির্ভরতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। সুদানের ঈসায়ী পরিবারগুলোতে যা অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল, তার সবটাই হল কেবল মুনাজাত। খোদার নিকট মুনাজাত করা ছাড়া আর কিছু করার ছিলনা। ইহা ছিল চরম ভীতিপদ সংকট----- এবং একটা আশ্চর্যজনক অবস্থান। খোদাকে না পাওয়া পর্যন্ত আমরা কেবল বলতেই পারি 'আমাদের যা প্রয়োজন খোদা-ই তার সব।' অন্যথায় আমরা দ্রুত আমাদের নিজস্ব সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ব। প্রার্থনা----- সবচেয়ে বেশি যা করতে পারে আমরা শেষ পর্যন্ত যথাযথ ভাবে তা নিতে পারি। চরম সময়গুলোতে খোদা আপনাকে চরম মুনাজাতে আহ্বান করেন। আপনি মুনাজাত ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না যদি এমন পরিস্থিতি আসে, তাহলে আপনি মুনাজাতের উপর কতটুকু নির্ভর করতে পারেন?*

# সুদান ঃ কেমেরিনু

৩৫৬তম দিন

"তিনি তাদের চোখের পানি মুছে দেবেন। মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না ও ব্যথা আর থাকবে না, কারণ আগেকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।" (প্রকাশিত কালাম ২১ঃ৪ আয়াত)

**খাদ্য সামগ্রী, কম্বল এবং কিতাবুল মোকাদ্দস বিতরণ করতে এবং জিজাস ফিল্ম প্রদর্শন করতে একটা আমেরিকান মোবাল্লিগ দল সুদানের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করতে ছিল। সবকিছু একটা কর্ম পরিকল্পনা অনুসারে চলছিল। তাদের ট্রাকটি নদীতে পড়ে গেল এবং তাদের পুরো একটা দিনই নষ্ট হয়ে গেল।**

মোবাল্লিগগণ ঘটনাটি খোদার উপর সমর্পণ করলেন এবং পথ নির্দেশনা দিতে খোদার কাছে সাহায্য যাচঞা করলেন। তাদের কর্মপরিকল্পনা অনুসারে সফর সংক্ষিপ্ত করার কোন উপায় নেই জেনে তারা নিকটবর্তী গ্রামে পরিদর্শনে গেলেন। তারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে জোরে বলতে লাগলেন, "তাড়াতাড়ি আস ..... আমাদের ছেলেরা ..... তোমাদের সাহায্য করা হবে ..... তাড়াতাড়ি আস।"

এই টিমটি একজন মহিলাকে অনুসরণ করে একটা ক্ষুদ্র বিল্ডিং-এর দিকে গেলেন। তারা দেখলেন মেঝেতে একটা বালক একটা জীর্ণ কম্বল মুড়ি দিয়ে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যখন কম্বল উঠানো হল, তখন তারা দেখলেন, দগ্‌দগে পোড়া কেমেরিনু-র দেহ। তারা দ্রুত কেমেরিনু-র দেহটা ট্রাকে উঠালেন এবং পঞ্চাশ মাইল দূরে একটা হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। যখন তিনি স্মরণ করেন কিভাবে মুনাজাত তাকে মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিল তখন কেমেরিনুর চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি জানেন, মসীহের মহব্বত এবং শক্তি সুস্থ্যতা দান করতে পারে এবং অনেক মাসের মধ্যে তিনি এই প্রথম হাসলেন।

সুদানে এত বেশি মৃত্যু এবং দুঃখ কষ্ট দ্বারা বেষ্টিত হয়ে দশ বছরের এক সাহসী বালকের জীবন বাঁচাতে খোদা তাদের ব্যবহার করেছেন এজন্য মোবাল্লিগগণ খোদার শোকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।

*কেমেরিনু "চলমান হওয়া"-র নতুন অর্থ বয়ে আনলেন। তার জীবনটা মনে হয়েছিল ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দেয়া জীন এবং অনিঃশেষ দুঃখকষ্ট নির্ধারিত হয়ে আছে তার ভাগ্যে। তার কষ্টের দ্বিতীয় ভাগটা প্রমাণ করেছিল একটা সুখপূর্ণ সমাপ্তি এবং একটা খোদার অনুগ্রহের স্মারক। যাহোক, তার কাহিনী সেখানে শেষ হয়ে যায়নি। তার কষ্টের তৃতীয় অংশ লেখা হল। একদিন কেমেরিনু চূড়ান্ত সুস্থ্যতার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন----- তিনি বেহেস্তী আবাসে চলে যাবেন, যেখানে কোন দুঃখকষ্ট এবং যন্ত্রণা নেই। দুনিয়া অধিকতর ভাল কিছু পাওয়ার পূর্বে অধিক মন্দ বিষয়ই পায়। তথাপি খোদা কল্পনা-সাধ্য সবচেয়ে মন্দ পরিস্থিতির দিকে পদক্ষেপ নিবেন এবং সকল যাতনা, কষ্ট শেষ করে দিতে আহ্বান করবেন। তারপর আমরা সকলেই আসল আবাসে মাথা গুজার ঠাঁই পাব। যদি আপনি ঠিক এই মুহূর্তে অকল্পনীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গমণ করতে থাকেন তাহলে স্মরণ করুন কোথায় আপনি চূড়ান্ত ভাবে পরিচালিত হবেন।*

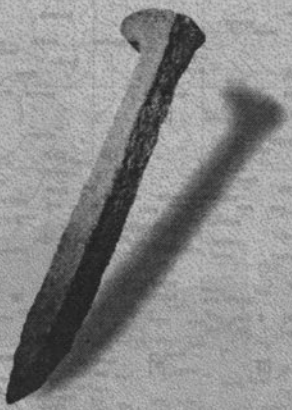

আমাদের নিজস্ব ইচ্ছা নয়, বরং খোদার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার চেয়ে ধর্ম অন্য আর কিছু নয়। জান্নাত অথবা দোজখ কেবল এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

-কথাটি বলেছেন সোসান্না ওয়েস্‌লি।
তিনি জন ওয়েস্‌লি এবং চার্লেস ওয়েস্‌লির আম্মা ছিলেন।

# উত্তর কোরিয়াঃ ইমাম ইম্

৩৫৮তম দিন

"ঈসা জবাব দিলেন, আমি যা করছি তা এখন তুমি বুঝতে পারছ না কিন্তু পরে বুঝতে পারবে।" (ইউহোন্না ১৩ঃ৭ আয়াত)

**হানাদার উত্তর কোরিয়ার কমিউনিষ্ট সেনাবাহিনীকে ইমাম ইম্ সাহসিকতার সাথে জবাব দিলেনঃ "আপনারা আমার দেহটাকে ধ্বংস করতে পারেন, কিন্তু আমার আত্মাকে ধ্বংস করতে পারেন না। আপনারা বললেও আমি মার্ক্সবাদী প্রচারণা ধর্মীয় বয়ানে ব্যবহার করব না। আমি জানি আপনার আজ রাতে অন্য ইমামগণকেও আপনাদের আদেশ অমান্য করার জন্য তাদের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করবেন এবং তাদেরকে নির্যাতন করবেন। কিন্তু আপনারা আমার দেহের উপর কি করবেন আমি তার পরোয়া করি না।"**

ইমাম ইমের কথায় সেনা অফিসারের রাগ বেড়ে গেল। তারপর তিনি চরম ঘৃণার সাথে বললেনঃ "যদি তোমার নিজের সম্বন্ধে পরোয়া না কর, তাহলে তোমার পরিবারের বিষয়ে চিন্তা কর। তাদেরকেও হত্যা করা হবে।" ইমাম ইম্ একটু দ্বিধা করলেন, তিনি এই আঘাতের অপেক্ষা করেছিলেন, কারণ তিনি জানতেন ওরা শেষ পর্যন্ত এই আঘাত হানবে, তবু তিনি তার পরিবারের প্রতি কোন চিন্তা করলেন না। তিনি জানতেন খোদা বনাম তিনি এবং তার পরিবার এই দুটি বিষয়ের একটা তাকে বেছে নিতেই হবে। তিনি শান্তভাবে জবাব দিলেন, "তারা এবং আমি খোদার প্রতি বিশ্বস্ত ইহা জেনে আমি বরং আপনার বন্দুকের গুলিতে আমার সন্তান এবং আমার স্ত্রীর মৃত্যু সহ্য করতে পারব, তবু আমি আমার মাবুদের সাথে বেইমানী করে তাদের জীবন এবং আমার জীবন বাঁচাতে পারব না।"

অফিসার আদেশ করলেনঃ "ওকে বাইরে নিয়ে যাও।" ইমাম ইম্কে দুই বছর পর্যন্ত জেলখানার অন্ধকার কক্ষে বন্দী করে রাখা হল। সেখানে তাকে দুই বছর পর্যন্ত শেভ করতে এবং কাপড় বদলাতে দেয়া হয় নি। তিনি কিতাবুল মোকাদ্দস-এর একটা আয়াত তেলাওয়াত করে তার সাহস ও উৎসাহ ধরে রাখতেন। এই আয়াতটা ছিল তার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান। প্রত্যেকদিন তার নিঃসঙ্গ কারা প্রকষ্ঠো থেকে অন্যরা শুনতে পারত ইমাম ইম্ প্রেমময় শান্ত কণ্ঠে তেলাওয়াত করতেছেনঃ "তোমরা এখন বুঝতে পারবে না আমি যা করছি, কিন্তু পরে তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে।"

*"পরে বুঝতে পারবে।" ইহা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা আমাদের এখন প্রয়োজন আমরা তাই চাই, যা পরে হবে তা চাই না। তথাপি খোদা যিনি নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় অনিঃশেষ সময়ের তরে সারা বিশ্বব্রহ্মান্ড শাসন করেন তিনি 'পরে' এই নীতিটি পরিচালনা করেন। আমরা কি এখন তার উপর আস্থা স্থাপন করেছি এবং পরবর্তী সময়ের সংঘটিতব্য ঘটনার প্রতি আমাদের উপলব্দিতে ভিন্নমত পোষণ করেছি? যদি আপনি এখন পরীক্ষার মধ্যদিয়ে সময় অতিবাহিত করতে থাকেন, তাহলে খোদার প্রতি আপনার আস্থা স্থাপনটাই আপনার জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, আপনার উপলব্ধিটা নয়। খোদার প্রতি আরো মহোত্তর আস্থা স্থাপনের সামর্থ লাভের জন্য খোদার নিকট যাচঞা করুন।*

# উত্তর কোরিয়াঃ ইমাম ইম্

৩৫৯তম দিন

"হে মহান ও শক্তিশালী মাবুদ, তোমার নাম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন; তোমার উদ্দেশ্য মহান ও তোমার সব কাজ শক্তিপূর্ণ। মানুষের সব চালচলনের দিকে তোমার চোখ খোলা রয়েছে; তুমি প্রত্যেকজনকে তার চালচলনের ও কাজের ফল দিয়ে থাক।" (ইয়ারমিয়া ৩২ঃ১৯ আয়াত)

**যখন ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকা দখলিকৃত অঞ্চল পুনঃরায় লাভ করল তখন ইম্ নিজের পক্ষে মিনতি করে বললেনঃ "আপনাদের ঈমান আনতে হবে, আমি কমিউনিষ্ট নই।" উত্তর কোরিয়ার কমিউনিষ্ট সৈন্যরা ইমাম ইম্-কে অন্যদের কাছে ঈসা মসীহের বিষয়ে তাবলিগ করার জন্য এবং ধর্মীয় ওয়াজ নসীহতে মার্ক্সবাদী প্রচারণার বাণীগুলো ব্যবহার না করার জন্য জেলখানায় নিঃসঙ্গ কক্ষে দুই বছর ধরে বন্দী করে রেখেছিল।**

যখন উত্তর কোরিয়াতে আমেরিকান সৈন্য এসে পৌঁছালো, তখন তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। যাতে তিনি মুক্ত মানুষ হতে পারেন। তথাপি আমেরিকান সৈন্যরা তাকে ভুল করে একজন কমিউনিষ্ট মনে করলেন এবং অন্য একটা কক্ষে কমিউনিষ্টদের সাথে তাকে বন্দী করে রাখলেন।

একজন সহানুভূতি সম্পন্ন মানুষ হয়ে এবং খোদার ইচ্ছায় পরিস্থিতিকে গ্রহণ করে, ইমাম ইম্ কমিউনিষ্টদের ঈসা মসীহের বিষয়ে তাবলিগ করলেন। অনেকেই পরিবর্তীত হয়ে ঈসাকে গ্রহণ করলেন, ধর্ম যাজক হিসাবে পরিদর্শনরত একজন যাজক বন্ধুকে আমেরিকান একজন মোবাল্লিগ বললেনঃ "বন্দী শিবিরে আমরা একজন তবলিগকারীর সম্বন্ধে শুনেছি। যেহেতু তিনি বন্দীদেরকে খুব ভালভাবে জানেন, তাই আমি বরং আশ্চর্য হয়ে যাই, তিনি কি তবলিগী কার্যক্রম সংগঠনে আমাদের সাহায্য করছেন?" মোবাল্লিগ লোকটা ধর্মযাজককে এই প্রশ্ন করলেন। খোদা তার মুনাজাতের জবাব দিয়েছিলেন।

আমেরিকান মোবাল্লিগগণ বন্দী শিবিরে ইমাম ইমের কাছে যাওয়ার অনুমতি লাভ করতে সক্ষম হলেন এবং 'বন্দী শিবিরের প্রচারক' বিশ্বস্ততার সাথে তাদের সাহায্য করলেন এবং বন্দী শিবিরগুলোতে এবং দক্ষিণ কোরিয়াতেও ধর্মপ্রচারের কাজ করলেন হাজার হাজার কমিউনিষ্ট ঈসা মসীহ্কে গ্রহণ করলেন। এক বছরের মধ্যে বার হাজার বন্দী প্রত্যেক ভোরে ঈসায়ী এবাদত ও মুনাজাতের জন্য উঠত।

ইমাম ইম্ তার পরিবারকে আর কখনো দেখতে পারেননি তথাপি বন্দী শিবিরগুলোতে হাজার হাজার জন ঈসা মসীহের প্রতি ঈমানে তার ভ্রাতা-ভগ্নী হয়েছিল।

*"আসল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি? যখন অনৈতিক কষ্ট ও প্রচন্ড যাতনা আসে তখন সকলের মনে এই প্রশ্নটাই উদিত হয়। যাহোক, আমরা সবসময় খোদা তা'য়ালার উদ্দেশ্য জানতে পারি না। আমরা কেবল জানি যে, এই কষ্টগুলো মহান এবং চূড়ান্ত ভাবে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক। আমরা টেবিলের উপর ছড়ানো সন্দেহভাজন খাবারের মত। আমরা চোখ বন্ধ করে রাখি এবং ভাবি যে, খাবারগুলো ক্ষতিকারক এবং আমাদের জন্য উপযুক্ত নয়। আমরা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই হতাশ হয়ে পড়ি এবং ভীত হয়ে পড়ি। যে প্রেক্ষাপটের পুরো দৃশ্যটা দেখতে পারে, তিনি বুঝেন যে খোদা তা'য়ালাই এই দ্বিধা সংকোচ ও হতবুদ্ধিকর অবস্থার মালিক। তিনি হঠাৎ আপনার জীবনের পুরো অংশটা দেখতে পারেন। খোদা জানেন তাঁর মহত্বের কাছে আপনাকে উপযুক্ত করতে আপনাকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আপনাকে তিনি কোথায় কি অবস্থায় রেখেছেন সে বিষয়ে তর্ক না করে আপনার আস্থা কি আপনার মাবুদের উপর ন্যস্ত করতে পারেন?*

## রোমানিয়াঃ আরিসটার

৩৬০তম দিন

"আজ দাউদের গ্রামে তোমাদের নাজাতদাতা জন্মেছেন।" (লূক ২ঃ১১ আয়াত)

"আপনি কি কখনো তাজা ঘাসের ঘ্রাণ নিয়েছেন?"

আরিসটার নামের দৃঢ় মনোবলের কিশোর তার কাহিনী শুরু করলেনঃ "ইহা, নতুনত্ব নষ্ট হওয়ার পূর্বে কারো দ্বারা বসন্তের নির্যাস ধরা এবং আঁটি বাঁধার মত। ইউসুফ এবং মরিয়ম যখন দীর্ঘ ভ্রমন শেষে সরাই খানায় জায়গা না পেয়ে বেৎলেহেমের গোয়াল ঘরে আশ্রয় পেলেন, তখন তারাও তাজা ঘাসের ঘ্রাণ পেয়েছিলেন।"

ঈসা মসীহের জন্ম তিথির উৎসব উপলক্ষে স্বতঃস্ফুর্তভাবে যখন আরিসটার কথা বললেন, তখন অন্য কয়েদীরা মনোযোগের সাথে তা শুনলেন। "যে মুহূর্তে নাজাতদাতা ঈসা মসীহ্ জন্ম গ্রহণ করলেন, তার কান্না শুনে হয়ত ইউসুফ এবং মরিয়মকে বহনকরা ঘোড়াটিও সেদিকে কান ফিরিয়েছিল।"

বড়দিনের পর্বের সময় রোমানিয়ার তিরগান ওকলা জেলখানার বাইরে তীব্র শীতে ছয়ফুট গভীর তুষার পরে। বন্দীদের সামান্য পোষাক থাকত, সামান্য খাবার দেয়া হতো, এবং প্রত্যেকের প্রায় একটামাত্র কম্বল থাকত। তারা পরিবারের সাহচর্য থেকে দীর্ঘ দিন বঞ্চিত। এ অবস্থায় তারা গভীর মনোযোগের সাথে আরিসটারের মুখে ঈসার জন্মের কাহিনী শুনেছিল সান্ত্বনা ও আরাম পাবার জন্য।"

সে কথা বলা চালিয়ে গেলঃ "যে তারাটা পন্ডিতগণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তার উজ্জ্বলতা চাঁদের চেয়ে অবশ্যই বেশী ছিল। তাদেরকে গোয়াল ঘর পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। হয়ত বা ঈসার জন্মের বারতা ঘোষণা করতে মোরগ ডেকে উঠেছিল।" বন্দীরা শুনলেন এবং কেঁদে ফেললেন। আরিসটারের কাহিনী শেষ হলে কয়েকজন কয়েদী গান গেয়ে উঠলেন। আস্তে আস্তে গানের প্রতিধ্বনি, নির্মল ও প্রাণজুড়ানো হাওয়ায় প্রসারিত হল। প্রত্যেকেই এই মধুর গানের সুর শুনে থেমে গেল।

তীব্র শীতের মধ্যে নিরস জেলখানায় আরিসটারের কাহিনীটি অনেকের অন্তরে উষ্ণতার উপহার দিয়েছিল। কারণ ঈসা-ই এই উষ্ণতার ভিত্তি। কেহই বড়দিনের উৎসবের এমন উদ্দীপনাকে কখনো তালাবদ্ধ করে রাখতে পারে নি।

*নিশ্চয় বড়দিনের উৎসব একটা বার্ষিক উৎসব। বড়দিনের উষ্ণ উদ্দীপনা আমাদেরকে অন্ধকারময় পরিস্থিতিতে আলোক প্রদান করে। ঈসা মসীহর প্রতি আমাদের প্রত্যাশার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমরা তুষার পাত দেখি বা না দেখি, আলো, সুসজ্জিত গৃহ এবং সজ্জিত বড়দিনের গাছ নাইবা থাকুক, তবু আমরা বড়দিন উদ্‌যাপন করতে পারি। আপনি যেখানেই যান না কেন, ঈসা মসীহ্ আপনার প্রয়োজনের সময় আপনাকে সাহায্য করতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তার রহমতের বিস্তৃতি সারা বছর ধরে বিরাজমান থাকে। যখন আপনার জীবনে শেষ সময় উপস্থিত হবে, তখন আপনি অনুভব করবেন, ঈসা আপনার আত্মায় জীবিত আছেন। আজ ঈসা মসীহের জন্মদিন পালন করার জন্য সময় বেছে নিন----- আপনার পার্থিব জীবনে এবং আপনার আত্মায়।*

## পশ্চিম ইউরোপঃ একজন ঈসায়ী কয়েদী

৩৬১তম দিন

"তোমরা এই শিক্ষা পেয়েছিলে যে, তোমাদের পুরানো জীবনের "আমি" কে পুরানো কাপড়ের মতই বাদ দিতে হবে, কারণ ছলনার কামনা দ্বারা সেই পুরানো "আমি" নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর আল্লাহ্‌র দেওয়া নতুন "আমি" কে নতুন কাপড়ের মতই পর। সত্যের ধার্মিকতা ও পবিত্রতা দিয়ে এই নতুন "আমি" কে আল্লাহ্‌র মত করে সৃষ্টি করা হয়েছে।" (ইফিষীয় ৪ঃ২২,২৪ আয়াত)

**কয়েদীটিকে ক্রুদ্ধ, প্রশস্ত কাঁধ, লাল মুখো এক কর্কশ মহিলা ডেপুটি কমিশনারের সম্মুখে নেয়া হল। তিনি বললেন ঃ "তুমি আবার বন্দীদের মাঝে খোদার সম্বন্ধে কথা বলছ। আমি তোমাকে বলছি, ইহা বন্ধ করতে হবে।" তার মুখমন্ডল পশ্চিম ইউরোপের জেলখানাগুলোতে কমিউনিষ্টদের ক্রোধ প্রকাশ করছে।**

কয়েদীটি কমিশনারের সামনে শান্তভাবে অথচ দৃঢ়তার সাথে দাঁড়ালেন। তিনি কমান্ডারকে জানালেন যে, তার নাজাতদাতা মাবুদের বিষয়ে কথা বলা থেকে তাকে কোন কিছুই থামাতে পারবে না। কমান্ডার কয়েদীকে ঘুসি মারার জন্য তার মুষ্ঠি উঁচু করলেন, কিন্তু হঠাৎ থেমে গেলেন। তিনি জানতে চাইলেনঃ "তুমি কেন হাসছ?" কয়েদী জবাব দিলেন, "আমি আপনার চোখে যা দেখেছি, তার জন্য হাসছি।"

ঃ "আমার চোখে তুমি কি দেখেছ?"

ঃ "আপনার চোখে আমার নিজেকে দেখছি। আমি সম্পূর্ণভাবে প্রেরণা দায়ক বটে। আমি রাগী ছিলাম এবং আঘাত করতে অভ্যস্ত ছিলাম। সত্যিকারভাবে মহব্বত বলতে কি বুঝায় তা জানার পূর্বে আমি এমন ছিলাম। তারপর থেকে আমার হাত কাউকে ঘুষি মারতে মুষ্ঠিবদ্ধ হয়নি। যদি আপনি আমার চোখের দিকে তাকান, তাহলে আপনি আপনার নিজেকে দেখতে পাবেন। ঠিক সেইভাবে যেভাবে খোদা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যেমন খোদা আমার মাঝে কার্য সাধন করেছেন।"

কয়েদীটি দেখতে পেতেন কিভাবে তার পূর্বের জীবন তার অধিকার রক্ষা করত। যাহোক মসীহ্ তার নতুন জীবনের কারণে, তিনি কেবল দয়া-ই প্রদর্শন করেন এবং মসীহের জন্য অবিরাম তাবলিগি সাক্ষ্য দেয়ার অধিকার লাভ করেন।

কমান্ডারের হাত তার কাঁধে এসে পড়ল। তাকে সম্পূর্ণভাবে হাল ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় বিষন্ন মনে হল। তিনি শান্তভাবে বললেনঃ "চলে যাও"। কয়েদীটি জেলখানা জুড়ে অনবরত ঈসায়ী তব্‌লিগ চালিয়ে গেলেন। ডেপুটি কমান্ডারের পক্ষ হতে আর কোন হস্তক্ষেপ করা হল না।

*কমান্ডার কয়েদীদেরকে মৃতঃ ব্যক্তির সাথে যুক্তি তর্ক করার মত করে উত্যক্ত করতে চেষ্টা করতেন। ইহা এমন হতো, যেন তিনি একটা লাশকে তিরস্কার করছেন। অবশেষে কমান্ডার কয়েদীটির মাধ্যমে নিজের অন্তরের অবস্থা দেখতে পেলেন, যা আসল অবস্থাঃ মসীহে এক নতুন সৃষ্টি। যে মানুষটির মাঝে ঘৃণা আর ঘৃণা বিরাজমান ছিল, তার সেই পুরাতন মানুষটির রূপ পাল্টে গেল। তিনি নিজের মাঝে এক নতুন মানুষের দর্শন পেলেন। কমান্ডারের পুরাতন অবস্থার স্থলে কয়েদীটি কমান্ডারকে কেবল তার মধ্যে মসীহের মত প্রশান্তি ও দয়া দেখতে অনুপ্রাণিত করে দিলেন। এই ভাবে আমাদের অবশ্যই আমাদের নিজ সত্ত্বার মধ্যে একটা নতুন নূর দেখতে হবে। আমরা আর আমাদের শত্রুদেরকে পার্থিব বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখার বন্ধনে আবদ্ধ নই। আমাদের জীবনের পূর্বের পথের মানুষটি মরে গেছে। যখন শত্রুর অশোভন আচরণ দ্বারা আপনি আঘাত পান, উত্তেজিত ও বিরক্ত হন, তখন এই কাহিনীর মহিলা কয়েদীটির দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। পুরাতন স্বভাবকে মরতে*

## থাইল্যান্ডঃ ব্রাদার হো

৩৬২তম দিন

"দেখ, আমি তোমার নিয়ম-কানুন কেমন ভালবাসি! হে মাবুদ, তোমার অটল মহব্বত অনুসারে আমাকে নতুন শক্তি দাও।" (জবুর ১১৯ঃ১৫৯ আয়াত)

**যখন ব্রাদার হো এবং তার বন্ধু বরফাচ্ছন্ন পানির উপর দিয়ে মেঝং নদী পার হওয়ার পদক্ষেপ নিলেন, তখন তিনি অসুস্থ্য ছিলেন এবং জ্বরে ভুগছিলেন। কমিউনিষ্টরা তাদের কলেজটি বিধ্বস্ত করার পূর্বে উনারা ছিলেন লাওসের একটি কিতাবুল মোকাদ্দস কলেজের ছাত্র।**

হো নিজে নিজে চিন্তা করলেন, "মাবুদ, আমরা যদি অবশেষে মারা যাই, তাহলে ওরা জানবে আমরা ঈসায়ী এবং প্রত্যাশাপূর্ণভাবে এই কিতাবুল মোকাদ্দসের এককপি পড়বে।

নদীর প্রায় অর্ধেক পথ যাওয়ার পরে হো-র বন্ধু কিতাবুল মোকাদ্দসের প্লাস্টিকের ব্যাগটি বুকের নিচে রেখে এর উপর ভর করে ভেসে চললেন। হঠাৎ মচমচ প্লাস্টিকের শব্দ গার্ডকে সতর্ক করল। নিকটবর্তী একটি টাওয়ার থেকে গার্ড পর্যবেক্ষণ করতেছিলেন। গার্ডেরা নদীতে একটি স্পষ্ট লাইটের আলো ফেললেন। ফ্লাশ লাইটের আলো ভাসমান প্লাস্টিকের ব্যাগের উপর পড়ল এবং গার্ড এটাকে একটা মাছ মনে করল।

গার্ডের তীক্ষ্ণ নজরদারী থেকে বেঁচে গিয়ে হো এবং তার বন্ধু শান্তভাবে থাইল্যান্ডের দিকে নদীর পারের পথ করে নিলেন। আখেরী জীবনের কালাম ধারণ কৃত কিতাবুল মোকাদ্দস এবং তাদের জীবনটাও সে রাতে রক্ষা পেল, এজন্য তারা খোদাকে শোকরিয়া জানালেন। নিরাপদে পৌঁছানোর পর তারা থাইল্যান্ডে অনেক উদ্বাস্তু শিবিরে দ্বীনি সেবা কাজ পরিচালনার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করলেন।

*এই কাহিনীর মোবাল্লিগগণ তাদের রক্ষার জন্য কাগজ এবং চামড়ার বাঁধনের চেয়ে খোদার উপর নির্ভর করেছিলেন। এখনও তাদের মধ্যরাতের নদী পাড় আমাদেরকে কিতাবুল মোকাদ্দসের ভূমিকার একটা সঠিক চিত্র দান করে। আমাদের খোদার কালামের উপর নির্ভর করতে হয় যেন আমাদের সত্য জীবন এর উপর নির্ভর করে। আমরা অসম্ভবভাবে আমাদেরকে একটা পরিস্থিতিতে খুঁজি যেখানে এই সত্যটা আক্ষরিকভাবে বাস্তব হয়ে উঠে। আমাদের জীবনকে খোদার অনুগ্রহ পাবার যোগ্য হিসাবে তৈরী করতে আমাদের অবশ্যই খোদার কালামের প্রতিশ্রুতির সাথে যুক্ত থাকতে হবে। যখন আমরা সমস্যার মধ্যে থাকি, বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আমাদের নিজস্ব শক্তিতে আমরা বেশি দূর এগুতে পারি না। আমাদের অবশ্যই খোদার কালামের উপর ভাসতে হবে। না হলে আমরা ডুবে যাব।*

# রোমানিয়া ঃ সাবিনা ওয়ার্মব্রাণ্ড

৩৬৩তম দিন

"মহব্বত সব কিছুই সহ্য করে, সকলকেই বিশ্বাস করতে আগ্রহী, সব কিছুতে আশা রাখে আর সব অবস্থায় স্থির থাকে। এই মহব্বত কখনও শেষ হয় না। নবী হিসাবে কথা বলবার যে ক্ষমতা আছে তা শেষ হয়ে যাবে; বিভিন্ন ভাষায় কথা বলবার যে ক্ষমতা আছে তা চলে যাবে।" (১ম করিন্থীয় ১৩ঃ৭-৮ আয়াত)

**তাদের বিবাহিত জীবনের সকল বছর গুলোতে সাবিনা ওয়ার্মব্রাণ্ড কখনো স্বামীর প্রতি ভালবাসায় পিছপা হয়নি। কিন্তু অনেক বছর হল জেলখানায় বন্দী স্বামীর কোন খবর পাননি। একটা গুজব রটে গেছে যে, তার স্বামী জেলখানায় ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি অনুভব করেন খোদা তাকে সবুর করতে এবং তাঁর প্রতি ঈমান রাখতে বলতেছেন। আবার কোনদিন কি একত্রে তাদের দেখা হবে?**

সাবিনা তখনো যুবতী ছিলেন। তার কিশোর বয়সী বাড়ন্ত এক ছেলে। তিনি মাঝে মাঝে ভালবাসার জন্য এবং সঙ্গীর জন্য প্রলোভনে পড়তেন। তাই যখন পৌল নামের একজন দয়ালু সুদর্শন ঈসায়ী তাদের বাসায় আসতে শুরু করলেন এবং তার ছেলেকে সাহায্য করতে ছিলেন তখন তার আসক্ত হয়ে পড়া স্বাভাবিক ছিল। মাঝে মাঝে তিনি সাবিনার হাত ধরতেন, বিশেষ করে যখন একত্রে হাঁটতেন, অথবা কামনার দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকাতেন।

অবশেষে সাবিনা সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি জানতেন যে, যদি প্রতিনিয়ত বিশ্বাস করে থাকেন যে, তাকে তার স্বামীর সাথে পুনঃরায় একত্রিত হতে হবে, তাহলে তাকে সকল প্রকার প্রলোভন পরিহার করতে হবে এবং তার জীবনে খোদার প্রতিজ্ঞা গুলোর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে। তিনি পৌলকে আর তার কাছে না আসতে অনুরোধ করলেন। পৌল বিষয়টা বুঝেছিলেন এবং তিনি সাবিনার সাথে দেখা করা পরিত্যাগ করলেন।

স্বল্পকাল পরেই খোদা তা'য়ালা তার বিশ্বস্ততার পুরষ্কার দিয়েছিলেন। একদিন সকাল বেলা তিনি যখন জামাত ঘরের মেঝে পরিস্কার করতেছিলেন, তখন তিনি একটা পোষ্টকার্ড পেলেন। এতে স্বাক্ষর দেয়া হয়েছিল "ভ্যাসাইল জর্জেসকু" কিন্তু লেখাটা তার স্বামী রিচার্ডের হাতের লেখার মত। নিশ্চিত রিচার্ডের লেখা।

তার চোখ দুইটি অশ্রুতে ভরে গেল, যখন তিনি পড়লেনঃ "সময় এবং দূরত্বের ব্যবধানে একটা ক্ষুদ্র ভালবাসা নিঃশেষ হয়ে যায়, কিন্তু একটা মহৎ মহব্বত বৃদ্ধি লাভ করে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠে।"

*নির্যাতিত জামাতের কাহিনীগুলো হলো খাঁটি আবেগের মাঝে খাঁটি মানুষের সম্বন্ধে। সংক্ষিপ্ত কাহিনীগুলোর প্রধান চরিত্র কিছু প্রদর্শনীর কাগুজে পুতুলের মত নয় অথবা চলচ্চিত্রের নায়ক নায়িকার মত নয়। কাহিনীগুলো জীবনের চরম বাস্তবতার ছবি। "ভি, ও, এম," নামক সংস্থাটি শহীদগণের বাস্তবতার এবং সত্যের অভ্রান্ত কণ্ঠস্বর। সাবিনা তার প্রলোভনের মধ্য দিয়ে কৌশলে পার হয়ে এসেছিলেন। তার স্বামীও পরীক্ষিত হতেছিলেন। কিন্তু সেই সাথে তার ঈমানের পরীক্ষা হতেছিল। বিভিন্ন স্তরে নির্যাতন আমাদেরকে স্পর্শ করে। তথাপি আমাদের যখন তাদেরকে দেখানো হয়, যারা সংক্ষিপ্ত সময় ব্যাপী ইহার প্রকৃত উপলব্ধির মধ্যে জড়ো হয়, তারা আমাদেরকে কৌশলগতভাবে শক্তিশালী করে। ওয়ার্মব্রাণ্ডের মত, আপনার ভালবাসার জন্য সামর্থটা নির্যাতনের মধ্যে বৃদ্ধি লাভ করবে----- যদি আপনি ভালবাসার সত্যিকার উদ্দেশ্যের পূর্ণতা দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।*

৩৬৪তম দিন

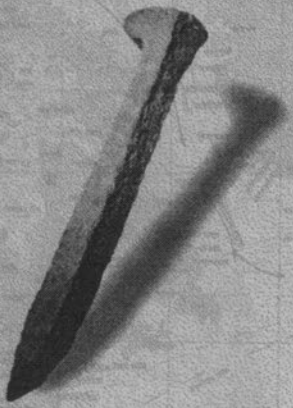

আপনার কঠিন সমস্যার মধ্যে আপনি যদি খোদায়ী দর্শন পান, তাহলে কোন কিছুই আপনাকে ভয় দেখাতে পারবে না। তাঁর দর্শন দ্বারা আপনাকে শক্তি ও ক্ষমতা দান করবেন।
আপনাকে ভীত হলে চলবে না।

-এই কথাগুলো বলেছিলেন একজন ইরানিয়ান ইমাম।

## পাকিস্তানঃ তারা

৩৬৫তম দিন

"আর যে কেউ আমার জন্য বাড়ী-ঘর, ভাই-বোন, মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে কিংবা জায়গা-জমি ছেড়ে দিয়েছে, সে তার একশো গুণ বেশী পাবে আর আখেরী জীবনও পাবে।" (মথি ১৯ঃ২৯ আয়াত)

**তারা নামের মেয়েটি পাকিস্তানে সপ্তম গ্রেডে ছিলেন। খোদার সম্বন্ধে আরো জানতে সে কিতাবুল মুকাদ্দস প্রশিক্ষণ কোর্সে গোপনে তালিকাভূক্ত হয়েছিলেন। কঠোর ধর্মীয় নিয়ম নিষ্ঠ তার পরিবার ঈসা সম্বন্ধে তার কোন প্রশ্নের জবাব দেয়নি। তারা নিজের অভ্যন্তরের সত্যটা খুঁজতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।**

কিন্তু যখন তার পরিবার পড়ার ঘরে তাকে ঈসায়ী বই পুস্তক পড়তে দেখলেন তখন তারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে পরিবারের লোকেরা ওকে এত ভয়ানকভাবে মারধর করলেন যে, একসপ্তাহ ধরে অজ্ঞান হয়ে রইলেন। তিনি বিশ্বাস করেন একজন ফেরেস্তা তাকে অজ্ঞান অবস্থা থেকে জাগিয়ে ছিলেন এবং তাকে একবার একটা হাসপাতাল পাঠালেন। তারা নামের মেয়েটি অনবরত মসীহের ঈমানে বৃদ্ধি লাভ করলেন। ১৯৯৫ সালে গোপনে তাকে তরিকাবন্দী দিলেন। তারপর তার আব্বা-আম্মা একজন মুসলিম ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার বন্দোবস্ত করলেন। যখন 'তারা' বিয়েতে অসম্মতি জানালেন, তখন তাকে আবার প্রহার করা হল। তাকে কয়েক রাত না ঘুমিয়ে সারারাত দাঁড়িয়ে কাটাতে বাধ্য করা হয়েছিল। এই সময়ে 'তারা' তিনটি দর্শন দেখেছিলেন। সেই দর্শনের মধ্যে 'তারা' একটা গায়েবী কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। কণ্ঠস্বরটি তাকে বলতে ছিল, "আমি তোমার সাথে আছি। আমি তোমার আব্বা।"

আরো অধিক প্রহারের পর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তিনি তিন দিন পর জেগে উঠলেন এবং নিজেকে রক্তের সরোবরের মধ্যে দেখলেন। তিনি আবারও একই রকম গায়েবী উৎসাহদায়ী আওয়াজ শুনতে পেলেনঃ "আমি তোমার পিতা, আমি তোমাকে রক্ষা করব।"

তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং বর্তমানে অন্য একটা দেশে নিরাপদ গৃহে বাস করছেন। যেখানে তিনি খোদার প্রতিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দ্বারা সার্বক্ষণিক তার মাবুদের সেবা করতেছেন।

*ঈসায়ীত্ব কি একটা সম্ভাবনার আশাকে হারানো? যারা ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপিত দেশে রয়েছে তারা জানে ঈসায়ীত্ব হল ঈসা মসীহের জন্য তাদের ঈমানের কারণে কিছু হারানোর মত। তারা জানে কিভাবে তারা তাদের পরিবারকে হারিয়েছিলেন। মুসলিম পরিবারের সদস্যগণ প্রায়ই ধর্মান্তরিত ব্যক্তিকে কাফের হিসাবে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখান করতে পারে, ত্যাজ্য করে দিতে পারে। তাদেরকে সমাজচ্যুত করতে পারে। চরমপন্থী মুসলিমগণ ঈসা মসীহের প্রতি কারও ঈমানের কারণে তার পুরো পরিবারটাই ধ্বংস করে দিতে পারে। এই ক্ষতটা তার জন্য খুবই ভয়াবহ। যাহোক, আমাদের কাছে ঈসা মসীহের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আমরা মসীহের জন্য যা কিছুই হারাই না কেন একশত গুণের বেশি তিনি বেহেস্তে আখেরী জীবনে এই ক্ষতিপূরণ দান করবেন। ইহা জুয়া খেলা নয় যে, বাজি হারলে দেউলিয়া হতে হবে। খোদা তা'য়ালার অভ্রান্ত কালামের ভিত্তিতে ইহা একটি হিসাবকৃত ঝুঁকি। আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন, না কি করেন না?*

# চরম চ্যালেঞ্জ

আপনি কি একটা চ্যালেঞ্জে অবতীর্ণ হয়েছেন? তাহলে বইটি খুলুন এবং ৩৬৫ টি সত্য কাহিনী থেকে সেইসব ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাগণের কেবল একটা ঘটনা পড়ুন, যারা সম্পূর্ণ রূপে মসীহের জন্য বিক্রি হয়ে গিয়েছিলেন। এ যাবৎ আপনি যতগুলো ধ্যানমূলক কিতাব পড়েছেন, কিতাবটি যদি সে রকম অপছন্দনীয় না হয়, তাহলে ইহা দেখুন এবং অনুধাবন করুন।

মসীহের আন্তরিক অনুসারীগণ একটা মূল্য পরিশোধ করেন। একজন চরম অনুসারী প্রায়ই ধর্মের জন্য চরম মূল্য দেয়। VOM সংগঠন, সর্বোচ্চ বিক্রি হওয়া জিজাস ফ্রাকস্ বইয়ের সহযোগী লেখকগণ উৎসাহ-উদ্দীপনা, অঙ্গিকার, পাপ স্বীকার, এবং সহমর্মিতার কাহিনী দ্বারা আপনার প্রাত্যহিক ধ্যান ও অধ্যয়নের একটা তালিকা এনে দিয়েছে। একটা উল্লিখিত মূল্য এনে দিয়েছে, একটা পরিশোধিত মূল্য এনে দিয়েছে।

সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা ঈসায়ী ঈমানদারগণের কাহিনীর মধ্য দিয়ে সময় পরিক্রমায় আদিকাল থেকে বর্তমান শতাব্দি পর্যন্ত একটা চরম যুগে অবস্থানের সময় আপনি বিশ্বাস, শক্তি, উৎসাহ-উদ্দীপনা খুজেঁ পেতে পারেন। এই কিতাবের এর কাহিনীর কম বয়সী এবং বেশি বয়সী এই উভয় শ্রেণীর পুরুষ ও মহিলাগণ খোদার আরাধনার মানবীয় বাহ্যিক সীমাবদ্ধতার চরম সীমাকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন।

এই কিতাবের প্রত্যেকটা কাহিনী সত্য। প্রত্যেকটা কাহিনী বিস্মৃত হওয়ার অসাধ্য। প্রত্যেকটা কাহিনী-ই চরম দৃষ্টান্ত। প্রত্যেকটা কাহিনীই আপনার জীবনকে পাল্টে দিবে।

আজকে আপনি এই চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করুন এবং আপনার নিজ জীবনকে উপলব্ধি করুন।